UTTARPARA
JAIKRISHNA PUBLIC LIBRARY.

খ্রীষ্টের অনুকরণ।

আচার্য্য লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী কর্ত্তৃক
অনূদিত,

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
সংস্করণ।

১৯৩২।

1932.
Published by the Christian Tract and Book Society, at the
Society's Depôt, 41, Lower Circular Road, Calcutta.

B10239

প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ।

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Accn. No. ১০২৩৭ Date ৩০.১১.৭৮.

মুখবন্ধ।

পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রে মানবাত্মার পরিপুষ্টির জন্য নানা উপাদেয় খাদ্য নিহিত রহিযাছে, এবং ভক্ত, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত নিত্য নিত্য এই খাদ্য গ্রহণ করিলে, ঈশ্বরের সহিত এক অবিচ্ছিন্ন যোগে সংযুক্ত হইয়া বিমল আনন্দ সম্ভোগ করেন। ধর্ম্ম-জগতে বাইবেল-শাস্ত্র এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং ইহা প্রায় আট শত ভাষায় অনূদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম, সমাজ এবং নীতির মান-দণ্ড রূপে জগৎকে শাসন করিতেছে। এই অপূর্ব্ব পুস্তক পাঠ করিলে যে মানব-জাতি উন্নত হয়, তাহা জগৎ অস্বীকার করিতে পারিবে না। যাঁহারা ধর্ম্ম-রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব আলোচনায় স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের গভীব অভিজ্ঞতার ফলে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাইবেল গ্রন্থের পরেই মহাত্মা টমাস্-এ-কেম্পিস্ রচিত "খ্রীষ্টের অনুকরণ" নামক পুস্তক মানবাত্মার প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব পুস্তক নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, এবং ইহার ছয় সহস্র সংস্করণ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়া, ধর্ম্ম-পিপাসু নর-নারীর প্রাণের পিপাসা নিবারণ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক-প্রচার-সমিতি কর্ত্তৃক দুই চারি আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ৯,৩০০৲ মুদ্রা পর্য্যন্ত এক এক খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে। ৯,৩০০৲ মুদ্রায় প্রতি খণ্ড বিক্রয়ের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিশ নগরীতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয় এবং ১০৩ খানা মাত্র এই সংস্করণের পুস্তক মুদ্রণের জন্য ৬০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৯,০০,০০০৲ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল!! এই উপাদেয় পুস্তক, দীনদরিদ্রের কুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাট্‌দিগের প্রাসাদ পর্য্যন্ত শোভিত করিয়াছে।

১৪৪১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা টমাস্-এ-কেম্পিসের "খ্রীষ্টের অনুকরণ" সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়। ব্রসেল্‌সের রাজকীয় পুস্তকাগারে টমাস্-এ-কেম্পিসের এই পুস্তকের হস্তলিপি অতি যত্নসহকারে রক্ষিত আছে। খ্রীষ্টের অনুকরণের বিশেষত্ব এই যে, ইহার ভিত্তি বাইবেলের উপর স্থাপিত, মনোযোগ সহকারে যাঁহারা বাইবেল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে

পাইয়াছেন যে, এই পুস্তকের প্রায় ছয় শত পদ ও উপমার সহিত বাইবেলের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বাইবেলের চরম শিক্ষার পরিণতি আমরা প্রভু যীশুর মানব-দেহ গ্রহণে দেখিতে পাই এবং মহাত্মা কেম্পিস্ এই মানব-দেহে আবির্ভূত ঈশ্বরকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব পুস্তক অধ্যয়ন ও ধ্যানের দ্বারা বিশ্বাসী ভক্তের আত্মা সেই পরমাত্মার দিকে প্রধাবিত হয় এবং তাঁহাতে মগ্ন হইয়া তৃপ্তি লাভ করে। "মনুষ্য-পুত্রের মাংস ভোজন ও শোণিত পান ভিন্ন কেহ জীবন লাভ করিতে পারে না," ধর্ম্ম-জীবনের এই নিগূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে কেম্পিস এই পুস্তকে সেই গূঢ় রহস্য যে প্রকার বিস্ময়কর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তেমন আর অন্য কোন পুস্তকে দৃষ্টিগোচর হয় না। এ জগতে প্রভু যীশুর নরদেহে আবির্ভাব যেমন অত্যাবশ্যক এবং গুরুতর বিষয় ছিল, তেমনি কেম্পিসের জীবনেও ক্রুশে প্রভুর আত্মবলিদান অতি আবশ্যক ও গুরুতর বিষয় ছিল।

টমাস্-এ-কেম্পিস্ কঠোর সাধনার দ্বারা স্বীয় জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন যে, কেবল বাহ্যভাবে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট নয়, মানবাত্মার পরমাত্মার সহিত গভীর অভ্যন্তরীণ সংযোগ না হইলে বাহ্য অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়া যায়। কেম্পিস্ বিশ্বাস করিতেন যে, প্রভু যীশুর জগতে অবতরণ মানবাত্মার সেই পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইবার একমাত্র উপায়। প্রভু যীশু যেমন ক্রুশে আত্ম-বলিদান দ্বারা পিতা ঈশ্বরের চরিত্র স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়াছেন, তেমনি আধ্যাত্মিকভাবে প্রভু যীশুর মাংস ভোজন ও তাঁহার শোণিত পান করিয়া, প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্ত যেন স্ব স্ব জীবনে খ্রীষ্টের মহিমা প্রকাশ করেন, টমাস্-এ-কেম্পিস্ তাঁহার পুস্তকে তাহাই বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। খ্রীষ্টের জীবন যেমন পিতা ঈশ্বরের আবাস-স্থল ছিল, তেমনি প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তের জীবন যেন পবিত্র, উন্নত ও স্বার্থশূন্য হইয়া প্রভুর মহিমা ঘোষণা করিতে পারে, এবং পিতা ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে, এই পুস্তকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকপাঠিকা তাহাই দেখিতে পাইবেন।

প্রাচীন জর্ম্মান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোলঙ্গ নগরী হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী এবং ডুসোঁলডরক নামক এক ক্ষুদ্র নগরীর নিকটবর্ত্তী, রাইন্

এবং মিউস নদীর মধ্যবর্ত্তী কেম্‌পেন নামক এক অতি ক্ষুদ্র নগরীতে ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে, "খ্রীষ্টের অনুকরণের" সুপ্রসিদ্ধ রচয়িতা জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান কেম্‌পেন নগরীর নামানুসারে ইনি খ্রীষ্টীয় জগতে কেম্পিস্ নামে পরিচিত, কিন্তু ইঁহার মাতা যোয়ান্না এবং পিতা গেরত্রুদ হেমার্কেন কিম্বা হেমারলিন্ তাঁহাকে টমাস্ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। টমাসের মাতাপিতা অতি ধর্ম্মভীরু ও উন্নত চরিত্রের খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন এবং তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিদিগকে ঈশ্বরের পথে মানুষ করার দিকে তাঁহাদিগেব প্রখর দৃষ্টি ছিল। টমাসের পিতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও তিনি কঠোর কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে কোন প্রকারে তাঁহাদিগের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। হেমার্কেন বা হেমারলিন্ শব্দের অর্থ "ক্ষুদ্র হাতুড়ী"-চালক, সুতরাং তাঁহার নামের এই অর্থের দ্বারা অনেকে মনে করেন যে, তিনি কর্ম্মকার কিম্বা স্বর্ণকারের কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। হেমার্কেনের সন্তানসন্ততি তাঁহাদিগের মাতাপিতার জীবনে ধর্ম্মের সমাদর দর্শন করিয়া, বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপিপাসু হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কঠোর মার্গ মনোনীত করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যোহন, টমাস্ অপেক্ষা খুব সম্ভব পনের বৎসরের বড় ছিলেন। যোহন অল্প বয়সেই "সাধারণ জীবনের ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ" নামক স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে যোগ প্রদান করিয়াছিলেন। টমাসের স্বীয় অগ্রজের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং তিনি তাঁহার নিজের জীবন স্বীয় অগ্রজের আদর্শে এমনি ভাবে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, অতি বাল্যকালেই তিনি স্বীয় অগ্রজের উন্নত ধর্ম্ম-জীবনের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র বয়সে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"সাধারণ জীবনের ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের" আশ্রমের প্রধান কেন্দ্র হল্যাণ্ড প্রদেশের ডিভেণ্টার নগরীতে অবস্থিত ছিল এবং এই ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ "অভিনব-সাধনা" নামেও অভিহিত হইতেন। ইঁহাদিগের প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মা জেরারড় গ্রুট সেই যুগের মণ্ডলী ও রাজ্যগুলির মধ্যে ঘোর ভ্রষ্টতা ও কপটতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া, উন্নত পবিত্র ও ঈশ্বরভীরু এক স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসীর দল গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা,

ত্যাগ-স্বীকার ও কৃচ্ছ্র সাধনায় মণ্ডলী ও রাজ্যগুলির তন্দ্রা ভগ্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারা ধর্ম্ম ও সত্যকে সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যোহন এই সাধক দলের মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন এবং তাঁহার প্রবল উদ্যোগ, কঠোর সাধনা, ঘোর একাগ্রতা ও সংগঠনী-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার আশ্রমের অধ্যক্ষ তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাদৃশ আশ্রম স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। টমাস্ স্বীয় অগ্রজ যোহনকে প্রাণের সহিত ভক্তি ও সমাদর করিতেন এবং পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করণাবধি তিনি তাঁহাকে স্বীয় জীবনের আদর্শ ও চালকস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে যতই বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই যোহনের জীবনের সহিত টমাসের জীবন এমনি ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহারা অভিন্ন-হৃদয় ও অভিন্ন-প্রাণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কঠোর পরিশ্রমে, জরাজীর্ণ দেহে যোহন যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে ভ্রাতৃবৎসল টমাস্ সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, প্রায় দেড় বৎসর কাল আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। টমাস্ স্বীয় ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির সমস্ত কারণ স্বীয় অগ্রজেই অর্পণ করিতেন এবং তিনি তাঁহাকেই যেন ধর্ম্ম-পিতার আসনে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

যোহনের অধ্যবসায়ের ফলে মাউণ্ট সেণ্ট এগনিসে একটী আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিনিই সেই আশ্রমের প্রধান অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। টমাস্ বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে ডিভেণ্টার পরিত্যাগ করিয়া মাউণ্ট সেণ্ট এগনিসে স্বীয় অগ্রজের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত এখানেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। টমাস্ ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই আশ্রমে প্রবেশ করেন, এবং ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্প্রদায়ের সভ্য হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন এবং ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তেত্রিশ বৎসর বয়সে পৌরোহিত্য পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই আশ্রমে মহাত্মা কেম্পিস্ দীর্ঘ সত্তর বৎসর কাল, অর্থাৎ ১৩৯৯ হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি দুইবার এই আশ্রমের সহকারী অধ্যক্ষ এবং একবার কোষাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ধর্ম্ম-রাজ্যের নিগূঢ়-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে এত ব্যস্ত থাকিত যে, তিনি ধ্যান, প্রার্থনা, চিন্তা, লিখন, পঠন ব্যতীত আর কোন বিষয়েই মনোনিবেশ

করিতে ভালবাসিতেন না, এই জন্য তিনি আপনাকে অন্য সকল কার্য্য হইতে পৃথক করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধনায় সতত নিযুক্ত থাকিতে প্রয়াস পাইতেন।

সাধু কেম্পিস্ গুপ্ত সাধনা, প্রার্থনা, আত্ম-শাসন প্রভৃতিতে যে সময় অতিবাহিত করিতেন, তাহা ব্যতীত তাঁহার দৈনন্দিন সময়ের অধিকাংশ সময় তিনি প্রসিদ্ধ সাধকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সেই সকল পুস্তকের মধ্য হইতে সারাংশ সংগ্রহে অতিবাহিত করিতেন। কখন কখন রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি এই কার্য্য করিতেন। তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, বিশদরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাধনার দ্বারা আত্ম-শাসনে এবং অপরের মঙ্গল-সাধনে যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করা যায়, তাহা আর কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকে এই গভীর ভাবটীকে তিনি অতি স্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নানা প্রকার ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে বিশেষ সাধু গ্রীগেরী, সাধু বারণার্ড, আসেসির সাধু ফ্রান্সিস্, সাধু বোনাভেন্টুরা প্রভৃতির পুস্তক পাঠে অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিতেন, কিন্তু বাইবেলের ল্যাটীন অনুবাদ তিনি স্বহস্তে নকল করিতে এত ভালবাসিতেন যে, তাহা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত্নের সহিত নকল করিয়াছিলেন এবং তাহা প্রকাণ্ড চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল, যাহা আজও রাজকীয় পুস্তকাগারে সুরক্ষিত আছে।

"খ্রীষ্টের অনুকরণ" ধর্ম্মগ্রন্থনিচয়ের মধ্যে বাইবেলের পরেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং জগতের সাহিত্যে বাইবেল যতদিন রাজত্ব করিবে, ততদিন এই অপূর্ব্ব পুস্তকের গৌরব ও মূল্য যে অক্ষুন্ন থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের রচয়িতা একজন মহা আত্ম-দমনকারী স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন এবং এই পুস্তকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের উচ্চভাব রক্ষিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া কি সন্ন্যাসী, কি সাধারণ লোক, যে কেহ খ্রীষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ এবং তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবার সংকল্প করিবেন, তিনিই ইহা দ্বারা নিজ আত্মার প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। খ্রীষ্টের এক অপূর্ব্ব নূতন জীবন ছিল, এবং এই "খ্রীষ্টের অনুকরণ" পুস্তকে খ্রীষ্টভক্তের জীবনও যে জগৎ হইতে পৃথকীকৃত এক নূতন জীবন হওয়া উচিত, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পুস্তকে যে অপূর্ব্ব জীবনের কথা বর্ণনা

করিয়াছেন, তাহা চিরশাসনাধীন জীবন, এবং এই জীবনে আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রকৃত খ্রীষ্টভক্তের জীবন এমনি ভাবে খ্রীষ্টের সহিত সম্মিলিত হয় যে, তিনি পৌলের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া না বলিয়া থাকিতে পারেন না, "এখন যে সে জীবিত আছে তাহা নয়, কিন্তু খ্রীষ্টই তাহাতে জীবিত আছেন।" ইহা একটি রহস্যময় জীবন। এই জীবনে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার সত্ত্বা এমনি ওতপ্রোত ভাবে মানবাত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেন যে, সে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাঁহাতে এক হইয়া যায়। এই রহস্য-পূর্ণ জীবনের উদ্দেশ্য দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন, মনন নহে; কিন্তু যাহা দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন ও মননের অতীত তাহাতেই পরিণত হওয়া। যে সত্য, কল্পনার দ্বারা অনুভব করিবার প্রয়াস মানব করিয়া থাকে, সেই নিত্য অক্ষয় ধ্রুব সত্যে প্রত্যক্ষভাবে উপনীত হওয়া, এই অপূর্ব্ব জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবন-রহস্যের মীমাংসার মধ্যে মহা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক মনিষিবৃন্দ বহু গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানবাত্মা যে পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়, সেই পরমাত্মার কোন ব্যক্তিত্ব নাই, কিন্তু খ্রীষ্টীয় জগতের সাধকবৃন্দ তাঁহাদিগের কঠোর সাধনা-মার্গের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানবাত্মা যে পরমাত্মার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেই পরমাত্মা মানবাত্মার প্রেমময় পিতা; যিনি তাঁহার দুই বাহু প্রসারণ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য স্নেহভরে প্রতিনিয়ত আহ্বান করিতেছেন, এবং যে মিলনের মহাসিন্ধুতে মানবাত্মা মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়, সেই মিলন যে সত্ত্বার মিলন, তাহা নহে, কিন্তু তাহা মন ও হৃদয়ের মহামিলন।

ঈদৃশ বিশাল বিশ্বাস ও কঠোর তপস্যার মধুময় ফলের উপরে মহাত্মা টমাস্-এ-কেম্পিস্ তাঁহার অমৃতময় লেখনী সঞ্চালন করিয়া "খ্রীষ্টের অনুকরণ" নামক অক্ষয় ও অমর পুস্তকরূপ হর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুস্তকের সহিত তিনিও অমর হইয়া গিয়াছেন। টমাসের নিকটে ঈশ্বর এক হৃদয়-বিহীন কল্পনা-বিজৃম্ভিত ঈশ্বর ছিলেন না, তিনি তাঁহার নিকটে জীবন্ত ও হৃদয়বান্ ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান ছিলেন, এবং যাঁহারা টমাসের বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা "খ্রীষ্টের অনুকরণের" প্রত্যেক উপদেশ বচনে আত্মার উন্নতিসূচক বাণী শ্রবণ করিয়া,

জীবনে ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন, এবং সেই বচননিচয় শাস্ত্র-বচনের ন্যায় তাঁহাদিগের চরণের প্রদীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে। এই উজ্জ্বল বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া, ট্রাক্ট সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ "খ্রীষ্টের অনুকরণের" এই নূতন, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা আশা করেন, এই অপূর্ব্ব পুস্তক যেমন লক্ষ লক্ষ নরনারীকে খ্রীষ্টের পদাঙ্কের অনুসরণ করিতে সাহায্য করিয়াছে, তেমনি বঙ্গের পাঠকপাঠিকার আত্মার অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম পর্ব্ব।

আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে হিতজনক উপদেশ।

দ্বিতীয় পৰ্ব্ব।

অন্তর-জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা

তৃতীয় পর্ব্ব।

আন্তরিক সান্ত্বনা।

অধ্যায়। বিষয়। পৃষ্ঠা।

চতুর্থ পর্ব্ব।

পবিত্র প্রভুর ভোজ গ্রহণ জন্য প্রবর্ত্তনা বাক্য।

প্রথম পর্ব্ব।

আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে হিতজনক উপদেশ।

খ্রীষ্টের অনুকরণ।

প্রথম পর্ব্ব।

আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে হিতজনক উপদেশ।

---

১ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের অনুকরণ এবং জগতের সমস্ত অসার বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা।

প্রভু কহেন, "যে কেহ আমার পশ্চাদ্‌গামী হয়, সে কোন ক্রমে অন্ধকারে যাতায়াত করিবে না।"* খ্রীষ্টের এই বাক্য দ্বারা শিক্ষা পাওয়া যায় যে, সত্যরূপে প্রদীপ্ত এবং হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার অন্ধতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রভুর জীবন ও আচরণের অনুকরণ করা আবশ্যক। অতএব যীশু খ্রীষ্টের জীবন আমাদের মুখ্য অনুধ্যানের বিষয় হউক।†

খ্রীষ্টের উপদেশ সাধুগণের সকল উপদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ; যে কেহ আত্মাকে পাইয়াছে, সে ঐ উপদেশের মধ্যে গুপ্ত মান্না পাইবে।

কিন্তু খ্রীষ্টের সুসমাচার বারংবার শুনিয়াও তদ্দ্বারা অতি অল্প লোকই মোহিত হয়, কারণ তাহারা খ্রীষ্টের আত্মাবিহীন।

কিন্তু যদি কেহ খ্রীষ্টের বাক্য সকলের অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চায়, তবে সে আপনার সমগ্র চরিত্র খ্রীষ্টের চরিত্রের সদৃশ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করুক।

যদি নম্রতার অভাব প্রযুক্ত তুমি ঈশ্বরীয় ত্রিত্বের অনুপযুক্ত হও, তবে

---

* যোহন ৮; ১২। † ইব্রীয় ১২; ২। ১ পিতর ২: ২১।

সেই ত্রিত্ব বিষয়ে যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে বাক্যবিন্যাস করিতে পারিলেও তোমার কি লাভ হইবে ?

আড়ম্বরপূর্ণ মহৎ মহৎ বাক্যে মনুষ্য পবিত্র ও ন্যায়বান হয় না, কিন্তু সদাচরণেই সে ঈশ্বরের প্রিয় হয়।

অনুতাপের ব্যাখ্যা বুঝা অপেক্ষা বরং জীবনে অনুতাপ অনুভব করাই উত্তম।

অক্ষরে অক্ষরে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সমস্ত বৈজ্ঞানিক রহস্য তোমার জানা থাকিলেও ঈশ্বরের প্রেম ও প্রসাদ ব্যতিরেকে তোমার কি লাভ হইবে ?

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন ও তাঁহার সেবা করা ভিন্ন আর সকলই নিতান্ত অসার, অসারের অসার। *

তুচ্ছ ও অসার জগতের মধ্য দিয়া স্বর্গ-রাজ্যের পথে অগ্রসর হওয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

অতএব নশ্বর ধনের অন্বেষণ করা এবং তাহার উপরে নির্ভর করা নিতান্তই অসার।

মান সম্ভ্রমের অনুধাবন করা ও উচ্চপদে অধিরূঢ় হওয়াও অসার।

শারীরিক বাসনার অনুবর্ত্তী হওয়া এবং যাহার জন্য পরে গুরুতর শাস্তি ও অশান্তি ভোগ হইতে পারে, তাহার কামনা করা বাতুলতা মাত্র।

পবিত্ররূপে আচার ব্যবহার করিতে যত্নবান না হইয়া দীর্ঘায়ু কামনা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ভবিষ্যতের বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া, কেবল ঐহিক বিষয়ে মনোনিবেশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

নিত্যানন্দের ভবনে যাইতে তৎপর না হইয়া, নশ্বর বিষয়ে আসক্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

"দর্শনে চক্ষু তৃপ্ত হয় না এবং শ্রবণে কর্ণ তৃপ্ত হয় না," † এই নীতিবাক্য বারংবার স্মরণ করিও।

অতএব দৃশ্য বস্তুর অনুরাগ হইতে চিত্তকে সর্ব্বদা নিবৃত্ত করিয়া, অদৃশ্য বস্তুর অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর।

মনে রাখিও, যাহারা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে, তাহারা আপনাদের সংবেদ কলুষিত করে, এবং ঈশ্বরের প্রসাদে বঞ্চিত হয়।

---

* উপদেশক ১ ; ২।

† উপদেশক ১ ; ৮।

২ অধ্যায়।

আত্ম-নম্রতার তীব্র বোধ।

সকলেই স্বভাবতঃ জ্ঞানের অভিলাষী, কিন্তু ঈশ্বর-ভয়বিহীন জ্ঞানে কি ফল ? *

ভক্ত ঈশ্বর-সেবক দরিদ্র কৃষকও ভাল, তথাপি নক্ষত্রগণের গতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও যিনি আপনার বিষয়ে অমনোযোগী, এমন মহাপণ্ডিতও ভাল নয়।

যে কেহ আপনাকে উত্তমরূপে জানে, সে আপনার বোধে উত্তরোত্তর অবনত হয়, এবং মনুষ্যের স্তুতিবাদে কখনই সন্তুষ্ট হয় না।

জগতের সমুদয় গুপ্ততত্ত্ব বুঝিয়াও আমি যদি প্রেমে না চলি, তবে ঈশ্বর, যিনি আমার কর্ম্মানুসারে আমার বিচার করিবেন, তাঁহার সাক্ষাতে আমার কি উপকার দর্শিবে ?

জ্ঞান উপার্জ্জনের অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত হও, কেননা তদ্দ্বারা অতিরিক্ত উদ্বেগ ও ভ্রান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা।

জগতের বিদ্যায় বিদ্বানেরা অন্যের নিকট পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ও জ্ঞানী বলিয়া আখ্যাত হইতে বড়ই আকাঙ্ক্ষী। †

এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা জানিয়াও আত্মার বিশেষ কিছুই লাভ হয় না।

যে ব্যক্তি পরিত্রাণের পক্ষে হিতজনক বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, সে নিতান্তই অজ্ঞান।

বহু বাক্য আড়ম্বরে মন সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু সদাচরণে মনে প্রচুর সান্ত্বনা জন্মে, এবং নির্ম্মল সংবেদ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস প্রদান করে।

তুমি যতটা জান ও যতটা বুঝ, তৎপরিমাণে যদি তোমার জীবন পবিত্র না হয়, তবে তোমাকে গুরুতররূপে বিচারিত হইতে হইবে।

অতএব কোন প্রকার বিজ্ঞান বা দর্শনজ্ঞানহেতু আপন মনে অহংকারে স্ফীত হইও না, বরং যে বিদ্যা তোমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহার হিসাব তোমাকে দিতে হইবে, ইহা স্মরণে রাখিয়া সাবধান হও।

---

* উপদেশক ১; ১৬।   † ১ করি ৩; ১।

যদি তুমি আপনাকে বহু বিষয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মনে কর, মনে রাখিও, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার বিষয় তুমি এখনও কিছুমাত্র জান না।

আপনাকে অতি বুদ্ধিমান দেখাইও না, বরং নিজ অজ্ঞানতা স্বীকার কর। *

কেন তুমি আপনাকে অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর? তোমা অপেক্ষা অনেকেই অধিক বিদ্বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ।

যদি স্বীয় উপকারের জন্য কোন বিষয় জানিতে ও শিক্ষা করিতে চাও, তবে অজ্ঞাত ও নগণ্য হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক হও।

প্রকৃত আত্মজ্ঞান ও আত্ম-নম্রতার তীব্র বোধই অতি হিতজনক শিক্ষা।

আপনাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করা, এবং অন্যকে আপনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করাই উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও প্রকৃত সিদ্ধি।

যদি কখন কাহাকেও কোন পাপ বা গুরুতর অপরাধ করিতে দেখ, তথাপি আপনাকে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিও না, কেননা তুমি নিজে কত কাল ধর্ম্মের পথে স্থির থাকিতে পারিবে, তাহা জান না।

আমরা সকলেই দুর্ব্বল বটে; কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক দুর্ব্বল আর কেহই নাই, ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের সকলের ইহা বিবেচনা করা উচিত।

---

৩ অধ্যায়।

সত্যবিষয়ক উপদেশ।

ধন্য সেই ব্যক্তি, স্বয়ং সত্যই যাহার শিক্ষক; কারণ অস্থায়ী উপমা ও উড়ো কথা দ্বারা সত্য শিক্ষা দান করেন না, কিন্তু সত্য নিজেই শিক্ষণীয় বিষয়।

আমাদের নিজের মত ও জ্ঞান আমাদিগকে অনেক সময় ভুলায়, এবং আত্মমত ও আত্মজ্ঞানের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ।

---

* রোমীয় ১২; ১৬।

অস্পষ্ট ও গুপ্ত বিষয়ে অধিক তর্ক বিতর্ক করাতে ফল কি? বিচার দিনে আমরা ঐ সকল বিষয়ের অজ্ঞতাহেতু অভিযুক্ত হইব না। *

হিতকর ও আবশ্যক বিষয় ছাড়িয়া অনাহূত ও হানিকর বিষয়ে মন দেওয়া বড়ই মূঢ়তা; চক্ষু থাকিতেও আমরা দেখি না। দার্শনিক ও নৈয়ায়িকদের নীরস তর্কের সহিত আমাদের সম্পর্ক কি?

সেই **অনাদি অনন্ত বাক্য** যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহেন, সে অনেক অনাবশ্যক চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

সেই একই **বাক্য** হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সকলেই তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; তিনিই আদি এবং তিনিই আমাদিগের সহিত কথা কহেন।

সেই **বাক্যের** সাহায্য ভিন্ন কেহই কিছু বুঝিতে পারে না, এবং কেহই সুবিচার করিতে পারে না।

যাহার কাছে সকল বস্তুই এক, এবং যাহার নিকটে একের মধ্যে সকল বস্তুই কেন্দ্রীভূত এবং যে সকল বস্তুকে এক চক্ষে দেখে, সে হৃদয়ে সুস্থির ও ঈশ্বরের সহিত শান্তিতে বাস করিতে পারে।

হে ঈশ্বর, তুমিই সত্য; আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, যেন আমি নিত্যস্থায়ী প্রেমে তোমার সহিত সম্মিলিত হইতে পারি।

অধিক পঠনে ও শ্রবণে আমার ক্লান্তি জন্মে, কিন্তু তোমাতেই আমার সমুদয় অভাবের মোচন ও বাসনার তৃপ্তি হয়।

পণ্ডিতেরা নীরব হউন; প্রাণীসমূহ তোমার সাক্ষাতে মৌনী হউক; কেবল তুমিই আমার সঙ্গে কথা কহ।

মনুষ্য যে পরিমাণে আপন অন্তরাত্মার সহিত অভিন্ন ও সরল হয়, সে সেই পরিমাণে উচ্চ উচ্চ বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারে, কারণ সে ঊর্দ্ধ হইতে জ্ঞানের দীপ্তি পায়। †

পবিত্র, সরল এবং স্থির আত্মা ব্যক্তি অনেক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও ব্যাকুল হয় না, কারণ সে সকলই ঈশ্বরের সম্মানার্থে করে, এবং অন্তরের ধীরতা হেতু কোন বিষয়ে আত্ম-চেষ্টা করে না।

---

* উপদেশক ৩; ৯-১৬। † মথি ১১; ২৫। লূক ১০; ২১।

তোমার নিজ হৃদয়ের অদম্য অভিলাষ অপেক্ষা তোমার অধিক বাধাজনক ও পীড়াদায়ী শত্রু আর কে ?

সৎ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাহ্যত যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা অগ্রে মনোমধ্যে স্থির করিয়া থাকেন।

তিনি স্বীয় অদম্য বাসনা দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া, বরং প্রকৃত জ্ঞানের শিক্ষানুসারে নিজ কর্ত্তব্য স্থির করেন।

যে আত্ম-সংযমের জন্য প্রাণপণ করে, তাহার অপেক্ষা আর কাহার সংগ্রাম অধিকতর ভয়ানক হইতে পারে ?

আত্ম-সংযম করা, দিন দিন আত্মিক বলে বলীয়ান হওয়া এবং পবিত্রতার পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের প্রকৃষ্ট উদ্যম হওয়া উচিত।

এই জীবনের সকল সিদ্ধিতেও কিছু ত্রুটি থাকিয়া যায়; এবং আমাদের সকল গবেষণাতেও কিছু ভ্রান্তি থাকা সম্ভব।

ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য জগতের বিদ্যানুশীলন অপেক্ষা আত্মজ্ঞান অধিক উপকারী।

জ্ঞান নিন্দনীয় নয়, এবং কোন বিষয় জানা দোষাবহ নয়, কেননা জ্ঞান অতি উত্তম, কারণ তাহা ঈশ্বর-নিরূপিত; কিন্তু সদ্বিবেক ও সদাচরণ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অনেকে সদাচরণ অপেক্ষা জ্ঞানের অধিক চর্চ্চা করিয়া থাকে; এই জন্য তাহারা অনেক সময়ে ভ্রমে পড়িয়া থাকে এবং তাহাদিগের পরিশ্রম প্রায়ই বিড়ম্বনা মাত্র হয়।

আহা, মনুষ্য বৃথা তর্কে যত শ্রম করে, দোষ উন্মূলনে ও গুণ সংস্থাপনে যদি সেই পরিমাণে শ্রম করিত, তবে জগতে এত অনিষ্ট ও এত বিঘ্ন উপস্থিত হইত না এবং ধর্ম্মের আশ্রমে এত শিথিলতা দেখা যাইত না।

আমরা কি অধ্যয়ন করিয়াছি, অথবা কেমন সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়াছি, বিচার দিবসে তাহার পরীক্ষা হইবে না; বরং আমরা কিরূপ আচার ব্যবহার করিয়াছি, তাহাই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

অনেক মহাপণ্ডিত জীবনকালে যাঁহারা প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়? এখন হয়ত তাঁহাদের নামও শুনা যায় না। এখন হয়ত অন্য লোকে তাঁহাদের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আহা, এই জগতের গৌরব কি শীঘ্রই অতীত হয়! আহা, ঐ সকল পণ্ডিতের জীবনের সহিত যদি তাঁহাদিগের জ্ঞানের সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সকল জ্ঞানানুশীলন সার্থক হইত!

হায়, ঈশ্বর-সেবায় মনোযোগ না করিয়া, এই জগতের তুচ্ছ জ্ঞানের অনুকরণ করিয়া কত লোক বিনষ্ট হইয়াছে।

ঈদৃশ ব্যক্তিগণ নম্র না হইয়া বরং মহান্ হইতে চাহেন, এই জন্য তাঁহারা স্ব স্ব মনস্কল্পনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।

যিনি প্রেমে মহান্, তিনিই বাস্তবিক মহান্।

যিনি আপনাকে ক্ষুদ্র এবং মান সম্ভ্রমকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত মহান্।

যিনি খ্রীষ্টকে লাভ করিবার জন্য পার্থিব বিষয়সমূহ লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করেন, তিনিই বাস্তবিক জ্ঞানী। *

যিনি আপনার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেন, তিনিই বাস্তবিক বিদ্বান্।

---

৪ অধ্যায়।

কার্য্যে সাবধানতা।

সকল কথায় বা পরামর্শে কাণ দিতে নাই; কিন্তু সতর্কতা ও ধৈর্য্য সহ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সকল বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

দুঃখের বিষয় এই, আমাদের দুর্ব্বলতা এমন যে, পরের বিষয়ে আমরা ভাল কথা নয়, বরং মন্দ কথা বিশ্বাস করিতে ও বলিতে প্রবৃত্ত হই!

বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজে যার তার কথায় বিশ্বাস করেন না, কেননা তিনি জানেন, মনুষ্যের দুর্ব্বলতা মন্দের দিকেই প্রধাবিত; এবং বাক্যে সে শীঘ্রই স্খলিত হয়। †

কার্য্যে দুঃসাহসী না হওয়া এবং নিজের জ্ঞানে বুদ্ধিমান্ না হওয়া প্রকৃত বিজ্ঞের কার্য্য।

---

* ফিলিপীয় ৩; ৮।   † যাকোব ৩; ২।

সকল কথায় বিশ্বাস না করা, এবং যাহা শুনিয়াছ বা বিশ্বাস কর, তাহা অন্যের নিকটে শীঘ্র না বলাও বিজ্ঞতাজনক।

জ্ঞানী ও সুবিবেচক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ কর, এবং নিজ কল্পনার অনুগামী না হইয়া, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তির নিকটে শিক্ষা গ্রহণ কর।*

সদাচারী মনুষ্য প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন এবং নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

মনুষ্য যে পরিমাণে নম্র এবং ঈশ্বরের বশীভূত হয়, সেই পরিমাণে সে আপন সকল কার্য্যে বিচক্ষণ ও শান্তিযুক্ত হইবে।

---

৫ অধ্যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্যেরই অন্বেষণ করিতে হয়, বাগ্মিতার নহে।

ধর্ম্মশাস্ত্র যে আত্মার সাহায্যে লিখিত হইয়াছিল, সেই আত্মার সাহায্যে তাহার প্রত্যেক অংশ পাঠ করা আবশ্যক।†

ধর্ম্মশাস্ত্রে সূক্ষ্ম তর্কের অন্বেষণ না করিয়া, বরং আত্মিক বর লাভের অন্বেষণ করা উচিত।

শাস্ত্রের যে যে অংশ গভীর ও কঠিন ভাবপূর্ণ, এবং যে যে অংশ সহজ ও ভক্তিভাবসূচক, সে সকলই সমান আগ্রহ ও যত্ন সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র-লেখকের অল্প বিদ্যা বা তাঁহার পাণ্ডিত্যের দিকে লক্ষ্য করিও না, বরং নির্ম্মল সত্যের দ্বারা তোমার হৃদয় আকৃষ্ট হউক।

কে বলিয়াছেন, তাহা নয়; বরং কি বলা হইয়াছে, তুমি তাহারই অনুধাবন কর।

---

* হিতোপদেশ ১২; ১৫। † রোমীয় ১৫; ৪।

মনুষ্য অস্থায়ী, কিন্তু প্রভুর সত্য নিত্যস্থায়ী। * ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না; † তিনি নানা প্রকারে আমাদিগের সহিত কথা কহেন।

শাস্ত্র পাঠ বিষয়ে আমাদের নিজ কৌতূহল অনেক সময়ে আমাদিগকে বাধা দেয়; কারণ যাহা ছাড়িয়া দিলে চলে, আমরা এমন অনেক বিষয় বুঝিতে ও সেই সমস্ত বিষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি।

যদি আত্মিক লাভ চাও, তাহা হইলে নম্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস সহকারে শাস্ত্র পাঠ কর, এবং বিদ্যাজনিত সুখ্যাতির লালসা হৃদয়ে পোষণ করিও না।

সন্তুষ্ট চিত্তে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা কর, এবং পবিত্র ব্যক্তিদের কথা নীরবে শুন। প্রাচীনবর্গের দৃষ্টান্ত-কথা কখনও তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, কেননা তাহা অকারণে উক্ত হয় নাই।

---

৬ অধ্যায়।

অসংযত বাসনা।

মনুষ্য যখন অসংযত বাসনার বশবর্ত্তী হয়, তখন তাহার অন্তরে শীঘ্রই অস্থিরতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

যে অহঙ্কারী ও লোভী, সে কখনও বিশ্রাম পায় না। যাহারা আত্মাতে দীন দরিদ্র, তাহারাই শান্তিতে বাস করিতে পারে।

যে ব্যক্তি আমিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মৃত নয়, সে শীঘ্রই পরীক্ষিত হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়ে পরাজিত হয়।

যে ব্যক্তি আত্মাতে দুর্ব্বল এবং ইন্দ্রিয় ও শারীরিক বাসনা-কামনায় আসক্ত, সে প্রায়ই আপনাকে পার্থিব বাসনা হইতে মুক্ত করিতে পারে না।

ঈদৃশ ব্যক্তি আপনাকে এই প্রকার বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলে অনেক সময়ে তাহার মনে দুঃখ হয়, এবং কেহ তাহাকে বাধা দিলে সহজে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে।

---

* গীত ১১৭; ২। † রোমীয় ১২। কলসীয় ৩; ১১।

অপর পক্ষে সে আপন বাসনা-কামনার অনুগমন করিলে তাহার বিবেক তাহাকে যন্ত্রণা প্রদান করে, কারণ সে নিজ ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়াও তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না।

অতএব মনের প্রকৃত স্থিরতা অপরিমিত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা দ্বারা কখনই সাধিত হয় না, বরং ইন্দ্রিয়ের প্রতিরোধ দ্বারাই ইহা হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি শারীরিক ও বাহ্য বিষয়ে আসক্ত, তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই; কিন্তু আত্মিক ও ঈশ্বর-প্রেমী মনুষ্যের হৃদয়ে সর্ব্বদা শান্তি বসতি করে।

---

৭ অধ্যায়।

বৃথা আশা ও অহঙ্কার পরিত্যাজ্য।

যে ব্যক্তি কোন মনুষ্যে কিম্বা সৃষ্টবস্তুতে নির্ভর করে, সে নির্ব্বোধ।

যীশু খ্রীষ্টের প্রেম প্রযুক্ত পরের সেবা করিতে, কিম্বা এই জগতে দরিদ্র বলিয়া গণিত হইতে লজ্জিত হইও না।

আপনার উপরে কখনও নির্ভর করিও না, ঈশ্বরেই প্রত্যাশা রাখ। * তুমি সাধ্যানুসারে আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে সচেষ্ট হইলে, ঈশ্বর তোমার সেই শুভ ইচ্ছার সাহায্য করিবেন।

তোমার নিজ জ্ঞানে কিম্বা কোন সৃষ্ট জীবের কার্য্যকুশলতায় প্রত্যয় করিও না; কিন্তু যিনি ন৩াদগকে উন্নত ও গর্ব্বীদিগকে খর্ব্ব করেন, সেই ঈশ্বরের প্রসাদে ভরসা রাখ। †

ধনসম্পত্তির অথবা পরাক্রমী বন্ধুগণের শ্লাঘা করিও না; কিন্তু যিনি সকল বস্তু দান করেন, এবং সর্ব্বোপরি যিনি আপনাকে দান করিতে চাহেন, সেই ঈশ্বরের শ্লাঘা কর। ‡

তোমার নিজ শরীরের সুগঠন বা সৌন্দর্য্য হেতু শ্লাঘা করিও না, কেননা সামান্য পীড়াতেই তোমাকে শ্রীহীন ও বিবর্ণ করিতে পারে।

---

* গীত ৪০; ৪। † যির ৯; ২৪। ‡ গীত ১৪৪; ১, ২, ১৫।

তোমার মেধা কিম্বা বুদ্ধিবৃত্তির শ্লাঘা করিয়া ঈশ্বরের অসন্তোষ উৎপাদন করিও না, কেননা তোমার যাহা কিছু আছে, তাহা তিনিই দিয়াছেন।

পাছে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অন্যাপেক্ষা মন্দ বলিয়া গণিত হইতে হয়, এই জন্য আপনাকে অন্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিও না।

সৎকর্ম্ম হেতু কখনও অহঙ্কারী হইও না; কেননা ঈশ্বরের বিচার মনুষ্যের বিচার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাহা মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করে, তাহা অনেক সময়ে ঈশ্বরের অসন্তোষ উৎপাদন করে।

তোমার কোন গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যের সেই গুণ আরও অধিক থাকিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া তোমার নম্রভাব ধারণ করা উচিত।

আপনাকে সকলের অপেক্ষা হীন জ্ঞান করিলেও তোমার কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু কোন মনুষ্য অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা তোমার পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। নম্র লোকদের অন্তরে অনবরত শান্তি বসতি করে; কিন্তু অহঙ্কারীদের হৃদয় সর্ব্বদা ঈর্ষা এবং বিরক্তিতে পূর্ণ।

---

৮ অধ্যায়।

অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জনীয়।

সকলের নিকট আপন হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিও না, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী এবং ঈশ্বর-ভীত, তাঁহাদেরই কাছে আপনার সকল বিষয় ব্যক্ত কর।

অপরিণত বয়স্ক ও অপরিচিত লোকদিগের সঙ্গ-সেবন হইতে দূরে থাকিও।

ধনবান্‌দের তোষামোদ করিও না; * এবং মহৎদিগের সাক্ষাতে সহজে উপস্থিত হইতে প্রয়াস পাইও না।

যাঁহারা নম্র, সরল, ভক্ত ও সুশীল, তাঁহাদের সঙ্গ-সেবনে প্রয়াসী হও এবং তাঁহাদেরই সহিত আত্মোন্নতি বিষয়ে আলাপ কর।

* যাকোব ২; ২।

স্ত্রীলোকদিগের সহিত অধিক আলাপ করিও না। কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সাধারণতঃ ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রার্থনা কর।

মনুষ্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা অপেক্ষা বরং ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণের সহিত আলাপ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান কর।

সকলকেই প্রেম করা উত্তম বটে, কিন্তু সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা সমীচীন নয়।

অন্যের মুখে সুখ্যাতি শুনিয়া আমরা কখন কখন অপরিচিত লোকদিগকে মান্য করি, কিন্তু হয় ত তাঁহাদিগকে চাক্ষুষ দেখিলে ততটা সন্তুষ্ট হইব না।

আমাদের কখন কখন মনে হয়, আপনাদের সঙ্গদ্বারা আমরা অন্যের সন্তোষ জন্মাইব, কিন্তু তাঁহারা আমাদের মধ্যে নানা দোষ দেখিয়া বরং অনেক সময়ে বিরক্ত হইয়া উঠেন।

---

৯ অধ্যায়।

আজ্ঞাবহতা ও বশ্যতা।

আপনি আপনার প্রভু না হইয়া বরং কোন উপরিস্থ ব্যক্তির বশীভূত হইয়া থাকা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

কর্ত্তৃত্ব না করিয়া বরং আজ্ঞাবহ হইয়া থাকা মানুষের পক্ষে নিরাপদ।

যাহারা প্রীতি পূর্ব্বক আজ্ঞাবহ না হইয়া অগত্যা আজ্ঞাবহ হয়, তাহারা কষ্টে পড়িলে অসন্তুষ্ট হইয়া বচসা করে। ইহারা যাবৎ প্রেম পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ না হয়, তাবৎ মনের স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না।

তুমি যেখানেই যাও, আজ্ঞাধীন না হইলে কোন স্থানেই বিশ্রাম পাইবে না। নূতন নূতন স্থান সম্বন্ধে নূতন নূতন কল্পনা এবং পুনঃপুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন অনেককেই ভ্রান্ত করিয়াছে।

সকলেই আপন আপন বিবেচনা মতে কর্ম্ম করিতে চাহে, এবং যাহাদের সহিত মতের ঐক্য হয়, তাহাদিগকেই ভাল বাসে।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন, এই জ্ঞানে শান্তির অনুরোধে কখন কখন আমাদের নিজ মত ত্যাগ করা উচিত।

এমন জ্ঞানী কে, যে সকল বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে জানে?

অতএব নিজ মতের প্রতি অধিক নির্ভর করিও না, বরং সরলভাবে অন্যের কথা শুন।

তোমার বিবেচনা যদি ভালও হয়, তথাপি তুমি যদি ঈশ্বরের অনুরোধে তাহা ছাড়িয়া অন্যের বিবেচনার অনুগামী হও, তবে নিশ্চয়ই তুমি আত্মিক সুফল লাভ করিবে।

আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, পরামর্শ দেওয়া অপেক্ষা বরং পরামর্শ গ্রহণ করা আরও নিরাপদ।

এমনও হইতে পারে যে, উভয়েরই মত ভাল; কিন্তু যুক্তি বা প্রয়োজন সত্ত্বেও পরের বিবেচনা অগ্রাহ্য করা অহঙ্কারের ও একগুঁয়েমির লক্ষণ।

---

১০ অধ্যায়।

বাগাড়ম্বর পরিত্যাজ্য।

জগতের গোলযোগ যথাসাধ্য ত্যাগ করিতে চেষ্টা কর, কেননা সাংসারিক ব্যাপার বিষয়ক কথাবার্ত্তা সরল মনে কহিলেও তাহা আত্মার পক্ষে নিতান্ত বিপজ্জনক হইতে পারে।

আমরা অতি শীঘ্রই কলঙ্কিত হই, এবং অসার বস্তুর বশীভূত হইয়া পড়ি।

কথা বলিবার পরে আমার অনেক বার মনে হইয়াছে যে, যদি আমি নীরব থাকিতাম, এবং লোকের সহিত না মিশিতাম, তাহা হইলে ভাল হইত।

আমরা যখন পরস্পরের বিবেককে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বাক্যালাপ করিতে পারি না, তখন আমরা ঈদৃশ আলাপ করিতে এত উৎসুক কেন?

আমরা পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল বাসি, তাহার কারণ এই যে,

আমাদের মন বহু ভাবনা চিন্তায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে আমরা অন্যের নিকট হইতে বিশ্রাম ও সান্ত্বনা আকাঙ্ক্ষা করি।

যে যে বিষয় আমাদের অতি প্রিয় ও অভীষ্টসাধক, অথবা যে যে বিষয় আমাদের জীবনে ক্লেশদায়ক, আমরা তদ্বিষয়েই চিন্তা ও কথাবার্ত্তা করিতে ভাল বাসি।

কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের ঈদৃশ কথাবার্ত্তা অনেক সময়ে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া যায়, কেননা এই বাহ্য সান্ত্বনা দ্বারা আমাদের আন্তরিক ও ঐশ্বরিক সান্ত্বনার অনেক বিঘ্ন হয়।

আমাদের জাগিয়া থাকা এবং প্রার্থনা করা আবশ্যক, যেন আমাদের সময় আলস্যে অতীত না হয়।

যদি তোমার কথাবার্ত্তা বলার নিতান্ত প্রয়োজন মনে কর, তবে যাহাতে ধর্ম্মনিষ্ঠা জন্মে, এবং আত্মোন্নতি হয়, সেই বিষয়ে আলাপাদি করিও।

নানা প্রকার কুঅভ্যাস এবং আত্মিক উন্নতির বিষয়ে অবহেলা, আমাদিগকে আমাদের জিহ্বাকে সংযত রাখিতে অসমর্থ করে।

আত্মিক বিষয়ের আলাপে আত্মার যথেষ্ট উন্নতি হয়, বিশেষতঃ এক মন ও এক আত্মাবিশিষ্ট হইয়া লোকেরা যদি ঈশ্বরকে উপস্থিত জানিয়া একত্র হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

---

১১ অধ্যায়।

শান্তি-প্রাপ্তি এবং আত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা।

আমরা যদি অন্যান্য লোকের কথা ও কার্য্য লইয়া বিশেষ ব্যস্ত না হইতাম, এবং অনধিকারচর্চ্চা না করিতাম, তাহা হইলে আমরা প্রচুর শান্তি ভোগ করিতে পারিতাম।

যে অনধিকার-চর্চ্চা করে, বাহিরের বিষয় লইয়া সদা ব্যস্ত থাকে, এবং কখনও নিজে হৃদয়ের ভ্রষ্টতার বিষয় স্মরণ করে না, সে কি প্রকারে দীর্ঘ কাল শান্তিতে বসতি করিতে পারে?

সরলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্য, কারণ তাঁহারা প্রচুর শান্তি ভোগ করিবেন।

পবিত্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে সিদ্ধ ও ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, তাহার কারণ কি ? কারণ এই, তাঁহারা পার্থিব অভিলাষসমূহ বর্জ্জন করিতে সম্পূর্ণ যত্নবান ছিলেন এবং এই কারণেই তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরে মনোনিবেশ ও আত্মোন্নতির বিষয়ে প্রচুর চিন্তা করিতে পারিতেন।

আমরা নিতান্ত ইন্দ্রিয়ের দাস এবং অস্থায়ী বিষয় লইয়া ব্যস্ত।

আমরা প্রায়ই আমাদের কোন দোষকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিতে প্রয়াস পাই না, এবং প্রতিদিন উত্তরোত্তর পবিত্র হইবার চেষ্টায় উদ্দীপিত হই না, এই হেতুই আমরা শীতল বা কবোষ্ণ থাকিয়া যাই।

আপনাদের পক্ষে যদি আমরা সম্পূর্ণ মৃত হইতাম, এবং আমাদের অন্তরে যদি বাহ্য বিষয়ে আসক্ত না থাকিতাম, তাহা হইলে আমরা ঐশ্বরিক বিষয়ের রসাস্বাদন করিতে এবং স্বর্গীয় ধ্যানের গূঢ় রহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতাম।

আমাদের উন্নতির পথে প্রধান এবং একমাত্র বাধা এই যে, আমরা কায়িক বাসনা-কামনা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত নহি, এবং পবিত্র সাধুগণের অনুসৃত সিদ্ধির পথে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি না ; বিশেষ কোন দুঃখ ঘটিলেই আমরা অমনি ভগ্নাশ হইয়া পড়ি ও মানুষের কাছে সান্ত্বনার অন্বেষণ করি।

আমরা বীরপুরুষের ন্যায় যদি যুদ্ধে স্থির থাকিতে চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের সাহায্য লাভ করিতাম।

কেননা যিনি আমাদিগকে যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রসাদে নির্ভরকারী যোদ্ধৃগণকে সাহায্য করিতে সদাই প্রস্তুত।

কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিয়া, আমাদের আত্মিক জীবন বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা যদি এমন বিবেচনা করি, তবে আমাদের ভক্তি শীঘ্রই লোপ পাইবে।

কিন্তু আইস, আমরা কু-কামনার মূলে কুঠারাঘাত করি, তাহা হইলে আমরা বাসনামুক্ত হইয়া আপন আপন মনে শান্তি পাইব।

আহা, আমরা যদি প্রতি বৎসর অন্ততঃ একটী করিয়া দোষ উন্মূলন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সিদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হইতাম।

কিন্তু এখন আমাদের মনে ইহার বিপরীত ভাবের উদয় হয় অর্থাৎ

মনঃপরিবর্ত্তন সময়ে আমরা যতটা ভাল ও পবিত্র ছিলাম, জীবনের বহুকাল পরে সেই উত্তমতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই।

আমাদের ভক্তি ও আত্মিক উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। যদি কেহ আপন আদিম অনুরাগের কিয়দংশও জীবনে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে তাহা কত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

আমরা যদি প্রথমে আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ সংযত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা ক্রমশঃ সকলই সহজে ও অকাতরে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতাম।

যে কর্ম্ম অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করা কঠিন; কিন্তু নিজ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করা আরও কঠিন।

কিন্তু লঘু ও সহজ বিষয়ে জয়লাভ করিতে না পারিলে, কঠিন বিষয়ে কি প্রকারে জয়লাভ করিবে?

সর্ব্বপ্রথমেই আপনার বাসনার প্রতিরোধ এবং কুঅভ্যাস পরিত্যাগ কর, নচেৎ তাহা ক্রমে ক্রমে তোমাকে আরও বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে।

আহা, তুমি সদ্ব্যবহার করিলে যে আপনার জন্য কত শান্তি এবং অন্যের জন্য কত আনন্দ উপার্জ্জন করিতে পারিতে, ইহা যদি বিবেচনা করিতে, তবে আত্মিক উন্নতির নিমিত্তে তুমি অধিকতর যত্নবান্‌ হইতে।

---

১২ অধ্যায়।

দুঃখভোগের উপকারিতা।

আমরা যে কখন কখন দুঃখ পাই এবং ক্রুশ বহন করি, তাহা আমাদের পক্ষে ভাল; কেননা তদ্দ্বারা আমরা অনেক বার আপন আত্মার পরীক্ষা করিয়া স্মরণ করি যে, এই জগৎ আমাদের পক্ষে বিদেশ মাত্র, এবং কোন ঐহিক বস্তুতে প্রত্যাশা রাখা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

লোকে যে কখন কখন আমাদের কথার প্রতিবাদ করে, তাহা ভাল; এবং আমাদের কার্য্য ও উদ্দেশ্য উত্তম হইলেও লোকে যদি আমাদিগের উপরে দোষারোপ করে, বা আমাদের উপরে সন্দেহ করে, তাহাও আমাদের পক্ষে ভাল।

কেননা এই প্রকারে আমরা নম্র হই, এবং অসার দর্প হইতে রক্ষা পাই। মনুষ্য আমাদিগকে হেয়জ্ঞান করিলে, আমরা আমাদের আন্তরিক সাক্ষী ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই।

অতএব ঈশ্বরে আমাদের এমন স্থির থাকা উচিত, যেন মনুষ্যের নিকটে আমাদিগকে কোন সান্ত্বনা অন্বেষণ করিতে না হয়।

সাধু ব্যক্তি যখন কুচিন্তা দ্বারা ক্লিষ্ট, পরীক্ষিত কিম্বা উদ্বেলিত হন, তখন তিনি আরও উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বরে তাঁহার কত প্রয়োজন, কারণ ঈশ্বরের সাহায্য না পাইলে তিনি কোন সৎকর্ম্মই করিতে পারেন না।

তখন তিনি আপনার দুরবস্থা প্রযুক্ত খেদ, বিলাপ ও প্রার্থনা করেন।

ঈদৃশ ভক্ত জগতে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে বাসনা করেন না, তিনি ইচ্ছা করেন, যেন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় ও তিনি প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সহিত বাস করেন। *

প্রকৃত নির্ব্বিঘ্নতা ও পূর্ণ শান্তি যে এই জগতে পাওয়া যায় না, তিনি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন।

---

১৩ অধ্যায়।

পরীক্ষার প্রতিরোধ।

যত কাল আমরা এই জগতে বাস করি, দুঃখ ও পরীক্ষা অবশ্যই ঘটিবে। এই বিষয়ে ইয়োবের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পৃথিবীতে মনুষ্যের জীবনকাল একটী পরীক্ষার কাল। †

---

* ফিল ১; ২১-২৩।   † ইয়োব ৭; ১।

অতএব পরীক্ষার বিষয়ে সাবধান হওয়া এবং প্রার্থনায় নিরত থাকা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য ; নচেৎ শয়তান সুযোগ পাইলেই আমাদিগের ভ্রান্তি জন্মাইবে ; সে কখনই নিদ্রা যায় না, বরং আমাদিগকে গ্রাস করিবার আশায় অনবরত ভ্রমণ করে। *

কেহই এমন সিদ্ধ ও পবিত্র নয় যে, কখনও তাহার পরীক্ষা হয় নাই। আমরা কোন অবস্থাতেই অপরীক্ষিত থাকিতে পারি না।

পরীক্ষা মনুষ্যের পক্ষে কষ্টদায়ক হইলেও অনেক সময়ে তাহা লাভজনক প্রতিপন্ন হয়, কেননা তদ্দ্বারা মনুষ্য নম্র, পরিষ্কৃত ও শিক্ষিত হয়।

পবিত্র লোকমাত্রেই বহু কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া গমন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

পরীক্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে অগ্রাহ্য ও পতিত হইয়াছে।

এমন পবিত্র পদ নাই, আর এমন গুপ্ত স্থান নাই, যেখানে দুঃখ বা পরীক্ষা উপস্থিত হয় না।

পৃথিবীতে বাস কালে কেহই সম্পূর্ণ অপরীক্ষিত থাকিতে পারে না ; আমরা স্বভাবতঃই কুঅভিলাষের বশবর্ত্তী ; পরীক্ষার মূল আমাদের অন্তরেই অবস্থিত।

আমরা বাসনার দাস, সুতরাং একটী পরীক্ষা যায়, আর একটী আইসে ; আমাদিগকে নিত্যই কিছু না কিছু সহ্য করিতে হয়, কারণ আমরা সুখের উৎস হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছি।

অনেকে পরীক্ষা হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়া, আরও পরীক্ষা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়ে।

পলায়ন দ্বারা আমরা পরীক্ষা জয়ী হইতে পারি না ; কিন্তু ধৈর্য্য ও প্রকৃত নম্রতা দ্বারাই আমরা শত্রুসমূহ অপেক্ষা বলবান্ হইয়া উঠিতে পারি।

যে ব্যক্তি বাহ্যভাবে পরীক্ষা হইতে পলাইয়াও তাহার মূল উৎপাটন করে না, তাহার অত্যল্প লাভ হয় ; বরং পরীক্ষা সকল শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় অবস্থায় ফেলিয়া দেয়।

---

* ১ পিতর ৫ ; ৮।

আত্মশক্তি ও কঠোরতা অপেক্ষা বরং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে তুমি ঈশ্বরের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে পরীক্ষা পরাজয় করিতে পারিবে।

পরীক্ষার সময়ে বারংবার পরামর্শ-প্রার্থী হইও; এবং পরীক্ষিত ব্যক্তির সহিত কখনও কঠিন ব্যবহার করিও না; বরং তুমি যেমন নিজে সান্ত্বনা চাও, তেমনি তাহাকেও সান্ত্বনা প্রদান করিও।

মনের অস্থিরতা এবং ঈশ্বরে অল্প বিশ্বাস প্রযুক্তই সকল মন্দ পরীক্ষার উৎপত্তি হয়। কেননা হাইল না থাকিলে যেমন নৌকা তরঙ্গ দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি অস্থির ও সংকল্পভ্রষ্ট ব্যক্তি বিবিধ পরীক্ষাগ্রস্ত হয়।

অগ্নি যেমন লৌহের, পরীক্ষাও তেমনি যাথার্থিকের পরীক্ষক। আমরা কি করিতে পারি, তাহা অনেক সময়ে বুঝিতে পারি না; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ পায়।

পরীক্ষার আরম্ভেই সবিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক; কেননা শত্রু হৃদয়ের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিলে যদি আমরা তাহার প্রতিরোধ করি, এবং তাহাকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না দি, তবে অল্পায়াসেই আমরা তাহাকে পরাজয় করিতে পারিব।

এই জন্য এক জন বলিয়াছেন, "আরম্ভেই প্রতিরোধ কর, বিলম্ব করিলে প্রায় প্রতীকার হয় না।"

কেননা মনোমধ্যে প্রথমে একটী ক্ষুদ্র চিন্তা উঠে, পরে একটী প্রবল বাসনা উৎপন্ন হয়, তৎপরে ঐ বাসনায় আমোদ জন্মে, এবং আমোদ হইতে কুপ্রবৃত্তি জন্মে, আর উহা পরিশেষে কার্য্যে পরিণত হইয়া মানবের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

এইরূপে দুরন্ত শত্রু প্রথমে প্রতিরুদ্ধ না হইলে ক্রমে ক্রমে সে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়টী অধিকার করিয়া বসে।

প্রতিরোধ করিতে মনুষ্য যত বিলম্ব করিবে, সে আপনি তত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং শত্রু তাহার বিরুদ্ধে ততই বলবান্ হইয়া উঠিবে।

কেহ কেহ বা মনঃপরিবর্ত্তনের আরম্ভে, এবং কেহ বা শেষে অধিক পরীক্ষা ভোগ করিয়া থাকে। আবার অনেকে প্রায় সমস্ত জীবনটাই পরীক্ষা ভোগ করে।

কেহ কেহ অল্প পরিমাণে পরীক্ষিত হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ও সুবিচার

অনুসারেই এই সকল নিরূপিত হয়; তিনি প্রতি জনের অবস্থা ও গুণাগুণ বিবেচনা করেন, এবং আপন মনোনীতদের মঙ্গলার্থে সকল বিষয় নিরূপণ করিয়া থাকেন।

অতএব পরীক্ষা কালে নিরাশ হইও না। একাগ্র মনে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা কর, তিনি অবশ্য (যেমন পৌল বলিয়াছেন) পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ও করিয়া দিবেন। *

আইস, আমরা সকল ক্লেশ ও পবীক্ষার সময়ে বিনীত আত্মায় ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তের নীচে আশ্রয় লই, কারণ তিনিই নম্রাত্মাদিগকে পরিত্রাণ-প্রাপ্ত ও উন্নত করিবেন।

মনুষ্য ধর্ম্ম-জীবনে কত দূর উন্নত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষায় ও দুঃখে প্রকাশ পায়, এবং তাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি তদ্দ্বারা অধিক উজ্জ্বল ও পুরস্কার আরও অধিক বহুমূল্য হয়।

দুঃখিত বা পরীক্ষাগ্রস্ত না হইয়া ঈশ্বর-ভক্ত হওয়া বড় কঠিন নয়, কিন্তু যদি কেহ কষ্টের ও পবীক্ষাব সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করে, তবে সে আশা করিতে পারে যে, তাহার আত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বড় বড পবীক্ষা হইতে রক্ষিত হইয়াও প্রতিদিবসেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা দ্বাবা বারংবার পবাজিত হয়; ইহার অভিপ্রায় এই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে পরাজিত হওয়াতে তাহারা যেন কখনও বড় বড় বিষয়ে আত্মশ্লাঘা না করে।

---

১৪ অধ্যায়।

পরচর্চ্চা বর্জ্জনীয়।

তোমার আত্ম-দৃষ্টি প্রবল হউক, সাবধান, অন্য লোকের কর্ম্মের বিচার করিও না। পরের বিচার করিতে যাওয়া অনর্থক, তাহাতে ভ্রান্তি জন্মিবার এবং পাপে পতিত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু আত্ম-বিচার ও আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা মানব জীবন সার্থক হয়।

---

* ১ করিন্থীয় ১০, ১৩।

আমরা প্রায়ই স্ব স্ব মতানুসারে বিচার করিয়া থাকি; কেননা আত্ম-প্রেম সহজেই সুবিচারের ব্যাঘাত জন্মায়।

স্বয়ং ঈশ্বর যদি আমাদের বাসনার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেন, তাহা হইলে শারীরিক অভিলাষের বিরোধিতা প্রযুক্ত আমরা এত সহজে কষ্ট পাইতাম না।

কিন্তু অন্তরের কোন গুপ্ত ভাব অথবা প্রকাশ্য কোন বাহ্য ঘটনা প্রায়ই আমাদিগকে কুপথে আকৃষ্ট করে।

অনেকে স্বীয় জ্ঞানের অগোচরে গুপ্তভাবে আপন আপন কর্ম্মে আত্মসুখ চেষ্টা করে।

সকল বিষয় যখন আমাদিগের ইচ্ছা ও কল্পনানুসারে সাধিত হয়, তখন আমাদের মন অতি শান্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আমাদের মতের বিরুদ্ধে কিছু ঘটিলে আমরা উদ্বিগ্ন ও বিব্রত হইয়া পড়ি।

ভিন্ন ভিন্ন মত ও ধারণাপ্রযুক্ত বন্ধু, প্রতিবেশী এবং ধার্ম্মিক ও ভক্ত লোকদের মধ্যেও অনেক সময়ে বিবাদ হয়।

কোন পুরাতন অভ্যাস সহজে উন্মূলিত হয় না; এবং মনুষ্য যত দূর দেখিতে পায়, তদপেক্ষা অধিক দূরে সে যাইতে চাহে না।

তুমি যদি যীশু খ্রীষ্টের শক্তি অপেক্ষা আপনার শক্তি বা কার্য্যকুশলতার উপর অধিক নির্ভর কর, তাহা হইলে অতি কষ্টেও কদাচ তোমার দীপ্তি লাভ হইবে না; কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে প্রভুর অধীন হই; তাহা হইলে তাঁহার প্রেমাগ্নি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য বিষয় সকল জ্ঞাত হইতে আমরা সমর্থ হইব।

---

১৫ অধ্যায়।

প্রেমে সাধিত কার্য্য।

কোন সাংসারিক কারণে, অথবা ব্যক্তিবিশেষের ভালবাসার অনুরোধে কোন মন্দ কর্ম্ম করা নিতান্ত অনুচিত; তথাপি কোন ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন

হইলে তাহার উপকারার্থে সৎকর্ম্মবিশেষ হইতে ক্ষান্ত থাকিতে, কিম্বা তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় অন্য সৎকর্ম্ম করিতে পারা যায়। কারণ এরূপ সৎকর্ম্ম বৃথাই নষ্ট হয় না, বরং তাহা আরও উচ্চতর সৎকর্ম্মে পরিণত হয়।

প্রেম না থাকিলে বাহ্যকর্ম্মে কিছুই লাভ নাই; কিন্তু যাহা প্রেমভাবে করা যায়, তাহা জগতের দৃষ্টিতে অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হইলেও সম্পূর্ণরূপে ফলবান্ হইয়া উঠে।

কেননা মনুষ্য কি পরিমাণে কর্ম্ম করে, সেই অনুসারে নয়, বরং প্রেমসহ কতটা কর্ম্ম করে, ঈশ্বর ইহাই বিবেচনা করেন।

যে অধিক প্রেম করে, সেই অধিক কর্ম্ম করে। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে কর্ম্ম করে, সেই প্রচুর কর্ম্ম করে।

যে জন আপনার ইচ্ছার অনুসরণ না করিয়া, বরং সাধারণের সেবা করে, সেই উত্তম কর্ম্ম করে।

অনেক সময়ে যাহা প্রেমের কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা শারীরিক অভিলাষপ্রসূত মাত্র; যেহেতু স্বাভাবিক কামনা, আত্মপ্রীতি, স্বার্থপরতা এবং পুরস্কারের লোভ প্রায়ই তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। যাঁহার অন্তরে সত্য ও সিদ্ধ প্রেম অবস্থিত, তিনি কোন বিষয়ে আপনার স্বার্থচেষ্টা করেন না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে কেবল ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব অন্বেষণ করেন।

তিনি কাহারও প্রতি ঈর্ষা করেন না; কেননা তিনি নিজে স্বতন্ত্র সুখের লালসা করেন না, এবং আপনাতে আনন্দিত হয়েন না, বরং ঈশ্বরে সুখী হইবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষা করেন।

যাহা উত্তম, তাহার জন্য তিনি কখনও কোন মনুষ্যের উপরে নির্ভর করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করেন, কেননা ঈশ্বরই সকল উত্তম বিষয়ের উৎসস্বরূপ, এবং সাধুগণ তাঁহাতেই পরিণামে আপনাদের সম্পূর্ণ সুখ ও বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকেন।

আহা! সত্য প্রেমের একটী স্ফুলিঙ্গ মাত্র যদি আমাদিগের অন্তরে থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই সকল পার্থিব বিষয়ের অসারতা বুঝিতে পারিতাম।

১৬ অধ্যায়।

অপরের দোষ উপেক্ষা।

মনুষ্য আপনার কিম্বা অন্য লোকের যে সকল দোষ সংশোধন করিতে পারে না, তাহা যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর সংশোধন না করেন, সে পর্য্যন্ত তাহার ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত।

মনে রাখিও, ইহা তোমার পরীক্ষা ও ধৈর্য্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, কারণ তদ্ব্যতীত আমাদের সদ্‌গুণের কোন মূল্যই নাই বলিতে হইবে।

তত্রাচ যখন এমন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন ঈশ্বরের নিকটে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, যেন তিনি আমাদের সাহায্য করেন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করিবার শক্তি দেন।

কেহ যদি দুই এক বার চেতনা পাইয়াও দোষ ত্যাগ না করে, তবে তাহার সহিত বিবাদ করিও না, বরং ঈশ্বরের হস্তে সকলই অর্পণ কর, যেন তাঁহার সকল দাসের জীবনে তাঁহার ইচ্ছাই সিদ্ধ হয় এবং তাঁহার নাম যেন মহিমান্বিত হয়; কেননা তিনিই মন্দকে উত্তমে পরিণত করিতে পারেন।

পরের দোষ ও দুর্ব্বলতা যে কোন প্রকারই হউক না কেন, তাহা নীরবে সহ্য করিতে চেষ্টা করিও; কারণ তোমারও অনেক দোষ আছে, যাহা অন্য লোকদিগকে সহ্য করিতে হয়।

তুমি যখন আপনাকেই আপন ইচ্ছামত গঠন করিতে পার না, তখন অন্য লোককে কি প্রকারে তুমি আপনার ইচ্ছামত করিয়া তুলিতে পার?

আমরা অন্যকে সিদ্ধ দেখিতে চাই, অথচ আমাদিগের নিজের দোষ সংশোধন করি না।

আমরা অন্য লোককে শাসন করিতে চাই, কিন্তু আপনারা স্বয়ং শাসিত হইতে ইচ্ছা করি না।

আমরা অন্য লোকের অপরিমিত স্বাধীন আচরণে অসন্তুষ্ট হই; কিন্তু আমাদের নিজ অভিলাষ যে অপূর্ণ থাকে, তাহা আমরা চাহি না।

অপর লোককে আমরা কঠিন ব্যবস্থার অধীন করিতে চাই; কিন্তু আপনারা কোন প্রকারে কোন ব্যবস্থার অধীন হইতে চাহি না।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আমরা আমাদিগের প্রতিবাসীকে যে পরিমাণে পরিমিত করি, আমরা সেই পরিমাণে পরিমিত হইতে স্বীকৃত নহি।

সকল মনুষ্য যদি সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিমিত্তে প্রতিবাসীর অত্যাচার কি আর কিছু সহ্য করিতে হইত ?

কিন্তু ইহা ঈশ্বর নিরূপিত যে, আমরা যেন পরস্পরের ভার বহন করিতে শিখি, কেননা জগতে নির্দ্দোষ, ভারশূন্য, আত্ম-প্রত্যয়ী, এবং জ্ঞানী কেহই নাই ; অতএব আমাদের পরস্পর সহ্য করা, সান্ত্বনা দেওয়া, শিক্ষা ও চেতনা দেওয়া, এবং সাহায্য করা কর্ত্তব্য। *

কাহার কত সদ্‌গুণ আছে, তাহা কষ্টের সময়েই অধিক প্রকাশ হইয়া পড়ে, কেননা দুঃখ বিপদ মানুষকে দুর্ব্বল করে না, এবং তদ্দ্বারা তাহার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

---

১৭ অধ্যায়।

নির্জ্জন বাস।

যদি অপরের সহিত শান্তি ও সম্মিলন রাখিতে চাও, তাহা হইলে নানা বিষয়ে আত্ম-দমন করিতে শিক্ষা কর।

নির্জ্জনে বা লোক-সমাজে থাকিয়া নির্দ্দোষরূপে চলা এবং মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাকা সামান্য বিষয় নয়। ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি উত্তমরূপে বচসা-শূন্য হইয়া জীবন-যাত্রা সমাপন করিয়াছেন। †

যদি ঈশ্বরের প্রসাদে থাকিতে ও বৃদ্ধি পাইতে চাও, তাহা হইলে আপনাকে এই পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী জ্ঞান করিও।

যদি পবিত্র জীবন যাপন করিতে চাও, তবে খ্রীষ্টের জন্য এই জগতে নির্ব্বোধ বলিয়া পরিগণিত হইতে লজ্জিত হইও না।

---

* গালাতীয় ৬ ; ১, ২। † প্রকাশিত ২ ; ১১।

ধার্ম্মিকের বাহ্য বেশ ধারণ করায় কোনই ফল নাই, কিন্তু কুরীতি পরিত্যাগ এবং ইন্দ্রিয়-দমন দ্বারাই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ সাধিত হয়।

যে কেহ ঈশ্বর এবং আপন আত্মার পরিত্রাণ ভিন্ন এই জগতে আর কোন বিষয়ের অন্বেষণ করে, তাহার কেবল দুঃখ ও কষ্টই সার হয়।

যে কেহ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সকলের বশীভূত করিতে চাহে না, তাহার শান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

মনে রাখিও, কর্ত্তৃত্ব করিতে এই জগতে তোমার জন্ম হয় নাই, তুমি সেবা করিতে জন্মিয়াছ। তুমি আলস্যে ও অসার প্রসঙ্গে কালক্ষেপ করিতে নয়, কিন্তু পরিশ্রম ও কষ্টভোগ করিতে আহূত হইয়াছ।

অতএব অগ্নিতে যেমন সুবর্ণ, তেমনি ইহকালে মনুষ্য পরীক্ষিত হয়।

মনুষ্য যদি সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রেম প্রযুক্ত আপনাকে অবনত না করে, তাহা হইলে কোন প্রকারে সে এই জগতে দাঁড়াইতে পারিবে না।

---

১৮ অধ্যায়।

পবিত্র সাধুগণের দৃষ্টান্ত।

খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর পিতৃগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলোচনা কর; যাঁহাদিগেতে প্রকৃত সিদ্ধি ও ধর্ম্ম-দীপ্তি প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের তুলনায়, আমরা যাহা করি, তাহা অকিঞ্চিৎকর, কিছুই নয়।

হায়, তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে আমাদের আত্মিক জীবন কিছুই নয় বলিতে হইবে!

খ্রীষ্টের শিষ্যেরা ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, শীতে ও বস্ত্রাভাবে, শ্রমে ও ক্লান্তিতে, জাগরণে ও উপবাসে, প্রার্থনায় ও ধ্যানে, এবং বহুবিধ তাড়নায় ও নিন্দা-ভোগে আপনাদের প্রভুর সেবা করিতেন।

প্রেরিতগণ, সাক্ষ্যমরগণ, ধর্ম্মান্বেষিগণ, কুমারীগণ ও খ্রীষ্টের অনুগামী সকলেই তাঁহার জন্য সমূহ দুঃখ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহারা ইহকালে আপনাদের প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করিয়াছেন, যেন অনন্ত জীবনার্থে তাহা রক্ষিত হয়।

সেই সাধুগণ কেমন জিতেন্দ্রিয় হইয়া জীবন যাপন করিয়াছেন! কত গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষা তাঁহারা সহ্য করিয়াছেন! কতবার শত্রুকর্তৃক তাঁহারা আক্রান্ত হইয়াছেন! কেমন ব্যগ্রচিত্তে তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন! আপনাদের আত্মিক উন্নতির নিমিত্তে তাঁহারা কেমন উদ্যোগ করিয়াছেন! কু-অভিলাষের সহিত তাঁহারা কেমন প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছেন! ঈশ্বরের উদ্দেশে তাঁহারা কেমন বিশুদ্ধ ও সরল ভাব রক্ষা করিয়াছেন!

দিবাভাগে তাঁহারা পরিশ্রম, এবং রাত্রিকালে কঠোর প্রার্থনা করিতেন; এ দিকে আবার কার্য্যকালেও তাঁহারা মনে মনে প্রার্থনা করিতেন।

তাঁহারা আপনাদের সময় উত্তমরূপে ব্যয় করিতেন। ঈশ্বরের সেবায় দীর্ঘকালও তাঁহাদের নিকট অত্যল্প বোধ হইত।

তাঁহারা আত্মিক ধ্যান এমন সুমধুর বোধ করিতেন যে, তদ্দ্বারা শরীরের ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতেন।

তাঁহারা ধন, উচ্চপদ, মান ও বন্ধুবর্গ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এবং জগতের কোন বিষয়ে তাঁহারা আসক্ত ছিলেন না।

তাঁহারা পার্থিব বিষয়ে দরিদ্র হইলেও ঈশ্বরের প্রসাদে ও সদাচরণে ধনী ছিলেন। বাহ্যভাবে তাঁহারা দীনহীন ছিলেন বটে, কিন্তু আন্তরিক ভাবে ঈশ্বরের প্রসাদে ও স্বর্গীয় সান্ত্বনায় তাঁহারা তৃপ্ত ও পূর্ণ ছিলেন।

জগতের পক্ষে তাঁহারা বিদেশী হইলেও তাঁহারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ ও সুপরিচিত বন্ধু ছিলেন।

তাঁহারা আপনাদের দৃষ্টিতে নগণ্য এবং এই জগতের দৃষ্টিতে তুচ্ছ, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রিয় ও আদরণীয় ছিলেন।

তাঁহাদের প্রকৃত নম্রতা, আজ্ঞাবহতা, প্রেম ও ধৈর্য্য ছিল; আর তাঁহারা প্রতিদিন পবিত্র আত্মাতে বৃদ্ধি পাইতেন এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহা অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন।

তাঁহারা ধার্ম্মিকগণের আদর্শস্বরূপ ছিলেন; অতএব আমরা যেন শিথিল ও উদ্যোগশূন্য লোকদের অনুগামী না হই, বরং ঐ সাধুগণের আত্মিক শ্রীবৃদ্ধি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের ন্যায় আত্মিক বিষয়ের অন্বেষণ করি।

১৯ অধ্যায়।

ধার্ম্মিকের নিত্য সাধনা।

সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত হওয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের উচিত, এবং মনুষ্যের গোচরে তাঁহার অন্তর-বাহ্য সমান হওয়া আবশ্যক।

আমাদিগের বাহিরে যতটা সদ্‌গুণ প্রকাশ পায়, অন্তরে তদপেক্ষা অধিক থাকা আবশ্যক, কেননা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের দৃষ্টি আমাদিগের উপরে রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহাকেই সকল স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর এবং ভয় করা এবং তাঁহার সাক্ষাতে দূতগণের ন্যায় পবিত্র আচরণ করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য।

মনঃপরিবর্ত্তনের প্রথম দিবসের ন্যায় প্রতিদিন আমাদিগের সংকল্পগুলি সংস্কৃত করিয়া, নব উৎসাহের সহিত এই প্রার্থনা করা উচিত,—

"হে ঈশ্বর, আমার এই শুভ-সংকল্পে এবং তোমার পবিত্র সেবাতে আমার সাহায্য কর। আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন অদ্যই সদাচরণ করিতে আরম্ভ করি, কেননা ইতিপূর্ব্বে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা কিছুই নয়।"

আমাদের সংকল্পের পরিমাণের উপর আমাদের আত্মিক উন্নতি নির্ভর করে। যে ব্যক্তি অধিক উন্নতি বাসনা করে, তাহার এই বিষয়ে অধিক অধ্যবসায় আবশ্যক।

দৃঢ় সংকল্প করিয়াও যখন আমরা সংকল্প-চ্যুত হই, তখন যাহারা সংকল্পে দুর্ব্বল বা একেবারেই সংকল্প করে না, তাহাদিগের অবস্থা কি হইবে?

সংকল্প-চ্যুতি নানা কারণে ঘটিতে পারে; কিন্তু কোন সামান্য কারণে দৈনিক সাধনার ত্রুটি ঘটিলে, আত্মার কিছু না কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

যাথার্থিক লোকদের সংকল্প তাঁহাদিগের স্ব স্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, কেননা তাঁহারা আপনাদের সকল কার্য্যে তাঁহারই উপরে ভরসা রাখেন।

মনুষ্য সংকল্প করে বটে, কিন্তু ঈশ্বরই সংকল্প সাধনে সাহায্য করেন। মনুষ্যের গতি স্বয়ং মনুষ্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। *

---

* হিতোপদেশ ১৬; ৯।

কোন সাধুকর্ম্মের কিম্বা কোন ভ্রাতার বিশেষ উপকারের নিমিত্ত সাধনা বিশেষের কখনও কোন ত্রুটি হইলে পরে তাহা সহজেই পুনঃ আরব্ধ হইতে পারে।

কিন্তু আলস্য বা অমনোযোগহেতু এই সাধনার অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে, আমাদিগের পক্ষে তাহা গুরুতর দোষের বিষয় হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের সমূহ ক্ষতি হয়। আমরা যথাসাধ্য সৎকর্ম্ম করিলেও বহু বিষয়ে আমাদিগের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। *

আমাদিগের কোন নিশ্চিত বিষয়ে সংকল্প অবলম্বন করা সর্ব্বদাই উচিত; বিশেষতঃ যে যে দোষে আমরা সহজে পতিত হই, আমাদিগকে তাহার নিবারণকল্পে দৃঢ় চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদিগের অন্তর-বাহ্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, আমাদিগকে সংযত হইতে হইবে; কেননা ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি লাভার্থে উভয়ই আবশ্যক।

যদিও সর্ব্বদা আত্ম-পরীক্ষা করিতে না পার, তথাচ দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার, অর্থাৎ প্রাতঃকালে অথবা সন্ধ্যাকালে অবশ্যই আত্ম-দর্শনে প্রবৃত্ত হইবে।

প্রাতে সৎসংকল্প কর, এবং সন্ধ্যাকালে আপনার পরীক্ষা করিয়া দেখ, বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছ; হয় ত তুমি ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়েরই গোচরে অনেক দোষ করিয়াছ।

শয়তানের বিকট আক্রমণ প্রতিরোধার্থে বীরের ন্যায় কটি বন্ধন করিয়া দাঁড়াও। দুর্দ্দান্ত রিপুনিচয় দমন কর, দেখিবে, শরীরের অদম্য অভিলাষ-গুলিকে অধিক সহজে শাসন করিতে পারিবে।

কখনই সম্পূর্ণ নিষ্কর্ম্ম থাকিও না। অধ্যয়ন, কিম্বা লিখন, কিম্বা প্রার্থনা, কিম্বা ধ্যান, কিম্বা সাধারণ মঙ্গলজনক কোন কর্ম্মে সদাই ব্যস্ত থাকিতে চেষ্টা করিও।

বিবেচনা পূর্ব্বক শারীরিক নিত্যব্যায়ামাদি মনোনয়ন করা উচিত; কারণ তাহা একের পক্ষে যাহা উপযুক্ত, অপরের পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত হইতে পারে।

---

* উপদেশক ৭; ২০।

জীবনের নিত্য সাধনার যে যে বিষয় গুপ্ত, তাহা প্রকাশ্যরূপে করিতে নাই; কেননা গুপ্ত-সাধনা নির্জ্জনেই নির্ব্বিঘ্নে সাধিত হয়।

ব্যক্তিগত সাধনার আতিশয্যপ্রযুক্ত যাহা তোমার সামাজিক কর্ত্তব্য, তাহা কোন প্রকারে অবহেলা করিও না। সম্পূর্ণরূপে ও বিশ্বস্ত ভাবে তোমার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সাধন করিবার পর যদি সময় থাকে, তোমার অভিরুচি অনুসারে ব্যক্তিগত সাধনায় প্রবৃত্ত হইও।

একই প্রকার সাধনা সকলের পক্ষে উপযুক্ত নয়; কিন্তু বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ সাধনার আবশ্যক।

দৈনন্দিন সাধনা অবস্থা সাপেক্ষ; পরীক্ষার সময়ে এক প্রকার, শান্তির সময়ে অন্য প্রকার, এবং মনোদুঃখের সময়ে আর এক প্রকার ও প্রভুতে আনন্দ করিবার সময়ে অন্য প্রকার সাধনার প্রয়োজন।

সাধু লূক বলেন, "প্রভু আসিয়া যাহাকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিবেন, সেই জাগরূক দাস ধন্য। ঈদৃশ বিশ্বস্ত দাসকে তিনি আপন সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিবেন"। *

---

২০ অধ্যায়।

নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতার অনুরাগ।

আত্ম-পরীক্ষা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিও, এবং ঈশ্বরের করুণা বারংবার ধ্যান করিও।

কৌতুহলাক্রান্ত হইও না; তোমার পঠনাদির উদ্দেশ্য কোন প্রকারে সময় অতিবাহিত করামাত্র না হউক, বরং তদ্দ্বারা যেন তোমার হৃদয়ের অনুতাপ জন্মে।

তুমি যদি নিরর্থক আলাপ ও অনর্থক ভ্রমণ এবং নূতন নূতন সংবাদ ও জনরব শ্রবণ হইতে নিবৃত থাক, তাহা হইলে পবিত্র বিষয়ের ধ্যান করিবার নিমিত্তে যথেষ্ট সুযোগ পাইবে।

---

* লূক। ১২; ৪৩, ৪৪।

উচ্চ অঙ্গের সাধকগণ যথাসাধ্য মানব সহবাস পরিত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনে ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। *

এক জন সাধক বলিয়াছেন, "আমি যত বার অপরিমিতরূপে মনুষ্যদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছি, তত বারই আমার মনে হইয়াছে, যেন আমার মনুষ্যত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন হইয়া পড়িয়াছে।" দীর্ঘকাল পরস্পর অসার বাক্যালাপ করিলে এইরূপই ঘটে। অধিক কথা না বলা অপেক্ষা বরং কিছুই না বলা সহজ।

বাহিরে আপনাকে প্রলোভন হইতে সুরক্ষা করা অপেক্ষা বরং বাটীতে নির্জ্জনে থাকা সহজ।

অতএব যিনি আন্তরিক ও আত্মিক বিষয়ে বর্দ্ধিত হইতে চাহেন, প্রভু যীশুর ন্যায় জনতার মধ্য হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে নির্জ্জনে থাকিতে অভ্যস্ত নহে, সে নিরাপদে লোক-সমাজে যাইবার অনুপযুক্ত।

যে ব্যক্তি মৌনাবলম্বনে অসমর্থ, সে সতর্কভাবে কথা কহিতেও অসমর্থ।

যে ব্যক্তি আজ্ঞাধীন হইতে জানে না, সে উপযুক্তরূপে শাসন করিতেও পারে না।

যে ব্যক্তি প্রফুল্ল মনে আজ্ঞা পালন করিতে জানে না, সে যোগ্যতার সহিত অন্যকে শাসন করিতে পারে না।

যাহার বিবেক শুদ্ধ নহে, সে কিছুতেই বিমল আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না।

সাধুগণ নির্ভীক হইলেও তাঁহাদিগের হৃদয় নিরন্তর ঈশ্বরের ভয়ে পূর্ণ ছিল। আর তাঁহারা বিবিধ বাহ্য গুণে বিভূষিত হইয়াও অন্তরে সর্ব্বদা নম্র ও চিন্তিত থাকিতেন।

কিন্তু দুষ্টদিগের নির্ভীকতা, অহঙ্কার ও দুঃসাহস হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরিশেষে তদ্দ্বারা তাহারা প্রবঞ্চিত হয়।

তুমি ধর্ম্ম-জীবনে অতি উন্নত, এবং অতি উচ্চ শ্রেণীর নির্জ্জন সাধক হইলেও এই জগতে স্বীয় জীবনকে নিরাপদ মনে করিও না।

---

* ইব্রীয় ১১ অধ্যায়।

মনুষ্য-সমাজে যাঁহারা বিশেষ মান্য ও বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহারা কখন কখন অতিরিক্ত আত্ম-নির্ভরতাপ্রযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন।

সাধক অতিসাহসী কিম্বা অহঙ্কারী কিম্বা সুখাভিলাষী যেন না হন, এই হেতু তাঁহার পরীক্ষিত ও বিপদাক্রান্ত হওয়া অনেক সময়ে হিতজনক বলিয়া মনে হয়।

যিনি অস্থায়ী সুখ অন্বেষণ করেন না, এবং সংসার-জালে আবদ্ধ হন না, তাঁহার অন্তরাত্মা বড়ই নিষ্কণ্টকে থাকে।

যিনি অসার ভাবনা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া কেবল ঈশ্বরীয় এবং স্বীয় আত্মার হিতজনক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকেন, এবং ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভরসা রাখেন, তিনি এই জগতে বড়ই শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে বাস করেন।

যে কেহ প্রকৃত অনুতাপ করে নাই, সে স্বর্গীয় সান্ত্বনার যোগ্য নহে।

যদি প্রকৃত ভগ্নান্তঃকরণ প্রাপ্ত হইতে চাহ, তবে স্বীয় অন্তরাগারে প্রবেশ করিয়া জগতের সমস্ত গোলযোগ হইতে পৃথক হও। তুমি যাহা বাহিরে হারাইয়া ফেল, তাহা দেখিও অনেক বার অন্তরাগারে পাওয়া যাইবে।

তুমি যতই তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিবে, ততই অধিক তুমি তাহা ভালবাসিতে শিখিবে, কিন্তু তথায় যত কম প্রবেশ করিবে, ততই অধিক তাহা তোমার পক্ষে বিরক্তিজনক হইয়া উঠিবে। মনঃপরিবর্ত্তনের সময়াবধি যদি তথায় সন্তুষ্ট মনে স্থির থাকিতে শিক্ষা কর, তবে তাহা তোমার পরম বন্ধুস্বরূপ হইয়া উঠিবে।

ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি মৌনাবলম্বন দ্বারা ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হন, এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের অনুশীলন করেন।

তিনি স্বীয় অন্তরাগারে প্রতিরাত্রে অনুতাপ-অশ্রুতে স্নান করতঃ আপনাকে পরিষ্কৃত করেন, সেই জন্যই জগতের কোলাহল হইতে পৃথক্ থাকিতে ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত অধিক আলাপ করিতে তিনি সমর্থ হন।

যিনি এইরূপে আপন বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত লোকদের সহবাস হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঈশ্বরের অন্বেষণ করেন, ঈশ্বর আপন পবিত্র দূতগণসহ তাঁহার নিকটে বাস করিবেন।

আপন আত্মার বিষয়ে যত্নবান থাকিয়া গোপনে থাকা বরং ভাল; তথাপি

জগতে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারিলেও আত্মার বিষয়ে উদাসীন থাকা ভাল নয়।

নির্জ্জন সাধকের পক্ষে জনসমাগম পরিত্যাজ্য। তিনি যতই দৃষ্টির বহির্ভুত থাকেন, এবং বাহ্যদর্শন বর্জ্জন করেন, ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল-জনক।

যাহা পাওয়া তোমার বিহিত নয়, তাহা কেন দেখিতে চাও? "জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে।" *

আমরা কখন কখন ইন্দ্রিয়ের বাসনাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে ভ্রমণ করি বটে, কিন্তু অনেক সময়ে মনোমধ্যে ভাবগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসি।

সানন্দে বহির্গমন করিলেও কখন কখন দুঃখের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হয়। সন্ধ্যাকালে আমোদ করিলে প্রাতঃকালে শোক করিতে হয়। †

এইরূপে শারীরিক আমোদ প্রমোদ, মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু অবশেষে মারাত্মকভাবে দংশন করিয়া অনুশোচনা উৎপাদন করে।

এখানে যাহা দেখিতে পাইতেছ না, এমন কোন্ বস্তু অন্য স্থানে দেখিতে পাইয়া থাক? ‡ দেখ, যাহা হইতে সকল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, সেই আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত মূল পদার্থ এখানেও আছে।

সূর্য্যের নীচে স্থায়ী বস্তু কোথায় দেখিতে পাইবে?

হয় ত তুমি বিবেচনা করিতেছ, তুমি দর্শনে তৃপ্ত হইবে; কিন্তু মনে রাখিও, সে তৃপ্তি তুমি কখনই পাইবে না।

এককালে সমুদয় বস্তু দেখিতে পাইলেও সেই দর্শন অসার মাত্র।

সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের দিকে তোমার দৃষ্টি উত্তোলন কর, এবং প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমার পাপ ও ত্রুটি সমূহ ক্ষমা করেন।

অসার বস্তু সকল লইয়া অসার লোকেরা ব্যস্ত থাকুক; কিন্তু তোমাকে ঈশ্বর যে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তুমি নিবিষ্টমনা হও।

---

* ১ যোহন ২, ১৭। † হিতোপদেশ ১৪; ১৩। ‡ উপদেশক ১; ১০

দ্বার রুদ্ধ কর, এবং প্রিয়তম যীশুকে ডাক। তাঁহারই সহিত নির্জ্জন-বাস কর; কেননা, অন্য কোন স্থানে তেমন শান্তি পাইবে না।

যদি জন-সমাজে মিশিয়া নিরর্থক সময় না কাটাইতে, তবে নিশ্চয় তুমি মনে অধিক শান্তি ভোগ করিতে পাইতে। কিন্তু বাহ্য জগতের নূতন নূতন কথা শুনিবার ইচ্ছা প্রযুক্ত তোমার কখন কখন কিছু মনস্তাপ ভোগ করা প্রয়োজন।

---

২১ অধ্যায়।

হৃদয়ের অনুশোচনা।

তুমি যদি ধর্ম্ম-জীবনে অগ্রসর হইতে চাও, তাহা হইলে ঈশ্বর-ভীতিতে চল, এবং অধিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী হইও না। ইন্দ্রিয় সকল শাসন কর এবং নিরর্থক আমোদ-তরঙ্গে আপনাকে ভাসিয়া যাইতে দিও না।

অনুতাপে নিবিষ্ট হও, ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে। অনুতাপে অনেক মঙ্গল সাধিত হয়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা শীঘ্রই তাহা নষ্ট করে।

মনুষ্য যদি ইহকালে আপনার বন্দিত্ব এবং আত্মার সঙ্কটসমূহ উত্তমরূপে বিবেচনা করে, তাহা হইলে এই জীবনে পূর্ণ আনন্দ লাভ করা যে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা সে বুঝিতে পারিবে।

আমরা মনের লঘুতা এবং নিজ দোষের বিষয়ে অমনোযোগিতা প্রযুক্ত স্ব স্ব আত্মার দুঃখ অনুভব করি না, তাই যখন আমাদের ক্রন্দন করা উচিত, তখন আমরা বৃথা হর্ষ করিয়া থাকি।

নির্ম্মল বিবেকে ঈশ্বরকে ভয় করাই প্রকৃত স্বাধীনতা ও যথার্থ সুখ।

যিনি উদ্বেগজনক ও অন্যমনস্কতাসূচক সমস্ত বাধা দূর করিয়া, অনুতাপের আত্মায় আপনাকে ঈশ্বরের সহবাসে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিতে পারেন, তিনিই ধন্য।

যিনি আপন বিবেকের ভারসূচক ও কলঙ্কজনক বিষয় ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ধন্য।

বীরের ন্যায় পাপের প্রতিরোধ কর; এক অভ্যাস দ্বারা অন্য অভ্যাস পরাজিত হয়।

তুমি যদি অনধিকারচর্চ্চা না কর, তবে অন্য লোকে তোমার কার্য্যে বাধা দিবে না।

তুমি অপর লোকের বিষয়ে হাত দিও না; এবং তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জনগণের কার্য্যকলাপে আপনাকে লিপ্ত করিও না।

তুমি আপনাকেই সর্ব্বপ্রথমে দেখ; এবং বন্ধুগণকে উপদেশ দিবার অগ্রে আপনাকে উপদেশ দেও।

তুমি মনুষ্যের অনুগ্রহ না পাইলে বিচলিত হইও না; * বরং তুমি যে ঈশ্বরের ভৃত্যের ও ভক্তের উপযোগীভাবে সতর্ক ও সাবধান হও নাই, এই জন্য ব্যথিত হও।

পার্থিব সান্ত্বনা, বিশেষতঃ, যাহা কেবল শারীরিক সন্তোষজনক, তাহা লাভ না করাই অনেক সময়ে মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গলকর।

কিন্তু আমরা যে স্বর্গীয় সান্ত্বনা পাই না, কিম্বা অত্যল্প পরিমাণে পাইয়া থাকি, সে আমাদেরই দোষ; কেননা আমরা প্রকৃত অনুতাপসহ তাহার অন্বেষণ করি না, এবং অসার ও বাহ্য সান্ত্বনার মায়া পরিত্যাগ করি না।

মনে রাখিও, তুমি স্বর্গীয় সান্ত্বনার যোগ্য নহ, বরং বহু সন্তাপের পাত্র।

মনুষ্য যখন সম্পূর্ণ অনুতপ্ত হয়, তখন সমস্ত জগৎ তাহার নিকটে অতি তিক্ত ও ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়।

উত্তম লোক সর্ব্বদাই স্বীয় জীবনে ক্রন্দনের ও বিলাপের যথেষ্ট কারণ দেখিতে পান।

কেননা তিনি যখন আপনার কিম্বা পরের অবস্থা বিবেচনা করেন, তখন বিনা কষ্টে কেহই যে জীবন যাপন করে না, তাহা বিশেষ জানিতে পারেন।

অধিকন্তু, মনুষ্য যত সূক্ষ্মরূপে আপনাকে নিরীক্ষণ করে, ততই সে শোক করে।

আমরা যে সমস্ত পাপে মগ্ন থাকিয়া স্বর্গীয় বিষয়ে মনোযোগ করি না, সেই সকল পাপের জন্য বিলাপ ও অনুতাপ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

---

* গাল ১; ১০।

তুমি যদি আয়ুর বৃদ্ধি অপেক্ষা আপনার মৃত্যুর বিষয়ে অধিক চিন্তা করিতে, তাহা হইলে তুমি আত্মশোধনার্থে অধিক উদ্যোগী হইতে।

পরকালের বিষয়ে যদি তুমি যথেষ্ট চিন্তা করিতে, তাহা হইলে ইহকালের কোন কষ্ট বা পরিশ্রম স্বীকার করিতে তুমি পশ্চাৎপদ হইতে না।

কিন্তু এই সকল চিন্তা আমাদের হৃদ্গত না হওয়াতে, এবং যাহাতে আমাদের আমোদ জন্মায়, কেবল তাহাতেই অনুরক্ত থাকাতে, আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে অতি শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ি।

আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব প্রযুক্তই আমাদের এই হতভাগ্য শরীর এত সহজে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

অতএব প্রভুর নিকটে সবিনয় প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাকে অনুতাপের আত্মা দেন। প্রবাচকের ন্যায় প্রভুকে বল, হে প্রভো, আহারার্থে আমাকে অশ্রুরূপ ভক্ষ্য দেও, এবং বহু পরিমাণে* আমাকে নেত্রজল পান করাও।

---

২২ অধ্যায়।

মনুষ্যজাতির দুরবস্থা।

তুমি যে কোন স্থানেই থাক, এবং যে কোন দিকেই ফির না কেন, যদি ঈশ্বরের প্রতি না ফির, তবে বলিতে হইবে, তুমি বড়ই হতভাগ্য।

কার্য্যে ইচ্ছামত সফলতা লাভ না হইলে কেন তুমি এত কাতর হও? জগতে কে এমন আছে, যে আপনার ঈপ্সিত সকলই পায়? আমি, তুমি এবং পৃথিবীস্থ কেহই স্ব স্ব আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাই না।

রাজাই হউন, আর প্রজাই হউন, দুঃখরহিত কেহই নাই।

তবে কে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান্? যিনি ঈশ্বরের নিমিত্তে দুঃখভোগ করিতে পারেন, তিনিই।

অনেক অস্থির ও দুর্ব্বলমনা লোকে বলিয়া থাকে, দেখ, অমুক ব্যক্তি কি সুখী, কি ধনী, কি মহৎ, কি সমাদৃত!

---

* গীত ৮০; ৫।

কিন্তু স্বর্গীয় ধনের প্রতি উর্দ্ধদৃষ্টি করিলে তুমি দেখিতে পাইবে, সংসারের ধন মান সকলই অকিঞ্চিৎকর, অতিশয় অস্থায়ী, এবং অসুখকর, কেননা তাহা অধিকার করিলে অনেক সময় ভয় ও ভাবনায় অস্থির হইতে হয়।

ঐহিক সম্পত্তির বাহুল্য হইলেই মনুষ্য সুখী হয় না; মধ্যবিৎ অবস্থাই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবীতে জীবন যাপন করা নিতান্ত দুঃখজনক।

মনুষ্য যত আত্মিক জীবনে উন্নত হইতে চায়, এই মর্ত্ত্য জীবন তাহার কাছে ততই তিক্ত বলিয়া বোধ হয়; কেননা সে তখন মানব-স্বভাবের দোষ ও ভ্রষ্টতা আরও স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে।

ভোজন পান, শয়ন ও উত্থান, শ্রম এবং বিশ্রাম প্রভৃতি প্রাকৃতিক কর্ম্ম সকল ধার্ম্মিকের পক্ষে অতি দুঃখ ও ক্লেশজনক, কেননা তিনি স্বীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং সমুদয় পাপ হইতে উদ্ধার পাইতে চাহেন।

আমরা যত কাল এই পৃথিবীতে থাকি, তত কাল আমাদিগের অন্তর-পুরুষ এই সকল শারীরিক প্রয়োজন হেতু অতি ভারগ্রস্ত থাকে।

এই হেতু তাহা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তে প্রবাচক বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করেন, যথা, হে প্রভো, "আমার সকল অভাব হইতে আমাকে মুক্ত কর!" †

কিন্তু যাহারা আপনাদের দুরবস্থা জানে না, তাহারা বড় সন্তাপের পাত্র! এবং যাহারা এই দুঃখসঙ্কুল ও নশ্বর জীবনকে প্রিয়জ্ঞান করে, তাহাদের সন্তাপ আরও অধিক হইবে।

কেহ কেহ এই মর্ত্ত্য জীবন এত ভাল বাসে যে, পরিশ্রম কিম্বা ভিক্ষা দ্বারা অতি কষ্টে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিলেও এখানে থাকিতে অনুরাগ প্রকাশ করে, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে তাহারা কিছুমাত্র চিন্তা করে না।

হায় হায়, যাহারা পার্থিব বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে, এবং কেবল শারীরিক বিষয়ে অনুরক্ত থাকে, তাহারা কেমন নির্ব্বোধ ও অবিশ্বাসী!

কিন্তু তাহাদিগকে অবশেষে অতিশয় দুঃখিত হইতে হইবে, কেননা তখন তাহারা দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের কাম্য বস্তু সকল অতি জঘন্য ও অকিঞ্চিৎকর।

---

* ইয়োব ১৪, ১। † গীত ২৫; ১৭।

পরন্তু ঈশ্বরের সাধুগণ, অর্থাৎ খ্রীষ্টভক্তগণ শারীরিক সুখজনক ঐহিক অস্থায়ী বিষয়ের অনুরাগী ছিলেন না, বরং তাঁহারা একান্ত মনে নিত্যস্থায়ী ধনের ভরসা ও অন্বেষণ করিতেন।

পাছে দৃশ্য বস্তু দ্বারা তাঁহারা অধোদিকে আকর্ষিত হন, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অদৃশ্য ও অক্ষয় বিষয়ের প্রতি উর্দ্ধদৃষ্টি করিতেন।

ভ্রাতঃ, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিও না। এখনও সময় আছে,— সুযোগ অতীত হয় নাই।

কেন দিনের পর দিন বিলম্ব কর? এখনই কটি-বন্ধন করিয়া বল, এই সময়ই কার্য্য করিবার সময়, এই সময়ই চেষ্টা করিবার সময়, এই সময়ই আত্ম-শোধন করিবার সময়।

যখন অতিশয় দুঃখ-কষ্টের মেঘ ঘনীভূত হয়, তখনই তোমার ধৈর্য্যের পুরস্কার লাভ করিবার সময়।

প্রকৃত সান্ত্বনার স্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তোমাকে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

বিশেষ যত্ন সহকারে আত্ম-দমন না করিলে তুমি কখনই পাপকে পরাজয় করিতে পারিবে না।

যত দিন আমরা এই নশ্বর ও দুর্ব্বল শরীরে থাকি, ততদিন আমরা পাপশূন্য কিম্বা ক্লান্তিহীন ও দুঃখশূন্য হইতে পারিব না।

আমরা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থির থাকিতে বাঞ্ছা করি বটে, কিন্তু পাপহেতু আমরা নির্দ্দোষ ভাব হারাইয়াছি, সুতরাং তৎসঙ্গে সত্য সুখও হারাইয়াছি।

অতএব যে পর্য্যন্ত এই পাপাবস্থা অতীত এবং নশ্বরতা জীবনে কবলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন এবং ঈশ্বরের কৃপার প্রতীক্ষা করা আমাদের উচিত।

হায় হায়, মনুষ্যের কি দুর্ব্বলতা! সে সর্ব্বদাই মন্দ বিষয়ে রত! অদ্য তুমি আপন পাপ স্বীকার করিলে, কিন্তু যাহা স্বীকার করিলে, তাহাই কল্য আবার করিবে।

এখন তুমি আপন আচরণ সংশোধন করিতে মনস্থ করিতেছ; কিন্তু ক্ষণেক পরে তুমি এমন ব্যবহার করিবে, যাহাতে বোধ হইবে যে, কখনই

এমন মনস্থ কর নাই। আমরা যখন এমনই দুর্ব্বল ও চঞ্চল, তখন আমাদের অতিশয় নম্র এবং নিরহঙ্কার হওয়া উচিত।

অধিকন্তু আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে যাহা অতি কষ্টে পাইয়াছি, তাহা আপন আপন শৈথিল্য দ্বারা শীঘ্রই হারাইতে পারি।

হায়, আমরা যদি এত শীঘ্র কলুষিত হইয়া পড়ি, তবে আমাদের শেষ গতি কি প্রকার হইবে?

আমাদিগকে ধিক্! আমাদের আচার ব্যবহারে সত্য পবিত্রতার চিহ্নমাত্র না থাকিলেও, আমরা শান্তিতে ও নিরাপদে আছি, মনে করিয়া, আপনাদিগকে ভুলাইয়া থাকি।

নব শিষ্যদের ন্যায় পবিত্র জীবনের বিষয়ে নূতনরূপে শিক্ষিত হওয়া আমাদেব পক্ষে বড় আবশ্যক, হয় ত তদ্দ্বারা আমাদের আচার ব্যবহারের সংশোধন এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের উন্নতি হইতে পারে।

---

২৩ অধ্যায়।

মৃত্যুবিষয়ক চিন্তা।

অতি শীঘ্রই তোমাব ইহজীবন শেষ হইবে। ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা কি প্রকার, তাহাই বিবেচনা কর।

মনুষ্য অদ্য বর্ত্তমান থাকে, কল্য অন্তর্হিত হয়, এবং দৃষ্টি-পথ হইতে গত হইলে পর, সে স্মৃতিপট হইতেও বিলুপ্ত হয়।

হায়, মনুষ্যের মন কি অবোধ ও কঠিন! সে ভবিষ্যদ্বিষয় কিছুই বিবেচনা করে না; শুধু বর্ত্তমান বিষয়ই চিন্তা করিয়া থাকে।

অদ্যই তোমার মৃত্যু হইতে পারে, এই ভাবে তোমার সকল চিন্তা ও কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা কর্ত্তব্য।

আমাদের সংবেদ নিষ্কলঙ্ক থাকিলে মৃত্যুর বিষয়ে আমাদের এত ভয় হইত না।

মৃত্যু হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা বরং পাপ হইতে পলায়ন করা ভাল।

তুমি যদি অদ্য হইতে প্রস্তুত না হও, কল্য কি প্রকারে প্রস্তুত হইবে ?

তুমি কল্য পর্য্যন্ত যে বাঁচিবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ?

আচার ব্যবহার সংশোধিত না হইলে, আমাদের দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার ফল কি ?

হায়, দীর্ঘ আয়ুতে কখন কখন মনুষ্যের জীবন ও চরিত্র উন্নত না করিয়া, বরং পাপের বৃদ্ধি করে !

হায়, যদি একটি দিবসও আমরা এ জগতে উত্তমরূপে কাটাইতে পারিতাম !

অনেক দিন হইল আমাদিগের মনঃপরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেকে ইহা মনে করে বটে, তথাপি তাহাদের জীবনের সংশোধন অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

প্রাণত্যাগ করা যদি ভয়াবহ বোধ হয়, তবে দীর্ঘকাল প্রাণ ধারণ করা আরও বিপজ্জনক হইতে পারে।

যিনি মৃত্যুর বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখেন, এবং প্রতিদিন তাহার নিমিত্তে প্রস্তুত থাকেন, তিনিই ধন্য।

যদি কোন সময়ে অন্যের মৃত্যু দেখিয়া থাক, তবে বিবেচনা করিও, তোমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে।

প্রাতঃকালে স্মরণ করিও, রাত্রি না হইতে হইতেই তোমার মৃত্যু ঘটিতে পারে; এবং সন্ধ্যাকাল আগত হইলে মনে করিও, কি জানি আর প্রাতঃকাল দেখিতে পাইবে না।

সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক; মৃত্যু যেন তোমাকে অসতর্ক অবস্থায় ধরিতে না পারে, এরূপ ভাবে জীবন যাপন কর।

অনেকে অনপেক্ষিত ভাবে অকস্মাৎ মরিয়া যায়; কেননা তাহারা ভুলিয়া যায় যে "যে দণ্ডে তাঁহার অপেক্ষায় না থাকিবে, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন"। †

সেই শেষ দণ্ড উপস্থিত হইলে তুমি আপন বিগত জীবন-কালের বিষয় অন্যরূপ চিন্তা করিবে, এবং তোমার নিশ্চিন্ততা ও অমনোযোগিতা হেতু তুমি যার পর নাই দুঃখিত হইবে।

---

* মথি ২৪ ; ৪৪। † লূক ১২ ; ৪০।

যিনি আপনাকে মৃত্যুকালে এবং জীবনকালে একই রূপ দেখিতে ইচ্ছা করেন, এবং সমগ্র জীবন সাধু ব্যবহার করেন, তিনিই ধন্য ও বুদ্ধিমান্।

যদি আমরা সুখে মরিতে চাই, তাহা হইলে এখনই জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান, পাপ-হেতু অনুতাপ, সত্যের অনুধাবন, আত্ম-সেবা অস্বীকার, ও খ্রীষ্টের প্রেম-প্রযুক্ত দুঃখভোগ স্বীকার করা, আমাদের কর্ত্তব্য।

সুস্থ অবস্থায় তুমি অনেক পরোপকার করিতে পার, কিন্তু পীড়িত হইলে কি করিতে পারিবে ?

পীড়া দ্বারা অত্যল্প লোক পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়; আর যাহারা লক্ষ্য-শূন্য হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা প্রায়ই পবিত্র হইতে পারে না।

বন্ধুবান্ধবে নির্ভর করিও না, এবং পরিত্রাণ অন্বেষণ করিতে বিলম্ব করিও না; মনুষ্য অতি শীঘ্রই তোমাকে ভুলিয়া যাইবে।

অন্য লোকের সাহায্যের উপর ভরসা রাখা অপেক্ষা বরং এখনই উদ্যোগ করিয়া সৎকর্ম্মে অগ্রসর হওয়া তোমার ভাল।

তুমি যদি এখন আপনার বিষয় চিন্তা না কর, তবে ইহার পরে কে তোমার নিমিত্তে চিন্তা করিবে ?

এই বর্ত্তমান সময় অতি বহুমূল্য; "এখনই পরিত্রাণের দিবস, এখনই পরম গ্রাহ্য সময়!" *

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্য নিত্যজীবন রূপ ধনের অনুসন্ধান না করিয়া তুমি আলস্যে কাল যাপন করিতেছ!

এমন সময় আসিবে, যখন তুমি আপন অবস্থা সংশোধন করিবার নিমিত্ত একটি দিন বা একটি ঘণ্টা চাহিবে, কিন্তু তাহা দত্ত হইবে কি না, বলিতে পারি না।

প্রিয় বৎস, তুমি মৃত্যুর বিষয়ে যথোচিত চিন্তা করিলে বিপদ ও ভয় হইতে উদ্ধার পাইতে পারিতে!

সম্প্রতি এরূপে জীবন যাপন করিতে চেষ্টা কর, যেন মৃত্যুকালে ভয় না করিয়া আনন্দ করিতে পার।

এখনই জগতের সম্বন্ধে মরিতে শিক্ষা কর, যেন পরিণামে খ্রীষ্টের সহিত জীবনের অধিকারী হইতে পার। †

---

* ২ করিন্থীয় ৬, ২। † রোমীয় ৬; ১।

এখনই পার্থিব বিষয় সকল তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখ, যেন অবাধে খ্রীষ্টের নিকট যাইতে পার।

এখনই আপন শরীর দমন কর, যেন শেষে অগ্রাহ্য না হও।

হে নির্ব্বোধ, তুমি এক দিনও বাঁচিবে কি না, তাহা যদি নিশ্চয় না জান, তবে কেন দীর্ঘ আয়ুর প্রতীক্ষা করিতেছ?

কত লোকে এ বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ করে! কতবার এমন জনরব শুনা যায় যে, অমুক ব্যক্তি খড়্গে নিহত হইয়াছে, অমুক ডুবিয়া মরিয়াছে, অমুক কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, অমুক আহার করিবার সময় মরিয়াছে, অমুক খেলা করিতে করিতে মরিয়াছে। কেহ অগ্নি দ্বারা, কেহ বা খড়্গ দ্বারা, কেহ বা মহামারী দ্বারা, আবার কেহ বা দস্যু দ্বারা বিনষ্ট হয়।

সুতরাং সকলেরই পরিণাম মৃত্যু; এবং মনুষ্যের আয়ু ছায়ার ন্যায় শীঘ্র অতীত হয়। *

মরিয়া গেলে কে তোমাকে স্মরণ করিবে ও তোমার জন্য প্রার্থনা করিবে?

অতএব, হে প্রিয়তম, এখন যাহা করিতে পার, কর; কেননা কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে, তাহা জান না।

সময় থাকিতে থাকিতে আপনার নিমিত্ত নিত্যস্থায়ী ধন সঞ্চয় কর। †

কেবল তোমার পরিত্রাণের বিষয়ে চিন্তা কর; কেবল ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তিত হও।

ঈশ্বরের ভক্তলোকদিগকে সম্ভ্রম এবং তাঁহাদের আচরণের অনুগমন করতঃ আপনার পক্ষে বন্ধু লাভ কর; এই অস্থায়ী জীবন গত হইলে তাঁহারা তোমাকে নিত্যস্থায়ী আবাসে গ্রহণ করিবেন। ‡

পৃথিবীতে আপনাকে বিদেশী ও প্রবাসী জ্ঞান কর, জগৎ সংসারের বিষয়ে মমতা করিও না। §

তোমার হৃদয় ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের দিকে উত্তোলন কর, কেননা এখানে তোমার কোন নিত্যস্থায়ী নগর নাই।

---

* ইয়োব ১৪; ২। † মথি ৬; ২০। লূক ১২; ৩৩। গাল ৬; ৮।
‡ লূক ১৬; ৯। ইব্রীয় ১১; ৫। § ১পিতর ২; ১১।

প্রতিদিন তোমার প্রার্থনা, উচ্ছ্বাস ও অশ্রু ঊর্দ্ধদিকে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রেরণ কর, যেন মৃত্যুর পরে তোমার আত্মা মহানন্দে প্রভুর নিকটে যায়। আমেন্।

---

২৪ অধ্যায়।

বিচার, এবং পাপীর দণ্ড।

সকল বিষয়ে পরিণামদর্শী হও; মনে রাখিও, যিনি সকলই দেখেন, এবং কোন ওজর আপত্তি শুনিবেন না ও উৎকোচ গ্রহণ করিবেন না, যথার্থ বিচার করিবেন, তোমাকে সেই ন্যায়পরায়ণ বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে।

হে দুর্ভাগ্য নির্ব্বোধ পাপি! তুমি ক্রোধান্বিত মনুষ্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে কখন কখন ভয় করিয়া থাক; তবে যে ঈশ্বর তোমার দুষ্টতা জানেন, তাঁহার সাক্ষাতে কি উত্তর দিবে?

যে মহাবিচার দিনে সকলকেই নিকাশ দিতে হইবে, এবং যে সময়ে অপরের হইয়া কেহ উত্তর দিতে পারিবে না, সেই দিনের নিমিত্ত তুমি কেন আপনাকে প্রস্তুত করিতেছ না?

এখনই পাপের নিমিত্ত অনুতাপ করিলে, তোমার অনুতাপ ফলজনক হইবে।

ধৈর্য্যশীল মনুষ্য আপনাকে শাসন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করেন, তিনি আপনার ক্ষতি অপেক্ষা বিপক্ষের কুস্বভাবের নিমিত্ত অধিক দুঃখিত হন; তিনি আপন বিরোধীদিগের জন্য প্রার্থনা করেন এবং তাহাদের অপরাধ হৃদয়ের সহিত ক্ষমা করেন; * কাহারও কাছে দোষ করিলে তিনি ক্ষমা চাহিতে বিলম্ব করেন না; ক্রোধ অপেক্ষা দয়া করিতে তিনি অধিক সত্বর হন; তিনি আত্ম-দমন করেন, এবং আপন শরীরকে আত্মার অধীন করিতে যত্নবান্ হন।

---

* লূক ২৩; ৩৪। প্রেরিত ৭; ৬০।

পরকালে পাপের শাস্তি ভোগ করা অপেক্ষা বরং এখানে পাপ ও পাপাভিলাষ নষ্ট করাই ভাল।

শরীরের প্রতি অধিক মমতা বশতঃ আমরা আপনাদিগকে অতিশয় প্রবঞ্চিত করি।

হে পাপি, তোমার পাপসমূহ নরকাগ্নির দাহ্য কাষ্ঠস্বরূপ হইবে!

তুমি ইহকালে যত সুখপ্রিয় ও শারীরিক সুখাভিলাষী হইবে, পরলোকে অনুতাপাগ্নি তত উত্তপ্ত হইয়া তোমাকে যন্ত্রণা দিবে।

যে মনুষ্য যে যে বিষয়ে ঘোরতর পাপ করিয়াছে, সেই সেই বিষয়ে তাহার গুরুতর দণ্ড হইবে।

তথায় অলসেরা ভয়ানকরূপে তাড়িত এবং পেটুকেরা ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় পীড়িত হইবে।

তথায় বিলাসীরা ও রঙ্গরসপ্রিয় লোকেরা অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, এবং ঈর্ষাশীল লোকেরা মহাশোকে চীৎকার করিবে।

তথায় অহঙ্কারীরা লজ্জিত হইবে, এবং লোভীরা অসহ্য দীনতায় ক্লিষ্ট হইবে।

তথায় সমস্ত পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইবে। এখানকার সহস্র বৎসরের কষ্ট অপেক্ষা তথাকার এক ঘটিকার যন্ত্রণা আরও কাঠোর হইবে।

এখানে পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম লাভ হয়, এবং বন্ধুবান্ধবদের আলাপে কতক সান্ত্বনা জন্মে; কিন্তু তথায় বিশ্রাম এবং সান্ত্বনার নামও নাই।

এখন আপন পাপের নিমিত্ত অনুতাপ কর, যেন বিচার-দিনে আশীঃপ্রাপ্ত ভক্ত-সমাজে স্থান-প্রাপ্ত হও।

তৎকালে যাথার্থিকেরা অতি সাহস পূর্ব্বক উপদ্রবকারিদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকিবে।

যিনি এখন মনুষ্যদের নিন্দা সহ্য করেন, তিনি তখন তাহাদের বিচার করিবেন।

তৎকালে দরিদ্র ও নম্র লোকেরা অতিশয় সাহস পাইবে, কিন্তু অহঙ্কারী মহাভয়ে বেষ্টিত হইবে।

তখন দেখা যাইবে, খ্রীষ্টের নিমিত্ত যিনি নির্ব্বোধ বলিয়া গণিত হইতে শিক্ষা করিয়াছেন ও নিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

তখন দুষ্টতার মুখ বন্ধ হইবে, এবং যাঁহারা খ্রীষ্টের নিমিত্ত ধৈর্য্য-সহকারে কষ্টভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দ হইবে।

তখন ভক্তেরা উল্লাস এবং নিন্দকেরা বিলাপ করিবে।

তখন বিলাসী অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অধিক সুখী হইবেন।

তখন সামান্য বস্ত্র অতি তেজোময় হইয়া উঠিবে, কিন্তু বহুমূল্য পরিচ্ছদ তুচ্ছ বোধ হইবে।

তখন দরিদ্রের কুটীর স্বর্ণমণ্ডিত রাজগৃহ অপেক্ষা অধিক প্রশংসিত হইবে।

তখন যাবতীয় সাংসারিক পরাক্রম অপেক্ষা ধৈর্য্য আমাদের অধিক উপকারী হইবে।

তখন জাগতিক সমস্ত জ্ঞানবত্তা অপেক্ষা আজ্ঞাবহতা অধিক উন্নত হইবে।

তখন গভীর দর্শন-বিদ্যা অপেক্ষা নিষ্কণ্টক নির্দ্দোষ বিবেক আরও সুখদায়ক হইবে।

তখন সাংসারিক লোকের ধনসমূহ অপেক্ষা ধনের অবহেলা আদরণীয় হইবে।

তখন উত্তম ভোজন পান করিয়াছ বলিয়া সান্ত্বনা জন্মিবে না, বরং ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়াছ বলিয়া তোমার অধিক সান্ত্বনা জন্মিবে।

তখন বহুবাক্য বলিয়াছ বলিয়া সন্তোষ পাইবে না, বরং মৌনাবলম্বন করিয়াছ বলিয়া অধিক সন্তোষ পাইবে।

তখন পার্থিব সকল আমোদ অপেক্ষা ত্যাগ-স্বীকারে আরও সন্তোষ জন্মিবে।

তখন অনেক সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছ বলিয়া নয়, কিন্তু অনুগ্রহে সাধিত কার্য্যের জন্য সান্ত্বনা পাইবে।

তখন কোন সাংসারিক আমোদ প্রমোদে নয়, কিন্তু মন ফিরাইয়া খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করিয়াছ বলিয়া আনন্দ হইবে।

এখন যদি অল্প দুঃখ সহ্য করিতে না পার, নরক-যন্ত্রণা কেমন করিয়া সহ্য করিবে ?

নিশ্চয় জানিও যে, তোমার দুইটী স্বর্গ হইতে পারে না ; এই জগতের

আমোদ প্রমোদ যদি চাহ, খ্রীষ্টের সহিত কথনই রাজত্ব করিতে পাইবে না।

পরমানন্দে ও সম্ভ্রমে কালযাপন করিলেও মৃত্যুকালে কি লাভ দর্শিবে?

অতএব ঈশ্বরকে প্রেম ও তাঁহার সেবা কবাই সার। আর সকলই অসার মাত্র।

কেননা যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে প্রেম করেন, তিনি মৃত্যু বা দণ্ডের বিচার কিম্বা নরকের ভয় করেন না, যেহেতু সিদ্ধ প্রেম তাঁহাকে নির্ভয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করে।

কিন্তু পাপ-প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুতে ও বিচারে ভীত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

যদি প্রেম এখনও তোমাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারে, তবে নরক-দণ্ডের ভয়ই না হয় নিবৃত্ত করুক।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ভয় পরিত্যাগ করে, সে কথনই অধিক কাল ভাল পথে থাকিতে পারে না, অচিরাৎ শয়তানেব ফাঁদে পতিত হয়।

---

২৫ অধ্যায়।

চরিত্র সংশোধন।

ঈশ্বরের সেবাতে জাগ্রৎ থাক ও যত্নবান্ হও, বারংবার বিবেচনা কর যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবন ধারণ কবিবার ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিবার নিমিত্তই তুমি খ্রীষ্টের শিষ্য হইয়া, জগৎ ত্যাগ করিয়াছ।

অতএব অগ্রসর হইতে যত্ন কর; কেননা অবিলম্বে তোমাব পরিশ্রমের ফল লাভ হইবে; তখন কোন ভয় কিম্বা দুঃখ তোমার নিকটে থাকিবে না।

এখন কিঞ্চিৎ পরিশ্রম কর, পরে তোমার বিশ্রাম ও নিত্যানন্দ লাভ হইবে।

তুমি যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিশ্বস্ত ও ব্যগ্র হও, নিশ্চয়ই ঈশ্বর ফলদানে বিশ্বস্ত হইবেন ও অকাতরে তোমাকে ফল দিবেন।

জয় লাভের উৎকৃষ্ট প্রত্যাশা হৃদয়ে পোষণ করা উচিত; তথাপি কখনও নিশ্চিন্ত হইও না, পাছে শিথিল বা অহংকারী হইয়া পড়।

কোন সাধক এক সময়ে ভয় ও প্রত্যাশাব মধ্যে যুগপৎ আন্দোলিত ও অস্থির হওয়াতে, উপাসনা-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা-কালে ভাবগ্রস্ত মনে এই চিন্তা করিয়াছিলেন, "হায়, আমি প্রভুর পথে স্থিব থাকিব, ইহা যদি নিশ্চয় জানিতাম, তবে বড়ই ভাল হইত।" তিনি অন্তবে ঈশ্বর হইতে এই উত্তব পান; "তাহা জানিতে পারিলে তুমি কি করিতে? জানিতে পাবিলে যাহা কবিতে, তাহাই এখন কর, নির্ভয়ে থাকিবে।"

ইহাতে সেই ব্যক্তি সান্ত্বনা পাইয়া ও সবল হইয়া ঈশ্বরেব ইচ্ছায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাব মনের অস্থিরতা নিবৃত্ত হইয়াছিল। ভবিষ্যতে কি কি ঘটিবে, ইহার অনুসন্ধান না করিয়া, তিনি সমস্ত উত্তম কর্ম্ম আবম্ভ ও সম্পন্ন কবিবার নিমিত্ত ঈশ্ববের সিদ্ধ ও সুগ্রাহ্য ইচ্ছা জানিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন।

প্রবাচক বলেন, "প্রভুতে নির্ভর রাখ, সদাচরণ কর; দেশে বাস কর, তাহাতে তুমি তাহার ফল ভোগ কবিবে।" *

একটি বিষয় অনেক লোককে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে নিবৃত্ত করে। তাহা কি? তাহা সেই কঠিন যুদ্ধের ক্লেশ ও পরিশ্রমের ভয়।

কিন্তু যাঁহারা বীবের ন্যায় সকল বাধা পবাজয় করিতে অধিক যত্ন করেন, তাঁহারাই ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হন।

কেননা মনুষ্য যত আপনাকে দমন করিয়া পাপের পক্ষে মৃত হয়, সে ততই আত্মিক বিষয়ে বৃদ্ধি পায় ও অধিক অনুগ্রহ লাভ করে।

কিন্তু সকলের রিপু সমান ভাবে প্রবল নহে। তথাপি যে ব্যক্তি ব্যগ্র ও উদ্যোগী, তাহার রিপু অধিক প্রবল হইলেও সে ধর্ম্মে বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু যাহার যত্ন অল্প, সে পরিমিতাভিলাষী হইলেও তত বৃদ্ধি পাইবে না।

দুইটী বিষয় বিশেষরূপে আমাদের আত্ম-সংশোধন পক্ষে উপকারী;— যে দোষে আমরা স্বভাবতঃ রত, তাহা হইতে একাগ্রমনে পৃথক্ থাকা; এবং যে গুণের আমাদের অভাব আছে, তন্নিমিত্ত সযত্নে শ্রম করা।

---

* গীত ৩৭, ৩।

যে সকল বিষয় অন্য ব্যক্তির ব্যবহারে দেখিলে তোমার অসন্তোষ জন্মে, তাহা হইতে তুমি আপনি নিবৃত্ত হইতে যত্নবান্ হও।

তুমি যে কোন স্থানে থাক, তথায় আপন আত্মার উপকার অন্বেষণ কর, এবং কোন সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখিলে বা শুনিলে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা কর।

কিন্তু কোন দূষণীয় কর্ম্ম দেখিলে তাহার অনুকরণ করিও না। আর যদি কোন ক্রমে তাহা কর, শীঘ্রই তাহা শোধন করিতে যত্নবান হইও।

তোমার চক্ষু যেমন অন্যান্য লোককে নিরীক্ষণ করে, মনে রাখিও, তেমনি অন্য লোকের চক্ষুও তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।

খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণকে উদ্যোগী, ভক্ত, সদাচারী ও সুশাসিত দেখা বড়ই মনোরম বিষয়; কিন্তু তাহাদিগকে নিরুদ্যোগ, বিশৃঙ্খল ও অমনোযোগী দেখিলে, এবং তাহারা আহ্বানের অনুপযোগী আচরণ করিলে বড়ই দুঃখ হয়।

খ্রীষ্টীয়ানেরা যখন আপনাদের আহ্বানের যোগ্য বিষয় বিস্মৃত হইয়া অসঙ্গত বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন তাহাদের বড়ই হানি হয়।

তুমি যে ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিও, এবং তোমার ক্রুশার্পিত ত্রাতাকে নিরন্তর স্মরণে রাখিও।

যীশু খ্রীষ্টের জীবন-চরিত আলোচনা করিলে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত; কেননা অনেক দিন তাঁহার পথারূঢ় হইয়াও তুমি তাঁহার সদৃশ হইবার জন্য অতি অল্পই চেষ্টা করিয়াছ।

যিনি আমাদের প্রভু যীশুর পবিত্র জীবন ও দুঃখভোগের আলোচনায় আপনাকে ভক্তিসহ অভ্যস্ত করেন, তিনি তন্মধ্যে সকল উপকারজনক ও প্রয়োজনীয় বিষয় বাহুল্যরূপে পাইবেন এবং যীশু ব্যতিরেকে কিছুই চাহিবেন না।

আহা, যদি ক্রুশার্পিত যীশু আমাদের হৃদয়ে আসিতেন, তবে আমরা কেমন শীঘ্রই সকল সত্যে সুশিক্ষিত হইতাম!

প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের সকল আজ্ঞা ইচ্ছা পূর্ব্বক শিরোধার্য্য করেন।

ধর্ম্মে শিথিল ব্যক্তি অনেক দুঃখ ও কষ্ট পায়; কেননা তাহার মনে সান্ত্বনা হয় না।

যে জন অসার স্বাধীনতার সুখভোগ অন্বেষণ করে, সে সর্ব্বদাই অস্থির থাকে, কেননা কোন না কোন বিষয় তাহাকে উদ্বিগ্ন করিতে ছাড়ে না।

আহা ! মুখে ও সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের প্রভু ঈশ্বরের স্তব করা ভিন্ন আমাদের আর কোন কার্য্য যদি না থাকিত ! প্রভু ঈশ্বরের সেবা করা ভিন্ন আমাদের যদি আর কোন কার্য্য না থাকিত !

আহা ! যদি ভোজন পান ও নিদ্রা আবশ্যক না হইত, তবে তুমি কতই না সুখী হইয়া সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরের স্তুতিবাদে এবং আধ্যাত্মিক অভ্যাসে রত থাকিতে পারিতে !

এই সকল শারীরিক প্রয়োজন বশতঃ আমরা অতি অল্প পরিমাণে আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধুরতা আস্বাদন করিয়া থাকি ।

মনুষ্য যখন কোন সৃষ্ট বস্তু হইতে সুখের অন্বেষণ করে না, তখনই প্রকৃতরূপে ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করে। তখন এই জগতে তাহার যে কোন অবস্থা হয়, সে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে ।

তখন সে মহৎ বিষয়ে হর্ষ করিবে না, এবং ক্ষুদ্র বিষয়ে কাতর হইবে না, বরং ঈশ্বরকে সর্ব্বেসর্ব্বা জানিয়া তাঁহার হস্তে সে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিবে, কেননা সকল বস্তু তাঁহার নিমিত্ত অবস্থিতি করে ও নিত্য তাঁহার সেবা করে ।

আপনার চরম সময় স্মরণ কর, এবং যে সময় নষ্ট হয়, তাহা আর কখনও ফিরিয়া আইসে না, এই বিষয় বিবেচনা কর। যত্ন ও উদ্যোগ না করিলে তুমি কখনও আধ্যাত্মিক জীবনে বৃদ্ধি পাইবে না ।

যদি শিথিল হওয়া পড়, তবে জানিও, অমঙ্গলের আরম্ভ হইল ।

কিন্তু যদি আত্মাতে উদ্যোগী হও, ঈশ্বরের প্রসাদে অনেক শান্তি ও বিশ্রাম অনুভব করিবে। উদ্যোগী মনুষ্য সকল ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকে ।

শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষা কুঅভ্যাস ও রিপু দমন করা আরও কঠিন ।

যে ব্যক্তি সামান্য সামান্য দোষ না ছাড়ে, সে ক্রমে ক্রমে গুরুতর দোষে পতিত হয় ।

তুমি যদি উপযুক্তরূপে দিনটী যাপন কর, তবে সন্ধ্যাকালে হৃষ্টচিত্ত হইবে ।

আপনার বিষয়ে সতর্ক হও, আপনাকে জাগাও, আপনাকে চেতনা দেও। অন্যে যাহাই কিছু করুক না কেন, আপনার বিষয়ে তুমি কখনও অমনোযোগী হইও না।

আপনার পাপ-স্বভাব দমন করিতে তুমি যত পবিত্র বল প্রকাশ করিবে, ততই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবে। আমেন্ ।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

অন্তর জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা।

দ্বিতীয় পৰ্ব্ব।

অন্তর জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা।

---

১ অধ্যায়।

অভ্যন্তরীণ জীবন।

প্রভু কহেন, "ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের অন্তরেই অবস্থিত।"* তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রভুর প্রতি ফিরিয়া এই দুঃখময় জগৎ বর্জ্জন কর, তাহা করিলে তোমার আত্মা বিশ্রাম পাইবে।

বাহ্য বিষয়নিচয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে শিখ; দেখিতে পাইবে যে, ঈশ্বরের রাজ্য তোমার অন্তরে উপস্থিত হইয়াছে।

কেননা "ঈশ্বরের রাজ্য ধার্ম্মিকতা ও শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ সম্ভোগ;"† তাহা অপবিত্র লোকদিগকে প্রদত্ত হয় না।

তুমি যদি খ্রীষ্টের নিমিত্ত আপনার অন্তরে উপযুক্ত আবাস-স্থান প্রস্তুত কর, তবে তিনি আসিয়া তাহাতে বাস করিবেন এবং তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন।

তাঁহার সকল মহিমা ও সৌন্দর্য্য অন্তরেই প্রকাশিত হয়, এবং তিনি তথায় বাস করিতে আমোদ করেন।

অন্তর-পুরুষকে তিনি অনেক বার দেখা দেন এবং সেই আত্মার সহিত তিনি অতি মধুর আলাপ করিয়া বহুল শান্তি প্রদান করেন, এবং তাহার সহিত আশ্চর্য্য প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েন।

হে বিশ্বাসী আত্মন্, এই প্রাণকান্তকে গ্রহণ করিবার জন্য আপনার হৃদয় প্রস্তুত কর, যেন তিনি আসিয়া তোমার অন্তরে প্রসন্ন হইয়া বাস করেন।

---

* লূক ১৭; ২১।   † রোমীয় ১৪; ১৭।

কেননা প্রভু বলেন, "কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; এবং আমার পিতা ও আমি তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত বাস করিব।" *

অতএব তুমি খ্রীষ্টকেই গ্রহণ ও অপর সকলকেই অগ্রাহ্য কর।

খ্রীষ্টকে পাইলেই তুমি ধনবান্ ও যথেষ্ট লাভবান্ হইবে। তিনি সকল বিষয়ে তোমার বিশ্বস্ত ও জাগ্রৎ সহায় হইলে, মনুষ্যের উপর নির্ভর করিবার তোমার আর প্রয়োজন হইবে না।

কেননা মনুষ্য ত্বরায় পরিবর্ত্তিত ও পতিত হয়; কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের নিত্যস্থায়ী অবলম্বন। † তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের পার্শ্বে অটল ভাবে বর্ত্তমান থাকেন।

পতনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর মানুষ আমাদের উপকারী ও প্রিয় হইলেও তাহার উপরে অধিক ভরসা রাখা যায় না। ‡ আর যদিও সে কখন কখন আমাদের বিরুদ্ধ হয়, তাহাতে নিতান্ত কাতর হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

যাহারা অদ্য তোমার সপক্ষ, হয় ত কল্য তাহারা বিপক্ষ হইবে; কেননা মনুষ্য অনেক বার বায়ুর ন্যায় চালিত হইয়া থাকে।

আপনার সমস্ত ভরসা ঈশ্বরে রাখ, তিনিই তোমার ভয় ও প্রেমের পাত্র হউন। তিনিই তোমার প্রতিভূ হইবেন, এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তিনিই তাহা করিবেন।

এখানে তোমার স্থায়ী বাসস্থান নাই; যেখানেই কেন থাক না, তুমি বিদেশী ও পথিক; কিন্তু মনে রাখিও, আত্মিকভাবে খ্রীষ্টের সহিত সংযুক্ত না হইলে তুমি কখনই বিশ্রাম পাইবে না।

কেন তুমি এখানে অবাক্ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত কর? এ ত তোমার চিরস্থায়ী বিশ্রাম-স্থান নহে। স্বর্গেই তোমার বাস-গৃহ হওয়া উচিত, এবং পার্থিব বিষয়সমূহ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করা বিধেয়।

সকল বিষয় ক্ষয় পাইতেছে, এবং তুমিও তৎসঙ্গে ক্ষয় পাইতেছ।

সাবধান, পার্থিব বিষয়ে আসক্ত হইও না, পাছে তুমি তদ্দ্বারা আকৃষ্ট

---

* যোহন ১৪; ২৩। † যোহন ১২; ৩৪। প্রকা ১:১৮। ‡ যির ১৭; ৫।

হইয়া বিনষ্ট হও। যিনি উচ্চতম, তাঁহারই বিষয় ধ্যান কর, এবং দয়া লাভার্থ খ্রীষ্টের নিকট অনবরত প্রার্থনা কর।

যদি তুমি উচ্চ ও স্বর্গীয় বিষয় ধ্যান করিতে না পার, তবে অন্ততঃ খ্রীষ্টের মরণ, এবং তাঁহার মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার বিষয়ে মনোনিবেশ কর।

তুমি যদি ভক্তি পূর্ব্বক প্রভু যীশুর দুঃখ-ভোগের বিষয় ধ্যান কর, তবে তোমার কষ্টের সময়ে তুমি অপার সান্ত্বনা পাইবে, এবং মনুষ্যের অবজ্ঞাতে কাতর না হইয়া, অনায়াসে নিন্দাবাদ সহ্য করিতে পারিবে।

খ্রীষ্টও এই জগতে বাস-কালে মনুষ্য কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত এবং যার পর নাই নিন্দিত ও নিতান্ত দুর্দ্দিনে স্বীয় বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। *

খ্রীষ্ট যখন দুঃখগ্রস্ত ও অবজ্ঞাত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; তখন তুমি কেন মানুষের বিরুদ্ধে বচসা কর?

খ্রীষ্টের অনেক শত্রু ও নিন্দাকারী ছিল; তুমি তবে কি করিয়া মনে কর যে, সকলেই তোমার বন্ধু ও উপকারক হইবে?

তোমার জীবনে দুঃখ না ঘটিলে কিরূপে তোমার ধৈর্য্য পুরস্কৃত হইবে? †

দুঃখভোগে যদি তোমার অনিচ্ছা হয়, তবে কি প্রকারে তুমি খ্রীষ্টের মিত্র হইবে?

তুমি যদি খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব করিতে চাও, তবে খ্রীষ্টের সহিত এবং খ্রীষ্টের নিমিত্ত তোমাকে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

তুমি যদি প্রভু যীশুর নিগূঢ় প্রেম-পূর্ণ জীবনে একবার প্রবিষ্ট হইয়া তাহার রসাস্বাদন করিতে, তাহা হইলে আর তুমি নিজ সুখাসুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না; বরং নিন্দিত হইলেও তুমি আনন্দ করিতে, কেননা যিনি যীশুকে প্রেম করেন, তিনি আপনাকে অবজ্ঞা করেন।

যিনি প্রকৃত ভক্তিভাবে যীশুকে এবং সত্যকে প্রেম করেন, এবং অস্বাভাবিক বাসনা হইতে নিবৃত্ত থাকেন, তিনি অবাধে ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত এবং আত্মাতে উত্তপ্ত হন, এবং প্রকৃত বিশ্রামের আনন্দ লাভ করেন।

যিনি মনুষ্যের কথা বা বিবেচনা অনুসারে নয়, কিন্তু সকল বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা অনুসারে বিচার করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, এবং তিনি মনুষ্য কর্ত্তৃক শিক্ষিত নহেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক শিক্ষিত। ‡

---

২ * মথি ১২; ২৪, ১৬; ২১। † ২ তীম ২: ৩। ‡ যিশা ৫৪; ১৩।

যিনি আভ্যন্তরীণ জীবন ধারণ করিয়া বাহ্য বিষয়নিচয় তুচ্ছজ্ঞান করেন, তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার নিমিত্ত স্থানের বা সময়ের অপেক্ষা করেন না। আত্মিক ব্যক্তি শীঘ্রই চেতনা প্রাপ্ত হন, কারণ তিনি কখনই আপনাকে বাহ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ অধীন হইতে দেন না।

সাময়িক পরিশ্রম কিম্বা কোন বিশেষ আবশ্যক কার্য্য দ্বারা তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত হয় না; বরং যখন যেমন ঘটনা সংঘটিত হয়, তদনুসারেই তিনি আপন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া লয়েন।

যাঁহার অন্তঃকরণ নিয়ন্ত্রিত ও সংযত, তিনি মনুষ্যের বক্র ব্যবহার ও অর্ব্বাচীনতা হেতু কাতর হন না।

মনুষ্য যতই বাহ্য বিষয়নিচয় আপনার মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে দেয়, ততই সে বিঘ্ন-প্রাপ্ত ও কাতর হয়।

তুমি পাপ হইতে পরিষ্কৃত হইয়া উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সকল বিষয়ই তোমার উপকারী ও উন্নতির উৎপাদক হইত।

কিন্তু অনেক বিষয় তোমাকে ব্যস্ত ও তোমার অসন্তোষ উৎপাদন করে, কারণ তুমি এখনও আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ মৃত এবং সাংসারিক বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হও নাই।

সৃষ্ট বস্তুর প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ অপেক্ষা মানব-মনের অধিক অনিষ্টকারী আর কিছুই নাই।

তুমি যদি বাহ্য স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ কর, তবে স্বর্গীয় বিষয় আলোচনা করিয়া অনেক আত্মিক সুখ পাইতে পারিবে।

---

২ অধ্যায়।

নম্রতা।

কে তোমার সপক্ষ, কেই বা বিপক্ষ, এ বিষয়ে অধিক ভাবিও না; কিন্তু যে কোন কর্ম্ম কর, দেখিও, যেন তাহাতে ঈশ্বর তোমার সহকারী হয়েন।

তোমার সংবেদ নিষ্কণ্টক হউক, ঈশ্বর তোমাকে সুরক্ষা করিবেন।

কারণ ঈশ্বর যাঁহার সাহায্য করেন, মনুষ্যের বিরুদ্ধাচরণ তাঁহার কোন হানি করিতে পারে না।

তুমি যদি দুঃখভোগে মৌনাবলম্বন করিতে পার, নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবে যে, প্রভু তোমার সাহায্য করেন।

তোমাকে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত সময় ও উপায় তিনিই জানেন। অতএব তাঁহার হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা তোমার উচিত।

তোমার সাহায্য করা এবং সকল কষ্ট হইতে তোমাকে রক্ষা করা, ঈশ্বরেরই কর্ম্ম।

অন্যে যে আমাদের দোষ জানে ও তজ্জন্য যে তাহারা অনুযোগ করে, ইহা অনেক বার আমাদিগকে নম্র করে ও তাহা আমাদিগের পক্ষে অতিশয় লাভজনক হয়।

যে ব্যক্তি নিজ দোষ হেতু নত হয়, সে অনায়াসে অন্য লোককে শান্ত করিতে পারে, এবং যাহারা তাহার উপরে বিরক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে সে ঈদৃশ নম্রতা দ্বারা তুষ্ট করে।

ঈশ্বর নম্র ব্যক্তিকে রক্ষা ও উদ্ধার করেন।* নম্রকে তিনি প্রেম করেন ও সান্ত্বনা দেন; তিনি নম্রের অনুকূল; নম্রকে তিনি নিজ প্রসাদ দেন, এবং অবনত অবস্থা হইতে তাহাকে মহিমায় উত্তোলন করেন। ঈশ্বর নম্র লোকের নিকট আপনার গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করেন,† এবং প্রীতিপূর্ব্বক তাহাকে আপনার নিকটে আকর্ষণ ও আহ্বান করেন।

নম্র ব্যক্তি বিপদ ও লজ্জায় পড়িলেও স্বীয় অন্তরে যথেষ্ট শান্তি ভোগ করেন, কারণ তিনি জগৎ সংসারে নির্ভর করেন না, ঈশ্বরেই নির্ভর রাখেন।

আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট জ্ঞান না করিলে তুমি যে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছ, এমন বোধ করিও না।

---

* যাকো ৪ ; ৬। ইয়ো ৫ ; ১১। † মথি ১১, ২৫।

৩ অধ্যায়।

শান্তি-প্রিয় সজ্জন।

তুমি যদি অগ্রে আপনাকে শান্তিতে রক্ষা করিতে পার, তবেই ত অন্য লোককে শান্তিতে আনয়ন করিতে পারিবে।

শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি সুপণ্ডিত অপেক্ষা অধিক উপকার সাধন করেন।

যে ব্যক্তি ক্রোধী, সে ভালকেও মন্দ করে, এবং সহজে মন্দ বিষয়টী বিশ্বাস করে।

প্রকৃত শান্তিপ্রিয় মনুষ্য সকল বিষয়কেই উত্তমতায় পরিণত করেন।

শান্তস্বভাব মনুষ্য অন্যের বিষয়ে সন্দেহ করেন না।

কিন্তু অতৃপ্ত ও চঞ্চল ব্যক্তি নানা সন্দেহে অন্দোলিত হয়; সে আপনি স্থির হইতে পারে না, এবং অপরকেও স্থির থাকিতে দেয় না।

যে কথা মুখে আনিতে নাই, সে বারংবার সেই কথাই কহে, এবং যাহা তাহার কর্ত্তব্য, তাহা সে পালন করে না। সে অপর লোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা কহে, কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য করিতে ত্রুটি করে।

অতএব তুমি প্রথমে আপনার আচার ব্যবহারের বিষয়ে মনোযোগী হও, তৎপরে প্রতিবাসীর মঙ্গলার্থে যথার্থ উদ্যোগ প্রদর্শন করিতে পারিবে।

তুমি নিজ দোষের খণ্ডনের জন্য বিলক্ষণ উত্তর দিতে জান, কিন্তু দুঃখের বিষয় তুমি অন্যের উত্তর গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নও।

আপনাকে দোষী করা ও ভ্রাতার দোষ মার্জ্জনা করাই বরং ন্যায় বিচার।

তুমি যদি অন্যের নিকটে সহিষ্ণুতা চাও, তবে অন্যের প্রতিও সহিষ্ণু হও। *

দেখ, তুমি প্রকৃত উদারতা ও নম্রতা হইতে যে কত দূরবর্ত্তী, তাহা যদি জানিতে, তাহা হইলে অন্যের প্রতি তুমি রাগান্বিত না হইয়া, কেবল আপনারই উপর রাগ করিতে।

---

* মথি ৬; ৩১। ১ করি ১৩; ১৭।

সাধু ও নম্র লোকের সঙ্গ-সেবন করা কিছু বড় বিষয় নয়, কেননা সকলেই আপনাদের সহিত প্রণয়কারী লোকদিগকে প্রিয়জ্ঞান করে।

কিন্তু কঠিনমনা ও বিরুদ্ধাচারী লোকের সহিত নির্বিরোধে বাস করা বড়ই গুণের লক্ষণ এবং ইহা অতি প্রশংসনীয় ও পৌরুষের কার্য্য।

এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকেও শান্তিতে রক্ষা করেন, এবং অন্যের সহিতও শান্তিতে বাস করেন।

আবার এমন কেহ কেহ আছে, যাহারা নিজে শান্তি পায় না, এবং অন্য লোককেও শান্তি দেয় না। তাহারা অপর লোককে কষ্ট দেয়, তাহাতে আপনারা আরও কষ্ট পায়।

আবার এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে শান্তিতে রক্ষা করেন, এবং অন্যের মধ্যে শান্তি পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টা পান।

মনে রাখিও, এই দুঃখময় জীবনে আমাদের শান্তি, ক্লেশের মধ্য দিয়া সম্ভোগ করিতে হইবে, বিনা ক্লেশে শান্তি নাই।

যিনি উত্তমরূপে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে পারেন, তিনিই আপনাকে শান্তিতে বক্ষা করিতে পারেন। ঈদৃশ ব্যক্তিই খ্রীষ্টের বন্ধু ও স্বর্গের উত্তরাধিকারী, কাবণ তিনি আপনাকে এবং জগৎকে পরাজয় করেন।

---

৪ অধ্যায়।

মনের পবিত্রতা ও ইচ্ছার সরলতা।

সারল্য এবং শুদ্ধতা, এই দুই পক্ষ দ্বারা মনুষ্য পার্থিব বিষয়ের ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হয়।

আমাদের ইচ্ছায় সারল্য এবং অনুরাগে শুদ্ধতা থাকা উচিত। সারল্য ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রকাশিত হয়, এবং শুদ্ধতা দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি হয়, ও আমরা তাঁহার আস্বাদ পাই।

তুমি যদি অন্তরের অপরিমিত অভিলাষ হইতে মুক্ত হইতে পার, তবে কোন সৎকর্ম্ম তোমার পক্ষে বাধাজনক হইবে না।

তুমি যদি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন এবং প্রতিবাসীর মঙ্গল চেষ্টা কর, তবে তুমি নিশ্চয় আন্তরিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে।

তোমার হৃদয় সরল ও যথার্থ হইলে, সৃষ্ট বস্তুমাত্রই তোমার পক্ষে জীবন্ত দর্পণ এবং সুশিক্ষাদায়ী পুস্তকস্বরূপ হইয়া উঠিবে।

কোন সৃষ্ট বস্তুই এমন ক্ষুদ্র ও অপদার্থ নয় যে, তন্মধ্যে ঈশ্বরের হিতৈষিতা লুক্কায়িত নাই। *

তোমার অন্তর সৎ ও বিশুদ্ধ হইলে তুমি অবাধে সকল বিষয় ভালরূপে দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে।

পরিশুদ্ধ মন স্বর্গ ও নরক ভেদ করিতে সমর্থ।

স্ব স্ব অন্তরের অবস্থানুসারেই মনুষ্য বাহ্যতঃ বিচার করিয়া থাকে।

সংসারে যদি কিছু আনন্দ থাকে, নির্ম্মল-চিত্ত ব্যক্তিমাত্রেই নিঃসন্দেহে তাহার অধিকারী। সংসারে যদি কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকে, দুষ্ট সংবেদ তাহা সবিশেষ অনুভব করে।

অগ্নি-স্পর্শে লৌহ যেমন মলিনতা বর্জ্জিত ও রক্তবর্ণ হয়, তেমনি যিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি ফিরেন, তিনি আলস্য-বর্জ্জিত ও নূতন মানুষ হইয়া উঠেন।

কোন ব্যক্তি কতৃষ্ণ হইয়া পড়িলে অল্প পরিশ্রম দেখিয়াই ভীত হইয়া পড়েন, এবং বাহ্য সান্ত্বনার অন্বেষণ করেন।

কিন্তু যদি তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া ঈশ্বরের পথে সাহস পূর্ব্বক চলেন, তবে যাহা অগ্রে তাঁহার নিকটে ভারী বলিয়া বোধ হইত, তাহা পরে লঘু বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

---

৫ অধ্যায়।

আত্ম-চিন্তা।

আমরা আপনাদিগেতে অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, কেননা ঈশ্বরের প্রসাদ এবং জ্ঞানের অভাব আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করি।

---

* রোম ১ ; ২০।

আমাদের অন্তরে দীপ্তি অল্পমাত্রই আছে, এবং যাহা আছে, তাহাও আলস্য হেতু শীঘ্র অন্তর্হিত হয়। আমাদের আন্তরিক অন্ধতা যে কত গাঢ়, আমরা অনেক বার তাহা বুঝিতে পারি না।

অনেক বার আমরা মন্দ কর্ম্ম করিয়া দোষ কাটাইবার নিমিত্ত আরও মন্দ আপত্তি করিয়া থাকি। *

আমরা কখন কখন ক্রোধের দ্বারা চালিত হইয়া বিবেচনা করি, ধর্ম্মোদ্যোগ প্রদর্শন করিতেছি! আমরা অন্যান্য লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ধরিয়া থাকি, অথচ নিজেদের বড় বড় দোষ ছাড়িয়া দিই! †

অন্যে আমাদের প্রতি অন্যায় করিলে আমরা অমনি তাহার বিচার করি, তাহাতে বেদনা পাই; কিন্তু আমাদের দ্বারা অন্যের প্রতি কত অন্যায় হয়, তাহা কখনও বিবেচনা করি না।

যে ব্যক্তি আপন ক্রিয়ার যথার্থ বিচার করে, সে অপর লোকের বিষয়ে কঠিন বিচার করিবার অত্যল্প কারণ দেখিতে পায়।

আত্মিকমনা ভক্ত অন্য সকল ভাবনা অপেক্ষা আপনার বিষয়ে অধিক ভাবনা করেন। আর যে আপনার বিষয়ে মনোযোগ করে, সে অনায়াসে অন্যের বিষয়ে নীরব থাকিতে পারে।

তুমি যদি অপর লোকের বিষয়ে নীরব থাকিয়া আপনার বিষয়ে মনোযোগী না হও, তবে কখনই আত্মিক ও ভক্তিশীল হইতে পারিবে না।

তুমি যদি ঈশ্বরে ও আপনাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ কর, তবে বাহিরে যাহা দেখিতেছ, তাহা দ্বারা কখনই বিচলিত হইবে না।

তুমি যখন আপনার সহিত না থাক, তখন কোথায় থাক, তাহা ভাবিয়া দেখ। এবং সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াও যদি আপনার বিষয়ে অমনোযোগী থাক, তবে তোমার লাভ কি?

তুমি যদি মনের শান্তি ও ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ চাও, তবে অন্য সকল বিষয় পশ্চাৎ ফেলিয়া আপনার অন্তরের দিকে দৃষ্টি রাখিও।

তুমি যদি সাংসারিক ভাবনা হইতে নিবৃত্ত থাক, তাহা হইলে বিলক্ষণ উপকার পাইবে।

---

* গীত ১০১; ৪। † মথি ৭; ৫।

কিন্তু যদি তুমি কোন পার্থিব বিষয় বহুমূল্য জ্ঞান কর, তবে বিস্তর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে।

স্বয়ং ঈশ্বর এবং যাহা ঈশ্বরসম্বন্ধীয়, তদ্ব্যতিরেকে কিছুই উচ্চ বা মহৎ, মনোহর অথবা গ্রাহ্য বলিয়া জ্ঞান করিও না।

কোন সৃষ্ট বস্তু হইতে যে সান্ত্বনা জন্মে, তাহা অসার জ্ঞান করিও।

যিনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন, তিনি অন্য সকল বিষয় তুচ্ছ বোধ করেন।

ঈশ্বর নিত্যস্থায়ী ও অসীম; তিনিই কেবল সৃষ্ট জীবকে তৃপ্ত করিতে পারেন; কেবল তিনিই আত্মার সান্ত্বনা ও চিত্তের প্রকৃত আনন্দ বিধান করেন।

---

৬ অধ্যায়।

সদ্বিবেকের আনন্দ।

সদ্বিবেকের সাক্ষ্যেই সৎলোকের গৌরব।

সদ্বিবেক রক্ষা কর, তুমি সতত আনন্দে থাকিবে।

সদ্বিবেক অনেক সহ্য করিতে পারে, এবং ক্লেশের মধ্যেও প্রসন্ন থাকে।

অসদ্বিবেক সতত ভয়াকুল ও শান্তিহীন।

তোমার হৃদয় যদি তোমাকে দোষী না করে, তবে তুমি সর্ব্বদা সুখে বিশ্রাম করিতে পাইবে।

সৎক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুতেই আনন্দ করিও না।

পাপিগণের প্রকৃত আনন্দ ও আন্তরিক শান্তি নাই; কেননা প্রভু কহেন, "দুষ্টদের কিছুতেই শান্তি নাই।" *

তাহারা যদ্যপি বলে, "আমরা কুশলে আছি, আমাদের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না, কে আমাদের হানি করিবে"? তথাপি তাহাদের কথা বিশ্বাস করিবে না; কেননা ঈশ্বরের কোপ হঠাৎ উঠিয়া তাহাদের সকল ক্রিয়া ও মনস্কামনা বিলুপ্ত করিবে।

---

* যিশা। ৫৭; ২১।

প্রেমপরায়ণ ব্যক্তি অনায়াসে কষ্ট ভোগে শ্লাঘা করিবেন, কেননা তদ্দারা খ্রীষ্টের ক্রুশেরই শ্লাঘা করা হয়। *

যে গৌরব মনুষ্য হইতে পাওয়া যায়, তাহা অল্পকাল স্থায়ী।

সংসার-দত্ত গৌরবের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত রহিয়াছে।

সৎলোকের বিবেকেই গৌরব, তাঁহারা মনুষ্যের মুখে গৌরব অন্বেষণ করেন না।

যাথার্থিকের আনন্দ ঈশ্বর-জাত ও ঈশ্বরেই তাঁহারা আনন্দ করেন, তাঁহাদের আনন্দ সত্য হইতে উৎপন্ন হয়।

যিনি সত্য ও নিত্য গৌরবের আকাঙ্ক্ষী, তিনি ঐহিক গৌরব তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

যে ব্যক্তি ঐহিক গৌরব অন্বেষণ করে, অথবা তাহা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তুচ্ছ করে না, সে স্বর্গীয় গৌরবের নিমিত্ত অল্পই উদ্যম প্রদর্শন করে।

যিনি মনুষ্যদের প্রশংসা বা অপ্রশংসায় বিচলিত হন না, তাঁহার অন্তঃকরণে বিপুল শান্তি থাকে।

যাঁহার বিবেক পরিষ্কার, তিনি সহজেই সন্তুষ্ট হন ও শান্তিতে অবস্থিতি করেন।

প্রশংসিত হইলেও তুমি অধিক পবিত্র নহ, এবং দূষিত হইলেও অধিক দোষী নহ; তুমি যাহা আছ, তাহাই আছ; ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুমি যাহা আছ, মনুষ্যের বাক্য দ্বারা তাহার অন্যথা হয় না।

তুমি যদি আপনার আভ্যন্তরীণ স্বভাব বিবেচনা করিতে পার, তবে মনুষ্যেরা কি বলে, তদ্বিষয়ে বড় ভাবনা করিবে না।

মনুষ্যগণ বাহিরের দিকে দৃষ্টি করে, কিন্তু ঈশ্বর হৃদয় দর্শন করেন। † মনুষ্যেরা ক্রিয়া দেখিয়া বিচার করে, কিন্তু ঈশ্বর অভিপ্রায় তৌল করেন।

মনে রাখিও, সর্ব্বদা সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করাই নম্র আত্মার লক্ষণ।

কোন সৃষ্ট বস্তুর প্রদত্ত সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষা না করাই পবিত্র ও সাহস-সমন্বিত মনের চিহ্ন।

---

* গাল ৬; ১৪।   † শমূয়েল ১৬; ৭।

যিনি আপনার নিমিত্ত কোন বাহ্য সাক্ষ্য চাহেন না, তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি ইহাই প্রমাণ করেন।

সাধু পৌল কহেন, "আপনার প্রশংসা যে করে, সে পরীক্ষা-সিদ্ধ নয়, কিন্তু প্রভু যাহার প্রশংসা করেন, সেই পরীক্ষা-সিদ্ধ।" *

আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করা, এবং কোন বাহ্য বিষয়ের অনুরাগে আবদ্ধ না হওয়া, মানুষের আত্মিক অবস্থার উৎকর্ষতা প্রকাশ করে।

---

৭ অধ্যায়।

শ্রীযীশুর প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি।

যীশুর প্রতি প্রেম এবং যীশুর নিমিত্ত আপনাকে অবজ্ঞা করা যে কি, ইহা যিনি বুঝেন, তিনিই ধন্য।

সেই পরম প্রিয়তমের নিমিত্ত সকল কাম্য বস্তু ত্যাগ করা উচিত, কেননা যীশুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম হইবার অধিকারী।

সৃষ্ট বস্তুর প্রেম চঞ্চল ও বিড়ম্বনাসূচক; কিন্তু যীশুর প্রেম চিরস্থায়ী ও বিশ্বাসযোগ্য।

যে ব্যক্তি সৃষ্ট বস্তুতে আসক্ত হয়, সে ঐ পতনশীল বস্তুর সহিত পতিত হইয়া থাকে; যিনি যীশুকে আলিঙ্গন করেন, তিনি চিরকাল অটল থাকিবেন।

সকলে তোমাকে পরিত্যাগ করিলেও যিনি কখনই তোমাকে ত্যাগ করিবেন না, এবং বিনষ্ট হইতে দিবেন না; তাঁহাকেই সর্ব্বদা প্রেম কর এবং তাঁহাকেই তোমার জীবনের বন্ধু করিয়া রাখ।

কোন না কোন সময়ে, তোমার ইচ্ছা হউক বা নাই হউক, তোমাকে সকল সৃষ্ট বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে।

---

* ২ করিন্থ ১০; ১৮।

জীবনে ও মরণে যীশুর নিকটে থাক ও আপনাকে তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণ-রূপে সমর্পণ কর, কেননা সকলে যখন অক্ষম হইবে, তখন কেবল তিনিই তোমার রক্ষা করিতে পারিবেন।

তোমার প্রিয়তমের এমন স্বভাব যে, তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করিতে পারেন না; তিনি একাকীই তোমার হৃদয়ের একচ্ছত্র অধিকারী হইতে চাহেন ও তন্মধ্যে আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিতে চাহেন।

তুমি আপনার মন হইতে সকল সৃষ্ট বস্তুর অনুরাগ দূর করিলে যীশু প্রীতি সহকারে তোমার মধ্যে বাস করিবেন।

যীশু ব্যতিরেকে তুমি মনুষ্যে যাহাই ন্যস্ত করিবে, তাহা সমূহ ক্ষতির মধ্যে গণ্য হইবে।

বায়ু-কম্পিত নল সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যে বিশ্বাস বা নির্ভর রাখিও না; কেননা শরীরী মাত্রেই তৃণবৎ এবং তাহার সমস্ত গৌরব ক্ষেত্রের পুষ্পবৎ ম্লান হইয়া যাইবে। *

তুমি যদি মনুষ্যদের বাহ্য রূপমাত্রেই দৃষ্টি রাখ, তবে শীঘ্রই প্রবঞ্চিত হইবে।

অন্যান্য লোকদিগেতে সান্ত্বনা ও উপকারের অন্বেষণ করিলে তুমি অনেক বার অপকার মাত্র লাভ করিবে।

সকল বিষয়ে যীশুর অন্বেষণ করিলে, তুমি নিশ্চয়ই যীশুর তত্ত্ব পাইবে। কিন্তু যদি তুমি আপনার অন্বেষণ কর, তাহা হইলে তুমি নিজের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিবে।

কেহ যদি যীশুর অন্বেষণ না করে, তবে সমস্ত জগৎ ও সমুদয় শত্রু তাহার যে ক্ষতি না করিতে পারে, সে আপনার এমন ঘোরতর ক্ষতি আপনিই সাধন করে।

---

* যিশা ৪০; ৬।

৮ অধ্যায়।

শ্রীযীশুর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ।

যীশু সন্নিকট হইলে সকলই উত্তম ও সহজ হয়; কিন্তু যীশু অনুপস্থিত থাকিলে সকলই কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যীশু আমাদেব অভ্যন্তরে কথা না কহিলে অন্য সকল সান্ত্বনা নিষ্ফল হইয়া যায়। কিন্তু যীশু একটি মাত্র কথা কহিলেও আমরা অতিশয় প্রবোধ লাভ করি।

মার্থা যখন মরিয়মকে বলিলেন, "গুরু উপস্থিত, এবং তোমাকে ডাকিতে-ছেন," তখন মরিয়ম কি ক্রন্দন পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠেন নাই? *

সেই সময়ই প্রকৃত সুখের সময়, যখন যীশু আমাদিগের নেত্র-জল মোচন করিয়া, আধ্যাত্মিক সুখ প্রদানার্থে আমাদিগকে আহ্বান করেন।

যীশুবিহীন জীবন কেমন শুষ্ক ও কঠিন! যীশু ব্যতিরেকে যদি তুমি অন্য কোন বিষয় চাও, তাহা হইলে তুমি কেমন নির্ব্বোধ ও মূর্খ! সমস্ত জগৎ হারাইলেও তোমার তত ক্ষতি হইবে না।

যীশু ব্যতীত সমস্ত জগৎ তোমাকে কি মঙ্গল প্রদান করিতে পারে?

যীশু হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা দুঃখময় নরকস্বরূপ; কিন্তু যীশুর সহবর্ত্তী হওয়া আনন্দময় স্বর্গ।

যীশু সঙ্গে থাকিলে কোন শত্রু তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না।

যিনি যীশুকে প্রাপ্ত হন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধন ও মঙ্গল প্রাপ্ত হন। আর যে যীশুকে হারায়, সে সমস্ত জগৎ অপেক্ষাও অধিক হারায়।

যে কেহ যীশুবিহীন, সেই নিতান্ত দরিদ্র; আর যিনি যীশুর সহিত সদাই আলাপ করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী।

যীশুব সহিত কিরূপ আলাপ করিতে হয়, ইহা জানা অতি বিজ্ঞতার বিষয়; এবং যীশুকে কিরূপে হৃদয়ে ধরিয়া রাখা যায়, ইহা জানা পরম জ্ঞানের বিষয়।

নম্র ও শান্তমনা হও, যীশু তোমার সহিত থাকিবেন।

ভক্ত ও নিরীহ হও, যীশু তোমার সহিত বাস করিবেন।

---

* যোহন ১১; ২৮, ২৯।

তুমি যদি বাহ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত হও, তবে অবিলম্বে তুমি যীশুর প্রসাদে বঞ্চিত হইবে এবং তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া যাইবে।

যীশুতে বঞ্চিত হইলে তুমি আর কাহার শরণ লইবে? কাহাকেই বা তুমি আপনার বন্ধু করিবে?

বন্ধু না থাকিলে তুমি কখনই সুখে জীবন ধারণ করিতে পার না; আর যীশু যদি সর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রিয়বন্ধু না হন, তাহা হইলে তুমি নিতান্ত অসুখী ও দীনহীন বলিতে হইবে।

অতএব তুমি অন্য কোন ব্যক্তির ভরসা বা শ্লাঘা করিলে অতি নির্ব্বোধের মত কর্ম্ম করিবে।

যীশুর অপ্রীতিকর হওয়া অপেক্ষা বরং সমস্ত জগৎকে আমাদের বিরোধী করা শ্রেয়ঃ।

আমাদের প্রিয়গণের মধ্যে যীশুই পরম-প্রিয় হউন।

সকলকে যীশুর জন্য প্রেম কর, কিন্তু যীশুকে তাঁহার নিজের জন্য প্রেম করিও।

যীশু খ্রীষ্ট সমুদয় বন্ধু অপেক্ষা উত্তম ও বিশ্বস্ত, অতএব তোমার কেবল তাঁহাকেই পরম-প্রিয় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

তাঁহাতে এবং তাঁহার জন্য তোমার বন্ধুবর্গ ও শত্রুগণ উভয়ই তোমার প্রিয় হউক; আর তুমি সকলের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন তিনি তাহাদের পরিচিত ও প্রিয় হন।

কাহারও সবিশেষ প্রশংসার কিম্বা প্রেমের পাত্র হইতে চেষ্টা করিও না; কেননা প্রেম ও প্রশংসা কেবল অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই প্রাপ্য।

এমন ইচ্ছা করিও না, যেন কোন ব্যক্তির মন তোমাতে আসক্ত হয়, আর তুমিও কোন ব্যক্তির প্রেমে আসক্ত হইও না; বরং যীশু তোমাতে ও প্রত্যেক উত্তম মনুষ্যে বাস করুন।

অন্তরে শুদ্ধ ও স্বাধীন থাক, এবং কোন সৃষ্ট-জীবের সহিত আপন হৃদয়কে বিজড়িত হইতে দিও না।

ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপন মন উন্মুক্ত করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার উদ্দেশে সরল-চিত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য, নতুবা তুমি প্রভুর মাধুর্য্য ও প্রসাদ কখনই অনুভব করিতে পারিবে না।

তাঁহার প্রসাদ দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে, তুমি কখনই সুখাবস্থা প্রাপ্ত হইবে না, এবং কখনই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে না।

ঈশ্বরের প্রসাদ কোন মনুষ্য প্রাপ্ত হইলে সে তাহার শক্তিতে সকলই করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ঐ প্রসাদের অভাবে সে নিতান্ত দীনহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং তখন সে কেবল প্রহার ও শাস্তির যোগ্য হয়।

ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দিলে বিষণ্ণ-মনা কিম্বা নিরাশ হইও না, প্রত্যুত ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশীভূত হও, এবং তোমার জীবনে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহা যীশু খ্রীষ্টের মহিমার্থে নীরবে সহ্য কর; কেননা মনে রাখিও, শীতের পরে বসন্তকাল, রাত্রির পরে দিবস এবং ঝটিকার পরে ঘোর নিস্তব্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

---

৯ অধ্যায়।

সান্ত্বনার অভাব।

আমরা ঈশ্বরদত্ত সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলে মানবীয় সান্ত্বনা তুচ্ছ জ্ঞান করা কঠিন বলিয়া বোধ হয় না।

মানবীয় ও ঐশ্বরিক উভয় প্রকার সান্ত্বনার অভাব বহন করা, ঈশ্বরের মহিমার্থে প্রফুল্লভাবে আভ্যন্তরীণ দুঃখ স্বীকার করা, এবং স্বার্থপরতা ও আত্মশ্লাঘা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা অতি কঠিন কার্য্য।

যখন ঈশ্বরের প্রসাদ জীবনে উপস্থিত হয়, তখন হৃষ্ট ও ভক্তিপরায়ণ হওয়া কি বড় প্রশংসার বিষয়? সকলেই তাহা পারে।

ঈশ্বরের প্রসাদ যাহার জীবনে প্রকাশিত হয়, সে শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্ম-মার্গে ধাবিত হয়।

সর্ব্বশক্তিমান্ যাঁহাকে ধারণ করেন, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চালক যাঁহার পথদর্শক হন, তিনি আপনার ভারকে আর ভার বলিয়া বোধ করেন না, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

আমরা সর্ব্বদাই সুখের অন্বেষণ করি, সুতরাং সম্পূর্ণ আত্মত্যাগী হওয়া আমাদের পক্ষে বড়ই দুষ্কর।

যাঁহারা ধর্ম্মার্থে প্রাণ দিয়াছেন, সেই সাধুগণ জগৎকে পরাজয় করিয়াছিলেন, জগতে যাহা কিছু সুখজনক, তাহা তাঁহারা তুচ্ছ করিয়াছিলেন; খ্রীষ্টের প্রেমের অনুরোধে তাঁহারা প্রিয়জনগণের বিচ্ছেদও সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রীতি দ্বারা মানব-প্রীতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এবং মনুষ্যদত্ত সান্ত্বনা সম্ভোগ করা অপেক্ষা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের প্রেমপ্রযুক্ত অতি প্রিয় বন্ধুকেও ত্যাগ করিতে হইলে তাহাতে কাতর হইও না। কোন বন্ধু তোমাকে ত্যাগ করিলে তাহা দুঃসহ বোধ করিও না, কেননা শেষে সকলকেই পরস্পর পৃথক্ হইতে হইবে।

কেহ যদি আপনাকে জয় করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে চাহে, তবে তাহাকে অনেক অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

মনুষ্য যখন আপনাতে ভরসা করে, তখন সে মানবীয় সান্ত্বনার আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্ট-প্রেমিক ব্যক্তি ঈদৃশ সান্ত্বনার অভিলাষী না হইয়া বরং খ্রীষ্টের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে এবং কৃচ্ছ্র সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে বাঞ্ছা করেন।

ঈশ্বর তোমাকে আধ্যাত্মিক শান্তি দিলে তাহা কৃতজ্ঞ মনে গ্রহণ করিও, কিন্তু স্মরণ করিও যে, তাহা তোমার কোন গুণপনার ফল নয়, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান।

ঈদৃশ অনুগ্রহ পাইলে তুমি স্ফীত, কিম্বা অধিক আনন্দিত হইও না, বরং তৎপ্রযুক্ত আরও নম্র ও সাবধান হও; কেননা মনে রাখিও, তোমার ঐ আনন্দের সময় গত হইলে কোন না কোন পরীক্ষা তোমার জীবনে উপস্থিত হইতে পারে।

যদিও সান্ত্বনা কখনও তোমা হইতে অপহৃত হয়, তথাচ নিরাশ হইও না, বরং নম্রতাপূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে স্বর্গীয় প্রসাদের অপেক্ষায় থাকিও, কেননা ঈশ্বর তোমাকে ইহার পরে আরও সান্ত্বনা বাহুল্যরূপে প্রদান করিবেন।

যাঁহারা ঈশ্বরের পথের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা ঈদৃশ ঘটনা আশ্চর্য্য

বা অসামান্য বলিয়া বোধ করেন না, কেননা অনেক প্রসিদ্ধ সাধুও তদ্রূপ ক্লিষ্ট হইয়াছেন।

এই কারণে ঈশ্বরের প্রসাদ-সম্ভোগ কালে একজন রাজর্ষি বলিয়াছিলেন, "আমার সুখাবস্থায় আমি বলিয়াছিলাম, আমি কদাচ বিচলিত হইব না।" কিন্তু সেই প্রসাদের অভাব হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি আপনার মুখ আচ্ছাদন করিলে আমি ব্যাকুল হইয়া পড়ি।" *

তথাপি তিনি কোন ক্রমে নিরাশ না হইয়া আরও একাগ্রভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যথা, "হে প্রভো, আমি তোমাকেই ডাকিব এবং হে আমার ঈশ্বর, তোমার উদ্দেশেই আমি প্রার্থনা করিব।"

পরিশেষে আপন প্রার্থনার ফল পাইয়া সেই সাধু এই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, "প্রভু আমার কথা শুনিয়া দয়া করিয়াছেন, প্রভু আমার সহায় হইয়াছেন।"

কিরূপে প্রভু তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন? তিনি বলেন, "তুমি আমার দুঃখকে আনন্দে পরিণত করিয়াছ; তুমি আমাকে আহ্লাদে বেষ্টিত করিয়াছ।"

মহা সাধুগণ যখন এইরূপে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন দীন ও দুর্ব্বল যে আমরা, আমরা কখনও উত্তপ্ত, কখনও বা শীতল হইয়া পড়িব, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? পবিত্র আত্মা আপনার ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করেন। এই জন্য ভক্ত ইয়োব বলিয়াছেন, "প্রভাতে তুমি মানবের তত্ত্ব কর ও নিমেষে নিমেষে তাহার পরীক্ষা করিয়া থাক।" †

অতএব ঈশ্বরের মহৎ দয়া ও স্বর্গীয় প্রসাদ ব্যতিরেকে আমি কিসে ভরসা করিব এবং কিসে নির্ভর রাখিব?

যদ্যপি সৎ লোকের, ধার্ম্মিক ভ্রাতৃগণের ও বিশ্বস্ত মিত্রগণের সংসর্গ লাভ হয়, যদ্যপি আমার উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকে, ও আমি সুমিষ্ট ধর্ম্ম-গীত শুনি, তথাপি ঈশ্বরের প্রসাদ আমাকে পরিত্যাগ করিলে এ সকলে আমার অতি অল্পই উপকার দর্শিবে।

ঈদৃশ সঙ্কটের সময়ে ধৈর্য্য অবলম্বন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আত্ম-সেবা অস্বীকার করা ভিন্ন আর আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট উপায় নাই।

---

* গীত ৩০, ৬-১১।   † ইয়োব ৭, ১৮।

আমি জীবনে কথনই এমন ভক্ত দেখি নাই, যাঁহার উদ্যোগ কোন সময়ে হ্রাস পায় নাই ও যাঁহার সান্ত্বনা কথনও অপনীত হয় নাই।

এমন উদ্দীপ্ত ও উন্নত সাধু নাই, যাঁহার পরীক্ষা কথনই হয় নাই।

কেননা যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিমিত্ত কষ্ট ভোগে অভ্যস্ত হয় নাই, সে ঈশ্বরের আত্মিক দর্শনের যোগ্য নহে।

জীবনে যদি পরীক্ষা আসে, মনে রাখিও, পরীক্ষার অবসানে ঐশী সান্ত্বনা তোমার অনুগমন করিবে। কারণ যাঁহারা দুঃখভোগে পরীক্ষিত, তাঁহাদের প্রতিই স্বর্গীয় সান্ত্বনা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। প্রভু কহেন, যে জন জয় করে, তাহাকে আমি জীবন-বৃক্ষের ফল খাইতে দিব। *

কিন্তু স্বর্গীয় সান্ত্বনা এই নিমিত্তই প্রদত্ত হয়, যেন দুঃখ সহ্য করিতে মনুষ্যের অধিক শক্তি জন্মে। আর সান্ত্বনার পরে পরীক্ষা হয়, পাছে কোন মঙ্গল হেতু তাহার অহঙ্কার জন্মে।

শয়তান কথনও নিদ্রা যায় না, তোমার শারীরিক বাসনা এথনও মরিয়া যায় নাই; অতএব যুদ্ধার্থ আপনাকে প্রস্তুত করিতে শিথিল হইও না, কেননা তোমার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে অবিশ্রান্ত শত্রুগণ রহিয়াছে।

---

১০ অধ্যায়।

ঈশ্বরের প্রসাদের জন্য কৃতজ্ঞতা।

পরিশ্রম করণার্থে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তবে কেন বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা কর? সান্ত্বনা অপেক্ষা বরং ধৈর্য্য, এবং আনন্দ অপেক্ষা বরং ক্রুশ-বহন তোমার অভীপ্সিত বিষয় হউক।

আধ্যাত্মিক আনন্দ ও সান্ত্বনা যদি সর্ব্বদা পাওয়া যাইত, জগতের কে তাহা পাইয়া সন্তুষ্ট না হইত? কারণ আত্মিক সান্ত্বনা জাগতিক ও শারীরিক সকল উল্লাস হইতে শ্রেষ্ঠ।

---

* প্রকাশ ২; ৭।

জগতের আমোদ সকল অসার ও হীন অঙ্গের, কিন্তু আধ্যাত্মিক আনন্দ অতি সুন্দর ও নির্ম্মল, এবং ঈশ্বর তাহা পবিত্র মনোমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করান।

কিন্তু কেহই এই দিব্য সান্ত্বনা আপন ইচ্ছানুসারে সর্ব্বদা ভোগ করিতে পারে না, কেননা প্রায় সর্ব্বদাই আমরা পরীক্ষা-বেষ্টিত থাকি।

মনের মিথ্যা স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভর ঈশ্বরীয় দর্শনের প্রতিকূল।

ঈশ্বর সান্ত্বনারূপ প্রসাদ প্রদান দ্বারা আমাদের মঙ্গল সাধন করেন বটে, কিন্তু কৃতজ্ঞতা সহকারে সকলই ঈশ্বরকে প্রতিদান না করিয়া আমরা বড়ই অন্যায় করি।

এই নিমিত্তই ঈশ্বর-প্রসাদের স্রোত আমাদের মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হইতে পারে না, যেহেতুক আমরা দাতার কাছে কৃতজ্ঞ নই, এবং যিনি অনুগ্রহের একমাত্র প্রস্রবণ, আমাদের যাহা কিছু তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিই না।

যিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন, তিনিই ঈশ্বর-প্রসাদ পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হন। গর্ব্বিতেরা ঈশ্বর-প্রসাদে বঞ্চিত হন, এবং নম্র লোকেরা ইহার অধিকারী হইয়া থাকেন।

যে সান্ত্বনা দ্বারা অনুতাপের হ্রাস হয়, এবং যে চিন্তা দ্বারা মনে অহঙ্কার জন্মে, তাহা আমি চাহি না।

কেননা সকল উচ্চ বস্তুই পবিত্র নহে ও সকল সুমিষ্ট দ্রব্যই উত্তম নহে, এবং সকল বাসনাই শুদ্ধ নহে, আর আমাদের সকল প্রিয় বস্তুই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুষ্টিকর নহে।

যে প্রসাদ দ্বারা আমি উত্তরোত্তর নম্র, পবিত্র ভয়ে ভীত ও আত্ম-সেবা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইতে পারি, তাহাই আমি হৃষ্ট মনে গ্রহণ করিব।

যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রসাদ দ্বারা শিক্ষিত এবং প্রসাদের অপনোদন দ্বারা শাসিত হইয়াছে, সে আত্মশ্লাঘা না করিয়া আপনাকে দীনহীন ও উলঙ্গ বলিয়া জানে।

যাহা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দেও; এবং যাহা তোমার, তাহা তুমি লও; অর্থাৎ সমুদয় প্রসাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান কর, এবং

পাপ ও পাপের দণ্ড কেবল তোমারই লভ্য, ইহা নম্রতার সহিত স্বীকার কর।

তুমি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্থানে উপবেশন কর, তাহাতে উচ্চ স্থান তোমাকে প্রদত্ত হইবে; কেননা মনে রাখিও, নিম্নকে পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ দাঁড়াইতে পারে না।

যাঁহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রধান সাধু, তাঁহারা স্ব স্ব বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; আর তাঁহারা যত মহিমান্বিত হন, ততই নম্র হন।

যাঁহারা সত্যে ও স্বর্গীয় মহিমায় পূর্ণ, তাঁহারা অসার মহিমার স্পৃহা করেন না।

যাঁহারা ঈশ্বরে দৃঢ়রূপে মূলবদ্ধ ও সংসক্ত, তাঁহারা আত্ম-শ্লাঘা জানেন না।

যাঁহারা ঈশ্বরকে একমাত্র মঙ্গল-দাতা বলিয়া জানেন, তাঁহারা কোন প্রসাদ পাইলে মনুষ্যের প্রশংসা চাহেন না; ঈশ্বর হইতে যে প্রশংসা হয়, তাঁহারা তাহাই চাহেন, এবং স্বয়ং ঈশ্বর যে আপনার সমুদয় সাধুগণের দ্বারা প্রশংসিত হন, ইহাই তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইচ্ছা ও চেষ্টা করেন।

ক্ষুদ্রতম দানের নিমিত্তেও কৃতজ্ঞ হও, তাহা করিলে তুমি তদপেক্ষা মহৎ দান পাইবার উপযুক্ত হইবে।

ক্ষুদ্রতম দান তোমার দৃষ্টিতে মহত্তমের তুল্য হউক, এবং যে দানটী তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, সেটীও অতি মূল্যবান্ বিবেচনা কর।

দাতার গুণ যদি স্মরণ কর, তবে তাঁহার কোন দানই তোমার নিকটে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে না; কেননা পরাৎপর ঈশ্বর যাহা দেন, তাহা কখনও ক্ষুদ্র নয়।

বাস্তবিক তিনি প্রহার করিলে এবং শাস্তি দিলেও আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কেননা তিনি আমাদের জীবনে যাহাই ঘটান, তাহা আমাদের হিতের নিমিত্তই বিধান করেন।

যে কেহ ঈশ্বরের প্রসাদ ধরিয়া রাখিতে চাহে, সে প্রাপ্ত প্রসাদের জন্য কৃতজ্ঞ হউক, এবং নম্র ও সাবধান থাকুক; আর ঐ প্রসাদ যদি কোন ক্রমে বিলুপ্ত হয়, তবে সে ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ তাহা পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করুক।

---

১১ অধ্যায়।

অতি অল্প লোকেই যীশুর ক্রুশ প্রিয় জ্ঞান করে।

অনেকেই যীশুর স্বর্গরাজ্য ভাল বাসে ; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার ক্রুশ বহন করিতে ইচ্ছা করে।

তাঁহার বহু শিষ্য সান্ত্বনা চায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেই কষ্ট ভোগে ইচ্ছুক।

তাঁহার মেজের অনেক সহভাগী আছে বটে, কিন্তু তাঁহার উপবাসের সহভাগীর সংখ্যা অল্প।

সকলেই তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে চাহে, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত কিম্বা তাঁহার সহিত কিছু কষ্ট ভোগ করিতে অল্প লোকেই ইচ্ছুক।

অনেকেই শারীরিক ভক্ষ্যের জন্য যীশুর অনুগমন করে, কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার দুঃখভোগের পানপাত্র হইতে পান করিবার জন্য তাঁহার অনুগামী হয় ; অনেকেই তাঁহার অলৌকিক কার্য্যে ভক্তি করে, কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার ক্রুশীয় অপমানের অনুগামী হইতে চায়।

অনেকে, যতক্ষণ কোন দুঃখ না ঘটে, ততক্ষণই যীশুকে ভাল বাসে।

অনেকে, যতক্ষণ যীশুর নিকট হইতে কোন সান্ত্বনা পায়, ততক্ষণই তাঁহার স্তব করে।

কিন্তু যীশু যদি কিছুকাল তাহাদিগকে ত্যাগ করেন বা আপনাকে ক্ষণকালের জন্য গোপন করেন, তাহা হইলে তাহারা বচসা করে, এবং বিষাদে মগ্ন হয়।

প্রত্যুত যাঁহারা নিজের কোন সান্ত্বনার নিমিত্ত নয়, বরং যীশুরই নিমিত্ত যীশুকে প্রেম করেন, তাঁহারা মহৎ সান্ত্বনার সময়ে যেমন, অতিশয় মনো দুঃখের সময়ও তেমনি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

আর তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা না দিলেও তাঁহারা তাঁহার প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে ক্ষান্ত হন না।

যীশুর প্রতি যে পরিশুদ্ধ প্রেম তাহাতে কিছু স্বার্থপরতা থাকে না, তাহা কেমন অটল, তাহা দ্বারা কি না সাধিত হয় ?

যাহারা সর্ব্বদা সান্ত্বনার অন্বেষণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কি বেতন-জীবী বলা যাইতে পারে না ?

যাহারা অনবরত আপনাদের লাভের চিন্তা করিয়া থাকে, তাহারা খ্রীষ্টপ্রেমী নয়, বরং আত্মপ্রেমী।

স্বার্থশূন্য হইয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে ইচ্ছুক, এমন লোক কোথায় পাওয়া যায় ?

সমুদয় পার্থিব বিষয়ের অনুরাগ হইতে মুক্ত হইয়াছে, এমন আত্মিক মনুষ্য পাওয়া দুষ্কর।

যে সম্পূর্ণ দীনাত্মা এবং সকল সৃষ্ট বস্তুর অনুরাগ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, এমন ব্যক্তি কোথায় ? সে জগতের সমস্ত রত্নাপেক্ষা মূল্যবান্।

কেহ আপনার সর্ব্বস্ব দিলেও তাহা কিছুই নয়। আর যদ্যপি সে কৃচ্ছ্র সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাও অতি অল্প।

আর যদিও তাহার বহু জ্ঞান লাভ হয়, তথাপি সে ঈশ্বর-রাজ্য হইতে অতি দূরে অবস্থিত।

আর যদ্যপি তাহার অনেক গুণ ও অতিশয় ভক্তি থাকে, তথাপি তাহার অনেক অভাব আছে। তাহার "একটি বিষয় আবশ্যক।" * মনে রাখিও, সেই বিষয়টী অতি গুরুতর।

সেটা কি ? তাহা এই, সে ব্যক্তি যখন সকলই পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন যেন সে আপনাকেও পরিত্যাগ করে এবং নিজ স্বার্থ কিছুই রক্ষা না করে। আর সে যেন সাধ্য পর্য্যন্ত সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিলেও আপনাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে।

সত্যের অবতার স্বয়ং প্রভু যীশু কহেন, "আজ্ঞাপিত সমস্ত কার্য্য করিলে পর তোমরা বলিও, আমরা অনুপযোগী দাস।" †

তখনই সে ব্যক্তি আত্মাতে দীনহীন ও উলঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যখন সে প্রবাচকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বলিতে পারে, "আমি একাকী ও দুঃখী।" ‡

---

* লূক ১৭ ; ১০। † লূক ১০ ; ৪১। ‡ গীত ২৫ ; ১৬।

তথাপি কোন মনুষ্যই ঈদৃশ ব্যক্তি অপেক্ষা ধনবান্ বা শক্তিমান্ বা স্বাধীন নহে, যে আপনাকে এবং সকল বস্তু ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব নিম্ন স্থানে উপবেশন করিতে শিক্ষা করিয়াছে।

---

১২ অধ্যায়।

প্রভু যীশুর ক্রুশই প্রশস্ত রাজপথ।

"আপনাকে অস্বীকার কর, আপন ক্রুশ তুলিয়া লও ও যীশুর অনুগমন কর,"* অনেকে এই বাক্য বড় কঠোর বলিয়া জ্ঞান করে।

কিন্তু এই অন্তিম বচন শুনা কি আরও কঠিন হইবে না, "ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হইয়া দীর্ঘকালস্থায়ী অগ্নিতে যাও"? †

যাহারা এখন ইচ্ছা পূর্ব্বক খ্রীষ্টের ক্রুশের কথা শুনে, তাহারা ঐ ঘোর দণ্ডের কথা শুনিবার ভয়ে ভীত হইবে না।

প্রভু যখন বিচার করিতে আসিবেন, তখন আকাশে এই ক্রুশের চিহ্ন প্রকাশিত হইবে। তখন যাঁহারা ক্রুশার্পিত খ্রীষ্টের সদৃশীকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা সাহসপূর্ব্বক সেই বিচারকের নিকট যাইবেন।

যে ক্রুশ দ্বারা একটী সুন্দর রাজ্য পাওয়া যায়, তাহা বহন করিতে তুমি কেন ভয় করিতেছ?

মনে রাখিও, ক্রুশে পরিত্রাণ আছে, ক্রুশে জীবন আছে, ক্রুশে শত্রুগণ হইতে রক্ষা আছে, ক্রুশে স্বর্গীয় মাধুর্য্য আছে, ক্রুশে আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তি আছে, ক্রুশে পবিত্রতা আছে।

খ্রীষ্টের ক্রুশ ব্যতিরেকে আত্মার পরিত্রাণ নাই, নিত্য জীবনেরও আশা নাই।

এখন তোমার ক্রুশ তুলিয়া লইয়া যীশুর অনুগমন কর, তাহা হইলে তুমি নিত্য জীবন প্রাপ্ত হইবে। তিনিই তোমার নেতা হইয়া স্বীয়

---

* মথি ১৬. ২৪। † মথি ২৫; ৪১।

ক্রুশ তুলিয়া লইয়া তাহাতেই তোমার নিমিত্ত মরিয়াছেন, যেন তুমিও তোমার ক্রুশ বহন করিতে পার ও তাঁহার সহিত ক্রুশার্পিত হইতে পার।

কেননা যদি তুমি খ্রীষ্টের সহিত মৃত হও, তবে তাঁহার সহিত জীবিতও হইবে; আর যদি তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগী হও, তবে তাঁহার মহিমারও সহভাগী হইবে। *

দেখ, ক্রুশে সকলই রহিয়াছে; কেননা খ্রীষ্টের ক্রুশের পথ ভিন্ন প্রকৃত শান্তি ও নিত্য জীবনের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

যেখানে ইচ্ছা যাও, যাহা ইচ্ছা অন্বেষণ কর, কিন্তু পবিত্র ক্রুশের পথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন পথ পাইবে না।

স্বীয় ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে সকল বিষয় ব্যবস্থিত করিলেও তুমি দেখিবে যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক অথবা অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, কোন না কোন দুঃখ তোমাকে সহ্য করিতে হইবে, সুতরাং জীবনে সর্ব্বদাই ক্রুশ দেখিতে পাইবে।

হয় ত তুমি শরীরে যন্ত্রণা পাইবে, না হয় আত্মাতে ব্যথিত হইবে।

কখন কখন তুমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, কখনও বা প্রতিবাসীর দ্বারা ক্লেশ পাইবে, আর অনেক বার তুমি স্বয়ং আপনার পক্ষেও ক্লান্তি-জনক হইয়া উঠিবে।

এইরূপ দুঃখ হইতে, কোন ক্রমেই উদ্ধার পাওয়া যায় না, যতকাল ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, ততকাল তাহা তোমাকে সহ্য করিতেই হইবে।

কেননা ঈশ্বর চাহেন যে, তুমি দুঃখভোগ করিতে শিক্ষিত হও, এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বশীভূত হইয়া উত্তরোত্তর নম্র হও।

যে খ্রীষ্টের অনুগমনে দুঃখভোগ করিয়াছে, সেই খ্রীষ্টের দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে পারে।

তুমি যে দিকেই ফির না কেন ক্রুশ দেখিতে পাইবে, সুতরাং তোমার সর্ব্বত্র স্থৈর্য্য রক্ষা করা আবশ্যক; তুমি স্থির থাকিলে শান্তি ও চিরস্থায়ী মুকুট পাইবে।

তুমি যদি হৃষ্ট-মনে ক্রুশ বহন কর, তাহা হইলে তাহা তোমাকে অনন্ত বিশ্রামের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে।

* ২ তীম ২; ১১, ১২।

কিন্তু যদি অনিচ্ছার সহিত ক্রুশ বহন কর, তবে জানিও, তুমি আপনার বোঝা অধিক ভারী করিতেছ, এবং সেই ভারও বহন করিতে হইবে।

যদি তুমি একটী ক্রুশ ফেলিয়া দেও, অন্য একটি লইতে হইবে, আর কি জানি, হয়ত সেটী আরও ভারী হইবে।

কোন মর্ত্ত্য যাহা এড়াইতে পারে নাই, তুমি কি তাহা এড়াইতে পারিবে? জগতে এমন কোন্ সাধু আছেন, যিনি কষ্টভোগ করেন নাই?

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টও তাঁহার সমগ্র জীবনে প্রতিদণ্ডেই দুঃখভোগ করিয়াছেন। তিনি কহেন, "খ্রীষ্টকে দুঃখভোগ পূর্ব্বক আপনার মহিমাতে প্রবেশ করিতে হইবে।"* অতএব এই রাজপথ অর্থাৎ ক্রুশের পথ ভিন্ন তুমি পথান্তরের অন্বেষণ করিতেছ কেন?

যীশু খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটা একটী ক্রুশ ও নিত্য মৃত্যুভোগস্বরূপ ছিল, অতএব তুমি কি বিনা ক্রুশে বিশ্রাম ও আনন্দে কালযাপন করিতে চাহ?

তুমি দুঃখভোগ ভিন্ন যদি অন্য কোন বিষয়ের অন্বেষণ কর, তবে তুমি ভ্রান্ত, বড়ই ভ্রান্ত, কেননা এই মর্ত্ত্য-জীবন দুঃখপূর্ণ এবং চারিদিকে ক্রুশ।

ভক্ত আধ্যাত্মিক জীবনে যতই বৃদ্ধি পান, ততই তাঁহাকে ভারী ক্রুশ বহন করিতে হয়, কেননা ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রেম যত বাড়ে, ঈশ্বরের বিরহজনিত শোক তাঁহার ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তথাপি ঈদৃশ ব্যক্তি দুঃখিত হইয়াও সান্ত্বনাহীন হন না; কেননা খ্রীষ্টের ক্রুশ হইতে যে কত মঙ্গল জন্মে, তাহা তিনি জানেন।

ক্রুশ বহন করিতে স্বীকৃত হইলে সমস্ত কষ্ট ঈশ্বরীয় সান্ত্বনায় পরিণত হয়। দুঃখ দ্বারা শরীর যত ক্ষয় পায়, ঈশ্বরের প্রসাদ দ্বারা আত্মা তত বল পায়।

ঈদৃশ ব্যক্তি কখন কখন খ্রীষ্টের ক্রুশের অনুরূপ হইবার ইচ্ছাতে এমন বলযুক্ত হন যে, তিনি কখনও দুঃখরহিত হইতে চাহেন না।

আমাদের শরীর দুর্ব্বল হইলেও আমরা যদি আমাদের পক্ষে অতি অনিষ্টকর বিষয়কেও প্রিয়জ্ঞান করি, তাহা হইলে ইহা কেবল খ্রীষ্টের প্রসাদ দ্বারাই সাধিত হয়।

ক্রুশ বহন করা, ক্রুশকে প্রেম করা, ক্ষতি স্বীকার করা, সাংসারিক উন্নতি অগ্রাহ্য করা, এবং নিন্দা সহ্য করা, এই ভাব মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নহে।

---

* লূক ২৪, ২৬।

তুমি যদি আপনাতে নির্ভর কর, তবে কদাচ ক্রুশ-প্রীতি তোমাতে সম্ভব হইবে না। কিন্তু যদি তুমি প্রভুতে ভরসা রাখ, তবে স্বর্গ হইতে শক্তি পাইবে, তাহাতে জগৎ ও ইন্দ্রিয়নিচয় তোমার বশীভূত হইবে।

তুমি যদি বিশ্বাসে সজ্জীভূত এবং খ্রীষ্টের ক্রুশে চিহ্নিত হইতে পার, তবে শয়তানকেও ভয় করিবে না।

অতএব তোমার যে প্রভু প্রেম প্রযুক্ত তোমার নিমিত্ত ক্রুশার্পিত হইয়াছেন, তাঁহার ক্রুশ বহনার্থে বিশ্বস্ত দাসের ন্যায় তুমি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিও।

এই দুঃখময় জীবনে বহু কষ্টের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিও, কেননা যে কোন স্থানেই তুমি আপনাকে লুক্কায়িত কর না কেন, তথায় দুঃখকষ্ট তোমাকে ভুগিতেই হইবে। সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে তোমার আর অন্য কোন উপায় নাই।

তুমি যদি প্রভুর বন্ধু ও সহভাগী হইতে চাও, তাঁহার দুঃখরূপ পাত্রে অনুরাগ পূর্ব্বক পান করিও। তোমার সকল সান্ত্বনার বিষয় ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করিয়া রাখ; তিনি যাহা মঙ্গলজনক তাহাই করুন।

তুমি দুঃখ সহ্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত হও, এবং তাহাই পরম সান্ত্বনা-জনক বলিয়া জ্ঞান কর, কেননা বর্ত্তমান দুঃখ আগামী গৌরবের সহিত তুলনার যোগ্য নহে।*

তুমি যদি খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্লেশভোগ অতি মিষ্ট জ্ঞান করিতে পার, তবে পৃথিবীতেই তোমার স্বর্গভোগ হইবে। কিন্তু যদি ক্লেশভোগ হইতে পলায়ন করিতে চাও, তবে কখনই বিশ্রাম পাইবে না; ঐ ভয় সর্ব্বদা তোমার অনুবর্ত্তী হইবে।

তোমার কর্ত্তব্যানুসারে যদি তুমি দুঃখ ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, তবে অবিলম্বে মঙ্গল ও শান্তি পাইবে।

পৌলের সহিত তৃতীয় স্বর্গে উন্নীত হইলেও তুমি কিছুতেই দুঃখ হইতে রক্ষা পাইবে না; কেননা পৌলের বিষয়েও যীশু বলিয়াছেন, "আমার নামের জন্য তাহাকে যত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, তাহা আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব।" †

---

* রোম ৮; ১৮।　　† প্রেরিত ৯; ১৬।

অতএব যদি যীশুকে প্রেম কর, এবং নিত্য তাঁহার সেবা করিতে চাও, তবে তাঁহার নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক।

আহা! যদি তুমি যীশুর নামার্থে কিছু কষ্টভোগ করিবার যোগ্য হইতে, তাহা হইলে তোমার কত মঙ্গল, প্রতিবাসীর কত উপকার এবং সাধুগণের কত আনন্দ হইত!

সকলেই সহিষ্ণুতার প্রশংসা করে, কিন্তু সহিষ্ণু লোক অতি বিরল।

জগৎ-সংসারের নিমিত্ত অনেকে ভারী কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে; তুমি কি যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্ত কিছুই ক্লেশভোগ করিবে না?

নিশ্চয় জানিও যে, আমাদিগকে মৃত্যুর অধীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে হইতেছে; যে ব্যক্তি আপনার পক্ষে মৃত হয়, সে ঈশ্বরের পক্ষে জীবিত হইতে আরম্ভ করে। *

যে কেহ খ্রীষ্টের জন্য দুঃখবহন করিতে অনিচ্ছুক, সে স্বর্গীয় বিষয় বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।

খ্রীষ্টের নিমিত্ত আহ্লাদপূর্ব্বক কষ্ট-স্বীকার করা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুষ্টিকর এবং আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

বহুল সান্ত্বনাতে আমোদিত হওয়া অপেক্ষা বরং খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ মনোনীত করা উচিত; কেননা তদ্দ্বারা তুমি খ্রীষ্টের অধিকতর সদৃশ হইবে।

আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বহু সুখ ও সান্ত্বনাতে হয় না, বরং নানা ক্লেশ ও দুঃখে ও প্রকৃত সহিষ্ণুতাতেই তাহা লাভ হয়।

ক্রুশের পথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন পথ যদি থাকিত, তবে প্রভু যীশু তাহা বাক্যে ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অবশ্যই দেখাইতেন। কিন্তু তিনি আপনার সমুদয় শিষ্যকে কহেন, "কেহ যদি আমার পশ্চাদ্‌গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাৎ আইসুক।" †

অতএব এই বিষয় বিশদভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা করণানন্তর আইস, আমরা এই সিদ্ধান্ত করি, "আমাদিগকে অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।" ‡

---

* গীত ৩৪, ৩২। † লূক ২৩। ‡ প্রেরিত ১৪; ২২।

তৃতীয় পর্ব্ব।

আন্তরিক সান্ত্বনা।

তৃতীয় পর্ব্ব।

আন্তরিক সান্ত্বনা।

---

১ অধ্যায়।

বিশ্বস্ত আত্মার সহিত খ্রীষ্টের মধুর আলাপ।

"ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহা কহিবেন, আমি তাহাই শুনিব।" *

যে আত্মা নিজ অন্তরে প্রভুর কথা শুনিতে পায়, এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সান্ত্বনার বাক্য গ্রহণ করে, সেই আত্মাই ধন্য।

যে কর্ণ আনন্দসহকারে স্বর্গীয় মৃদু মধুর রব শ্রবণ করে এবং এই জগতের নানাবিধ রবে কর্ণরুদ্ধ করে, সেই কর্ণই ধন্য।

যে কর্ণ বাহিরের গোলমাল শ্রবণ না করিয়া, যে সত্যের আত্মা অন্তরে শিক্ষা দেন, তাঁহারই রব শ্রবণ করে, সেই কর্ণ বাস্তবিকই ধন্য।

যে চক্ষু বাহিরের বিষয়ে মুদ্রিত থাকিয়া নিত্যস্থায়ী বিষয়ে উন্মুক্ত থাকে, সেই চক্ষুই ধন্য।

যাঁহারা আন্তরিক বিষয়ের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করেন এবং প্রাত্যহিক সাধনা দ্বারা স্বর্গীয় গুপ্ত বচন গ্রহণ করিবার জন্য আপনাদিগকে অধিকতর প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই ধন্য।

যাঁহারা জগতের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য আনন্দপূর্ব্বক আপনাদিগকে নির্লিপ্ত রাখেন, তাঁহারাই ধন্য।

হে আত্মন, এই সকল বিষয় বিবেচনা কর এবং শারীরিক বাসনার দ্বার রুদ্ধ কর, যেন ঈশ্বর যাহা তোমার অন্তরে বলেন, তুমি তাহা শুনিতে পাও।

---

* গীত ৮৫ ; ৮।

আমার প্রিয়তম বলেন, আমিই তোমার পরিত্রাণ, তোমার শান্তি এবং তোমার জীবন; আমার সহিত বাস কর, তাহা হইলে তুমি বিশ্রাম পাইবে।

সকল অস্থায়ী বিষয়ের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া যাহা নিত্যস্থায়ী, তাহারই অন্বেষণ কর।

পার্থিব বিষয় মাত্রই প্রলোভন বিশিষ্ট, এবং যদি তুমি তোমার স্রষ্টা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হও, তবে সকল সৃষ্ট প্রাণীর দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে?

অতএব জাগতিক অন্য বিষয় সকল হইতে বিদায় গ্রহণ কর, এবং তোমার স্রষ্টাকে তুষ্ট করিতে এবং তাঁহার বিশ্বস্ত দাস হইতে সর্ব্বদা চেষ্টা কর, যেন এইরূপে তুমি প্রকৃত সত্য সুখাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পার।

---

২ অধ্যায়।

সত্যের বাণী বাগাড়ম্বরশূন্য।

হে প্রভো, বলুন, আপনাব দাস শ্রবণ করিতেছে। *

আমি আপনার দাস, আমাকে বুদ্ধি দিউন, যেন আমি আপনার সাক্ষ্য সকল বুঝিতে পাবি। †

আপনার শ্রীমুখের বাক্যের প্রতি আমার চিত্ত অবহিত হউক, আপনার বাণী শিশিরের ন্যায় নিপতিত হউক।

পূর্ব্বকালে ইস্রায়েল-সন্তানেরা মোশিকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাদের সহিত কথা বল, আমরা শুনিব, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না বলুন, পাছে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই।" ‡

হে প্রভো, আমি এরূপ প্রার্থনা করি না, কিন্তু শমূয়েল প্রবাচকের সহিত নম্র হইয়া ব্যগ্রতাপূর্ব্বক যাচ্ঞা করিতেছি, "হে প্রভো, বলুন, আপনার দাস শ্রবণ করিতেছে।"

* ১ শমূয়েল ৩; ৯। † গীত ১১৯; ১২৫। ‡ যাত্রা ২০; ১৯।

মোশিকে আমার সহিত কথা কহিতে দিবেন না এবং কোন প্রবাচককেও দিবেন না, কিন্তু হে প্রভো, সকল প্রবাচকের আলোকদাতা ও জ্ঞান-প্রদ ঈশ্বর যে আপনি, আপনিই কথা বলুন, কেননা কেবল আপনিই সম্পূর্ণরূপে আমাকে শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা আপনি ব্যতি-রেকে কিছুই করিতে পারেন না।

তাঁহারা বাক্য বলিতে পারেন, সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা আত্মা দান করিতে পারেন না।

তাঁহারা অতি সুন্দররূপে কথা কহেন বটে, কিন্তু আপনি নীরব থাকিলে তাঁহারা অন্তঃকরণকে প্রজ্বলিত করিতে পারেন না।

তাঁহারা আক্ষরিক শিক্ষা দেন, কিন্তু আপনি জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন করেন।

তাঁহারা নিগূঢ় কথা প্রকাশ করেন, কিন্তু আপনি মুদ্রাঙ্কিত বিষয়ের অর্থ ব্যক্ত করেন।

তাঁহারা আপনার আজ্ঞা প্রকাশ করেন, কিন্তু আপনি তদনুসারে কর্ম্ম করিতে আমাদিগকে সাহায্য করেন।

তাঁহারা পথ দেখাইয়া দেন, কিন্তু আপনি সেই পথে চলিতে সামর্থ্য প্রদান করেন।

তাঁহারা যাহা করেন, বাহ্যভাবেই করেন, কিন্তু আপনি অন্তঃকরণকে দীপ্তি ও শিক্ষা দান করেন।

তাঁহারা বাহিরে জল সেচন করেন, কিন্তু আপনি উর্ব্বরতা প্রদান করেন।

তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহেন, কিন্তু আপনি শ্রুতবাক্য অন্তরে মুদ্রাঙ্কিত করেন।

অতএব মোশিকে আমার সহিত কথা কহিতে দিবেন না, কিন্তু হে আমার প্রভো ঈশ্বর, নিত্যস্থায়ী সত্য যে আপনি, আপনি বলুন, পাছে কেবল বাহ্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এবং অন্তরে প্রজ্বলিত না হইয়া আমি নিষ্ফল হইয়া মরি।

আমার ভয় হয়, পাছে আপনার বাক্যটী শ্রুত কিন্তু পালিত না হইয়া, জ্ঞাত কিন্তু প্রিয় না হইয়া, বিশ্বসিত কিন্তু রক্ষিত না হইয়া, আমার দণ্ডের হেতু হইয়া উঠে!

অতএব হে প্রভো, বলুন, আপনার দাস শ্রবণ করিতেছে, কেননা "আপনার নিকট অনন্ত জীবনের বাক্য আছে।" *

আমার আত্মার সান্ত্বনা ও আমার জীবনের সম্পূর্ণ শোধনের জন্য এবং আপনার প্রশংসা ও মহিমা ও চিরস্থায়ী সম্ভ্রমের জন্য আপনি আমার সহিত কথা বলুন।

---

৩ অধ্যায়।

ঈশ্বরের বাক্য নম্রতা সহকারে শ্রবণ করা উচিত, কিন্তু এই বিষয়ে অনেকে উদাসীন।

বৎস, আমার বাক্য শ্রবণ কর; আমার বাক্য এই জগতের দার্শনিক এবং জ্ঞানী লোকদের সমুদয় জ্ঞানের অতীত এবং অতীব মধুর।

"আমার বচনকলাপ আত্মিক ও জীবনস্বরূপ," † এবং মনুষ্যের বুদ্ধি-দ্বারা তাহা পরিমিত হইতে পারে না।

সেই বাক্য, অসার প্রশংসার জন্য নয়, কিন্তু নীরবে শুনিবার এবং প্রকৃত নম্রতা ও অতিশয় প্রেমসহকারে গ্রহণ করিবার জন্য প্রকাশিত হয়।

আমি বলিলাম, হে প্রভো, আপনি যাহাকে শিক্ষা দেন এবং আপনার ব্যবস্থা হইতে উপদেশ দেন, সেই ধন্য। সেই ব্যক্তি দুঃসময়ে বিশ্রাম পাইবে এবং পৃথিবীতে কখনও অনাথরূপে পরিত্যক্ত হইবে না।

প্রভু কহেন, আদি অবধি আমি প্রবাচকদিগকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছি, এবং অদ্য পর্য্যন্ত সকলকে বাক্য বলিতে ক্ষান্ত হই নাই, কিন্তু অনেকেই কঠিন-মনা এবং আমার রব শ্রবণে বধির।

অধিকাংশ লোক ঈশ্বর অপেক্ষা জগতের কথা অধিকতর ইচ্ছা পূর্ব্বক শ্রবণ করে, এবং ঈশ্বরের সদভিলাষ অপেক্ষা অতি সহজেই তাহাদের নিজের শারীরিক অভিলাষের অনুগমন করে।

জগৎ অস্থায়ী এবং ইহা হীনবস্তু সকল প্রদানের অঙ্গীকার করে, আর

---

* যোহন ৬; ৬৮। † যোহন ৬; ৬৩।

তজ্জন্যই মানব অতি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাহার সেবায় নিযুক্ত হয়; আমি কিন্তু সর্ব্বোচ্চ এবং চিরস্থায়ী বস্তু প্রদান করি, তথাচ মনুষ্যদের অন্তঃকরণ অচেতন থাকে।

জগৎ এবং জগতের প্রভুরা যেমন সেবিত হইতেছে, তেমনি সকল বিষয়ে মহা যত্ন পূর্ব্বক আমার সেবা করে এবং আমার আজ্ঞাবহ হয়, এমন কে আছে?

"সমুদ্র কহে, হে সীদোন, লজ্জিত হও,"* যদি তুমি তোমার লজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি শুন। লোকে অল্প আয়ের জন্য মনুষ্যের কাজে দূর দেশে যাত্রা করিতে স্বীকৃত হইতেছে, কিন্তু অনন্ত জীবনের জন্য অনেকে ভূমি হইতে একটী চরণও একবার উঠাইতে স্বীকার করে না!

অতি তুচ্ছ পুরস্কারের লোভে মানুষ কত ব্যাকুল হয়, একটী মাত্র মুদ্রার জন্য কখন কখন তাহাদিগের মধ্যে অতি লজ্জাস্কর বিবাদ উৎপন্ন হয়! অসার বিষয়ে সামান্য ফল পাইবার জন্য মনুষ্যেরা দিবারাত্র শ্রম করিতে ত্রুটি করে না।

কিন্তু হায়, অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলের জন্য, অমূল্য পুরস্কারের জন্য, সর্ব্বোচ্চ সম্ভ্রমের জন্য এবং অশেষ মহিমার জন্য তাহারা অত্যল্প শ্রান্তিও স্বীকার করিতে চাহে না!

অতএব হে অলস ও অসন্তুষ্ট দাস, তুমি সাবধান ও লজ্জিত হও, কারণ বিনাশের জন্য তাহারা যে উদ্যম প্রদর্শন করে, তুমি জীবনের জন্য তদপেক্ষা কম উদ্যমশীল!

তুমি সত্যে যে পরিমাণে আনন্দ কর, তাহা অপেক্ষা অসারতায় তাহারা অধিক আনন্দ করে!

সত্য বটে, কখন কখন তাহারা প্রত্যাশায় বঞ্চিত হয়, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা কাহাকেও প্রবঞ্চিত করে না; এবং যে কেহ আমাতে নির্ভর করে, তাহাকে কখনও রিক্তহস্তে বিদায় গ্রহণ করিতে হয় না।

যদি কোন মনুষ্য শেষ পর্য্যন্ত আমার প্রেমে স্থির থাকে, তাহা হইলে যাহা আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা তাহাকে দিব, এবং যাহা আমি বলিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব।

---

* যিশ ২৩; ৪।

আমি সকল সৎলোকের পুরস্কার-দাতা এবং আমার ভক্তদের বলবান্ রক্ষক ও সহায়।

আমার বাক্য সকল তোমার অন্তঃকরণে লিখিয়া রাখ, এবং যত্ন-পূর্ব্বক ধ্যান কর, কেননা পরীক্ষার সময়ে সে সকল তোমার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় হইবে।

যাহা পাঠ করিবার সময় বুঝিতে না পার, তাহা আমার সহিত সাক্ষাতের দিনে তুমি বুঝিতে পারিবে।

আমার মনোনীত লোকদিগের সহিত দুই স্বতন্ত্র পথে, অর্থাৎ পরীক্ষা ও সান্ত্বনা দ্বারা, আমি সচরাচর সাক্ষাৎ করি।

আর আমি প্রত্যহ দুইটী পাঠ তাহাদিগকে শিক্ষা দিই, অর্থাৎ পাপের জন্য অনুযোগ করি এবং ধর্ম্মে উন্নতির জন্য উপদেশ দিই।

যে কেহ আমার বাক্য পাইয়াও অবজ্ঞা করে, তাহার বিচার এক জন শেষ দিনে করিবেন।

ভক্তি-বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা ;—

হে আমার প্রভু ঈশ্বর, আমার পক্ষে তুমি সকল উত্তমতার আকর। আমি কে যে, তোমার সহিত কথা কহিতে সাহস করিতেছি? আমি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও ক্ষুদ্র দাস, এবং জঘন্য কীট; আমি এত ক্ষুদ্র ও জঘন্য যে, তাহা বলিতে পারি না।

কেননা আমি কিছুই নই, আমার কিছুই নাই এবং আমি কিছুই করিতেও পারি না। তথাচ, হে প্রভো, তুমি আমাকে স্মরণ করিতেছ।

তুমিই কেবল উত্তম, যাথার্থিক এবং পবিত্র, তুমি সকলই করিতে পার, তুমি সকল বিষয় সাধন করিতেছ, তুমি সকল বিষয় পূর্ণ করিতেছ, কেবল যে পাপিষ্ঠ, সেই শূন্য থাকিয়া যায়!

হে নাথ, তোমার কৃপা সকল স্মরণ কর এবং তোমার প্রসাদে আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ কর।

তোমার কার্য্য সকল যে পণ্ড হয়, তোমার এমন ইচ্ছা নয়।

যদি তুমি তোমার কৃপা এবং প্রসাদের দ্বারা আমাকে সবল না কর, তবে এই দুঃখার্ত্ত জীবন আমি কি প্রকারে বহন করিব?

তোমার শ্রীমুখ আমা হইতে আচ্ছাদন করিও না, তোমার দর্শন-দানে

বিলম্ব করিও না, তোমার সান্ত্বনা হরণ করিও না, পাছে আমার আত্মা তোমার নিকটে মরুভূমির সদৃশ হইয়া পড়ে।

হে প্রভো, আমাকে তোমার অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিতে শিক্ষা দাও, তোমার দৃষ্টিতে উপযুক্তরূপে ও নম্রভাবে জীবন ধারণ করিতে আমাকে শিক্ষা দাও, কেননা তুমিই আমার জ্ঞান, তুমিই উত্তমরূপে আমাকে জান; জগতে আমার জন্ম হইবার পূর্ব্বে, বরং জগতের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে, তুমি আমাকে জানিতে।

---

৪ অধ্যায়।

ঈশ্বরের সাক্ষাতে সত্যে ও নম্রতায় বিচরণ।

হে বৎস, আমার সাক্ষাতে সত্যে বিচরণ কর, এবং তোমার অন্তঃ-করণের সরলতায় নিত্য আমার অন্বেষণ কর।

যে কেহ আমার সাক্ষাতে সত্যে বিচরণ করে, মন্দের সকল আক্রমণ হইতে সে রক্ষিত হইবে, এবং স্বয়ং **সত্য** সকল প্রবঞ্চকগণের ও অযথার্থিক লোকদের সকল অপবাদ হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন।

সত্য যদি তোমাকে স্বাধীন করেন, তবে তুমি সত্যই স্বাধীন হইবে, এবং মনুষ্যের অসার বাক্যে মনোযোগ করিবে না।

হে প্রভো, এই বচন সত্য। তোমার বাক্যানুসারে আমার প্রতি সকলই ঘটুক। তোমার সত্য আমাকে শিক্ষা দিউন, আমার প্রহরী হউন এবং শেষ পর্য্যন্ত আমাকে পরিত্রাণের জন্য রক্ষা করুন।

সকল মন্দ অভিলাষ এবং অবিহিত প্রেম হইতে সেই সত্য আমাকে মুক্ত করুন, তাহাতে আমি অন্তঃকরণের স্বাধীনতায় তোমার সহিত বিচরণ করিব।

সত্য কহেন, যাহা আমার দৃষ্টিতে ন্যায্য ও সন্তোষজনক, সেই সকল বিষয়ে আমি তোমাকে শিক্ষা দিব।

অত্যন্ত পশ্চাত্তাপ ও দুঃখসহকারে তোমার পাপ সকল চিন্তা কর, এবং সৎকর্ম্মপ্রযুক্ত কখনও আপনাকে কোন অংশে উন্নত বলিয়া মনে করিও না।

মনে রাখিও, সত্য সত্যই তুমি একজন মহাপাপী, তুমি অনেক রিপুর বশীভূত এবং তদ্দ্বারা ভারগ্রস্ত হইয়াছ। আপনা হইতেই তুমি অসার দিকে চলিয়া থাক, তুমি শীঘ্রই পতিত হও, শীঘ্রই পরাজিত হও, শীঘ্রই ব্যাকুল হও, শীঘ্রই দ্রবীভূত হইয়া অদৃশ্য হও।

তুমি শ্লাঘা করিতে পার, এমন কোন বিষয়ই তোমার নাই। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যে সকল বিষয়ের জন্য তোমার আপনাকে ঘৃণার্হ মনে করা উচিত, কেননা তুমি অতিশয় দুর্ব্বল।

অতএব তুমি যাহা কিছু কর, তাহা যেন তোমার কাছে শ্লাঘার বিষয় বলিয়া বোধ না হয়।

যাহা চিরস্থায়ী, তাহা ব্যতীত কিছুই তোমার কাছে বড় না হউক, কিছুই বহুমূল্য এবং আশ্চর্য্য না হউক, কিছুই গণনার যোগ্য না হউক, কিছুই উচ্চ না হউক, কিছুই প্রকৃতরূপে প্রশংসনীয় এবং অভিলষণীয় না হউক।

নিত্যস্থায়ী সত্য সর্ব্বাপেক্ষা তোমার সন্তোষজনক, এবং তোমার নিজের অযোগ্যতা সর্ব্বদা তোমার অসন্তোষজনক হউক।

তোমার দোষ ও পাপ সকলকে ভয় ও নিন্দা কর, অন্য কোন বিষয়কে তদ্রূপ ভয় ও নিন্দা করিও না, এবং অন্য কোন বিষয় হইতে তেমন আপনাকে অপসৃত হইতে দিও না। পার্থিব সকল ক্ষতি অপেক্ষা তোমার নিজের পাপ ও দোষ সকল অধিক অসন্তোষজনক হওয়া উচিত।

কেহ কেহ আমার দৃষ্টিতে সরলভাবে চলে না, কিন্তু কোন প্রকার কৌতূহল বা অহঙ্কার দ্বারা চালিত হইয়া আমার নিগূঢ় বিষয় সকল এবং উচ্চ অঙ্গের ভাব সকল জানিতে ও বুঝিতে ইচ্ছা করে, অথচ তাহারা আপনাদিগের বিষয়ে এবং আপন আপন পরিত্রাণের বিষয়ে যত্ন করে না।

এই সকল লোককে আমি যখন তাহাদের অহঙ্কার এবং কৌতূহল-পরায়ণতার জন্য শাসন করি, তখন তাহারা ভীষণ পরীক্ষায় এবং পাপে পতিত হয়।

তুমি ঈশ্বরের ন্যায্য বিচারাজ্ঞা এবং সর্ব্বশক্তিমানের ক্রোধকে ভয় করিও।

তুমি সর্ব্বোপরিস্থের কার্য্যের বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিও না, কিন্তু নিজের

পাপ যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান কর; দেখিবে, কত মহৎ বিষয়ে তুমি দোষ করিয়াছ, এবং কত উত্তম বিষয় তুমি অবহেলা করিয়াছ।

কেহ কেহ কেবল পুস্তকে, কেহ কেহ বা চিত্রে, কেহ কেহ বা বাহ্য চিহ্নে এবং মূর্ত্তিতে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মের কর্ত্তব্য সমাধান করে।

কেহ কেহ আমাকে মুখে রাখে মাত্র, কিন্তু অন্তঃকরণে স্থান দেয় না। *

আর কেহ কেহ জ্ঞানে আলোকিত এবং প্রেমে পরিষ্কৃত হইয়া, নিয়ত নিত্যস্থায়ী বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহারা এই জগতের বিষয় শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক হন। সত্যের আত্মা তাঁহাদের অন্তরে যাহা কহেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন।

কেননা তিনি তাঁহাদিগকে পার্থিব বিষয় তুচ্ছ এবং স্বর্গীয় বিষয় প্রেম করিতে, জগৎকে অবহেলা এবং দিবারাত্র স্বর্গ-প্রাপ্তির ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিতে শিক্ষা দেন।

---

৫ অধ্যায়।

ঐশিক প্রেমের আশ্চর্য্য ফল।

হে স্বর্গস্থ পিতঃ, আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা নিতান্ত দরিদ্র জীব যে আমি, আমাকে তুমি অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ করিয়াছ।

হে করুণার আকর এবং সকল সান্ত্বনার আধার ঈশ্বর, তোমার ধন্যবাদ হউক, যেহেতু আমি কোন সান্ত্বনা পাইবার যোগ্য না হইলেও তুমি সময়ে সময়ে সান্ত্বনা দ্বারা আমাকে বিশ্রাম দিয়া থাক।

আমি চিরকাল তোমার ও তোমার একজাত পুত্রের ও শান্তিদাতা পবিত্র আত্মার ধন্যবাদ এবং মহিমা কীর্ত্তন করিব।

হে আমার সর্ব্বেসর্ব্বা ঈশ্বর, যখন তুমি আমার হৃদয়ে আসিবে, তখন আমার অন্তরস্থ প্রত্যেক বৃত্তি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে।

---

* যিশ ২৯; ১৩।

তুমিই আমার গৌরব এবং হৃদয়ের পরম আনন্দ, তুমিই আমার প্রত্যাশা এবং দুঃখের দিনে নিরাপদ আশ্রয়।

কিন্তু আমি এখনও প্রেমে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং ধর্ম্মে অসম্পূর্ণ, তোমা হইতে আমার বল ও শান্তি পাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে; অতএব সর্ব্বদা আমাকে দর্শন দাও এবং পবিত্র শাসন দ্বারা শিক্ষা দাও।

সকল অসৎ রিপু হইতে আমাকে মুক্ত কর এবং সকল অনুচিত স্নেহ হইতে আমার হৃদয়কে সুস্থ কর, যেন আমি অন্তরে নীরোগ এবং পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়া প্রেমে উন্নত, দুঃখভোগে সাহসী এবং তোমার পথে অগ্রসর হওনে স্থিরচিত্ত হইতে পারি।

প্রেম অতি মহৎ ও মঙ্গলজনক বিষয়; প্রেম গুরুতর ভারকে লঘু জ্ঞান করে এবং যাহা অসহ্য, তাহা অনায়াসে বহন করে।

কেননা প্রেম যে ভার বহন করে, তাহা ভার বলিয়া বোধ হয় না, এবং প্রেম প্রত্যেক তিক্ত বিষয়ও মিষ্ট ও সুস্বাদু করে।

যীশুর প্রতি মহৎ প্রেম মনুষ্যকে মহৎ কার্য্য করিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং উত্তরোত্তর সিদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতে সতত প্রবৃত্তি দেয়।

প্রেম অতি উচ্চে থাকিতে ইচ্ছা করে এবং কোন নীচ ও তুচ্ছ বিষয়ে আবদ্ধ থাকে না।

প্রেমের অন্তর-দর্শন যেন বাধা না পায়, এবং প্রেমিক কোন পার্থিব উন্নতিতে গর্ব্বিত বা কোন দুঃখ দ্বারা পরাজিত না হয়, এই জন্য প্রেম স্বাধীন এবং জাগতিক সকল বন্ধন হইতে পৃথক্ থাকিতে ইচ্ছা করে।

স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রেম অপেক্ষা অধিক মিষ্ট, অধিক বলিষ্ঠ, অধিক উচ্চ, অধিক প্রশস্ত, অধিক মনোহর, অধিক উৎকৃষ্ট, অধিক পূর্ণ কোন বিষয়ই নাই; কেননা প্রেম ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন এবং সমস্ত সৃষ্ট বস্তু হইতে উচ্চে কেবল ঈশ্বরেই স্থির থাকে।

যাঁহার অন্তরে প্রেম অবস্থিতি করে, তিনি ঐশিক যোগ-বলে উড্ডীয়মান, ধাবমান ও উল্লসিত হন, তিনি অনুরাগপূর্ণ ও স্বাধীন।

তিনি সকলকে দান করেন, অথচ কোন বিষয়ে তাঁহার অভাব হয় না, কেননা তিনি সর্ব্বোপরিস্থ সর্ব্বমঙ্গলদাতা ঈশ্বরেই সকল আস্থা স্থাপন করেন।

তিনি দানের প্রতি নয়, কিন্তু সকল মঙ্গলদাতা ঈশ্বরের প্রতি আপনার মন নিবিষ্ট রাখেন।

প্রেম অপরিমেয় এবং অপরিমিত অনুরাগে পূর্ণ।

প্রেম কোন ভারকে ভার বোধ করে না, কোন দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করে না, যাহা তাহার শক্তির অতীত, তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করে; কোন বিষয় সাধ্যের অতীত বলিয়া কখন আপত্তি করে না, কেননা সে মনে করে যে, সকল বিষয়ই তাহার পক্ষে ব্যবস্থাসিদ্ধ এবং সুসাধ্য।

এই জন্য প্রেম সকল বিষয়েই বলবান্, এবং প্রেমশূন্য ব্যক্তি যে কার্য্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে, প্রেমিক তাহা সাধন করিবার জন্য হস্তক্ষেপ করে।

প্রেম জাগ্রৎ থাকে, বিশ্রাম করিলেও নিদ্রা যায় না।

প্রেম শ্রান্ত হইলেও কদাচ ক্লান্ত হয় না; প্রেম তাড়িত হইলেও মুহ্যমান হয় না; প্রেম ভয়গ্রস্ত হইলেও হতবুদ্ধি হয় না। কিন্তু প্রেম জাজ্বল্যমান শিখার এবং জ্বলন্ত মশালের ন্যায় উন্নত মস্তকে ঊর্দ্ধপথে সতেজে এবং সকল বাধার মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করে।

যদি কোন মনুষ্য প্রেম করে, তখনই সে নিতান্ত ব্যগ্রতা সহকারে কহে, "হে আমার ঈশ্বর! হে আমার প্রেম! তুমি আমার এবং আমি তোমার," তখনই সে এই বাণীর তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে পারে এবং তখন সেই বাণী ঈশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করে।

আমাকে প্রেমে বৃদ্ধি পাইতে দাও, যেন আমি আমার অন্তঃকরণে প্রেম যে কেমন মধুর, তাহার আস্বাদ পাই ও সেই প্রেমে দ্রবীভূত হইতে পারি এবং আপনাকে তোমার প্রেমে মগ্ন করিতে সমর্থ হই।

আমাকে প্রেমে আত্মহারা হইতে দাও এবং আত্যন্তিক ভক্তি ও বিস্ময়ে আমাকে আমা অপেক্ষা উচ্চে লইয়া যাও।

আমাকে প্রেম-গীত গান করিতে দাও, হে আমার প্রিয়তম, উচ্চে, অতি উচ্চে তোমার অনুগমন করিতে আমাকে শিখাও। তোমার প্রশংসায় আমার আত্মাকে আনন্দ এবং প্রেমে উল্লাস করিতে দাও।

আমি যেন আপনা অপেক্ষা তোমায় অধিক প্রেম করি, এবং আমি যেন আপনাকেও তোমার জন্যই প্রেম করি এবং প্রেমের বিধান অনুসারে

যাঁহারা তোমার দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া প্রকৃতরূপে তোমাকে প্রেম করেন, আমি যেন তোমাতেই তাঁহাদিগকেও প্রেম করিতে পারি।

প্রেম পক্ষবিশিষ্ট, সরল, কোমল, মনোহর, মধুর, সাহসী, বিশ্বস্ত, জ্ঞানী, দীর্ঘসহিষ্ণু, বীর্য্যবান এবং নিঃস্বার্থ, কেননা যখন কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হয়, তখন সেই বিষয়ে সে প্রেম হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে।

প্রেম অবহিত, নম্র ও সৎ, তাহা লঘুভাবের দ্বারা বা সুখেচ্ছায় পরাজিত হয় না এবং অসার বিষয়েও মনোযোগ করে না। প্রেম বিনীত, বিশুদ্ধ, স্থির, অবিবাদী এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রহরিস্বরূপ।

প্রেম আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদিগের নিকট বশীভূত ও আজ্ঞাবহ, আপনার নিকট নীচ ও তুচ্ছ, ঈশ্বরের নিকট ভক্ত ও কৃতজ্ঞ, এমন কি, যখন ঈশ্বর তাহাকে মিষ্টতার কোন আস্বাদ দান না করেন, তখনও তাঁহার প্রতি সে সর্ব্বদা নির্ভর ও প্রত্যাশা রাখে, কেননা বিনা দুঃখে কেহ প্রেমে জীবন ধারণ করিতে পারে না।

যে কেহ সকল বিষয় সহ্য করিতে এবং প্রিয়তমের ইচ্ছা অনুসারে চলিতে প্রস্তুত নহে, সে তাঁহার প্রেমী বলিয়া খ্যাত হইবারও যোগ্য নহে।

প্রেমিক হইতে হইলে প্রিয়তমের জন্য তাহার সকল কঠিন ও কষ্টকর বিষয় সহ্য করা অবশ্যকর্ত্তব্য, এবং কোন দুঃখজনক ঘটনার সংঘটনে তাহার তাঁহা হইতে বিমুখ হওয়া অনুচিত।

---

৬ অধ্যায়।

সত্য প্রেমিকের লক্ষণ।

বৎস, তুমি এখন পর্য্যন্ত সাহসী ও বিবেচক প্রেমিক হও নাই।

হে প্রভো, কি জন্য আপনি ইহা বলিতেছেন?

কারণ, অল্প বাধাতেই তুমি আপনার কার্য্য ত্যাগ কর, এবং অধিক ব্যগ্রতা পূর্ব্বক সান্ত্বনা অন্বেষণ কর।

সাহসিক প্রেমকারী পরীক্ষার সময় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাকে, এবং শত্রুর চাতুরিপূর্ণ প্ররোচনায় সে বিশ্বাস করে না। যেমন সুখের দিনে আমি তাহার সন্তোষ জন্মাই, তেমনি দুঃখেও আমি তাহার নিকটে অসন্তোষ-জনক হইয়া উঠি না।

বিবেচক প্রেমকারী, দাতার প্রেমকে তাঁহার দান অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করে। দানের মূল্য অপেক্ষা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাকে সে অধিক কাম্য বলিয়া গণনা করে, এবং যাঁহাকে সে প্রেম করে, সকল দান তাঁহার সহিত তুলনায় তাহার নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

মহাচেতা প্রেমিক, দানে নয়, কিন্তু আমাতেই নির্ভর করে।

সেই উত্তম মধুর প্রীতি, যাহার উপলব্ধি তুমি কখন কখন ইহ জীবনে পাইয়া থাক, তাহা বর্ত্তমান অনুগ্রহের ফলস্বরূপ এবং তোমার স্বর্গীয় আবাসের এক প্রকার পূর্ব্ব-আস্বাদন; কিন্তু তাহাতে তুমি অধিক নির্ভর করিও না, কেননা তাহা শীঘ্র আইসে ও শীঘ্রই চলিয়া যায়।

কিন্তু মনের কুকল্পনা সকলের প্রতিরোধ এবং শয়তানের মন্ত্রণা সকল ঘৃণাসহকারে অবজ্ঞা করাই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ এবং মহাপুরস্কারজনক।

অতএব তোমার মনে কোন বিজাতীয় অভিলাষ উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা ব্যাকুল হইও না। ঈশ্বরের প্রতি মতি স্থির রাখিয়া সাহস পূর্ব্বক আপনার সংকল্প রক্ষা কর।

আর ইহাও মিথ্যা নহে যে, কখন কখন তুমি হঠাৎ ভক্তিতে অভিভূত হইয়া উঠ, এবং পরক্ষণেই তুমি আবার তোমার অন্তঃকরণের অভ্যস্ত অসারতায় প্রত্যাবর্ত্তন কর।

কেননা সেই সকল অসারতার দিকে যে তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন কর, এমন নহে, বরং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি তাহা করিয়া থাক, এবং যতকাল তাহা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকিবে এবং তুমি তাহার প্রতিরোধ করিবে, ততকাল তাহা তোমার পক্ষে ক্ষতিজনক বিষয় মনে না করিয়া, বরং পুরস্কারের বিষয় বলিয়া মনে করিও।

তুমি নিশ্চয় জানিও, সেই পুরাতন শত্রু তোমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-বাসনায় বাধা দিতে এবং সকল ধর্ম্মাভ্যাস হইতে তোমাকে পৃথক্ রাখিতে চেষ্টা করিবে, বিশেষতঃ সে ঈশ্বরের পবিত্র লোককে সম্মান, আমার দুঃখভোগ

ভক্তি সহকারে স্মরণ, পাপের বিষয় উপযুক্ত চিন্তা, তোমার নিজের অন্তঃ-করণকে রক্ষা ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওনের সঙ্কল্প, এই সকল হইতে তোমাকে স্থগিত করিতে সচেষ্ট হইবে।

সেই শত্রু তোমার মনে অনেক কুচিন্তা উপস্থিত করিয়া তদ্দ্বারা সে তোমার মনে সময়ে সময়ে এমন শ্রান্তি ও ভয় উৎপাদন করিবে যে, প্রার্থনা এবং পবিত্র পাঠ হইতে তোমাকে বিরত রাখিবে।

তাঁহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না, এবং তোমাকে ধরিবার জন্য সে সর্ব্বদা প্রবঞ্চনারূপ ফাঁদ পাতিলে তাহাকে গ্রাহ্য করিও না।

যখন সে মন্দ ও অপবিত্র চিন্তা তোমার মনে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিবে, তখন তাহাকে বজ্র-নিনাদে বলিও :—

হে অশুচি আত্মা, দূর হও! হে দুর্দ্দান্ত, লজ্জিত হও! তুমি সকল অপেক্ষা অশুচি, তাই আমার কর্ণে এই সকল বিষয় প্রতিধ্বনিত করিতেছ!

হে দুষ্ট প্রবঞ্চক, আমার নিকট হইতে দূর হও, আমার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই ; যীশু বলবান্ যোদ্ধার ন্যায় আমার সঙ্গে থাকিবেন এবং তুমি নিশ্চয় লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করিবে।

তোমার কথায় সম্মত হওয়া অপেক্ষা বরং আমার মরণ ভাল এবং যন্ত্রণা ভোগ করা শ্রেয়ঃ।

শয়তান, আমায় আর কিছু বলিও না, তুমি নীরব হও, যদি আমার প্রতি অনেক দুঃখও ঘটে, তথাচ আমি আর তোমার কথা শুনিব না।

প্রভু আমার আলোক এবং পরিত্রাণ, আমি কাহাকে ভয় করিব?

যদি সমস্ত সৈন্যদল একত্র হইয়া আমার বিপক্ষে দাঁড়ায়, তথাচ আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না, কারণ প্রভু আমার আশ্রয় এবং পরিত্রাতা।

হে বৎস, উত্তম সেনার ন্যায় যুদ্ধ কর, এবং যদিও তুমি কখন কখন দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পতিত হও, আমার প্রসাদে আরও অধিক প্রত্যাশা রাখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল পুনর্ব্বার গ্রহণ কর ; এবং অহঙ্কার ও তোমার আমিত্বকে অস্বাভাবিকরূপে সন্তুষ্ট করণের বিষয়ে অধিক সাবধান হও।

ইহাতেই অনেকে ভ্রান্তিতে পতিত হয়, এবং কখন কখন প্রায় অপ্রতি-কার্য্য অন্ধতায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে।

যাহারা এইরূপে নির্ব্বোধের ন্যায় আত্ম-শ্লাঘা করে, সেই অহঙ্কারীদিগের পতন যেন তোমার চেতনা সম্পাদন করে এবং নিয়ত তোমাকে নম্র রাখে।

৭ অধ্যায়।

নম্রতার দ্বারা ঐশ্বরিক অনুগ্রহ আচ্ছাদন।

বৎস, ভক্তিসম্বন্ধীয় অনুগ্রহ গোপন করা, আপনাকে উচ্চে না উঠাইয়া এবং আপনার ভক্তির বিষয়ে অধিক কথা না কহিয়া এবং তদ্বিষয়ে দাম্ভিকভাবে চিন্তা না করিয়া, বরং আপনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং সেই অনুগ্রহ একজন অযোগ্য পাত্রে প্রদত্ত হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ও অধিকতর লাভজনক।

তোমার ঈশ্বর-প্রীতি অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত কদাচ প্রদর্শন করিও না, কেননা ইহা শীঘ্রই বিপরীত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

যখন অনুগ্রহ-প্রাপ্ত হও, তখন মনে রাখিও যে, অনুগ্রহশূন্য হইলে তুমি কেমন ক্লিষ্ট ও দরিদ্র হইয়া পড়।

যখন তোমার জীবনে ঐশিক সান্ত্বনা বিরাজমান থাকে, তখনই নয়, কিন্তু যখন সেই অনুগ্রহ তোমা হইতে নীত হয় এবং তুমি নম্রতা, আত্মসেবা অস্বীকার ও ধৈর্য্যপূর্ব্বক তাহা সহ্য কর, মনে রাখিও, তখনই তোমার আত্মিক জীবন প্রকৃত বৃদ্ধি পায়; কিন্তু প্রার্থনার অভ্যাসে শিথিল এবং অন্যান্য স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীন হইলে তোমার আত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

যাহা কিছু তোমার সাধ্য, তাহা হৃষ্টচিত্তে আপন ক্ষমতা ও জ্ঞানানুসারে সম্পন্ন কর, এবং মনের শুষ্কতা বা দুর্ভাবনা প্রযুক্ত আপনার বিষয়ে অমনো-যোগী হইও না।

কেননা অনেকে, যখন তাহারা উত্তমরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে না, তখন তাহারা অমনি অধৈর্য্য এবং শিথিল হইয়া পড়ে।

কেননা মনুষ্যের পথ সচরাচর তাহার নিজের হস্তে ন্যস্ত নয়, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের হস্তস্থিত। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, যাহাকে ইচ্ছা করেন, যত ইচ্ছা করেন, তখন তাহাকে তত দান করেন, এবং সান্ত্বনা প্রদান করেন।

কোন কোন অসতর্ক লোক ভক্তিসম্বন্ধীয় অনুগ্রহের জন্য অতিরিক্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপনারা আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, কারণ

তাহারা স্বীয় দৌর্ব্বল্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া এবং তাহাদিগের জ্ঞানের বিচার অপেক্ষা স্বীয় বাসনার অনুগমন করিয়া তাহারা অনুগ্রহ লাভের জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াছে; এবং যাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সন্তোষকর, তাহা উপেক্ষা করিয়া তাহারা শীঘ্র তাঁহার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, যাহারা স্বর্গে আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা নিরাশ্রয় ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িল, তাহাদিগের এই দুর্দ্দশার কারণ, যেন তাহারা নত ও দরিদ্র হইয়া নিজ পক্ষে উড্ডীয়মান হইতে আর সাহস না করে, বরং তাহারা যেন ঈশ্বরের পক্ষযুগলের উপর নির্ভর করে।

যাহারা প্রভুর পথে গমন বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও অশক্ত, তাহারা যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ দ্বারা আপনাদিগকে শাসন না করে, তবে সহজেই তাহারা ভ্রান্ত ও বান্‌চাল হইয়া পড়িতে পারে।

যাহারা আপনাদিগের হইতে অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপর বিশ্বাস না করিয়া নিজ ইচ্ছার অনুগমন করে, কিম্বা নিজ প্রিয় কল্পনা হইতে অপসরণে অনিচ্ছুক হয়, তাহাদের শেষ দশা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে।

যাহারা জ্ঞানাভিমানী, তাহারা প্রায়ই অন্যের শাসন নম্রভাবে সহ্য করিতে চাহে না।

অসার আত্ম-শ্লাঘাসহ বহু বিদ্যা-ধনে ধনবান্ হওয়া অপেক্ষা বরং নম্রতাসহ অল্পবুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন থাকা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

যে বিষয় তোমাকে অহঙ্কারী করিতে পারে, তাহা তোমাতে অধিক পরিমাণে থাকা অপেক্ষা বরং না থাকাই ভাল।

যে ব্যক্তি অপরিমিত আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া যায়, এবং প্রভুর প্রতি সেই পবিত্র ভয় পোষণ না করে, যদ্দ্বারা প্রাপ্ত-অনুগ্রহে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে জ্ঞানবানের মত কার্য্য করে না।

আর যে ব্যক্তি দুঃখ বা ক্লেশের আঘাতে ঘোর নিরাশাজনক চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়ে, এবং তাহার যতটুকু বিশ্বাস থাকা উচিত, তাহা অপেক্ষা হীন বিশ্বাসে আমার চিন্তা ও ভজনা করে, সে প্রকৃত জ্ঞানী নয়।

যে শান্তির সময়ে অতিশয় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে, সে যে যুদ্ধের সময় অধিকতর ভয়মনা ও ভয়ে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

যদি তোমার এমন জ্ঞান থাকিত যে, আপনাকে সর্ব্বদা বিনম্রী ও

ধৈর্য্যশীল রাখিতে এবং আপনার আত্মাকেও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত ও শাসন করিতে পারিতে, তবে তুমি শীঘ্র কোন সঙ্কটে ও অপরাধে পতিত হইতে না।

যখন অগ্নিময় আত্মা তোমার মধ্যে প্রজ্বলিত থাকেন, তখন সেই আলোকে তুমি কেমন উত্তপ্ত থাক, কিন্তু ঐ আলোক তোমাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার যে কি অবস্থা হইবে, তাহা বিবেচনা করা তোমার পক্ষে পরামর্শ-জনক।

আর যখন তোমার ঈদৃশ অবস্থা ঘটে, তখন তুমি স্মরণ করিও যে, সেই আলোক তোমার চেতনার জন্য ও আমার গৌরবের জন্য আমি ক্ষণ-কালের নিমিত্ত তোমা হইতে অপসারিত করিয়াছি, কিন্তু তাহা পুনঃ ফিরিয়া আসিতে পারে।

তোমার ইচ্ছানুসারে সকল বিষয় সর্ব্বদা মঙ্গলজনক হওয়া অপেক্ষা বরং ঈদৃশ পরীক্ষা অনেকবার তোমার পক্ষে লাভজনক বলিয়া মনে করিও।

কেননা মনুষ্যের যোগ্যতা তাহার অধিক দর্শন-প্রাপ্তি ও সান্ত্বনা-প্রাপ্তি ও শাস্ত্র-নৈপুণ্য কিম্বা উচ্চতর পদ-প্রাপ্তি দ্বারা হয় না। কিন্তু যদি মনুষ্য প্রকৃত নম্রতায় সংস্থাপিত ও ঐশিক প্রেমে পূর্ণ হয়, যদি সে সর্ব্বদা পবিত্র এবং সরলভাবে ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করে, যদি সে আপনাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে এবং নিজেকে সরলভাবে তুচ্ছ করে, এবং অন্য দ্বারা সম্মানিত হওয়া অপেক্ষা বরং উপেক্ষিত হইলে অধিক আনন্দ করে, তবে এই সকলই তাহার যোগ্যতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়।

---

৮ অধ্যায়।

ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান।

ধূলি ও ভস্মমাত্র যে আমি, আমি কি প্রভুর সহিত কথা কহিব? * যদি আমি আপনাকে বড় বলিয়া গণনা করি, তবে তুমি আমার বিরুদ্ধে

* আদি ১৮; ২৭।

দণ্ডায়মান হও! আমার অপরাধ সকল আমার বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দেয়, আর আমি সেই সাক্ষ্য অসিদ্ধ করিতে পারি না।

কিন্তু যদি আমি আপনাকে অবনত করি, এবং আমি কিছুরই মধ্যে গণ্য নই, এমন অবস্থায় আপনাকে আনয়ন করি, এবং সকল আত্ম-সমাদর হইতে পিছাইয়া ধূলিতে আপনাকে মিশ্রিত করি, তবে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল প্রসাদ আমার প্রতি প্রদত্ত হইবে ও তোমার আলোক আমার অন্তঃকরণের নিকটবর্ত্তী হইবে, এবং তখনই সকল প্রকার আত্ম-সমাদর (তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) আমার অসারতার উপত্যকায় বিলুণ্ঠিত এবং চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইবে।

তথায় তুমি আমাকে আমার প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দিবে, এবং তখনই আমি জানিতে পারিব যে, আমি কে, কি ছিলাম, এবং কোথায়ই বা আসিয়াছি, কেননা আমি যে কিছুই নই, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, তবে আমি কিছুই নই, আমি দুর্ব্বলতার সমষ্টিমাত্র, কিন্তু যদি এক নিমিষের জন্য আমার প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ বলবান্ হই এবং নূতন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠি।

আর বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি নিজের ভারে সতত অধঃপতিত হইলেও, তোমার কৃপাতেই আমি সমুন্নত হই এবং তোমার আলিঙ্গনে আমার জীবন ধন্য হইয়া উঠে।

তোমার গভীর প্রেমই ইহার কারণ, তাহা বিনামূল্যে আমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া কত অভাবে আমাকে সাহায্য করে, কত আসন্ন সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করে এবং কত শত মন্দ হইতে সত্য সত্যই আমাকে উদ্ধার করে।

কেননা বাস্তবিক আমি অন্যায় আত্ম-প্রেম হেতু আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, কিন্তু কেবল তোমার অন্বেষণ এবং তোমাকে পবিত্ররূপে প্রেম করিয়া আমি আমার নিজের পরিচয় পাইয়াছি ও তোমাকে পাইয়াছি, এবং সেই প্রেম দ্বারা আপনাকে অধিকতর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া আমি অকিঞ্চিৎ-কর হইতে শিখিয়াছি।

হে প্রিয়তম প্রভো, হে যীশু, তুমি আমার সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা এবং যাহা কিছু আমি প্রত্যাশা করিতে বা তোমার কাছে চাহিতে সাহস করি, তাহা অপেক্ষাও তুমি অধিকতর কৃপার ব্যবহার আমার সহিত করিতেছ।

হে ঈশ্বর, তুমি ধন্য! কেননা যদিও আমি কোন উপকার-প্রাপ্তির অযোগ্য, তথাচ তোমার মহাদানশীলতা এবং অসীম দয়া কৃতঘ্নদিগের প্রতি এবং যাহারা তোমা হইতে ফিরিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রতি মঙ্গল বর্ষণ করিতে কখনও ক্ষান্ত হয় না।

তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার প্রতি ফিরাও, যেন আমরা কৃতজ্ঞ, নম্র এবং ধার্ম্মিক হইতে পারি; কেননা তুমিই আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের সাহস এবং আমাদের বল।

---

৯ অধ্যায়।

ঈশ্বরেই সকল বিষয়ের পরিণতি।

হে বৎস, যদি তুমি সত্যরূপে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাকেই তোমার সর্ব্ব বিষয়ের প্রধান ও পরিণাম জ্ঞান করা উচিত।

তোমার ঈদৃশ দৃঢ় মনন থাকিলে তোমার সেই প্রেম ক্রমশঃ পবিত্রীকৃত হইবে, এবং যাহা এক্ষণে প্রায় সর্ব্বদাই বিপথগামী হইয়া তোমার এবং জগতের বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হইতেছে, তাহা তখন উন্নত হইবে।

কেননা যদি কোন বিষয়ে তুমি আত্ম-চেষ্টা কর, তবে মনে রাখিও, তৎক্ষণাৎ তুমি ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া পড়িবে।

এই কারণে আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি সকল বিষয়ের জন্য আমার দয়ার প্রতি নির্ভর কর, কেননা যিনি তোমাকে সকলই দান করিয়াছেন, আমিই সেই।

মনে রাখিও যে, যিনি সর্ব্বোপরিস্থ সেই মঙ্গলময়ের নিকট হইতেই সকল বিষয় তোমার নিকটে আইসে, এবং সেই জন্যই সকল বিষয়ের আদি কারণ বলিয়া আমাকে তোমার স্বীকার করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

যেমন সজীব উৎস হইতে, তদ্রূপ আমার নিকট হইতেই ক্ষুদ্র ও মহান্, দরিদ্র ও ধনবান্ সকলেই জীবনদায়ক জল গ্রহণ করে, এবং যাহারা হৃষ্টমনে ইচ্ছা-পূর্ব্বক আমরা সেবা করে, তাহারা অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ পাইয়া ধন্য হয়।

কিন্তু যে কেহ আমা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের শ্লাঘা করে, কিম্বা

নিজের মঙ্গল নিজে করিয়াছে বলিয়া আনন্দ করে, সে কখনও সত্যানন্দে প্রস্থাপিত হইতে পারিবে না ও অন্তঃকরণের বিশালতা লাভ করিবে না, কিন্তু অনেক বিষয়ে ভারগ্রস্ত এবং সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে।

এই জন্য তোমার নিজ হইতে যে কোন মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, কিম্বা অন্য কোন মনুষ্যে যে কোন উত্তমতা আছে, এমন বলা তোমার উচিত নহে; কিন্তু সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, এই কথাই বল, কেননা তাঁহা ব্যতিরেকে মনুষ্যের আর কি আছে?

আমি সকলই তোমাকে দান করিয়াছি, এবং আমার ইচ্ছা এই যে, আমি যেন তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্ব্বার পাই; এবং আমার সকল দয়ার পরিশোধে যেন তুমি যথোচিত ধন্যবাদ কর।

এ সেই ঐশিক সত্য, যদ্দ্বারা অসার শ্লাঘা দূরীকৃত হয়। আর যদি স্বর্গীয় প্রসাদ এবং সত্য প্রেম তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে আর তোমার ঈর্ষা কিম্বা অন্তঃকরণের সঙ্কীর্ণতা থাকিবে না, এবং তখন তুমি নিজ প্রেমেও তত ব্যস্ত হইবে না।

কেননা স্বর্গীয় প্রেম, সহজেই সকল বিষয় পরাজয় করে, এবং আত্মার সকল ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

বৎস, যদি তুমি বিজ্ঞ হও, তবে তুমি কেবল আমাতেই আনন্দ করিবে এবং কেবল আমাতেই প্রত্যাশা রাখিবে। কেননা ঈশ্বর ব্যতীত এমন সৎ আর কেহই নাই, যাঁহাকে সকল বিষয় অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিতে এবং সকল বিষয়েরই জন্য ধন্যবাদ করিতে পারা যায়।

---

১০ অধ্যায়।

জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা ঈশ্বর-সেবাকে সুমধুর করিয়া তুলে।

হে প্রভো, এক্ষণে আমি পুনর্ব্বার কথা বলিব, আর নীরব থাকিব না; আমার ঈশ্বর, আমার প্রভু, আমার রাজা, তুমি উচ্চে আসীন,

তোমার সহিতই আলাপ করিব, "আহা! তোমার প্রদত্ত মঙ্গল কেমন মহৎ, তাহা তুমি তোমার ভয়কারীদের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ।" *

কিন্তু যাঁহারা তোমাকে প্রেম করেন এবং সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত তোমার সেবা করেন, তাঁহাদের পক্ষে তুমি কেমন মনোহর !

সত্যই, তোমার বিষয় চিন্তা করায় অনির্ব্বচনীয় সুখ ; যাঁহারা তোমাকে প্রেম করেন, তাঁহাদিগকে তুমি সেই সুখ দান করিয়া থাক।

যখন আমার কোন সত্তা ছিল না, তুমি আমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছ, যখন আমি তোমা হইতে বিপথে দূরে গমন করিয়াছিলাম, তুমি পুনর্ব্বার আমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছ, যেন আমি তোমার সেবা করি, এবং তুমি আদেশ করিয়াছ, যেন আমি তোমাকে প্রেম করি, কারণ ইহাতেই বিশেষরূপে তুমি তোমার প্রেমের মাধুর্য্য আমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছ।

হে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের উৎস ! তোমার বিষয়ে আমি কি বলিব ?

আমি নিতান্ত মলিন হইয়া বিনাশের পথে ধাবিত হইলেও তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছ। হে নাথ, আমি কি প্রকারে তোমার এই অসীম প্রেম বিস্মৃত হইতে পারি ?

আশাতীত দয়া এবং অনুপম অনুগ্রহ ও প্রেম তুমি তোমার দাসের প্রতি প্রদর্শন করিয়াছ।

তোমার এই মহা অনুগ্রহের জন্য আমি তোমাকে কি প্রত্যর্পণ করিতে পারি ? সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া এবং জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, উদাসীনের ন্যায় জীবন যাপন করিবার শক্তি সকলকে ত প্রদত্ত হয় না।

সমস্ত সৃষ্টি তোমার সেবা করিতে বাধ্য, সুতরাং তোমার সেবা করা কি আমার বড় অধিক কর্ম্ম ?

তোমার সেবা করা আমার পক্ষে কিছুতেই অধিক নহে, কিন্তু তুমি যে আমার ন্যায় দরিদ্র ও অযোগ্য এক জনকে তোমার সেবার্থে গ্রহণ করিতে এবং তোমার প্রিয় দাসদের সহিত এক করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

প্রভো, আমার যাহা কিছু আছে এবং যদ্দ্বারা আমি তোমার সেবা করিয়া

---

* গীত ৩১ ; ১৯।

থাকি, সে সকলই তোমার। আমি যে পরিমাণে তোমার সেবা করি, বরং তদপেক্ষা অধিক তুমিই আমার পরিচর্য্যা করিতেছ !

আহা, যে স্বর্গ ও পৃথিবী তুমি মনুষ্যের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছ, তাহারা অবহিত হইয়া, তুমি যাহা আজ্ঞা করিয়াছ, মনুষ্যের জন্য তাহারা প্রত্যহ তাহা সম্পাদন করিতেছে।

ইহা ত অতি ক্ষুদ্র বিষয়, তুমি আবার মনুষ্যের পরিচর্য্যা করণার্থ দূতগণকেও নিয়োজিত করিয়াছ।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি অনুগ্রহ করিয়া স্বয়ং মনুষ্যের সেবা করিবার জন্য এবং মনুষ্যের পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনাকে দান করিয়াছ !

এই সকল মহা উপকারের জন্য আমি তোমাকে কি দিতে পারি ? আমি যেন সমস্ত জীবন তোমার সেবায় যাপন করিতে পারি, এই আমার বাসনা। আহা ! এক দিনও যদি আমি উপযুক্তরূপে তোমার সেবা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম।

তুমিই সকল সেবার, সকল সম্ভ্রমের এবং অনন্ত প্রশংসার যোগ্য।

সত্যই তুমি আমার প্রভু এবং আমি তোমার দীনহীন দাস ; আমি সমস্ত শক্তির সহিত তোমার সেবা করিতে বাধ্য। তোমার প্রশংসা করিতে ক্লান্ত হওয়া আমার কখনই উচিত নহে।

ইহাই করিতে আমি ইচ্ছা করি, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা, আর আমার যাহা কিছু অভাব আছে, আমি বিনয় করি, তুমিই অনুগ্রহ করিয়া তাহা যোগাইয়া দেও।

তোমার সেবা এবং তোমার জন্য সকল বস্তু তুচ্ছ জ্ঞান করাই আমার পক্ষে মহা সম্ভ্রম ও গৌরবের বিষয় হউক।

কেননা, যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার পরম পবিত্র দাসত্বের জন্য আপনাদিগকে সমর্পণ করেন, তাঁহাদিগকে মহা অনুগ্রহ প্রদত্ত হইবে।

যাঁহারা তোমার প্রেমের জন্য সাংসারিক সকল আনন্দ ত্যাগ করেন, তাঁহারাই পবিত্র আত্মার মধুরতম সান্ত্বনা পাইবেন।

যাঁহারা তোমার নামের জন্য সাংসারিক সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই যথেষ্ট আন্তরিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেন।

আহা, ঈশ্বরের সেবা কি মধুর ও আনন্দদায়ক! তদ্দ্বারা মনুষ্য যথার্থই স্বাধীন ও পবিত্র হয়।

আহা, ধর্ম্মজনিত দাসত্বের অবস্থা কি পবিত্র! তাহা মনুষ্যকে দূতগণের সমতুল্য করে; তাহা ঈশ্বরের সন্তোষকর এবং শয়তানের ভীতি-উৎপাদক করে, তাহা মনুষ্যকে বিশ্বস্তদের দ্বারা প্রশংসিত হইবার যোগ্য করে।

আহা, মধুর এবং চির আকাঙ্ক্ষিত সেবা, তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিলে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল দ্বারা পুরস্কৃত হই, এবং নিত্যস্থায়ী আনন্দ লাভ করি।

---

১১ অধ্যায়।

অন্তর-বাসনার পরীক্ষা ও সংযম।

বৎস, এখন পর্য্যন্ত তুমি সুচারুরূপে সকল বিষয় শিক্ষা কর নাই, এখনও এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা তোমার শিক্ষা করা আবশ্যক।

হে প্রভো, সে সকল বিষয় কি?

বৎস, তোমার ইচ্ছানিচয় যেন আমার মঙ্গলেচ্ছার অনুরূপ হয়, এবং তুমি আত্ম-প্রেমী না হইয়া যেন আমার ইচ্ছার একান্ত অনুগামী হও।

নানা প্রকার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা সর্ব্বদা তোমার মনে উদিত হইয়া তোমাকে বল পূর্ব্বক চালিত করে, কিন্তু সেইরূপ চালনা আমার সম্ভ্রম বৃদ্ধির জন্য কিম্বা তোমার স্বার্থের জন্য হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিও।

যদি আমিই সেই সকলের কারণ হই, তবে যাহা কিছু আমি তোমার জন্য নিরূপণ করি, তুমি তাহাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকিও। কিন্তু যদি তোমার মধ্যে কোন আত্ম-চেষ্টা প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে মনে রাখিও, তাহাই তোমাকে বাধা দিবে এবং ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে।

অতএব সাবধান, আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া আপনার ইচ্ছার উপরে কখনও নির্ভর করিও না, পাছে তোমাকে অনুতাপ করিতে হয়, কিম্বা পাছে প্রথমে যাহা তোমার সন্তোষজনক ছিল, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া

ব্যগ্রতা পূর্ব্বক যাহা পাইতে তুমি ইচ্ছা করিতে, তাহা অসন্তোষজনক হইয়া উঠে।

কেননা যাহা কিছু আশু উত্তম বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তৎক্ষণাৎ করা, এবং যাহা কিছু আশু তাহা উত্তমের বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, তাহাই এককালে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

তোমার উত্তম ইচ্ছা এবং চেষ্টারও কখন কখন প্রতিরোধ আবশ্যক, পাছে অধিক উত্তেজনা দ্বারা তোমার মনের ব্যাকুলতা জন্মে, পাছে আত্মশাসনাভাবে তুমি অন্যকে বিঘ্ন দাও, পাছে তুমি পুনর্ব্বার অন্য হইতে ব্যাঘাত ও প্রতিরোধ পাইয়া হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া পতিত হও।

শরীরকে আত্মার বশীভূত করণার্থে কখন কখন তোমার বীরত্ব অবলম্বন ও শারীরিক অভিলাষ বীরবৎ প্রতিরোধ করা আবশ্যক।

আর যে পর্য্যন্ত শরীর সকল বিষয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত না হয় ও অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইতে না শিখে, সামান্য ও সকল বিষয়ে আনন্দ না করে, এবং অসুবিধার বিরুদ্ধে বচসা করিতে ক্ষান্ত না হয়, ততকাল তোমার শরীরকে শাস্তি দেওয়া এবং বলপূর্ব্বক তাহাকে যোঁয়ালি বহন করান তোমার উচিত।

---

১২ অধ্যায়।

ধৈর্য্য এবং ইন্দ্রিয়-দমন।

হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি যে, ধৈর্য্য আমার পক্ষে অতি আবশ্যক, কেননা এই জীবনে এমন অনেক বিষয় সংঘটিত হয়, যাহাতে আমাদের ইচ্ছার সহিত অপরের ইচ্ছার ঘাত প্রতি-ঘাত ঘটে।

যে কোন পন্থাই আমি নিজ শান্তির জন্য মনোনীত করি না কেন, কিছুতেই আমার জীবন যুদ্ধবিরহিত এবং দুঃখশূন্য হইতে পারে না।

বৎস, ইহা যথার্থ, কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, পরীক্ষা-শূন্য শান্তি, অথবা যে শান্তিতে কোন প্রতিকূল বিষয়ের উপলব্ধি না হয়, তুমি তাহার

অন্বেষণ করিও না, বরং মনে করিও যে, যখন নানাবিধ ক্লেশ ও অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ দ্বারা পরীক্ষিত হও, তখনই তুমি প্রকৃত শান্তি পাইয়াছ।

যদি বল যে, তুমি এখন অধিক কষ্ট সহ্য করিতে পার না, তবে বৎস, পরকালে তুমি কি প্রকারে অগ্নি-পরীক্ষা সহ্য করিবে? দুইটী মন্দের মধ্যে যেটী লঘু, সেইটীকেই সর্ব্বদা তোমার মনোনীত করা উচিত।

অতএব ভবিষ্যতের নরক-দণ্ড এড়াইবার জন্য, ধৈর্য্যপূর্ব্বক ঈশ্বরের উদ্দেশে ক্ষণস্থায়ী সকল মন্দ সহ্য করিতে চেষ্টা কর।

তুমি কি মনে করিতেছ যে, এই জগতের মনুষ্যেরা কিছুই কষ্ট সহ্য করে না, অথবা তাহারা অত্যল্প সহ্য করে? যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিলাসী, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে যে, তাহা প্রকৃত নয়।

কিন্তু তুমি বলিবে যে, তাহাদের অনেক প্রকার আনন্দের কারণ আছে, তাহারা নিজ ইচ্ছার অনুগমন করে, তন্নিমিত্ত নিজ দুঃখে তাহারা বিশেষ ভারাক্রান্ত হয় না।

ভাল, তাহাই যদি হয় যে, তাহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করে, তবে কত কাল তাহারা এইরূপ করিতে পারিবে, সে বিষয় তুমি কি চিন্তা কর?

মনে রাখিও, এই জগতের ধনীরা ধূমের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহাদের জীবনের সুখের কোন স্মৃতিও বর্ত্তমান থাকিবে না।

ইহা সত্য যে, জীবনকালেও তাহারা সাংসারিক সুখের সময়ে তিক্ততা, ক্লান্তি ও ভয় ব্যতীত বিশ্রাম অনুভব করে নাই।

কেননা তাহারা, যাহাতে সুখ আছে বলিয়া অনুমান করে, সেই বিষয়েই অনেকবার দুঃখরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহাও যথার্থ বটে, যাহারা অপরিমিত সুখের অন্বেষণ ও অনুগমন করে, সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের লজ্জা এবং তিক্ততার ভোগ অনুভূত হইয়া থাকে।

হায়! সেই সমস্ত সুখ কেমন ক্ষণিক, কেমন অলীক, কেমন অবৈধ, এবং কেমন জঘন্য!

তথাচ মনুষ্যেরা এমন মত্ত ও অন্ধ যে, তাহারা তাহা বুঝে না, কিন্তু জ্ঞানহীন পশুদের ন্যায় এই ক্ষয়ণীয় জীবনের অসার সুখভোগের জন্য তাহারা স্ব স্ব আত্মার মৃত্যু সংঘটিত করে!

অতএব হে বৎস, তুমি আপনার অভিলাষের অনুগামী হইও না, কিন্তু

নিজ কামনা হইতে ক্ষান্ত হও। প্রভুতেই আনন্দ কর, তিনি তোমার অন্তঃকরণের প্রার্থনীয় সকলই তোমাকে দান করিবেন।

কেননা যদি তুমি সত্য আনন্দ বাঞ্ছা কর এবং আমা হইতে প্রচুর সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতে চাও, তাহা হইলে সকল জাগতিক বিষয় তুচ্ছ এবং সকল ঘৃণিত আনন্দ বর্জ্জন করিলে তুমি আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে, এবং তোমাকে প্রচুর সান্ত্বনা প্রদত্ত হইবে।

আর তুমি সৃষ্ট জীবের সমস্ত সান্ত্বনা হইতে আপনাকে যত অপসারিত করিবে, ততই তুমি আমাতে অধিকতর মধুর এবং উৎকৃষ্ট সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু মনে রাখিও, প্রথমে তুমি জীবনে দুঃখভোগ এবং কঠোর সংগ্রাম ব্যতীত ঈদৃশ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতে পার না।

তোমার পুরাতন স্বভাব-জাত অভ্যাস তোমার প্রতিকূলাচরণ করিবে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং নিষ্ঠাসম্পন্ন অভ্যাস দ্বারা তুমি তাহা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে।

তোমার শরীরও তোমার বিরুদ্ধে বচসা করিবে, কিন্তু আত্মার কঠোর সাধনার ফলে তুমি তাহাকেও দমন করিতে পারিবে।

পুরাতন সর্প তোমাকে প্রলুব্ধ এবং বিরক্ত করিবে, কিন্তু প্রার্থনা দ্বারা তুমি তাহাকে দূরীভূত করিতে পারিবে; ইহা ব্যতিরেকে ন্যায্য এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত কার্য্য দ্বারা তুমি তাহার পথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে।

---

১৩ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের আদর্শে নম্র ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা।

বৎস, আজ্ঞাবহতা হইতে যে কেহ আপনাকে অপসারিত করিতে চেষ্টা করে, সে ভগবৎ অনুগ্রহ হইতে আপনাকে অপসৃত করে, এবং যে কেহ স্বার্থ চেষ্টা করে, সে, যে আশীর্ব্বাদ সকল ভ্রাতা পায়, তাহাও সে হারাইয়া ফেলে।

যে কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক এবং হৃষ্টচিত্তে স্বীয় গুরুজনের বশীভূত না হয়, তাহার শরীর যে এখনও সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীনতা স্বীকার করে নাই, কিন্তু সর্ব্বদা তাহার বিরুদ্ধে বচসা এবং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিতেছে, ইহাই তদ্দ্বারা সে সপ্রমাণ করে।

অতএব যদি তুমি তোমার নিজ শরীরকে যোঁয়ালীর নীচে রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে স্বীয় গুরুজনের অধীনে থাকিতে শীঘ্রই শিক্ষা কর।

মনে রাখিও, যদি তোমার অন্তর-মনুষ্য বিনষ্ট না হইয়া থাকে, তবে তোমার বাহ্য শত্রু শীঘ্রই পরাজিত হইবে।

তুমি যদি তোমাব আত্মার সহিত সম্মিলনের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ না কর, তবে নিশ্চয় জানিও, তুমিই তোমার পরম শত্রু!

যদি তুমি রক্তমাংসকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার আপনাকে তুচ্ছ করা নিতান্তই আবশ্যক।

তুমি এখনও আপনাকে অতিমাত্র প্রেম করিয়া থাক, সেই জন্যই অন্যের ইচ্ছার অধীনে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে তুমি ভীত হইয়া থাক।

আমি যখন সর্ব্বশক্তিমান্ ও পরাৎপর এবং সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও তোমার জন্য আপনাকে বিনীতভাবে মনুষ্যের অধীন করিয়াছি, তখন তুমি যে কেবল ধূলি ও অসারতা মাত্র হইয়াও ঈশ্বরের জন্য আপনাকে কোন মনুষ্যের বশীভূত কর, তাহা কি খুব বড় বিষয় হইল?

বৎস, তুমি যেন আমার নম্রতাদ্বারা তোমার অহঙ্কারকে পরাজয় করিতে পার, এই জন্যই সকল মনুষ্য অপেক্ষা আমি আপনাকে অধিক নম্র ও অতি তুচ্ছনীয় করিয়াছি।

হে ধূলি মাত্র মনুষ্য, আজ্ঞাবহ হইতে শিক্ষা কর। হে অসার মৃত্তিকা, হে ঘৃণিত কর্দ্দম, তুমি আপনাকে অবনত করিতে ও সকল মনুষ্যের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে শিক্ষা কর।

তুমি নিজ ইচ্ছা ভগ্নচূর্ণ করিতে এবং আপনাকে সকল অধীনতার বশীভূত করিতে শিক্ষা কর।

তুমি আপনার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রজ্বলিত কর; কোন প্রকার অহঙ্কারকে তোমার মধ্যে অবস্থিতি করিতে দিও না, কিন্তু তুমি আপনাকে

এমন নম্রতা এবং ক্ষুদ্রতায় পরিণত কর, যেন সকলে তোমার উপর দিয়া গমন করে, এবং পথের কর্দ্দমের ন্যায় তোমাকে দলন করিতে পারে।

হে নির্ব্বোধ, বচসা করিবার কি তোমার কিছু আছে?

ঘৃণিত পাপিন্! তুমি যে এত বার ঈশ্বরকে বিরক্ত করিয়াছ, এবং আপনাকে নারকী করিয়া তুলিয়াছ, যাঁহারা তোমাকে এ বিষয়ে অনুযোগ করেন, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বলিবার তোমার কি আছে?

কিন্তু মনে রাখিও, পতন হইতে আমিই তোমাকে রক্ষা করিয়াছি, কেননা তোমার আত্মা আমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য। তুমি যেন আমার প্রেম জানিতে পার, আমাদত্ত উপকারের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিতে পার, এবং সত্য অধীনতায় ও নম্রতায় আপনাকে প্রতিনিয়ত সমর্পণ করিতে পার, আর যে আত্মনির্ব্বেদ তোমার স্বভাবজাত হওয়া উচিত, তাহা যেন ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহ্য করিতে পার, এই জন্যই আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি।

---

১৪ অধ্যায়।

আত্মপুণ্যবর্জ্জন ও ঈশ্বরের গূঢ় বিচার সম্বন্ধে চিন্তা।

হে প্রভো, তোমার বিচারাজ্ঞা সকল আমার উপরে যেন বজ্রবৎ প্রকাশ পাইতেছে! তুমি আমার সমস্ত অস্থিকে ভয়ে কম্পমান করিতেছ, এবং আমার প্রাণ অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়াছে!

আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছি এবং সভয়ে চিন্তা করিতেছি যে, স্বর্গও তোমার দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নহে!

যখন তুমি দূতগণের মধ্যেও দুষ্টতা পাইয়াছ এবং তাঁহাদিগকেও ক্ষমা কর নাই, তখন আমার অবস্থা কি হইবে?

স্বর্গ হইতে তারাগণ পর্য্যন্ত যখন পতিত হইয়াছে, তখন ধূলিমাত্র যে আমি, আমি কিরূপে স্বীয় সাহসের প্রতি নির্ভর করিতে পারি?

যাঁহাদের কার্য্য প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইত, তাঁহারা গভীর স্থানে পতিত,

হইয়াছেন ; এবং যাঁহারা দূতগণের ভক্ষ্য ভোজন করিতেন, তাঁহাদিগকে শূকরের খাদ্যে আনন্দ করিতে দেখিয়াছি !

অতএব হে প্রভো, তুমি যদি স্বীয় হস্ত অপসারণ কর, তাহা হইলে কোন পবিত্রতাই থাকিতে পারে না। তুমি যদি পথ দেখাইতে ক্ষান্ত হও, কোন জ্ঞানই কার্য্যকর হওয়া সম্ভবে না। তুমি যদি রক্ষা করিতে নিবৃত্ত হও, কোন সাহসিকতাই আশ্রয় দান করিতে পারে না। তুমি যদি অনুকূল না হও, কোন সাধুতাই নিরাপদ থাকিতে পারে না। তোমার পবিত্র তত্ত্বাবধান যদি আমাদিগের সহবর্ত্তী না হয়, তাহা হইলে আমাদের কোন যত্নই কোন কার্য্যে আসিতে পারে না।

কারণ ইহা সত্য যে, যদি তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা স্বেচ্ছামত চলি, তবে গভীর পঙ্কে নিমগ্ন ও বিনষ্ট হই, কিন্তু তুমি যদি আমাদের উপরে কৃপা-দৃষ্টিপাত কর, আমরা উন্নত ও জীবিত হইয়া উঠি।

সত্য, আমরা অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু তোমাদ্বারা বল প্রাপ্ত হই ; আমরা শীতল হইয়া পড়ি, কিন্তু তোমাদ্বারা আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠি।

হায়, কেমন নম্র ও তুচ্ছ বলিয়া আমার আপনাকে গণনা করা উচিত ! আমার কোন সদ্‌গুণ আছে, এমন বলিয়া যদি বোধ হয়, তবে তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান কখনই আমার উচিত নয়।

হে প্রভো, তোমার ন্যায়-বিচারাজ্ঞার অধীনে কত অধিক নম্রতাসহকারে আমার বশীভূত হওয়া উচিত। কেননা আমি অসারের অসার এবং কেবলই অসারমাত্র।

হায়, আমার ভার কি অপরিমেয় ! আমার সম্মুখে কি দুস্তর সমুদ্র ! আমি দেখিতে পাইতেছি যে, আমি সম্পূর্ণ অসার, আমাতে কিছুই উত্তমতা নাই।

আমাতে আত্মশ্লাঘা ও আত্মগৌরবের বিষয় আর কোথায় রহিল ?

তোমার ন্যায়-বিচারের জলধিতে আমার সমস্ত অসার শ্লাঘা কবলিত হইল।

মাংস সকলই বা তোমার দৃষ্টিতে কি ?

কর্দ্দম কি তাহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তার বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিতে পারে ?

যাঁহার অন্তঃকরণ বাস্তবিকই ঈশ্বরের বশীভূত হইয়াছে, তিনি কি প্রকারে অসার বাক্যের দ্বারা গর্ব্ব করিতে পারেন ?

সত্য যাঁহাকে আপনার বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহাকে সমস্ত জগৎ উচ্চ করিলেও তিনি স্ফীতবক্ষ হইতে পারেন না, এবং যিনি ঈশ্বরে সমস্ত প্রত্যাশা দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিয়াছেন, সমস্ত জিহ্বা তাঁহার প্রশংসা করিলেও তিনি কিছুতেই বিচলিত হন না এবং আনন্দে আত্মহারা হন না।

কারণ যাহারা কথা কহে, অর্থাৎ প্রশংসা বা নিন্দা করে, মনে রাখিও, তাহারা পর্য্যন্ত অসারের অসার, যেহেতু তাহারা তাহাদের অসার বাক্যসহ বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু প্রভুর সত্য চিরকাল বিরাজিত থাকিবে। *

---

১৫ অধ্যায়।

প্রকৃতি এবং ইচ্ছায় প্রভুর সম্পূর্ণ বশ্যতা।

বৎস, তুমি সকল বিষয়ে এইরূপ বলিতে শিক্ষা কর, হে প্রভো, যদি ইহা তোমার সন্তোষজনক হয়, তবে এইরূপ ঘটিতে দাও।

হে প্রভো, যদি ইহা তোমার গৌরবের জন্য হয়, তবে তোমার নামে ইহা হইতে দাও।

হে প্রভো, যদি ইহা আমার পক্ষে উপযুক্ত, এবং আমার হিতজনক বলিয়া তুমি মনে কর, তবে এই বিষয়টী যেন তোমার গৌরবের জন্য আমি করিতে পারি, আমার প্রতি এমত অনুগ্রহ কর।

কিন্তু প্রভো, যদি তুমি জান যে, ইহা আমার পক্ষে হানিজনক হইতে পারে এবং ইহাদ্বারা আমার আত্মার মঙ্গল হইবে না, তবে আমার মন হইতে এরূপ ইচ্ছা দূরীভূত কর।

কেননা ঈদৃশ ইচ্ছা মনুষ্যের দৃষ্টিতে যথার্থ ও উত্তম বোধ হইলেও সকল ইচ্ছাই পবিত্র আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় না।

কোন সাধু বা মন্দ আত্মা তোমাকে ইহা, কি উহা, করাইতে প্রলুব্ধ করিতেছে, অথবা তুমি তোমার নিজ আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া তাহা করিতেছ, ইহার স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অতি কঠিন।

---

* গীতসংহিতা ১১৭ ; ২।

যাঁহারা প্রথমে উত্তম আত্মা দ্বারা চালিত হইতেছেন, এমন দেখাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অবশেষে ভ্রান্ত হইয়াছেন।

অতএব অভিলষণীয় বিষয়গুলির সিদ্ধির জন্য আমার ভয়ে এবং অন্তঃকরণের নম্রতায় সর্ব্বদাই প্রার্থনা করা তোমার আবশ্যক। অধিকন্তু আমার ইচ্ছায় সম্মত হইয়া এবং সমস্ত বিষয়টি আমাতেই সমর্পণ করিয়া তোমার এইরূপ বলিতে শিক্ষা করা আবশ্যক ;—

হে প্রভো, আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কি, তাহা তুমি জান, সুতরাং ইহাই হউক, কি তাহাই হউক, যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহাই কর।

আমাকে যাহা ও যত তোমার ইচ্ছা এবং যখন তোমার ইচ্ছা হয়, দান কর।

আমার পক্ষে যেরূপ ব্যবহার তুমি উত্তম বিবেচনা কর, ও যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, এবং যাহা তোমার গৌরবের জন্য উপযুক্ত, আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই তুমি কর।

যেখানে তোমার ইচ্ছা, সেইখানেই তুমি আমাকে স্থাপন কর, এবং সকল বিষয়ে ঠিক যেমন তুমি ইচ্ছা কর, সেই প্রকারই আমার প্রতি ঘটুক।

আমি তোমারই হস্তে আছি, আমাকে তুমি ব্যবহার কর, এবং যে দিকে যে ভাবে তোমার ইচ্ছা আমাকে ঘুরাইয়া আন।

প্রভো, আমি তোমার দাস, সকল বিষয়ের জন্যই আমি প্রস্তুত আছি, কেননা আমি নিজ উদ্দেশে নয়, কিন্তু তোমারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আহা! যদি যোগ্য এবং সিদ্ধরূপে তাহা আমি করিতে পারি, তবেই আমি চরিতার্থ হইব।

জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা।

হে দয়াময় যীশু, তোমার অনুগ্রহ আমাকে প্রদান কর, যেন তাহা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এবং সকল কার্য্যে তাহা যেন আমার সহায়তা করে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহা যেন আমার প্রতি যত্নবান্ থাকে।

তোমার সাক্ষাতে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা প্রিয় এবং গ্রাহ্য, হে প্রভো, অনুগ্রহ কর, যেন তাহাই আমি সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি।

তোমারই ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হউক, আমার ইচ্ছা অবিরত তোমারই ইচ্ছার অনুগমন করুক, এবং তাহা তোমারই ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে সম্মিলিত হউক।

আমার হাঁ ও না তোমার সহিত অভিন্ন হউক, এবং যাহা তুমি ইচ্ছা কর বা না কর, তাহা ব্যতিরেকে আমাকে আর কিছুই ইচ্ছা করিতে বা ইচ্ছা না করিতে দিও না।

হে প্রভো, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি জাগতিক বিষয়ের পক্ষে মরিয়া যাই, এবং তোমার জন্য অবজ্ঞাত হইতে ও এই কালের লোকদের নিকটে অপরিচিত থাকিতে ভালবাসিতে পারি।

হে নাথ, অভীষ্ট সকল বিষয় অপেক্ষা আমি যেন তোমাতেই বিশ্রাম করিতে এবং আমার অন্তঃকরণকে তোমাতেই শান্তিতে রক্ষা করিতে সমর্থ হই।

তুমিই অন্তঃকরণের একমাত্র সত্য শান্তি, তুমিই একমাত্র বিশ্রাম, তোম ব্যতিরেকে অন্য সকল বিষয়ই কষ্টদায়ক ও চঞ্চল। তোমাতে বিদ্যমান সেই প্রকৃত শান্তিতে অর্থাৎ একমাত্র সর্ব্বপ্রধান চিরস্থায়ী মঙ্গল যে তুমি, আমি তোমাতেই বিশ্রাম করিতে এবং নিদ্রা যাইতে বাসনা করি। আমেন।

---

১৬ অধ্যায়।

প্রকৃত সান্ত্বনা একমাত্র ঈশ্বরেই অবস্থিত।

হে নাথ, আমার সান্ত্বনার জন্য যাহা কিছু আমার ইচ্ছা করা সম্ভবপর, আমি তাহা ইহকালে নয়, কিন্তু পরকালে পাইবার অপেক্ষা করিতেছি।

কেননা জগতের সমস্ত সান্ত্বনা যদিও আমি একাকী লাভ করিতে এবং জগতের সমস্ত সুখ ভোগ করিতে পাইতাম, তথাপি ইহা ধ্রুব-নিশ্চিত যে, সে সকল কখনই অধিককাল স্থায়ী হইত না।

অতএব হে আমার মন, তুমি মনে রাখিও যে, দরিদ্রের শান্তিদাতা ও নম্রের প্রতিপালক ঈশ্বর ব্যতীত তুমি সম্পূর্ণ সান্ত্বনা ও সিদ্ধ বিশ্রাম কখনই ভোগ করিতে পার না।

আমার মন, অল্প ক্ষণের জন্য অপেক্ষা কর, ঐশিক অঙ্গীকারের জন্য অপেক্ষা কর, স্বর্গে তুমি প্রচুর পরিমাণে সকল উত্তম বিষয় প্রাপ্ত হইবে।

হে আত্মন, মনে রাখিও, যদি তুমি ঐহিক বিষয় সকল অবৈধরূপে পাইবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে স্বর্গীয় ও চিরস্থায়ী বিষয় সকল হারাইবে।

পার্থিব বস্তু সকল ব্যবহার কর, কিন্তু চিরস্থায়ী বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা কর।

কোন পার্থিব মঙ্গল দ্বারা তুমি তৃপ্ত হইতে পার না, কারণ তাহা ভোগ করণার্থ তুমি সৃষ্ট হও নাই।

যদি সকল পার্থিব মঙ্গলও তুমি প্রাপ্ত হও, তথাপি তুমি তদ্দ্বারা সুখী বা ধন্য হইতে পারিবে না; কিন্তু যিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল সেই ঈশ্বরেই তোমার সমস্ত সুখ এবং আশীর্ব্বাদ নিহিত রহিয়াছে। নির্ব্বোধ সংসার-প্রেমীরা যাহা দেখে এবং যাহার প্রশংসা করে, তাহা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের উত্তম ও বিশ্বস্ত দাসেরা যাহার অপেক্ষা করেন, তুমি তাহাই কামনা কর। আত্মিক ও পবিত্রমনা লোকেরা, যাঁহাদের অন্তঃকরণ স্বর্গে নিবদ্ধ, কখন কখন তাঁহারা সেই সুখের ও আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বাস্বাদ এখানেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সমস্ত মানবীয় সান্ত্বনা ক্ষণিক ও অসার। অন্তরে যে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত আশীর্ব্বাদযুক্ত ও সত্য।

ভক্ত সর্ব্বস্থানে আপনার সহিত স্বীয় শান্তিকর্ত্তা যীশুকে লইয়া যান, এবং তাঁহাকে বলেন, হে প্রভো যীশু, সকল সময়ে ও সকল স্থানে তুমি আমার সঙ্গে উপস্থিত থাকিও।

হে নাথ, সমস্ত মানবীয় সান্ত্বনা বর্জ্জন করিয়া হৃষ্টমনে থাকাই আমার প্রকৃত সান্ত্বনা হউক।

যদি আমি তোমার প্রদত্ত কোন সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য না হই, তবে হে প্রভো, আমার বিষয়ে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা এবং তোমার প্রেরিত ন্যায্য পরীক্ষা, আমার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সান্ত্বনার বিষয় হউক; কেননা আমি জানি, তুমি সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ থাকিবে না, এবং নিরন্তর আমাকে ভর্ৎসনা করিবে না। *

---

* গীত ১০৩, ৯।

১৭ অধ্যায়।

সকল ভাবনার ভার ঈশ্বরের উপরে ন্যস্ত কর।

হে বৎস, তোমার প্রতি আমার ইচ্ছানুসারে আচরণ করিতে দাও, তোমার পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক ও উপযুক্ত, তাহা আমি জানি।

তুমি মনুষ্যের ন্যায় বিচার করিতেছ এবং মানবীয় জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া তুমি অনেক বিষয় চিন্তা করিয়া থাক।

হে প্রভো, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা নিতান্ত সত্য, কারণ আমি স্বয়ং যে চিন্তা ও যত্ন করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আমার জন্য তোমার চিন্তা ও যত্ন অনেক অধিক।

যে আপনার সমস্ত ভাবনার ভার তোমার উপরে অর্পণ না করে, সে অতিশয় অস্থায়ী ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রভো, যদি কেবল আমার ইচ্ছা তোমার প্রতি অকপট ও অবিচলিত থাকিতে পারে, তাহা হইলে যাহা কিছু তোমার ইচ্ছাসঙ্গত হয়, তাহাই আমার প্রতি ব্যবস্থা কর।

কেননা যাহা কিছু তুমি আমার প্রতি ব্যবস্থা কর, তাহা মঙ্গলসাধক ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

আমার অন্ধকারে থাকাই যদি তোমার ইচ্ছাসঙ্গত হয়, তবুও বলিব, তুমি ধন্য; আমার আলোকে থাকাই যদি তোমার ইচ্ছামত হয়, তবুও বলিব, তুমিই ধন্য; যদি তুমি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক সান্ত্বনা দান কর, বলিব তুমিই ধন্য; যদি তুমি আমাকে দুঃখ দিতে চাও, তবুও বলিব, তুমিই চির ধন্য।

বৎস, যদি তুমি আমার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা কর, এইরূপ অবস্থাই তোমার হওয়া উচিত। আনন্দ করিতে যেমন, দুঃখভোগ করিতেও তেমনি প্রস্তুত হওয়া তোমার উচিত।

পূর্ণ ও ধনবান্ হইলে যেমন, দরিদ্র ও দীনহীন হইলেও তেমনি হৃষ্টমনা হওয়া তোমার উচিত।

হে প্রভো, যাহা কিছু তোমার সম্মতিক্রমে আমার প্রতি বর্ত্তে, তাহা আমি হৃষ্টমনে সহ্য করিব।

তোমার হস্ত হইতে আমি ভাল ও মন্দ, মিষ্ট ও তিক্ত, আনন্দ ও দুঃখ, সকলই সমভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি ; যাহা কিছু আমার প্রতি ঘটে, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ হইব।

সকল পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলে মৃত্যু ও নরক, এই উভয়ের মধ্যে কাহাকেও আমি ভয় করিব না।

যদি তুমি চিরকালের জন্য আমাকে তোমা হইতে দূরীকৃত ও জীবন-পুস্তক হইতে আমার নাম লোপ না কর, তবে যে কোন দুঃখ ক্লেশ আমার প্রতি ঘটুক না কেন, তাহাতে আমার কোনই হানি হইবে না।

---

১৮ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের আদর্শে জাগতিক দুঃখ কষ্ট নীরবে বহন।

বৎস, তুমি যেন ধৈর্য্যের সহিত বিনা বচসায় সমস্ত জাগতিক দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করিতে শিক্ষা কর, এই জন্য তোমার পরিত্রাণার্থে আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছি এবং আমি তোমার সকল দুঃখ আপনার উপরে লইয়াছি। তোমার জন্য দুঃখ ভোগ করিতে আমি বাধ্য ছিলাম না, কিন্তু স্বেচ্ছায়, প্রেমে আকর্ষিত হইয়া আমি তাহা ভোগ করিয়াছি।

কেননা আমার জন্মকাল অবধি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত বিনা দুঃখভোগে এক দিনও আমার অতিবাহিত হয় নাই।

সকল পার্থিব বিষয়ের অভাব আমি সহ্য করিয়াছি ; আমার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা অনেক বচসা আমি শুনিয়াছি ; অপমান ও নিন্দা আমি নীরবে বহন করিয়াছি এবং আমি উপকারের পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা, আশ্চর্য্য ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে ঈশ্বর-নিন্দা, স্বর্গীয় শিক্ষার পরিবর্ত্তে ভর্ৎসনা পাইয়াছি।

হে প্রভো, তুমি এখানে জীবদ্দশায় ধৈর্য্যশীল ছিলে, এবং তদ্দ্বারা বিশেষ-রূপে তোমার পিতার আজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলে ; আমি দুর্ভাগ্য পাপী, তোমার ইচ্ছানুসারে এবং আমার মঙ্গলের জন্য যেন আমি ধৈর্য্যসহকারে আচরণ করিতে পারি, এবং যতকাল তুমি ইচ্ছা কর, ততকাল যেন আমি এই ক্ষয়ণীয় জীবনের ভার বহন করিতে সমর্থ হই।

কেননা যদিও এই পার্থিব জীবন আমাদের জ্ঞানে ভারযুক্ত, তথাচ তাহা তোমার কৃপাতে অতীব লাভজনক এবং তোমার দৃষ্টান্ত ও পবিত্র লোকদের পদচিহ্ন দ্বারা আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বলদের জন্য তাহা বহনযোগ্য ও দীপ্তিময় হইয়াছে।

মানবজীবন পুরাতন ব্যবস্থায় যে সান্ত্বনা পাইত, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অধিক সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ হইয়াছে; কেননা পূর্ব্বকালে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ ছিল, এবং স্বর্গের পথও অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাইত, এবং অত্যল্প লোকই স্বর্গ-রাজ্যের অন্বেষণ করিতে যত্নবান্ হইত।

যাঁহারা তখন যাথার্থিক এবং পরিত্রাণের পাত্র ছিলেন, তাঁহারাও তোমার দুঃখভোগের এবং পবিত্র প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

আহা, আমি তোমাকে কতই ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য, কেননা তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এবং সকল বিশ্বস্ত লোককে তোমার নিত্যস্থায়ী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত পথ দেখাইয়াছ।

কেননা তোমার জীবনই আমাদের পথ, এবং তুমিই আমাদের মুকুটস্বরূপ; পবিত্র ধৈর্য্য দ্বারা তোমার দিকেই আমরা গমন করি।

যদি তুমি আমাদের অগ্রে না যাইতে এবং শিক্ষা না দিতে, তবে কে ধর্ম্মের অনুগমন করিতে যত্নবান্ হইত?

আহা, তোমার অতি মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করিলে, কত লোক পশ্চাতে এবং অনেক দূরে পড়িয়া থাকিত!

হায়, তোমার আশ্চর্য্য কার্য্য এবং শিক্ষার বিষয় এত অধিক শ্রবণ করিয়াও আমরা এখন পর্য্যন্ত কত কদুষ্ণ হইয়া আছি! তোমার অনুগমন করিতে এমন মহৎ আলোক ও দৃষ্টান্ত যদি আমাদের সম্মুখে না থাকিত, হায়, তবে আমাদের কি দশা হইত!

---

১৯ অধ্যায়।

ক্ষতি স্বীকার এবং প্রকৃত ধৈর্য্য।

বৎস, তুমি কি বলিতেছ? আমার দুঃখভোগ এবং অন্য পবিত্র লোক-দিগের যন্ত্রণাভোগের বিষয় চিন্তা করিয়া বচসা হইতে ক্ষান্ত হও।

মনে রাখিও, তুমি অদ্যাপি "রক্তব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই।" * যাঁহারা বহু দুঃখ পাইয়াছেন, পরীক্ষিত হইয়াছেন, গুরুতর যন্ত্রণাভোগ করিয়া-ছেন, এবং অধিকতররূপে নিষ্পেষিত ও চূর্ণীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত তুলনা করিলে তুমি অত্যল্পই সহ্য করিয়াছ।

অতএব তুমি নিজের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখের ভার যেন সহজে বহন করিতে পার, এই জন্য সর্ব্বদা অন্যের অপেক্ষাকৃত গুরুতর [illegible] সকল তোমার স্মরণ করা উচিত।

যদি তোমার দুঃখ সকল তোমার নিকটে অতি ক্ষুদ্র বোধ না হয়, তবে সাবধান, কি জানি, পাছে তোমার নিজ অধৈর্য্যই তাহার কারণ হইতে পারে।

ক্ষুদ্রই হউক বা মহৎ হউক, সকল দুঃখকষ্টই ধৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্য করিতে চেষ্টা কর।

তুমি দুঃখভোগ করিতে আপনাকে যত উত্তমরূপে প্রস্তুত করিবে, ততই তাহা তোমার জ্ঞানের পরিচায়ক হইবে, এবং তুমি ততই অধিক পুরস্কার পাইবে। যদি তুমি যত্ন পূর্ব্বক দুঃখভোগের জন্য মনে ও অভ্যাসে প্রস্তুত থাক, তবে সকল দুঃখকষ্ট অধিক সহজে সহ্য করিতে পারিবে।

এরূপ বলিও না যে, অমুকের দেওয়া এই সকল কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারি না, আর এইরূপ সহ্য করাও আমার উচিত নয়, কারণ সেই ব্যক্তি আমার অনেক অনিষ্ট করিয়াছে, এবং যে সকল বিষয় আমি কখনও চিন্তাও করি নাই, সেই সকল বিষয়ে সে আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছে; কিন্তু অন্যের নিকট হইতে আগত দুঃখকষ্ট সহ্য করা যে পরিমাণে আমি ভাল মনে করিব, আমি তাহাই সহ্য করিব।

---

* ইব্রি ১২; ৪।

ঈদৃশী চিন্তা নিতান্ত অবোধ জনোচিত, কারণ ইহা ধৈর্য্য-প্রসূত কর্ম্মের দিকে দেখে না, এবং গৌরব-মুকুট প্রাপ্ত হইবার জন্য ধৈর্য্য কোথা হইতে জন্মিবে, তাহাও চিন্তা করে না, কিন্তু তাহা যে ব্যক্তি ক্ষতি করে তাহার বিষয় এবং আপনার ক্ষতির বিষয় অতি সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করে।

যে ব্যক্তি, আপনি যতদূর উত্তম জ্ঞান করে, কেবল ততটাই এবং যাহার নিকট হইতে সে ইচ্ছা করে, তাহারই নিকট হইতেই কেবল দুঃখভোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, সে প্রকৃত ধৈর্য্যশীল নয়।

কিন্তু প্রকৃত ধৈর্য্যশীল লোক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ, কি আপনার তুল্য, কি আপনা হইতে ক্ষুদ্র লোকের দ্বারা, কি উত্তম ও পবিত্র মনুষ্যের দ্বারা, কি যোগ্য ও অযোগ্য লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছেন, তাহা কখনও মনে স্থান দেন না।

প্রকৃত ধৈর্য্যশীল [illegible] সৃষ্ট সকল জীব হইতে সমভাবে যত দুঃখ হউক না কেন, আর যতই প্রতিকূল বিষয়ই ঘটুক না কেন, সকলই তিনি কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করেন এবং তাহা ঈশ্বরের হস্ত হইতে আসিয়াছে বলিয়া মহৎ লাভ-জনক বিষয় বলিয়া গণনা করেন।

কেননা কোন বিষয়, তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, যদি কেবল ঈশ্বরের নামে তাহা সহ্য করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাহা বিনা পুরস্কারে কখনও যাইতে পারে না।

অতএব যদি তুমি বিজয়ী হইতে চাও, তাহা হইলে সতত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিও, কেননা মনে রাখিও, যুদ্ধ বিনা ধৈর্য্যের মুকুট তুমি কখনও প্রাপ্ত হইতে পার না।

যদি তুমি দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে অনিচ্ছুক হও, তবে বলিতে হইবে, তুমি মুকুটে ভূষিত হইতে অস্বীকার করিতেছ। কিন্তু যদি তুমি গৌরব-মুকুট পাইতে ইচ্ছা কর, তবে বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ কর এবং ধৈর্য্যসহ সকলই সহ্য কর।

পরিশ্রম ব্যতিরেকে বিশ্রাম লাভ করা যায় না, বিনা যুদ্ধে জয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হে প্রভো, যাহা স্বভাবতঃ আমার অসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার অনুগ্রহে তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত করিয়া দাও।

তুমি জান যে, আমি অল্পই দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে পারি, এবং অতি ক্ষুদ্র ক্লেশ উপস্থিত হইলেই আমি অতি শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ি।

তোমার নামের জন্য দুঃখভোগের অভ্যাস আমার বাঞ্ছনীয় ও প্রিয় হইয়া উঠুক; কেননা তোমার জন্য দুঃখভোগ করা এবং ব্যাকুল হওয়া আমার আত্মার পক্ষে অতি স্বাস্থ্যজনক।

---

২০ অধ্যায়।

দুর্ব্বলতা স্বীকার ও জীবনের দুঃখকষ্ট।

হে প্রভো, আমি নিজের বিরুদ্ধে যে অন্যায় করিয়াছি, তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছি; হে প্রভো, তোমারই নিকটে আমি স্বীয় দুর্ব্বলতা স্বীকার করিব।

সর্ব্বদাই কোন না কোন ক্ষুদ্র বিষয় আমাকে দুঃখিত ও বিষণ্ণ করিয়া তুলে।

আমি প্রতিজ্ঞা ও সাহস পূর্ব্বক কার্য্য করিবার বাসনা করি বটে, কিন্তু কোন না কোন ক্ষুদ্র পরীক্ষা ঘটিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আমি মহাবিপন্ন হইয়া পড়ি!

কখন কখন অতি ক্ষুদ্র বিষয় হইতে গুরুতর পরীক্ষা ঘটিয়া থাকে।

যখন আমি এক প্রকার নিরাপদে আছি, মনে করি, এবং যখন পতনের আশঙ্কা করি না, সেই সময়েই হঠাৎ যেন এক প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আমাকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে!

অতএব হে প্রভো, আমার নীচাবস্থার এবং তোমার বিদিত আমার সকল দৌর্ব্বল্যের উপর দৃষ্টিপাত কর।

আমার প্রতি দয়া কর, এবং গভীর কর্দ্দম হইতে আমাকে উত্তোলন কর, যেন আমি তাহাতে আবদ্ধ না হই, এবং চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে তাহাতে নিপতিত হইয়া না থাকি।

আমি যে অতিশয় পতনশীল এবং ইন্দ্রিয়-দমনে অতি দুর্ব্বল, এই বিষয়টী সর্ব্বদা আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করে এবং তোমার দৃষ্টিতে আমাকে হতবুদ্ধি করে।

আর যদিও আমি প্রলুব্ধ হইতে সকল সময়ে সম্পূর্ণরূপে সম্মত না হই, তথাচ পাপ প্রলোভনের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ আমার পক্ষে ক্লেশকর ও দুঃখদায়ক হইয়া উঠে এবং এইরূপ দৈনন্দিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকা আমার পক্ষে অতিশয় পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হয়।

ইহার দ্বারাই আমার দুর্ব্বলতা আমি বুঝিতে পারি, কেননা আমার মনের মধ্যে ঘৃণার্হ চিন্তা সকল সর্ব্বদাই অতি সহজে প্রবেশ করে, এবং অতি কষ্টে তাহা বহির্গত হয়।

হে সর্ব্বশক্তিমান্ ইস্রায়েলের ঈশ্বর, হে বিশ্বস্তদিগের চির প্রেমকারিন্, কৃপাপূর্ব্বক তোমার দাসের শ্রম ও দুঃখ তুমি স্মরণ কর, এবং যাহাতে সে তাবৎ সাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাকে সাহায্য কর।

পাছে পুরাতন পুরুষ—রক্তমাংস সম্পূর্ণরূপে আত্মার বশ্যতা অস্বীকার করিয়া কর্ত্তৃত্ব করে, এই জন্য হে নাথ, স্বর্গীয় সাহস দ্বারা আমাকে সবল কর। যত কাল আমি এই দুর্ভাগ্য জীবনের কবলে থাকি, তত কাল তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার নিতান্ত আবশ্যক।

হায়! এ কি প্রকার জীবন? ইহাতে ক্লেশের ও দুঃখের অভাব কখনই নাই; ফাঁদ এবং শত্রু চতুর্দ্দিকেই বর্ত্তমান!

কেননা একটী ক্লেশ বা পরীক্ষা যায়, আর একটী আইসে; হাঁ, বরং প্রথম যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই পরে পরে আবার অনেকগুলি এক একটী করিয়া অনপেক্ষিতরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়!

যাহাতে এত তিক্ততা বর্ত্তমান এবং যাহা এত দুর্ঘটনার ও দুঃখের অধীন, কি প্রকারে সেই জীবনকে প্রেম করা যাইতে পারে?

যাহাতে এত প্রকার মৃত্যু এবং বিপদ জন্মায়, কি প্রকারেই বা তাহাকে জীবন বলা যাইতে পারে?

পরিতাপের বিষয়, তথাচ এই জীবন মনুষ্যদিগের অতি প্রিয় বস্তু, এবং অনেকেই ইহাতে আনন্দ করিতে চেষ্টা করে!

অনেকে জগৎকে সর্ব্বদা প্রতারক এবং অসার বলিয়া দোষ দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের শারীরিক অভিলাষ সকল এমন প্রবলরূপে তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করে যে, তাহারা সহজে সেগুলি পরিত্যাগ করিতে চাহে না।

জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আমাদিগকে তাহার দিকে

আকর্ষণ করে এবং আরও কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা তাহার প্রতি আমাদিগের ঘৃণা উৎপাদন করে।

মাংসের অভিলাষ এবং চক্ষুর অভিলাষ ও জীবনের গর্ব্ব আমাদিগকে জগৎকে প্রেম করিতে প্ররোচিত করে; কিন্তু যন্ত্রণা ও দুঃখ, যাহা ফলতঃ বাসনাসমূহ হইতে উদ্ভূত, তাহাই জগতের প্রতি আমাদিগের বিরাগ ও নিতান্ত ঘৃণা উৎপাদন করে।

কিন্তু হায়! যাহার মন জগতে আসক্ত, ধর্ম্মবর্জ্জিত সুখের আসক্তি তাহাকে পরাজয় করে, কারণ ঈশ্বরের মধুরতা এবং ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক সুখ সে কখনও দেখে নাই ও আস্বাদ করে নাই।

কিন্তু যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জগৎকে তুচ্ছ করিতে এবং পবিত্র শাসনের অধীনে ঈশ্বরে জীবিত থাকিতে প্রয়াস করেন, তাঁহারা অতি স্পষ্টরূপে এই স্বর্গীয় সুখ দেখিতে পান, কারণ জগতের সুখবর্জ্জনকা[illegible]দিগকে তাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, এবং তাঁহারা সেই স্বর্গীয় মাধুর্য্যে অনভিজ্ঞ নহেন। জগৎ যে কেমন ভয়ঙ্কররূপে ভ্রান্ত এবং কত প্রকারে যে সে প্রবঞ্চিত হয়, ইহাও তাঁহারা স্পষ্টতঃ দেখিতে পান।

---

২১ অধ্যায়।

সকল উত্তম বিষয় ও সকল দান অপেক্ষা ঈশ্বরে বিশ্রাম একান্ত বাঞ্ছনীয়।

হে আত্মন, সকল বিষয় অপেক্ষা এবং সর্ব্ব বিষয়ে তুমি প্রভুতে সর্ব্বদা বিশ্রাম কর; কেননা স্বয়ং তিনিই সাধু লোকদিগের চির বিশ্রাম-স্থান।

হে অতি মধুর ও প্রেমপূর্ণ যীশু, সকল সৃষ্ট জীব অপেক্ষা তোমাতেই আমাকে বিশ্রাম প্রদান কর; সকল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অপেক্ষা, সকল মহিমা ও গৌরব অপেক্ষা, সকল পরাক্রম ও প্রতাপ অপেক্ষা, সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞতা অপেক্ষা, সকল ধন ও বিদ্যা অপেক্ষা, সকল আহ্লাদ ও আনন্দ অপেক্ষা, সকল সুখ্যাতি ও প্রশংসা অপেক্ষা, সকল মাধুর্য্য ও সান্ত্বনা অপেক্ষা,

সকল প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার অপেক্ষা, সকল গুণ ও বাসনা অপেক্ষা, তুমি যাহা আমাদিগকে বিতরণ কবিতে পার, ঈদৃশ সকল দান ও প্রসাদ অপেক্ষা, মনুষ্যের মন যাহা গ্রহণ করিতে পারে, ঈদৃশ সকল উল্লাস ও মহোৎসব অপেক্ষা, এমন কি সকল দূত ও প্রধান দূতগণ এবং স্বর্গীয় বাহিনী অপেক্ষা, সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু অপেক্ষা, এবং তুমি যাহা নহ, তাদৃশ সকল বিষয় অপেক্ষা, হে আমার ঈশ্বব, তোমাতেই আমাকে বিশ্রাম করিতে দাও।

কেননা হে প্রভো, হে আমার ঈশ্বব, তুমি সকল অপেক্ষা অপরিসীম উত্তম, তুমি একাই পরাৎপর ও সর্ব্বোপরিস্থ, তুমি একাই সর্ব্বশক্তি-মান্, তুমি একাই পূর্ণ ও প্রচুর; তুমি একাই মধুব ও সান্ত্বনা-পূর্ণ; তুমি একাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহব ও প্রেমময়, তুমি একাই সকল বস্তু অপেক্ষা মহান্ ও মহিমান্বিত, তোমাতেই সকল উত্তম বিষয় একত্রী-ভূত হইয়া সিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছে, চিরকাল ছিল এবং থাকিবে।

এই জন্যই তোমা ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তুমি আমাকে দান কর, বা তুমি যাহা স্বয়ং প্রকাশ বা প্রতিজ্ঞা কব, যে পর্য্যন্ত তোমাকে আমি দর্শন না করি, এবং সম্পূর্ণরূপে তোমাকে পাইতে না পারি, সে পর্য্যন্ত সেই সকল অতি ক্ষুদ্র ও অতৃপ্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যে পর্য্যন্ত না সর্ব্ববিধ দান ও সৃষ্ট জীব অপেক্ষা আমাব অন্তঃকরণ তোমাতেই আবদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার অন্তঃকরণ প্রকৃত পক্ষে বিশ্রাম করিতে পারে না, এবং সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয় না।

হে আমার আত্মার প্রিয়তম কান্ত যীশু খ্রীষ্ট, হে অতি পবিত্র প্রেমকারিন্, হে সকল সৃষ্টির্ নিয়ন্তা, আহা, যদি সত্য সত্যই আমার স্বাধীনতার পক্ষ থাকিত, তাহা হইলে আমি উড়িয়া গিয়া তোমাতেই বিশ্রাম করিতাম।

হে আমার প্রভু ঈশ্বব, কবে আমাকে সম্পূর্ণরূপে স্থিরচিত্তে তোমার মাধুর্য্য দেখিতে ও ধ্যান কবিতে দিবে ?

হে নাথ, সে দিন আমার কবে হইবে, যে দিন আমি সম্পূর্ণরূপে তোমাতে মগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া যাইব এবং প্রাণ ভরিয়া তোমাকে উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব ?

ইহজগতে আমাকে সর্ব্বদা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কবিতে হয় এবং অতি দুঃখের সহিত যন্ত্রণার ভার বহন করিতে হয়।

কেননা এই দুঃখের উপত্যকায় অনেক মন্দ সংঘটিত হয় এবং তাহা সর্ব্বদা আমাকে ব্যস্ত, শোকার্ত্ত ও মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলে এবং সেইগুলি আমাকে এমন বাধা দেয় ও ব্যাকুল করে, এমন আকর্ষণ ও জড়িত করে যে, আমাকে তোমার নিকটে আসিতে দেয় না, এবং আশীর্ব্বাদযুক্ত অমর আত্মা-বৃন্দের তোমার সহিত মিলনের যে মধুর আনন্দ, তাহাও আমি সম্ভোগ করিতে পারি না।

হে নাথ, আমার দীর্ঘনিশ্বাস এবং পৃথিবীস্থ নানা প্রকার দুঃখক্লেশ স্মরণ করিয়া তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

হে নিত্যস্থায়ী মহিমার উজ্জ্বলতা যীশু, প্রবাসী আত্মার সান্ত্বনা, আমি তোমার সম্মুখে নীরব হইয়া আছি, কিন্তু আমার নিস্তব্ধতা তোমার সহিত আলাপ করিতেছে।

হে আমার প্রভো, তোমার আসিতে আর বিলম্ব কত ?

আমি তোমার দরিদ্র ও অধম দাস, আমার নিকটে তুমি আইস এবং আমাকে তুমি আনন্দিত কর। তুমি স্বীয় হস্ত বিস্তার করিয়া এই দরিদ্র হতভাগ্যকে সকল যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।

আইস, হে প্রভো, আইস, কারণ তোমা বিনা আমার একটী দিন বা এক দণ্ডও নিরানন্দপূর্ণ, কেননা তুমিই আমার আনন্দ এবং তোমা বিনা আমার গৃহ শূন্য।

হে নাথ, যে পর্য্যন্ত না তুমি তোমার শ্রীমুখের আলোক দ্বারা আমাকে বিশ্রাম ও স্বাধীনতা দান কর, এবং তোমার প্রসন্ন বদন আমাকে দেখাও, সে পর্য্যন্ত আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ভারাক্রান্ত, কৃপাপাত্র জীব-মাত্র ভিন্ন আর কিছুই নই।

অপরে তোমা ভিন্ন আর যাহা ইচ্ছা অন্বেষণ করুক, কিন্তু আমার বিষয়ে আমি বলিতে পারি যে, কেবল তুমিই আমার ঈশ্বর ও আমার চিরস্থায়ী পরিত্রাণ। অন্য কিছুতেই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না এবং দিবেও না।

যে পর্য্যন্ত তোমার অনুগ্রহ পুনর্ব্বার আমি প্রাপ্ত না হই, এবং তুমি আমার অভ্যন্তরে কথা না কহ, সে পর্য্যন্ত আমি নীরব হইব না এবং প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত থাকিব না।

হে বৎস, এই আমি উপস্থিত, আমি তোমার নিকটে আসিলাম, কারণ

তুমি আমাকে ডাকিয়াছ। তোমার নেত্রজল, তোমার আত্মার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং তোমার বিনীত ভাব ও অন্তঃকরণের অনুতাপ আমাকে আকর্ষণ করিয়া তোমার নিকটে আনিয়াছে।

আমি কহিলাম, হে প্রভো, আমি তোমাকে আহ্বান করিয়াছি এবং তোমার জন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া তোমাকে সম্ভোগ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।

আমি যেন তোমার অন্বেষণ করি, এই জন্য তুমিই প্রথমে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে।

অতএব হে প্রভো, তুমিই ধন্য, কারণ তোমার কৃপার বাহুল্য অনুসারে তুমি স্বীয় দাসের প্রতি এই দয়া প্রকাশ করিয়াছ।

তোমার সাক্ষাতে তোমার এই দীন দাস আর অধিক কি বলিবে? সে কেবল তোমার দৃষ্টিতে নিজ অপরাধ এবং ঘৃণিতাবস্থা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া আপনাকে যেন আরও অধিক নত করিতে পারে।

কেননা স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমুদয় আশ্চর্য্য বিষয়ের মধ্যে তোমার তুল্য কিছুই নাই।

তোমার কার্য্য সকল অতি উত্তম, তোমার বিচারাজ্ঞা সকল ন্যায়সঙ্গত এবং তোমার তত্ত্বাবধানে সমস্ত সৃষ্টি শাসিত ও পালিত হইতেছে।

হে প্রাণের যীশু, পিতা ঈশ্বরের বাক্য তুমিই; সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও মহিমা তোমারই; আমার জিহ্বা, আমার আত্মা এবং সকল সৃষ্ট জীব সমবেত হইয়া মিলিত কণ্ঠে তোমার প্রশংসা ও ধন্যবাদ করুক।

---

২২ অধ্যায়।

ঈশ্বরের বহুবিধ উপকার স্মরণ।

হে প্রভো, তোমার ব্যবস্থা বুঝিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ খুলিয়া দেও, এবং তোমার আজ্ঞানুসারে চলিতে আমাকে শিক্ষা দাও।

আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমার ইচ্ছা বুঝিতে পারি এবং অত্যন্ত

সম্মান ও যত্ন সহকারে বিবেচনা পূর্ব্বক তোমার কৃত সকল উপকার স্মরণ করিয়া, আমি যোগ্যরূপে তোমায় ধন্যবাদ করিতে পারি।

কিন্তু আমি জানি এবং স্বীকার করি যে, তোমার দত্ত অনুগ্রহের জন্য আমি উপযুক্তরূপে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে বা তোমার প্রশংসা করিতে পারি না।

তোমার কৃত উপকার সমূহের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র যাহা, তাহা অপেক্ষাও আমি ক্ষুদ্রতর, এবং যখন আমি তোমার গৌরব চিন্তা করি, তখন তোমার মাহাত্ম্য আমার আত্মাকে অভিভূত করিয়া তুলে।

আমাদের আত্মায় বা শরীরে, বাহিরে বা অভ্যন্তরে, স্বভাবতঃ লব্ধ বা তোমাপ্রদত্ত যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার দান; এবং এই সমস্তই তোমাকে দানশীল, দয়ালু ও উত্তম বলিয়া ঘোষণা করে, কারণ তোমা হইতেই আমরা সকল উত্তম বিষয় পাইয়াছি।

যদিও একজন অধিক, আর একজন অল্প পাইয়া থাকে, তথাচ সকলই তোমার দান, এবং তোমা ভিন্ন অতি ক্ষুদ্র আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাইয়াছে, সে নিজ গুণের বিষয়ে শ্লাঘা ও অন্য অপেক্ষা আপনাকে উন্নত এবং আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতরদিগকে বিদ্রূপ করিতে পারে না; কেননা যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করে ও ধন্যবাদ দিতে সর্ব্বাপেক্ষা নম্র ও ভক্তিমান্ হয়, সেই সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বোত্তম বলিয়া গণিত হয়।

যে আপনাকে সকল মনুষ্য অপেক্ষা অধম বলিয়া গণনা করে, আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য জ্ঞান করে, সেই শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ সকল গ্রহণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র।

কিন্তু যে কেহ অল্প আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে, তাহার হতাশ বা দুঃখিত হওয়া বা বহুল আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নহে; বরং তোমার প্রতি মন ফিরান এবং তোমার দয়ার অত্যন্ত প্রশংসা করা তাহার উচিত, কারণ তুমি লোকের মুখাপেক্ষা না করিয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিনা বাধায় প্রচুররূপে তোমার দান সকল প্রদান করিয়া থাক।

সকল আশীর্ব্বাদই তোমা হইতে উপস্থিত হয়, সেই জন্যই সকল বিষয়েই, তোমার প্রশংসা করা উচিত।

কাহাকে কি দান করা উপযুক্ত, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; এবং কেন এ অল্প এবং সে অধিক পাইবে, ইহা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই, তোমারই আছে; কারণ প্রত্যেকের যোগ্যতা তুমি সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাক।

অতএব হে প্রভু ঈশ্বর, যাহা বাহ্যতঃ এবং মনুষ্যদের বিবেচনায় ধন্যবাদ এবং প্রশংসাব যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমার সেই বিষয়ের প্রাচুর্য্য না থাকাই আমি মহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া গণনা করি। যে নিজ দরিদ্রতা এবং অযোগ্যতার বিষয়ে বিবেচনা করে, তাহার শোক বা দুঃখ করা এবং বিষণ্ণ হওয়া দূবে থাকুক, বরং মহতী সান্ত্বনার উল্লাসে উল্লসিত হওয়া উচিত। কারণ হে ঈশ্বব, তুমিই এই জগতে দবিদ্রদিগকে, এবং নম্র ও তুচ্ছ লোকদিগকে নিজের সুপরিচিত বন্ধু ও গৃহোপযোগী দাস করিয়া মনোনীত করিয়াছ। এই বিষয়ে প্রেরিতেরা তোমার সাক্ষী, তুমিই তাঁহাদিগকে মনোনীত কবিয়াছিলে এবং জগতে শ্রেষ্ঠতা প্রদান কবিয়াছিলে।

তুমি তাঁহাদিগকে এত সম্মানিত করিলেও, তথাপি তাঁহারা এই জগতে বিনা বিতণ্ডায়, বিনা দ্বেষ ও প্রবঞ্চনায় এমন নম্র ও সরলভাবে থাকিতেন যে, তোমার নামেব জন্য নিন্দা ভোগ করিতে তাঁহারা আনন্দ অনুভব করিতেন, এবং যাহা জগৎ ঘৃণা করে, তাহাই অত্যন্ত প্রেম সহকারে তাঁহারা আলিঙ্গন করিতেন।

হে নাথ, যখন কোন মনুষ্য তোমাকে প্রেম করে ও তোমার কৃত উপকার সকল স্বীকার করে, তখন তাহাতে তোমার ইচ্ছার পূর্ণতা এবং তাহার সহিত তোমার অনন্ত ইচ্ছার সম্বন্ধ যেমন তাহাকে আনন্দিত করে, অন্য কোন বিষয়ই তাহাকে তদ্রূপ আনন্দিত করিতে পারে না।

আর ইহাতেই তাহার সন্তোষ ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হওয়া উচিত। অন্য কেহ সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ হইতে যেমন ইচ্ছা করে, তদ্রূপ তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইতে উৎসুক হওয়া উচিত।

সে সর্ব্বপ্রধান স্থানে যেমন, সর্ব্বনীচ স্থানেও তেমনি সন্তুষ্ট ও শান্তিযুক্ত থাকিবে, সে অন্য অপেক্ষা সম্ভ্রমে শ্রেষ্ঠ গণিত ও জগতে মহান্ বলিয়া বিখ্যাত হইতে যেমন, তুচ্ছীকৃত ও সম্ভ্রমহীন হইয়া থাকিতেও তেমনি ইচ্ছুক হইবে।

কেননা তোমার ইচ্ছা এবং তোমার মহিমার প্রতি ঐকান্তিক প্রেম অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা তাহার অধিক মনোনীত করা উচিত, এবং যাহা সে পাইয়াছে বা পাইতে পারে, এমন সকল উপকার অপেক্ষা তাহা তাহার তুষ্টিজনক এবং শান্তি-প্রদায়ক হওয়া উচিত।

---

২৩ অধ্যায়।

শান্তি-প্রদ বিষয় চতুষ্টয়।

বৎস, এখন আমি তোমাকে শান্তির এবং সত্য স্বাধীনতার পথ শিক্ষা দিব।

হে প্রভো, বিনয় করি, তুমি যেমন বলিতেছ, তেমনি বিধান কর, কেননা তোমার বাণী শ্রবণ করা আমার পক্ষে আনন্দদায়ক।

বৎস, তোমার ইচ্ছা অপেক্ষা বরং অন্যের ইচ্ছা পালন করিতে অভ্যাস কর।

অধিক অপেক্ষা বরং অল্পেই সন্তুষ্ট হও।

সর্ব্বদা নিম্নস্থানের অন্বেষণ কর ও সকলের ছোট হও।

সর্ব্বদাই এমন ইচ্ছা এবং প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা তোমাতে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়।

মনে রাখিও, যে ব্যক্তি এই সকল নীতির অনুসরণ করে, সে শান্তি এবং বিশ্রামের দেশে প্রবেশ লাভ করে।

হে প্রভো, তোমার এই সংক্ষিপ্ত উপদেশের মধ্যে যথেষ্ট গভীরতা বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইহা বাক্যে অল্প হইলেও সম্পূর্ণ ভাবপূর্ণ ও প্রচুর ফলপ্রদ।

যদি আমি তোমার উপদেশ বিশ্বস্তরূপে পালন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত সহজে আমি ব্যাকুল হইতাম না।

কারণ যতবারই আমি আপনাকে অস্থির এবং ভারাক্রান্ত বোধ করি, ততবারই দেখি যে, আমি এই উপদেশ হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়াছি।

কিন্তু তুমি সকলই করিতে পার এবং নিয়ত আমার আত্মার মঙ্গল করিতে

ভালবাস। আমার মধ্যে তোমার অনুগ্রহ বৃদ্ধি কর, যেন আমি তোমার বাক্য পালন করিতে, এবং নিজ পরিত্রাণ সাধন করিতে সমর্থ হই।

অসৎ চিন্তার প্রতিকূলে প্রার্থনা।

হে প্রভো, হে আমার ঈশ্বর, আমা হইতে দূরে থাকিও না; হে আমার ঈশ্বর, আমার প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত কর, আমার সাহায্য কর; কেননা নানা চিন্তা ও গুরুতর ভয় আমার আত্মাকে ক্লিষ্ট করিয়া বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

হে নাথ, বিনা আঘাতে আমি কি প্রকারে এই গুলির মধ্য দিয়া গমন করিব? কি প্রকারেই বা আমি এই ভীতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন করিব?

কৃপাময় প্রভু কহেন, "আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব, এবং পৃথিবীর মহান্ লোকদিগকে নত করিব। আমি কারাগারের দ্বার সকল অনাবৃত করিব, এবং গুপ্ত রহস্য তোমার নিকটে প্রকাশ করিব।"

হে প্রভো, যেমন তুমি বলিতেছ, তেমনই কর, এবং তোমার সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত অসৎ চিন্তা দূরীকৃত কর।

প্রত্যেক দুঃখের সময়ে তোমার নিকটে পলায়ন করা, তোমাতেই নির্ভর করা, হৃদয়ের অতি গুপ্তস্থানে তোমাকে আহ্বান করা এবং ধৈর্য্যপূর্ব্বক তোমার শাস্তির প্রতীক্ষা করা, আমার প্রত্যাশা এবং একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় হউক।

আন্তরিক জ্যোতির নিমিত্ত প্রার্থনা।

হে দয়াময় যীশু, তোমার সনাতন উজ্জ্বল আলোক দ্বারা আমাকে দীপ্তিময় কর এবং আমার হৃদয়াবাস হইতে তিমির-রাশি দূর কর।

আমার বিপথগামিনী চিন্তা সকল সংযত কর, এবং যে সকল পরীক্ষা আমাকে ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করে, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন কর।

তোমার পরাক্রমে আমি যেন শান্তি প্রাপ্ত হই, এবং তোমার পবিত্র প্রাঙ্গণে আমার নির্ম্মল বিবেকে যেন তোমার বহুল প্রশংসা প্রতিধ্বনিত হয়, এই জন্য আমার পক্ষে সবলে যুদ্ধ কর, এবং হিংস্র পশু সদৃশ যে আমার মাংসের অভিলাষনিচয়, সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে তাড়াইয়া দাও।

আমার জীবন-সমুদ্রে উত্থিত বায়ু ও ঝটিকাকে প্রশমিত হইতে আজ্ঞা দাও; সমুদ্রকে স্থির হইতে বল; ঝটিকার বায়ুকে দমন কর; তাহা হইলেই আমার শান্তি হইবে।

তোমার আলোক এবং তোমার সত্য প্রেরণ কর, তাহা পৃথিবীর উপরে জাজ্বল্যমান হউক, কেননা যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে দীপ্তিময় না কর, ততক্ষণ আমি আকৃতিশূন্য কর্দ্দম ব্যতীত আর কিছুই নহি।

হে নাথ, ঊর্দ্ধ হইতে তোমার প্রসাদ বর্ষণ কর, স্বর্গীয় শিশিরে আমার অন্তঃকরণ সিক্ত কর। পৃথিবী যেন উত্তম ও উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করে, এই জন্য ভূপৃষ্ঠে অভিসেচনার্থ নবীন ভক্তি-প্রবাহ উৎসারিত কর।

হে প্রভো, পাপরাশির ভারে ভারাক্রান্ত আমার মনকে উর্দ্ধে উঠাও, এবং আমার সমস্ত ইচ্ছা স্বর্গীয় বিষয়ের দিকে আকর্ষণ কর, যেন স্বর্গীয় সুখের মাধুর্য্য আস্বাদন করাতে পার্থিব বিষয় চিন্তা করাও আমার পক্ষে দুঃখদায়ক হয়।

তুমি আমাকে উত্তোলন করিয়া সৃষ্ট জীবের অস্থায়ী সান্ত্বনা হইতে উদ্ধার কর; কেননা কোন সৃষ্ট বস্তুই আমার মনস্কামনা সকলকে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা এবং বিশ্রাম দিতে পারে না।

অভেদ্য প্রেমবন্ধনে আমাকে তোমার সহিত সংযুক্ত কর, কেননা যে তোমাকে প্রেম করে, কেবল তুমিই তাহাকে তৃপ্ত করিতে পার, এবং তোমা ব্যতীত সকল বিষয়ই অসার ও অনর্থক।

---

২৪ অধ্যায়।

অপরের সম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চা।

বৎস, কৌতূহলাক্রান্ত হইও না ও বৃথা উদ্বেগ দ্বারা আপনাকে ক্লিষ্ট হইতে দিও না।

ইহাতে বা উহাতে তোমার কি আইসে যায়? তুমি আমার অনুগমন কর।

অমুক এমন, কি তেমন, তাহাতে তোমার কি? আর অমুক ইহা বলে বা উহা বলে, তাহাতেই বা তোমার কি?

অন্যের জন্য তোমাকে উত্তর দিতে হইবে না, কিন্তু তোমার নিজের হিসাব তোমাকে দিতে হইবে; অতএব কেন তুমি নিরর্থক আপনাকে অন্যের ব্যাপারে জড়িত করিতেছ?

মনে রাখিও, আমি প্রত্যেক জনকে জানি, এবং সূর্য্যের নীচে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই দেখিতেছি; অধিকন্তু প্রত্যেক জনের গুপ্ত বিষয় অর্থাৎ কে কেমন অবস্থায় আছে, কি চিন্তা করিতেছে, কি ইচ্ছা করিতেছে এবং কোন্ দিকে কাহার মন প্রধাবিত হইতেছে, এ সকলও আমি বুঝি।

অতএব সকল বিষয় আমাতেই অর্পণ করা তোমার কর্ত্তব্য; এবং তুমি আপনার জন্য নম্রতাসহ শান্তির আশীর্ব্বাদ অন্বেষণ কর, এবং অস্থির-চিত্তেরা যত অস্থির হইতে চাহে, তাহারা হউক।

তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে বা বলিয়াছে, সকলই তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে, কেননা তাহারা আমাকে কখনই ভুলাইতে পারিবে না।

মহৎ নামের জন্য বা অনেকের বন্ধুত্বের জন্য, বা মনুষ্যদের সাংসারিক প্রেমের জন্য যত্নবান্ হইও না। কেননা এই সকল বিষয় হৃদয়কে ব্যাকুল এবং অতিশয় অন্ধকারাচ্ছন্ন করে।

যদি তুমি যত্নবান্ হইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা কর, এবং আমার জন্য তোমার হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দাও, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমার সহিত আলাপ করিব, এবং আমার নিগূঢ় কথা তোমার নিকটে প্রকাশ করিব।

তুমি সতর্ক হও, প্রার্থনাতে জাগ্রৎ থাক, এবং সকল বিষয়ে আপনাকে অবনত কর।

---

২৫ অধ্যায়।

হৃদয়ের অটল শান্তি ও প্রকৃত আত্মিক উন্নতি।

হে বৎস, আমি বলিয়াছি, "শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেরূপ দান করে, আমি সেরূপ দান করি না।"*

সকলেই শান্তি লাভের ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু সকলে সত্য শান্তির বিষয়ে যত্নবান্ হয় না।

---

* যোহন ১৪; ২৭।

আমার প্রদত্ত শান্তি নম্র ও ধীর হৃদয়ে বসতি করে, এবং মনে রাখিও, বহু ধৈর্য্যে তোমার শান্তি লাভ হইবে।

যদি তুমি আমার কথা শ্রবণ কর এবং আমার রবের অনুগমন কর, তাহা হইলে তুমি বহুল শান্তি ভোগ করিতে পারিবে।

হে প্রভো, তবে আমি কি করিব ?

তুমি যাহা কর এবং যাহা বল, সকল বিষয়েই আপনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিও; এবং সর্ব্বদা এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, যেন তুমি কেবল আমাকেই সন্তুষ্ট করিতে পার, এবং আমা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আকাঙ্ক্ষা বা অন্বেষণ না কর।

কিন্তু হঠকারিতার সহিত অন্যের বাক্য বা কার্য্যের বিচার করিও না ; এবং যে সকল বিষয় তোমাকে অর্পিত হয় নাই, তাহাতে আপনাকে জড়িত হইতে দিও না ; তুমি এই রূপে চলিলে অত্যল্প বা কদাচিৎ ব্যাকুলিত হইবে।

কিন্তু স্মরণে রাখিও যে, কখনও কোন অশান্তি আদৌ অনুভব না করা, অথবা মনের বা শরীরের কোন ক্লেশভোগ না করা, এই মর্ত্ত্য জীবনের অধিকার নয় বটে, কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী স্বর্গীয় বিশ্রামাবস্থার অধিকার।

অতএব যখন কোন ভার অনুভব কর না, তখনই যে সত্য শান্তি ভোগ করিতেছ, কিম্বা যখন কোন শত্রু দ্বারা উত্যক্ত না হইতেছ, তখনই যে সকলই মঙ্গল, কিম্বা যখন সকল বিষয় তোমার ইচ্ছানুসারে সাধিত হইতেছে, তখনই যে তুমি নিরাপদ, এমন মনে করিও না।

আর যদি কখনও তুমি অচলা ভক্তি এবং সুখের অবস্থায় থাক, তখন আপনাকে অতি উচ্চ বলিয়া গণনা বা বিবেচনা করিয়া, তুমি যে বিশেষ প্রেমের যোগ্য, এমন মনে করিও না; কেননা এই সকল বিষয় দ্বারা যে ধর্ম্মোন্মত্ত সত্য প্রেমিককে জ্ঞাত হওয়া যায়, এমন নহে, কিম্বা এই সকল বিষয় দ্বারা মনুষ্যের যে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাও নহে।

হে প্রভো, তবে কিসে তাহা হয় ?

অন্তঃকরণে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে আপনাকে অর্পণ করাতে এবং ক্ষুদ্র ও মহৎ বিষয়ে ইহকালে ও অনন্তকালে স্বার্থ চেষ্টা না করাতে তাহা সাধিত হয়। এইরূপ আচরণ দ্বারা তুমি উন্নতি ও অবনতি এই উভয় অবস্থাতে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিতে এবং সকল বিষয় উত্তমরূপে পরিমাণ করিতে পারিবে।

প্রত্যাশায় কটি-বন্ধন করিয়া ঈদৃশ সাহস এবং ঈদৃশ ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে, যে সময়ে আন্তরিক সান্ত্বনা অপসারিত হয়, সেই সময়ে তুমি তোমার হৃদয়কে আরও গুরুতর ভার বহনে প্রস্তুত করিতে পারিবে। এতাদৃশ গুরুতর দুঃখ তোমার সহ্য করা উচিত ছিল না বলিয়া আপনাকে যাথার্থিক জ্ঞান করিও না, কিন্তু যাহা কিছু আমি তোমার জন্য নিরূপণ করি, তাহাতে তুমি আমাকেই যাথার্থিক জ্ঞান করিও এবং আমার পবিত্র নামের নিত্য প্রশংসা করিও। তাহা হইলে তুমি সত্য এবং যথার্থ শান্তির পথে গমন করিবে, এবং মহানন্দে আমার মুখ পুনর্ব্বার দর্শন করিবার দৃঢ়তর প্রত্যাশা পাইবে।

কেননা যদি তুমি আপনাকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পার, তবে বহুল শান্তি অর্থাৎ এই পার্থিব যাত্রাবস্থায় যত শান্তি পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা তুমি ভোগ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

---

২৬ অধ্যায়।

মানসিক স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতা বহু পঠনাদি দ্বারা নয়, কিন্তু সনির্বন্ধ প্রার্থনা দ্বারা লাভ হয়।

হে প্রভো, সিদ্ধ মনুষ্য যিনি, তিনি স্বর্গীয় বিষয়ের প্রগাঢ় চিন্তা হইতে স্বীয় মনকে কখনও শিথিল হইতে দেন না, বরং তিনি সমূহ ভাবনার মধ্য দিয়া গমন করিলেও ভাবনায় মুহ্যমান না হইয়া, মনের স্বাধীনতায় জগতের নিকৃষ্ট প্রেম বর্জ্জন করিয়া, মনের সুখে বিচরণ করেন।

হে আমার মহানুগ্রাহক ঈশ্বর, আমি বিনয় করিতেছি, এই জীবনের ভাবনা হইতে আমাকে রক্ষা কর, দেখিও, পাছে যেন আমি তাহাতে অধিক জড়িত না হইয়া পড়ি। আমার শরীরের বহুবিধ প্রয়োজন হইতেও আমাকে রক্ষা কর, কেননা পাছে আমি সুখভোগে আবদ্ধ হইয়া যাই। আর আমার আত্মার পক্ষে যাহা বিঘ্নজনক তাহা হইতেও আমাকে রক্ষা কর, পাছে আমি দুঃখকষ্টে নিষ্পেষিত হইয়া ক্লান্ত হইয়া পরাজিত হই।

জগতের সুখবিলাস যাহা আমি আগ্রহের সহিত কামনা করিয়া থাকি, আমি

তাহা হইতে মুক্তি চাহি না, কিন্তু যাহা ঘোর শাস্তিস্বরূপ হইয়া মানবাত্মাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে এবং তাহাকে আত্মিক স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে প্রাণ ভরিয়া বিচরণ করিতে বিঘ্ন প্রদান করে, সেই সমস্ত দুঃখ কষ্টের ভার হইতে তোমার এই দাসকে মুক্ত কর।

হে ঈশ্বর, তোমার মাধুর্য্য বর্ণনাতীত, তুমি সকল সাংসারিক আনন্দকে আমার পক্ষে তিক্ত করিয়া দাও, কেননা তাহা নিত্যস্থায়ী সুখ হইতে আমাকে বিচ্যুত করে, এবং ক্ষণিক সুখের প্রলোভনে আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া অসদভিপ্রায়ে তাহার দিকে আকর্ষণ করে।

হে প্রভো, আমাকে পরাজিত হইতে দিও না, রক্তমাংস দ্বারা আমাকে পরাজিত হইতে দিও না; জগৎ ও তাহার ক্ষণিক মোহে আমাকে ভ্রান্ত হইতে দিও না; শয়তানের চাতুর্য্যে আমায় পতিত হইতে দিও না।

হে নাথ, শয়তানকে প্রতিরোধ করিবার বল আমাকে দাও, সকল দুঃখ সহ্য করিতে ধৈর্য্য দাও, এবং অনবরত সাবধান থাকিতে আমাকে অধ্যবসায় দান কর।

হে নাথ, জগতের সকল সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে তোমার আত্মার অতি মধুর অভিষেক এবং সাংসারিক প্রেমের পরিবর্ত্তে তোমার নামের প্রতি প্রচুর প্রেম আমাকে প্রদান কর।

খাদ্য, পেয়, পরিধেয় এবং শরীর ধারণোপযোগী অন্যান্য আর যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, সে সমস্তই আত্মার পক্ষে ভারজনক।

এই সকল বিষয় পরিমিতরূপে আমাকে সম্ভোগ করিতে দাও, এবং এই সকলের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষায় আমাকে জড়িত হইতে দিও না।

সকল বিষয় বর্জ্জন করা যাইতে পারে না, কেননা শরীর ধারণের জন্য এই সমস্ত কিছু কিছু আবশ্যক, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুখজনক বিষয় কামনা করা পবিত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধ; তাহা করিলে শরীর, আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

হে প্রভো, এই বিষয়ে আমি কাতরে বিনয় করিতেছি, তোমার হস্ত দ্বারা আমাকে শাসন কর, এবং শিক্ষা দেও, যেন আমি মিতাচারের সীমা উল্লঙ্ঘন না করি।

---

২৭ অধ্যায়।

আত্ম-প্রীতিই পরম মঙ্গল-লাভের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ।

বৎস, অপরের জন্য তোমার সকলই দেওয়া আবশ্যক, এবং তোমার নিজের কিছুই নাই, তোমার সর্ব্বদা এমন মনে করা উচিত।

মনে রাখিও, জগতের মধ্যে আর সকল বিষয় অপেক্ষা আত্ম-প্রেমই তোমার অধিক অনিষ্ট সাধন করে।

যে বিষয়ের প্রতি তোমার যেরূপ প্রীতি ও আসক্তি, সেই বিষয়টী তোমাতে ন্যূনাধিকরূপে ততই আসক্ত হইয়া থাকে।

যদি তোমার প্রেম পবিত্র, সরল এবং সংযত হয়, তাহা হইলে তুমি সকল বিষয়েই স্বাধীন থাকিবে।

যাহা প্রাপ্ত হওয়া তোমার পক্ষে ব্যবস্থাসিদ্ধ নহে, তাহা কখনই আকাঙ্ক্ষা করিও না। যাহা তোমাকে জড়িত এবং তোমা হইতে তোমার অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে, এমন বিষয় গ্রহণ করিও না।

তুমি যে তোমার হৃদয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে আপনাকে এবং তোমার সকল অভাব ও বাসনা-কামনা আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছ না, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

বৃথা দুঃখ ও অনর্থক চিন্তা দ্বারা কেন তুমি আপনাকে নিরন্তর দগ্ধ ও ক্লান্ত করিতেছ ?

মনে রাখিও, তুমি আমার মঙ্গলেচ্ছায় নির্ভর করিলে কোন প্রকার ক্ষতি তোমাকে সহ্য করিতে হইবে না।

যদি তুমি আরও উত্তমরূপে নিজ লাভ বা সুখভোগ করিবার জন্য ইহা বা উহা অন্বেষণ কর, এবং এই স্থানে বা ঐ স্থানে থাকিতে চাহ, তবে তুমি কখনও স্থির, এবং মনের ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না; কেননা প্রত্যেক বিষয়ে কিছু না কিছু অভাব থাকিবেই থাকিবে, এবং প্রত্যেক স্থানে কেহ না কেহ তোমার প্রতিরোধ করিবে।

অতএব বাহ্য বস্তু সকল প্রাপ্তি কিম্বা সেই সকলের বৃদ্ধি দ্বারা যে মনুষ্যের মঙ্গল হয়, এমত নহে; কিন্তু তৎসমুদয় তুচ্ছ জ্ঞান এবং অন্তকরণ হইতে নিঃশেষে উন্মূলন করাতেই প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়।

ধন লাভ, সম্ভ্রম অন্বেষণ এবং অসার প্রশংসা আকাঙ্ক্ষা করাও বাহ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত, যেহেতু সে সকলই এই জগতের সহিত অতীত হইবে।

যদি তোমার আত্মার উত্তপ্ততা না থাকে, তবে পদ-মর্য্যাদা দ্বারা লাভ কি? বাহ্য শান্তি ক্ষণস্থায়ী। যদি তোমার অন্তঃকরণের অবস্থা সত্যই ভক্তিবিহীন হইয়া পড়ে, অর্থাৎ যদি আমাতে তুমি দৃঢ়রূপে স্থির না থাক, তবে তোমার জাগতিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তোমার কোন মঙ্গলই সাধন হইতে পারে না।

কোন সুযোগে যদি তুমি ধরা পড়িয়া যাও, তাহা হইলে দেখিবে, তুমি যাহা হইতে পলায়ন করিতে চাও, তাহাই তোমাকে আরও অধিক জড়াইয়া ধরিয়াছে!

নির্ম্মল অন্তঃকরণ এবং স্বর্গীয় প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর, তোমার পবিত্র আত্মার প্রসাদ দ্বারা আমাকে বলবান্ কর।

আমার অন্তর-পুরুষকে শক্তি দ্বারা বলবান্ এবং আমার অন্তঃকরণকে সকল অনর্থক ভাবনা ও যন্ত্রণাশূন্য কর; তুচ্ছ বা বহুমূল্য হউক, কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা আমাকে আকৃষ্ট হইতে দিও না; কিন্তু সকল বিষয়ের সহিত আমিও যে ক্ষয়ের দিকে প্রধাবিত হইতেছি, এইরূপ ভাবের দ্বারা আমার হৃদয় পূর্ণ কর।

কেননা সূর্য্যের নীচে কোন বিষয়ই চিরস্থায়ী নহে, সকলই অসার ও আত্মার ক্লেশদায়ক মাত্র। * যে এই সকল বিষয় বিবেচনা করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী।

হে প্রভো, আমাকে স্বর্গীয় প্রজ্ঞা দান কর, যেন আমি সকল বিষয় অপেক্ষা তোমাকে অন্বেষণ করিতে, প্রাপ্ত হইতে এবং সকল বিষয় অপেক্ষা তোমাকে আস্বাদন ও প্রেম করিতে শিক্ষা করি এবং আর অন্য সকল বিষয়ই তোমার জ্ঞানের অধীন ও বশীভূত বলিয়া যেন আমি বিবেচনা করিতে পারি।

---

* উপদেশক ১; ১৪।

হে নাথ, আশীর্ব্বাদ কর, যে আমার স্তুতিবাদ করে, আমি যেন খুব সাবধানে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি, এবং যে আমার প্রতিবাদ করে, ধৈর্য্যপূর্ব্বক যেন আমি তাহার সকল প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারি।

কারণ বাক্য-বায়ু দ্বারা চালিত না হওয়া এবং তোষামোদের মোহন বাক্যে কর্ণ প্রদান না করাই প্রধান প্রজ্ঞা; তাহা হইলে আমরা যে পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারিব।

---

২৮ অধ্যায়।

পর-নিন্দার অসারতা।

বৎস, কেহ যদি তোমার বিষয়ে মন্দ ভাবে, কিম্বা তুমি যাহা শুনিতে চাহ না, এমত কথা কহে, তাহা হইলে তাহাতে দুঃখিত হইও না।

আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ জ্ঞান করাই তোমার উচিত এবং অন্য মনুষ্য অপেক্ষা আপনাকে দুর্ব্বল বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য।

যদি তুমি তোমার অন্তর-পুরুষের বাণী শ্রবণ করিয়া গমন কর, তবে লোকের কথায় অধিক মনোযোগ করিতে তোমার বাসনা হইবে না।

দুঃসময়ে নীরবে থাকা ও আমার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং মনুষ্যদিগের প্রতিকূল বা অনুকূল সমালোচনায় ব্যাকুল না হওয়া, সামান্য প্রজ্ঞার কর্ম্ম নয়।

মনুষ্যদিগের কথার উপর যেন তোমার শান্তি নির্ভর না করে, কেননা তাহারা তোমার বিষয় ভালই বলুক বা মন্দই বলুক, তুমি যাহা আছ, তাহাই আছ। সত্য শান্তি এবং সত্য গৌরব কেবল আমা হইতেই কি প্রাপ্তি হয় না?

যে কেহ মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিতে আকাঙ্ক্ষা না করে, ও তাহাদিগের অসন্তোষের ভয় না করে, সেই যথেষ্ট শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিবে।

অবৈধ প্রেম ও অসার ভয় হইতে অন্তঃকরণের সকল অস্থিরতা এবং মনের সকল ব্যাকুলতা উৎপন্ন হয়।

২৯ অধ্যায়।

দুঃখের সময়ে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া ও তাঁহার ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য।

হে প্রভো, তোমারই নাম চিরধন্য হউক; যেহেতু তুমিই ইচ্ছা করিয়াছ যে, এই পরীক্ষা ও দুঃখ আমার উপরে আইসে।

আমি ইহার হস্ত এড়াইতে পারি না, অতএব তোমার শরণাপন্ন হওয়াই আমার উচিত; কেননা তুমিই আমার উপকার করিতে এবং এই অমঙ্গলকে আমার পক্ষে মঙ্গলকর করিয়া তুলিতে পার।

হে প্রভো, আমি এখন দুঃখে পতিত; আমার অন্তঃকরণ ক্লেশ পাইতেছে, আমি উপস্থিত দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি।

এখন দয়াময় পিতঃ, আমি কি আর বলিব, আমি সঙ্কটে বেষ্টিত; এই সময়ে তুমি আমাকে রক্ষা কর; আমি জানি, আমি অত্যন্ত নত হইলে এবং তোমা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইলে তুমি যেন মহিমান্বিত হইতে পার, এই জন্যই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

হে প্রভো, কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার কর, কেননা দরিদ্র ও হতভাগ্য যে আমি, আমি স্বয়ং কি করিতে পারি এবং তোমা ব্যতিরেকে আমি কোথায়ই বা যাইব?

প্রভো, আর একবার আমাকে ধৈর্য্য প্রদান কর। হে আমার ঈশ্বর, আমার উপকার কর, তাহা হইলে যত গুরুতররূপেই আমি ক্লিষ্ট হই না কেন, তাহাতে ভয় করিব না।

এই দুঃখের সময়ে আমি কি বলিতে পারি?

প্রভো, তোমার ইচ্ছাই সফল হউক; আমি দুঃখ পাইবার এবং ভারাবনত হইবারই যোগ্য।

আমার সমস্ত কষ্ট সহ্য করা উচিত; যে পর্য্যন্ত না ঝড় নিবৃত্ত এবং সমস্তই পুনরায় নিস্তব্ধ হয়, সেই পর্য্যন্ত সকলই ধৈর্য্যসহ সহ্য করা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক।

সে যাহাই হউক, হে কৃপানিধি ঈশ্বর, যেমন ইতঃপূর্ব্বে বিহ্বল হইয়াছি, তদ্রূপ এখন যেন নিতান্ত বিহ্বল আমি না হই। আমি জানি, তোমার সর্ব্ব-শক্তিমান্ হস্ত এই পরীক্ষা আমা হইতে অপসারিত করিতে এবং তাহার প্রচণ্ডতা হ্রাস করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। হে পরাৎপর, তোমার বিধান পরিবর্ত্তন করা আমার পক্ষে যতই কঠিন, তোমার পক্ষে ততই তাহা সহজ।

---

৩০ অধ্যায়।

লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় ভগবৎ করুণা ভিক্ষা।

হে বৎস, মনে রাখিও, আমিই সেই প্রভু, যিনি দুঃখের দিনে তোমাকে শক্তি প্রদান করেন।

দুঃসময়ে আমার শরাণত হও।

প্রার্থনায় শিথিলতা, স্বর্গীয় সান্ত্বনা লাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বাধাজনক।

ব্যগ্রতাপূর্ব্বক আমার চরণে প্রণত হইবার পূর্ব্বে তুমি অনেক সময়ে বাহ্য সান্ত্বনা অন্বেষণ এবং বাহ্য বিষয়ে আপনাকে তৃপ্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাক।

আমি সেই, যিনি তাঁহার উপর প্রত্যাশাকারীদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন; এবং আমা ভিন্ন শক্তিমান্ আশ্রয় বা লাভজনক মন্ত্রণা বা স্থায়ী উপকার আর কিছুই নাই, যে পর্য্যন্ত না তুমি ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম কর, সে পর্য্যন্ত তোমার কিছুতেই প্রকৃত লাভের সম্ভাবনা নাই।

হে বৎস, তুমি এখন প্রচণ্ড ঝড়ের পর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছ। আমার কৃপালোকে তুমি পুনর্ব্বার শক্তি সঞ্চয় কর, কেননা আমিই কেবল সম্পূর্ণ-রূপে নয়, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বাহুল্যরূপে ও অতিরিক্ত পরিমাণে সকল বিষয় পুনঃ স্থাপন করিতে তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।

আমার পক্ষে কি কোন বিষয় অসম্ভব? যে প্রতিজ্ঞা করিয়া পালন করে না, আমি কি তেমন লোকের সদৃশ?

তোমার বিশ্বাস কোথায়? দৃঢ় হইয়া অবিরত উদ্‌যোগ সহকারে দাঁড়াইয়া থাক; সাহস এবং ধৈর্য্যাবলম্বন কর; তুমি উপযুক্ত সময়ে সান্ত্বনা পাইবে।

আমি বলিতেছি, হে বৎস, আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি আসিব, এবং তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তোমাকে যাহা ব্যাকুল করিতেছে, তাহা একটী সামান্য পরীক্ষা মাত্র এবং বৃথা ভয়ে তুমি ভীত হইতেছ।

ভাবী ঘটনার বিষয়ে অধিক চিন্তা করাতে তোমার কেবল দুঃখের উপর দুঃখ উপস্থিত হয়। তুমি কি জান না "দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট?"*

যাহা কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এমন ভাবী বিষয় ভাবিয়া ব্যাকুল বা আনন্দিত হওয়া বৃথা।

কিন্তু এরূপ কল্পনা দ্বারা ভ্রান্ত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব; এবং পাপ-পুরুষের কুমন্ত্রণায় সহজে আকৃষ্ট হওয়া দুর্ব্বল মনের চিহ্ন।

প্রস্তাবিত বিষয় সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তাহাতে যদি সে তোমাকে ভ্রান্ত ও প্রতারিত করিতে পারে, এবং উপস্থিত বিষয়ের সুখ সম্বন্ধেই হউক, বা ভাবী বিষয়ের ভয় প্রদর্শনের দ্বারাই হউক, যদি সে তোমাকে কোন প্রকারে পাতিত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

অতএব তোমার অন্তঃকরণকে কখনই উদ্বিগ্ন অথবা ভীত হইতে দিও না।

তুমি আমাতেই নির্ভর কর এবং সর্ব্বদা আমার কৃপাতে ভরসা রাখ।

তুমি অনেকবার আমাকে দূরস্থ ভাব বটে, কিন্তু আমি তোমার অতি নিকটেই আছি।

যখন সর্ব্বনাশ হইল, তুমি এমন ভাবিয়া থাক, তখন হয় তো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার অনেক বার তোমার করতল-সন্নিহিত থাকিতে পারে।

কোন প্রতিকূল ঘটনা ঘটিলেই সকলই ফুরাইয়া যায় না।

মনের উপস্থিত ভাব অনুসারে তোমার বিচার করা কখনই উচিত নহে। যাহা হয় হউক না কেন, দুঃখ ঘটিলে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার প্রত্যাশা একেবারে নাই, এমন ভাবিও না।

---

* মথি ৬; ৩৪।

হে বৎস, যদিও ক্ষণকালের জন্য আমি তোমাকে দুঃখে পাতিত কিম্বা তোমার বাঞ্ছনীয় সান্ত্বনা তোমা হইতে অপসারণ করি, তথাপি মনে করিও না যে, তুমি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত; কেননা স্বর্গ-রাজ্যের পথই এইরূপ।

তোমার পক্ষে এবং আমার অন্যান্য দাসদের পক্ষে সকল বিষয় তোমাদের ইচ্ছানুসারে সম্পূর্ণ সাধিত হওয়া অপেক্ষা বরং দুঃখ ক্লেশে পরীক্ষিত হওয়া তোমাদের পক্ষে যে অধিক মঙ্গলজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমি তোমার অন্তঃকরণের গুপ্ত-চিন্তা সকল জানি, পাছে উন্নত অবস্থায় তুমি স্ফীত হও এবং তোমার আপনার বিষয়ে তোমার যেরূপ চিন্তা করা অনুচিত, সেইরূপ চিন্তা তোমার মনে উদয় হয়, সেই জন্যই তুমি যেন কখন কখন আত্মিক মাধুর্য্যের আস্বাদন-বিরহিত হইয়া শুষ্ক অবস্থায় থাক, ইহা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক।

হে বৎস, যাহা আমি তোমাকে দান করিয়াছি, তাহা অপসারণ এবং প্রত্যর্পণ করা আমারই ইচ্ছা সাপেক্ষ।

যখন আমি দান করি, তখন আমারই বস্তু তোমাকে দিই; যখন আমি তাহা অপসারণ করি, তোমার কোন বস্তু আমি লই না; কেননা প্রত্যেক উত্তম এবং সিদ্ধ দান আমারই প্রদত্ত।

হে বৎস, যদি আমি তোমাকে দুঃখ দিই, কিম্বা তোমার প্রতি কোন প্রকার ক্রুশ প্রেরণ করি, তাহা হইলে শোক করিও না ও তোমার অন্তঃকরণকে হতাশ হইতে দিও না; কারণ জানিও যে, আমিই শীঘ্র তোমার আনুকূল্য করিতে পারি এবং আমি তোমার সকল উদ্বেগ আনন্দে পরিণত করিতে সমর্থ।

আমিই যাথার্থিক, এবং যখন তোমার সহিত এই রূপ ব্যবহার করি, তখন আমিই যে অতি প্রশংসনীয় তাহা বিস্মৃত হইও না।

যদি তুমি প্রকৃত জ্ঞানবান্ হও এবং সত্য কি, তাহা চিন্তা কর, তাহা হইলে দুঃখের সময়ে বিষণ্ণ হইয়া আর শোক করিবে না, বরং আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় তোমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

বৎস, আমি যে তোমাকে সময়ে সময়ে দুঃখ দিতে ত্রুটি করি না, ইহা তোমার সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করিও।

আমি আমার যে সকল প্রিয়তম শিষ্যকে সাংসারিক আনন্দ, সম্মান ও বিশ্রাম ভোগের পরিবর্ত্তে ঘোরতর সংগ্রাম, অপমান ও পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক বহু উত্তম ফল উৎপন্ন করিতে জগতে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহাদের প্রতি উক্ত আমার এই বচন তোমার স্মরণ করা কর্ত্তব্য ; "পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি।" *

---

৩১ অধ্যায়।

স্রষ্টাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা।

হে প্রভো, যেখান কোন মনুষ্য বা সৃষ্ট কোন জীব আমার বাধাজনক হইতে পারিবে না, সেই অতি উচ্চ স্থানে গমন করণার্থ আমার আরও অধিক পরিমাণে তোমার প্রসাদ লাভের প্রয়োজন।

কেননা যে পর্য্যন্ত জগৎ কিম্বা জগতের কোন বস্তু আমার প্রতিকূলাচরণ করিতে ক্ষান্ত না হয়, তাবৎ আমি অবাধে তোমার নিকটে গমন করিতে পারি না।

দায়ূদ বলিয়াছিলেন "আহা, যদি কপোতের ন্যায় আমার পক্ষ হইত, আমি উড্ডীয়মান হইয়া বিশ্রাম করিতাম"। রাজর্ষি দায়ূদ অবাধে উড়িয়া যাইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। †

ঈশ্বরের প্রতি অনন্যদৃষ্টি অপেক্ষা কিসে আর অধিক বিশ্রাম আছে? যে ব্যক্তি জগতে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, তাহা অপেক্ষা কে অধিক স্বাধীন?

অতএব সকল সৃষ্ট জীবের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া মনের উল্লাসে সর্ব্বস্রষ্টাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

এতদ্ভিন্ন সৃষ্ট জীবের সকল আকর্ষণ হইতে মনুষ্য যদি মুক্ত না হয়, স্বর্গীয় বিষয়ে সে অবাধে মনঃসংযোগ করিতে পারে না।

সম্পূর্ণরূপে নশ্বর জগতের আকর্ষণ-বিরহিত লোক অতি অল্প, কারণ যাহা ক্ষণস্থায়ী, জগৎ তাহা হইতে আপনাকে পৃথকীকৃত করিতে চাহে না।

---

* যোহন ১৫ ; ৯

† গীত ৫৫ ; ৬।

যদ্দ্বারা আত্মা সমুন্নত এবং অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধদেশে নীত হইতে পারে, ইহার জন্য বহুল প্রসাদের আবশ্যক।

যদি মনুষ্য আত্মাতে উন্নত, সকল সৃষ্ট জীবের আকর্ষণ-বিমুক্ত, এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আসক্ত না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাহার জ্ঞান ও অধিকার সকলই অকিঞ্চিৎকর।

যে কেহ একমাত্র অসীম নিত্যস্থায়ী মঙ্গলালয় ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে মহৎ গণনা করে, সে বহুকাল নিকৃষ্ট ও অধঃপাতিত হইয়া থাকিবে।

ঈশ্বর ব্যতীত সকলই অসার, সুতরাং অসার যাহা তাহাকে অসার বলিয়াই গণনা করা উচিত।

বিদ্বান্ ও পাঠাসক্ত পণ্ডিতের, এবং আলোক-প্রাপ্ত ও ভক্ত মনুষ্যের প্রজ্ঞায় অনেক প্রভেদ আছে।

যে প্রজ্ঞা মনুষ্য-বুদ্ধি দ্বারা অতি কষ্টে উপার্জ্জিত হয়, তাহা অপেক্ষা উর্দ্ধ হইতে স্বর্গীয় প্রভাবে বর্ষিত প্রজ্ঞা অধিকতর প্রভাবশালী।

অনেকে ধ্যান করিতে চায়, কিন্তু যাহাতে প্রকৃত ধ্যান হয়, তদনুযায়ী আচরণ করিতে চায় না। মানুষ বাহ্য বিষয় লইয়াই ব্যস্ত, এবং আত্ম-শাসনে উদাসীন, এই জন্যই সে ধ্যানে বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়।

আত্মিক নামধারী হইয়াও ক্ষণিক ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে আমরা যে কেন এত উদ্বিগ্ন ও ক্লিষ্ট হই, এবং পরমার্থ গুরুতর বিষয় উপেক্ষা করি, তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করা সুকঠিন।

পরিতাপের বিষয় যে, কিয়ৎক্ষণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিবেচনা পূর্ব্বক আচরণ করিতে না করিতেই আমাদিগের আত্ম-বিস্মৃতি জন্মে, কারণ যথোচিত মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষ হইয়া আমাদিগের কৃত কর্ম্মের পরীক্ষা আমরা করি না।

আমরা কোন্ কোন্ বস্তুতে সহজে আকৃষ্ট হই, সে বিষয়ে গভীর চিন্তা করি না এবং আমাদের প্রত্যেক কার্য্যেতে যে পবিত্রতার বিশেষ অভাব, সে বিষয়ে অনুশোচনা করি না।

সকল প্রাণী পাপ-কলুষিত হওয়াতেই জল-প্লাবন রূপ মহাবিপ্লব জগতে ঘটিয়াছিল।

আমাদের অন্তঃকরণরূপ উৎস ভ্রষ্ট ও নিস্তেজ হওয়াতে তন্নির্গত কার্য্য সকলও অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছে।

নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইতেই পবিত্র জীবনের ফল উৎপন্ন হয়।

আমরা বলিয়া থাকি, অমুক কত কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্য ধর্ম্মের অনুরাগ-প্রযুক্ত সম্পন্ন হইয়াছে কি না, তাহা আমরা তত যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করি না।

অমুক সাহসী, ধনবান্, সুন্দর, নিপুণ, সুলেখক, সুগায়ক, ও শ্রমশীল কি না, আমরা ইহার অনুসন্ধান করি, কিন্তু সে দীনাত্মা, ধৈর্য্যবান্, ক্ষান্তশীল, ভক্তিমান্ ও পরমার্থমনা কি না, ইহা কদাচিৎ অনুসন্ধান করিয়া থাকি।

প্রকৃতি, মনুষ্যের বাহ্য বিষয়ের দিকে মনোযোগ করে, কিন্তু ভগবৎ-প্রসাদ আন্তরিক বিষয়ে দৃষ্টি রাখে।

প্রকৃতি, সর্ব্বদা প্রবঞ্চিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরে প্রত্যাশা থাকাতে ভগবৎ-প্রসাদ কখনও বিভ্রান্ত হয় না।

---

৩২ অধ্যায়।

আত্ম-ত্যাগ ও কামনার বিনাশ।

বৎস, সম্পূর্ণ আত্ম-ত্যাগ ভিন্ন সিদ্ধ স্বাধীনতা-প্রাপ্তি হয় না।

যাহারা কেবল স্বার্থ অন্বেষণ এবং আপনাদিগকে প্রেম করে, তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, লোভী, অনধিকার-চর্চ্চক, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে অননুসন্ধিৎসু। ইহারা অনায়াস-লব্ধ ও সুখদ বিষয় সতত অনুসন্ধান করে এবং অস্থায়ী বিষয়ের দিকে ইহাদিগের কল্পনা প্রধাবিত হয়।

যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে আগত নহে, সে সকলই বিনষ্ট হইবে।

এই সংক্ষিপ্ত এবং সিদ্ধবাক্যগুলি স্মরণে রাখিও, যথা,—সকলই পরিত্যাগ কর, তাহাতে সকলই পাইবে। দুরাশা পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই বিশ্রাম পাইবে।

এই বিষয়গুলি উত্তমরূপে অনুধাবন কর, কেননা ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে তুমি সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে।

হে প্রভো, ইহা এক দিনের কার্য্য নহে ও বালকের ক্রীড়া নহে; বরং ধার্ম্মিকদিগের সমস্ত সিদ্ধি, এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

বৎস, যখন তুমি সিদ্ধদিগের কঠোর সাধনার বিষয় শ্রবণ কর, তখন পরাঙ্মুখ বা একেবারে নিরাশ না হইয়া বরং তোমার অধিকতর উচ্চ বিষয়ে উত্তেজিত হওয়া, অন্ততঃ সেই বিষয়ে আকাঙ্ক্ষী হওয়াও তোমার উচিত।

আমার এই ইচ্ছা, যেন তোমার এইরূপ অবস্থা হয়, এবং তুমি ঈদৃশী অবস্থায় উপস্থিত হও যে, আপনাকে আর প্রেম না করিয়া, কেবল আমার ইঙ্গিতের বশীভূত হইয়া থাকিবে; তাহা হইলে তুমি আমাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, এবং তোমার সমস্ত জীবন আনন্দে ও শান্তিতে যাপিত হইবে।

তোমার এখনও অনেক বিষয় পরিত্যাগ করিতে আছে, তাহা না করিতে পারিলে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না।

আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিই, তুমি স্বর্গীয় প্রজ্ঞারূপ অগ্নি-পরীক্ষিত স্বর্ণ আমার কাছে ক্রয় কর, * এবং ধনবান হইয়া সকল তুচ্ছ ও নীচ বিষয় পদতলে দলিত কর।

পার্থিব জ্ঞানকে ক্ষুদ্র বোধ কর, এবং অন্যকে কিম্বা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে কখনও যত্ন করিও না।

আমি বলিয়াছি, এই জগতে যে সমস্ত বিষয় বহুমূল্য এবং মহৎ বলিয়া গণ্য, তাহার পরিবর্ত্তে সামান্য অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য মনোনীত কর।

বাস্তবিক সত্য স্বর্গীয় জ্ঞান মনুষ্য-সমাজে তুচ্ছ ও বিস্মরণীয় হইয়া পড়িয়াছে। কারণ তাহার উৎকর্ষ সম্বন্ধে লোকের চিন্তা নাই, পৃথিবীতে তাহার সমাদর নাই। অনেকে মুখে তাহার প্রশংসা করে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতে দূরে থাকে। মনুষ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে যে, ইহাই তাহার পক্ষে তাহার অজ্ঞাত বহুমূল্য রত্ন।

---

* প্রকাশিত ৩; ১৮ দেখ।

৩৩ অধ্যায়।

মানব হৃদয়ের অসামঞ্জস্য ও মানব বাসনার চরম লক্ষ্য।

বৎস, তোমার অন্তঃকরণের উপস্থিত ভাবের উপর নির্ভর করিও না, কেননা তাহা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইতে পাবে।

যতকাল তুমি জীবিত থাকিবে, তুমি তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিবর্ত্তনাধীন থাকিবে, এবং এই জন্যই তুমি কখনও আনন্দিত, কখনও দুঃখিত, কখনও নিশ্চিন্ত, কখনও ব্যাকুল, কখনও ধর্ম্মরত, কখনও ধর্ম্মবিরত, কখনও শ্রমী, কখনও অলস, কখনও গম্ভীর, কখনও বা লঘু দৃষ্ট হও।

কিন্তু জ্ঞানী ও আত্মাতে সুশিক্ষিত ব্যক্তি পবিবর্ত্তনশীল বিষয়েব ঊর্দ্ধে আপনাকে দৃঢ়রূপে অবস্থিত করে, এবং বায়ুরূপ চঞ্চল নিজ মনেব ভাব কোন্ দিকে বহিতেছে, তাহাব প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, বরং সে মনেব সমস্ত বাসনা যথার্থ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবিণামেব দিকে সন্নিবেশিত করে।

তাহা হইলে সাংসাবিক ঘটনাসমূহের মধ্যে তাহার বাসনারূপ স্থির-দৃষ্টি সতত আমার প্রতি থাকাতে সে চিবকাল অটল, অবিকৃত ও শান্ত-সমাহিত ভাবে কালযাপন করিতে পারিবে।

বাসনার চক্ষু যত অধিক পবিত্র হয়, দুর্ঘটনারূপ নানাবিধ ঝটিকায় আক্রান্ত হইলেও সে তত অধিক দৃঢ়তাসহকারে ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে পারে।

কিন্তু অনেকের পবিত্র বাসনার চক্ষু ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কারণ তাহাদের প্রেম কোন সুখদায়ক বস্তু দেখিলেই শীঘ্র তাহাতে আকৃষ্ট হয়।

স্বার্থ-চেষ্টার দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত লোক অতি বিরল।

পূর্ব্বকালে যিহূদীরা কেবল যীশুর জন্য নয়, কিন্তু লাসারকেও দেখিবার জন্য বৈথনিয়া নগরে মার্থা এবং মরিয়মের গৃহে আসিয়াছিল।*

অতএব আমরা যেন সরল ও যাথার্থিকরূপে অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনারাজির মধ্য দিয়া কেবল ঈশ্বরের দিকে ধাবমান হইতে পারি, এজন্য আমাদিগের বাসনার চক্ষু পবিত্র ও প্রসন্ন হওয়া আবশ্যক।

---

* যোহন ১২ ; ৯।

৩৪ অধ্যায়।

ভক্তের পক্ষে ঈশ্বর নিতান্ত মধুময় ও সর্ব্বেসর্ব্বা।

হে আমার ঈশ্বর, আমার সর্ব্বস্ব; আমি আর কি অধিক ইচ্ছা করিতে পারি? আর কি অধিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি?

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য-প্রিয়, এবং জগৎ ও জগতীস্থ সমুদয় বস্তুর প্রেমী নহে, তাহার পক্ষে ইহা কেমন মিষ্ট ও সুশ্রাব্য বচন!

ভক্তের পক্ষে, "আমার ঈশ্বর, আমার সর্ব্বস্ব," বলাই যথেষ্ট; সুতরাং যে ঈশ্বর-প্রেমী, তাহার পক্ষে ইহার পুনরুক্তি নিতান্তই আনন্দজনক।

হে নাথ, তুমি সঙ্গে থাকিলে সকলই আনন্দময়, তোমার বিরহে আমার সকলই ক্লেশদায়ক বলিয়া মনে হয়।

তুমি অন্তঃকরণের স্থিরতা, মহতী শান্তি এবং উৎসবানন্দ প্রদান করিয়া থাক।

সকল ঘটনাকে মঙ্গলকর বিবেচনা করিতে এবং সকল বিষয়েই তোমার প্রশংসা করিতে আমাদিগকে তুমি প্রবৃত্তি দিয়া থাক; তোমা ভিন্ন কোন বিষয়ই অধিক-কাল সন্তোষদায়ী হয় না, এবং তোমার প্রসাদ ব্যতীত কোন বস্তুই আনন্দজনক ও সুস্বাদু হইতে পারে না। অধিকন্তু তোমার জ্ঞানরূপ লবণ-সংযুক্ত না হইলে কোন ঘটনাই মিষ্ট বোধ হইতে পারে না।

যে তোমার মধুরতার প্রকৃত আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার পক্ষে সকলই মধুময়।

কিন্তু যে তোমার মধুরতার আস্বাদ পায় নাই, তাহার কিছুতেই সন্তোষ জন্মে না।

জগতের জ্ঞানী এবং ইন্দ্রিয়-পরবশ লোকেরা তোমার বিষয়ে জ্ঞানবিহীন হওয়াতে তাহাদের মধ্যে অসারতা দৃষ্ট হয় এবং ঐ অসারতা মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।

কিন্তু যাঁহারা জগতীস্থ বিষয় অবজ্ঞা এবং ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা তোমার অনুগমন করেন, তাঁহারাই সত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা অসারতা হইতে সত্যে এবং শারীরিকতা হইতে আত্মিকতায় উন্নীত হইয়াছেন।

তাঁহারাই ঈশ্বরের আস্বাদন প্রাপ্ত হয়েন এবং সৃষ্ট জীবে যাহা কিছু উত্তম

বিষয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার স্রষ্টার প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহারই প্রদত্ত বলিয়া গ্রহণ করেন।

স্রষ্টার ও সৃষ্টির মাধুর্য্য সম্ভোগে, অনন্তে ও সান্তে এবং ঈশ্বর-প্রদত্ত ও কৃত্রিম আলোকে অসীম প্রভেদ।

হে সকল সৃষ্ট-জ্যোতির অতীত, নিত্যস্থায়ী আলোক, ঊর্দ্ধ হইতে তোমার দীপ্তির রশ্মি বর্ষণ কর, যেন তাহাতে আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত প্রদেশ উদ্ভাসিত হয়।

হে নাথ, আমার আত্মা ও তাহার সমস্ত ক্ষমতাকে পবিত্রীকৃত, উল্লাসিত, দীপ্তিময় এবং জীবন্ত কর, যেন আমি মহানন্দে তোমাতেই আসক্ত থাকিতে পারি।

আহা, যে সময়ে তুমি আমার কাছে থাকিয়া আমাকে তৃপ্ত করিয়া আমার পক্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে, সেই ধন্য ও অভিলষিত সময় কখন আসিবে ?

যে পর্য্যন্ত আমি এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত না হই, সে পর্য্যন্ত পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

হায়, এখনও পুরাতন পুরুষ আমাতে জীবিত আছে ; সম্পূর্ণরূপে সে ক্রুশার্পিত ও মৃত হয় নাই !

এখনও সে আত্মার বিরুদ্ধে বলীয়ান্ হইয়া যুদ্ধ সংঘটন করে, এবং আমার মনোরাজ্যের শান্তি বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে।

হে নাথ, তুমিই সমুদ্রের পরাক্রমকে শাঁসন করিয়া থাক, তাহার তরঙ্গের প্রচণ্ডতা নিবৃত্ত করিয়া থাক, তুমিই উঠিয়া আমাকে আশ্রয় প্রদান কর।

যে সকল জাতি যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাদিগকে তোমার শক্তি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ কর।

হে প্রভো, বিনয় করি, তোমার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ কর, এবং তোমার দক্ষিণ হস্তকে মহিমান্বিত হইতে দাও, কেননা হে নাথ, আমার ঈশ্বর, তোমা ভিন্ন আমার আর কোন প্রত্যাশা বা আশ্রয়-স্থান নাই।

---

৩৫ অধ্যায়।

মর্ত্ত্য-জীবন প্রলোভনশূন্য নহে।

বৎস, এই জীবনে তুমি কখনও নিরাপদে থাকিতে পার না, কিন্তু যতকাল জীবিত থাকিবে, ততদিন তোমার আত্মিক রণ-সজ্জার আবশ্যক।

তুমি শত্রুগণের মধ্যে বসতি করিতেছ, এবং তোমার দক্ষিণে ও বামে, উভয় দিকেই তাহারা আক্রমণ করিবে।

অতএব তুমি যদি ধৈর্য্যরূপ ঢাল দ্বারা আপনাকে চতুর্দ্দিকে সতত রক্ষা না কর, তবে দীর্ঘকাল অনাহত থাকিতে পারিবে না।

এতদ্ভিন্ন আমার জন্য সকলই সহ্য করিবার সরল আকাঙ্ক্ষায় তুমি যদি তোমার অন্তঃকরণ দৃঢ়রূপে আমাতে নিবেশ না কর, তবে এই যুদ্ধের প্রবল আক্রমণ তুমি সহ্য করিতে পারিবে না, এবং সাধু ভক্তদিগের বিজয় উল্লাসের সহভাগী হইতে পারিবে না।

অতএব বীরের ন্যায় সকল কঠোর অবস্থার মধ্য দিয়া গমন কর, এবং যাহা কিছু তোমার গতিবোধ করে, তাহার বিরুদ্ধে বলবান্ হস্ত উত্তোলন করিয়া অগ্রসর হও।

কেননা যে কেহ সংগ্রামে জয়ী হয়, তাহাকে স্বর্গীয় মান্না প্রদত্ত হইবে, * কিন্তু অলসদিগের নিমিত্ত অনেক দুঃখ সঞ্চিত রহিয়াছে।

যদি তুমি এই জীবনেই বিশ্রাম অন্বেষণ কর, তবে কি প্রকারে নিত্যস্থায়ী বিশ্রাম প্রাপ্ত হইবে?

জগতে বিশ্রাম ভোগার্থে নয়, কিন্তু দুঃখ সহ্য করিতে অধিক প্রস্তুত হও।

যে প্রকৃত শান্তি পৃথিবী-সাপেক্ষ বা কোন মনুষ্য-সাপেক্ষ নহে, বরং যাহা স্বর্গে এবং কেবল ঈশ্বর হইতেই পাওয়া যায়, তাহার অন্বেষণ কর।

ঈশ্বরের প্রেমের জন্য পরিশ্রম, যন্ত্রণা, পরীক্ষা, বিরক্তি, দুর্ভাবনা, দীনতা, ক্ষতি, অপবাদ, অনুযোগ, অবনতি, শাস্তি, অবজ্ঞা প্রভৃতি সকল কষ্টই তোমার সানন্দে সহ্য করা উচিত।

---

* প্রকাশিত ২ ; ১৭।

এই সকল দ্বারাই ধর্ম্ম লাভ হয়, এই সকলই খ্রীষ্টের নূতন সেনার পরীক্ষার লক্ষণ, এবং ইহার দ্বারাই স্বর্গীয় মুকুটের সূচনা হয়।

আমি অল্প শ্রমের জন্য নিত্যস্থায়ী পুরস্কার, এবং ক্ষণিক অপমানের পরিবর্ত্তে অসীম মহিমা প্রদান করিব।

তুমি কি মনে কর যে, তোমার ইচ্ছাক্রমেই সতত আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবে?

আমার ভক্তেরা নিরবচ্ছিন্ন সান্ত্বনা সম্ভোগ করেন নাই, বরং তাঁহারা অনেকবার ক্লিষ্ট, পরীক্ষিত ও বন্ধুহীনতানিবন্ধন দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তথাচ তাঁহারা ধৈর্য্যপূর্ব্বক এই সকল সহ্য করিয়াছিলেন, এবং আপনা-দিগেতে নির্ভর না করিয়া আমাতে নির্ভর করিয়াছিলেন; তাঁহারা জানিতেন যে, এই বর্ত্তমান কালের দুঃখ ভাবী মহিমার সহিত পরিমিত হইবার যোগ্য নহে। *

যাহা অনেকে প্রচুর অশ্রুপাতের এবং অত্যন্ত শ্রমের পরেও সহসা প্রাপ্ত হন নাই, তাহা কি তুমি একেবারে বিনা আয়াসে পাইতে চাহ?

হে বৎস, প্রভুর অপেক্ষা কর, বীরবৎ আচরণ কর, এবং সাহসী হও; অবিশ্বাস করিও না, বীরের ন্যায় স্বস্থানে দণ্ডায়মান থাক। শরীর ও আত্মা উভয়ই ঈশ্বরের মহিমার জন্য প্রদান কর।

আমি তোমাকে প্রচুররূপে পুরস্কার দিব, এবং সকল দুঃখের সময়ে তোমার সহবর্ত্তী থাকিব।

---

৩৬ অধ্যায়।

মানবের বিচারের অসারতা।

বৎস, প্রভুতে দৃঢ়রূপে তোমার মন সংসক্ত কর, এবং যখন তোমার বিবেক তোমাকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও নির্দ্দোষ বলিয়া তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তখন মনুষ্যদিগের বিচারের ভয় করিও না।

---

* রোমীয় ৮, ১৮।

এই প্রকার দুঃখ সহ্য করা উত্তম ও আনন্দের বিষয়, এবং যাহার অন্তঃকরণ প্রণত হয় ও আপনাতে নির্ভর না করিয়া ঈশ্বরে নির্ভর করে, তাহার পক্ষে ইহা কখনও কষ্টদায়ক হইতে পারে না।

অনেক লোকে অনেক কথা কহে, সুতরাং তাহাদের কথা অতি অল্প পরিমাণেই বিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিও।

তদ্ভিন্ন সকলকে সন্তুষ্ট করা কখনই সম্ভবপর নয়।

যদিও পৌল প্রভুতে সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন, এবং যেখানে যেমন সেখানে সেইরূপ ব্যবহার করিতেন, তথাচ মনুষ্যের দ্বারা বিচারিত হওয়া তিনি অতি ক্ষুদ্র বিষয় জ্ঞান করিতেন।

যদিও তিনি অন্যের নিষ্ঠা-বৃদ্ধি ও পরিত্রাণের জন্য যথাসাধ্য শ্রম করিতেন, তথাচ মনুষ্যেরা তাঁহার বিচার ও তাঁহাকে তুচ্ছ করিতে ত্রুটি করে নাই।

এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের হস্তে তিনি সকলই সমর্পণ করিতেন, এবং যখন মনুষ্যেরা অযথার্থ কথা কহিত, কিম্বা অসার ও মিথ্যা বিষয়ে আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে শ্লাঘা করিত, তখন তিনি নম্রতা ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিতেন।

দুর্ব্বল ব্যক্তিরা তাঁহার মৌনাবলম্বন দ্বারা যেন বিঘ্ন না পায়, এই জন্য তিনি সময়ে সময়ে তাহাদিগকে উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতেন।

নশ্বর মনুষ্যকে তুমি ভয় কর কেন? সে অদ্য বর্ত্তমান, কল্য অদৃশ্য হইবে।

তুমি ঈশ্বরকে ভয় করিলে, মনুষ্যের ভয়ে সঙ্কুচিত হইবে না।

মনুষ্যের বাক্যে বা কার্য্যে তোমার কি হানি হইতে পারে? সে তোমার নয়, বরং আপনারই ক্ষতি করে, এবং সে যে কেহ হউক না কেন, কখনই সে ঈশ্বরের বিচার এড়াইতে পারিবে না।

তুমি সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্বীয় দৃষ্টিগোচরে রাখ, উগ্রবাক্য সহকারে কখনও কাহারও সহিত বিবাদ করিও না।

যদিও আপাততঃ তোমাকে অপ্রতিভ ও অন্যায়রূপে লজ্জাস্পদ হইতে হয়, তাহাতে তুমি দুঃখিত হইও না; এবং তোমার প্রাপ্য মুকুট অধৈর্য্য দ্বারা নিষ্প্রভ হইতে দিও না।

যিনি লজ্জা ও সকল প্রকার অন্যায় হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন,

এবং প্রত্যেক জনকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিতে পারেন, সেই স্বর্গীয় ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

---

৩৭ অধ্যায়।

হৃদয়ের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রকৃত আত্মত্যাগ।

বৎস, আত্ম-বর্জ্জন কর, তাহা হইলেই তুমি আমাকে পাইবে।

স্ব ইচ্ছায় কোন বিষয়ই মনোনীত করিও না, ও আত্ম-চেষ্টা না করিয়া স্বস্থানে অবস্থিতি কর, তাহা হইলেই তুমি সর্ব্বদা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

কারণ যে জন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-ত্যাগ করে, সে অধিক অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে।

হে প্রভো, আমাকে বলিয়া দাও, আমি কতবার এবং কি কি বিষয়ে আত্ম-ত্যাগ করিব ?

বৎস, সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্ব বিষয়ে ত্যাগ-স্বীকার কর; যেন তুমি সর্ব্ব বিষয়ে স্বার্থবিরহিত ও আত্মশূন্য থাক, এই আমার অভিলাষ।

যদি অন্তর্ব্বাহ্য উভয়তঃ স্বেচ্ছাবিরহিত হইতে পার, তবে জানিও যে তুমি আমার এবং আমি তোমার।

যত শীঘ্র তুমি ইহা সাধন করিবে, ততই তোমার মঙ্গল হইবে; এবং যত সম্পূর্ণ ও সরলভাবে ইহা সম্পাদন করিবে, ততই অধিক তুমি আমার সন্তোষ বিধান করিতে পারিবে, এবং তোমার উপকার হইবে।

কেহ কেহ আংশিক ভাবে আত্ম-ত্যাগ করে, তাহাদিগের ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর না থাকাতে তাহারা আপনাদের ভার কিয়ৎপরিমাণে আপনারা গ্রহণ করিয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ প্রথম প্রথম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ-স্বীকার করে বটে, কিন্তু পরে পরীক্ষায় আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বপথে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সুতরাং তাহারা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না।

আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ এবং দিন দিন আমার উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ না করিলে, কেহই নির্ম্মল অন্তঃকরণ-প্রসূত সত্য স্বাধীনতা অথবা আমার অতি মধুর বন্ধুতার প্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারে না; এরূপ না হইলে আমার সহিত কোন স্থায়ী ফলদায়ক সম্মিলনও সম্ভব হইতে পারে না।

আমি তোমাকে অনেক বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আত্ম-ত্যাগ ভিন্ন কখনই আন্তরিক শান্তি লাভ হয় না।

বৎস, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ-স্বীকার কর, কিছুই চাহিও না, পুনর্ব্বার কিছু গ্রহণ করিতে মানস করিও না; নিঃসন্দেহে এবং পবিত্ররূপে আমাতে অবস্থিতি কর; তাহা হইলে তুমি আমাকে পাইবে, তোমার হৃদয়ে স্বাধীনতা লাভ হইবে, আর অন্ধকার তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে না।

তুমি যেন সমস্ত স্বার্থপরতা-রহিত হইতে পার, এবং সম্পূর্ণ সরলতার সহিত খ্রীষ্টের অনুগমন করিতে ও আপনার পক্ষে মৃত হইয়া আমার উদ্দেশে চিরকাল জীবিত থাকিতে পার, ইহাই তোমার চেষ্টা, ইহাই তোমার প্রার্থনা, ইহাই তোমার আকাঙ্ক্ষা হউক।

তাহা হইলে তুমি সকল অসার বাসনা, অকারণ দুর্ভাবনা এবং অনর্থক চিন্তারহিত হইবে, এবং তোমার অপরিমিত ভয় আর থাকিবে না, এবং তোমার সর্ব্ববিধ অবিহিত প্রেম তিরোহিত হইবে।

---

৩৮ অধ্যায়।

বাহ্য বিষয় সুশাসন এবং বিপদে ঈশ্বরের শরণ।

বৎস, সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্ব কার্য্যে তুমি যেন অন্তরে স্বাধীন থাকিতে পার, এবং বাহ্য বিষয় সকল নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পার, সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার এরূপ চেষ্টা করা উচিত। সকলই তোমার অধীন হউক, কিন্তু তুমি কিছুরই অধীন হইও না।

তুমি বেতন-ভোগী বা ক্রীতদাসের ন্যায় নিজ কার্য্যের অধীন না হইয়া, বরং তুমি তাহার উপরে প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব কর।

তুমি ঈশ্বরের সন্তানগণের অধিকার ও স্বাধীনতা পাইয়াছ, সুতরাং স্বাধীন এবং প্রকৃত ইস্রায়েলের ন্যায় তোমার জীবন যাপন করা উচিত।

ঈদৃশ ভক্তেরা বর্ত্তমান অবস্থাপুঞ্জের অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য-স্থায়ী বিষয় সকল চিন্তা করেন।

তাঁহারা বাম চক্ষু দ্বারা ক্ষণিক বিষয় এবং দক্ষিণ চক্ষু দ্বারা স্বর্গীয় বিষয় সকল নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

মহান্ কার্য্যকর্ত্তা ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত বিষয় সুনিয়মে পরিচালন করি-তেছেন; সুতরাং তিনি যে অভিপ্রায়ে যে বিষয় নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, ভক্তেরা প্রত্যেক পার্থিব কার্য্য সাধন করেন; তাঁহারা কখনই সংসারে আকৃষ্ট হন না।

অধিকন্তু তুমি যদি সকল অবস্থায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাক, এবং যে সকল বিষয় দেখ বা শুন, তাহা বাহ্য দৃষ্টিতে বা চর্ম্মচক্ষে গ্রাহ্য না করিয়া, প্রত্যেক বিষয়ে মোশির মত পবিত্র শিবিরে প্রভুর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে প্রবেশ কর, তাহা হইলে তুমি কখন কখন স্বর্গীয় বাণী শুনিতে পাইবে, এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অনেক বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে।

মোশি সন্দেহজনক ও গভীর বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য সতত পবিত্র শিবিরে প্রবেশ করিতেন এবং কোন সঙ্কটের সম্মুখীন হইলে বা মানবীয় ভ্রষ্টতার প্রতিরোধ করিতে হইলে তিনি বলের জন্য প্রার্থনা করিতেন।

অতএব তোমারও সেইরূপ স্বর্গীয় প্রসাদ ব্যগ্রতাপূর্ব্বক যাচ্ঞা করণার্থ হৃদয়াগাররূপ শিবিরে সর্ব্বদা আশ্রয় লওয়া উচিত।

ভাবিয়া দেখ, সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরাশ্রয় যাচ্ঞা না করাতে যিহোশূয় এবং ইস্রায়েল-সন্তানেরা গিবিয়োনীয়দিগের মিষ্ট বাক্যে কেমন প্রতারিত হইয়াছিলেন!

---

৩৯ অধ্যায়।

বিষয় কর্ম্মে অতিরিক্ত চিন্তাবর্জ্জন।

বৎস, তোমার সমস্ত ভার তুমি আমাতেই অর্পণ কর, আমি উপযুক্ত সময়ে সে সকল সুসম্পন্ন করিব।

আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে, তদ্দ্বারা তোমার মঙ্গল হইবে।

হে প্রভো, আমি অতি হৃষ্ট-চিত্তে সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি, কেননা আমার দ্বারা কিছুই হইতে পারে না।

আহা, ভাবী ঘটনার বিষয়ে যদি আমি এত চিন্তাকুল না হইয়া, স্ব ইচ্ছায় তোমার মঙ্গলময় হস্তে আমার সকল ভার অর্পণ করিতাম, তাহা হইলে আমার কতই মঙ্গল হইত!

বৎস, অভিলাষ পূর্ণ করণার্থে মনুষ্য অনেক বার প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তিমাত্রেই তাহার ভাবান্তর জন্মে; কারণ প্রবৃত্তি চঞ্চলা, সর্ব্বদা এক বিষয়ে স্থির না থাকিয়া নানা বিষয়ে প্রধাবিত হয়।

অতএব মনে রাখিও, অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও আত্ম-পরিত্যাগ লাভজনক।

আত্ম-ত্যাগ মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃত ফলোপধায়ক, যে কেহ আত্মত্যাগ-ব্রত অবলম্বন করে, সে স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে জীবন যাপন করে।

কিন্তু সাধুগণের সর্ব্বদাই বিপক্ষতা করণে উদ্যোগী, এমন যে পুরাতন শত্রু, সে কোন কালেই পরীক্ষা করিতে ক্ষান্ত হয় না, বরং অসাবধান লোকদিগকে প্রবঞ্চনারূপ আবর্ত্তে পাতিত করিবার জন্য সে দিবারাত্র সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকে।

অতএব প্রভু কহেন, "যেন পরীক্ষাতে না পড়, এই জন্য জাগ্রৎ থাক ও নিরন্তর প্রার্থনা কর।"*

---

৪০ অধ্যায়।

মনুষ্যের অধমতা ও অযোগ্যতা।

"হে প্রভো, মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর, মনুষ্য-সন্তানই বা কি যে, তুমি তাহার তত্ত্বাবধান কর?"†

---

* মথি ২৬; ৪১। † গীত ৮; ৪।

মনুষ্য কোন্ বিষয়ে উপযুক্ত যে, তুমি তাহাকে তোমার প্রসাদ প্রদান কর ?

হে প্রভো, তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বচসা করিবারই বা আমার অধিকার কি ? অথবা আমার বাঞ্ছা যদি পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে ন্যায়তঃ আমার কি বলিবার বা ক্ষমতা আছে ? আমার বরং এইরূপ চিন্তা করা ও বলা উচিত যে, হে প্রভো, আমি অসার ও অকিঞ্চিৎকর, আমাতে কোনই উত্তমতা নাই, আমি নশ্বরতাপূর্ণ এবং সর্ব্বদা অসারতার দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকি।

হে নাথ, তুমি যদি আমার সহায়তা ও আমাকে রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি নিতান্তই শিথিল এবং ভগ্নোন্মুখ হইয়া পড়ি।

কিন্তু প্রভো, তুমি নির্ব্বিকার ও নিত্যস্থায়ী, তুমি চির উত্তম, যাথার্থিক ও পবিত্র ; এবং তুমি সকলই তোমার জ্ঞান দ্বারা নিরূপণ করিয়া, উত্তম, যাথার্থিক ও পবিত্ররূপে বিধান করিতেছ।

হে নাথ, আমি উন্নতি অপেক্ষা অবনতির অধিক বশবর্ত্তী।

অবস্থা-চক্রের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ গমন করা * প্রযুক্ত আমি সর্ব্বদা একাবস্থায় অবস্থিতি করিতে পারি না।

তথাচ হে প্রভো, তোমার ইচ্ছা হইলে এবং তোমার অনুকূল হস্ত বিস্তৃত থাকিলে আমার মঙ্গল সাধিত হইবে, কারণ মনুষ্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া তুমি একাকীই আমার উপকার করিতে ও আমাকে এমন বল প্রদান করিতে পার যে, আমার মুখ আর কোন দিকে ফিরিতে চাহিবে না, কিন্তু সতত তোমার প্রতিই ফিরিবে ও কেবল তোমাতেই বিশ্রাম প্রাপ্ত হইবে।

ধর্ম্ম সাধনার্থেই হউক, অথবা আবশ্যকতা বশতই হউক, মনুষ্য-সাহায্য অকিঞ্চিৎকর জানিয়া, যদি আমি মানবীয় সান্ত্বনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাতে আশ্রয় লই, তাহা হইলেই তোমার দত্ত অনুগ্রহ ও অভিনব সান্ত্বনা পাইবার ভরসা আমার জন্মিবে।

যখন আমার কোন মঙ্গল হয়, তোমারই নিকট আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ তুমিই সকল মঙ্গলের উৎস।

কিন্তু হে প্রভো, আমি তোমার দৃষ্টিতে অপদার্থ ও অসারমাত্র এবং নিতান্তই চঞ্চল ও দুর্ব্বল।

---

* দানিয়েল ৪ ; ১৬, ২৩, ৩২।

অতএব আমি কিসের শ্লাঘা করিতে পারি? বা কিসের জন্য যশঃ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি? কি অসারতার জন্য? ইহাও তো নিতান্ত অসার।

অনর্থক শ্লাঘা কুলক্ষণ এবং অসারতা মাত্র; ইহা দ্বারা মনুষ্য প্রকৃত গৌরব-বৰ্জ্জিত ও স্বৰ্গীয় অনুগ্রহ-ভ্রষ্ট হয়।

কারণ ঈদৃশ ব্যক্তি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া তোমাকে অসন্তুষ্ট করে, এবং মনুষ্যের প্রশংসা আকাঙ্ক্ষা করিয়া সত্য-ধর্ম্ম হারায়।

আপন ধাৰ্ম্মিকতায় ও ক্ষমতায় শ্লাঘা না করিয়া, যে কেহ তোমার নামে ও তোমাতে শ্লাঘা করে, এবং কেবল তোমারই অনুরোধে তোমার সৃষ্ট জীবে আনন্দিত হয়, সেই প্রকৃত শ্লাঘা ও পবিত্র আনন্দ অনুভব করিবার অধিকারী হইয়াছে।

হে নাথ, আমার নহে, কিন্তু তোমারই নাম প্রশংসিত হউক; আমার নহে, কিন্তু তোমারই কার্য্য মহিমান্বিত হউক; তোমারই পবিত্র নাম ধন্য হউক; মনুষ্যদিগের প্রশংসার কোন অংশ যেন আমাকে প্রদত্ত না হয়।

তুমিই আমার শ্লাঘা, তুমিই আমার হৃদয়ের আনন্দস্বরূপ হও।

আমি তোমাতেই সমস্ত দিন আনন্দ করিব, কিন্তু আমি আপনার নিজের বিষয়ে আমার দুৰ্ব্বলতা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই যেন শ্লাঘা করিবার হেতু না পাই।

যিহুদীরা পরস্পর সম্ভ্রম অন্বেষণ করুক, কিন্তু আমি সতত ঈশ্বর হইতে লব্ধ প্রশংসার অভিলাষী থাকিব।

সকল মানবীয় মহিমা, সকল অস্থায়ী সম্ভ্রম, সকল প্রকার জাগতিক উন্নতি তোমার নিত্যস্থায়ী মহিমার সহিত তুলনা করিলে বাস্তবিকই সে সকল অসারতা এবং প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়।

হে সত্য ও দয়ার আকর ঈশ্বর, হে মহিমায় ধন্য ত্রিত্ব, কেবল তোমারই প্রশংসা, পরাক্রম, সম্ভ্রম ও মহিমা চিরকাল হউক।

---

৪১ অধ্যায়।

পার্থিব সম্ভ্রমের প্রতি অবজ্ঞা।

বৎস, অন্যের সম্ভ্রম ও উন্নতি, এবং তোমার আপনার অসম্ভ্রম ও অবনতি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইও না।

তোমার মন আমার প্রতি স্বর্গের দিকে উত্তোলন কর, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের অবজ্ঞা তোমাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

হে প্রভো, আমরা অন্ধকারে অবস্থিতি করি ও অসারতা নিবন্ধন শীঘ্রই ভ্রান্ত হইয়া পড়ি।

যদি প্রকৃতভাবে আমি আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে সাহস করিয়া আমি বলিতে পারি না যে, কোনও সৃষ্ট জীব কখনও আমার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সুতরাং ন্যায়তঃ আমি তোমার কাছে কাহারও বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতেও পারি না।

কিন্তু আমি জানি, বার বার অন্যায়রূপে আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করাতে সকল সৃষ্ট প্রাণী ন্যায়তঃ আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে।

এই জন্যই আমার মনে হয়, লজ্জা এবং অবজ্ঞা ন্যায়সঙ্গতরূপে আমারই প্রাপ্য, কিন্তু প্রশংসা, সম্ভ্রম ও মহিমাতে তোমারই অধিকার।

হে নাথ, আমি জানি, যদি আমি সৃষ্ট জীব দ্বারা তুচ্ছীকৃত, পরিত্যক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে অসার গণিত হইতে হৃষ্টচিত্তে আপনাকে প্রস্তুত না করি, তাহা হইলে আমি আন্তরিক শান্তি ও স্থিরতা প্রাপ্ত হইতে, কিম্বা আত্মাতে দীপ্তিময়, বা সম্পূর্ণরূপে তোমার সহিত সম্মিলিত হইতে পারিব না।

---

৪২ অধ্যায়।

মনুষ্য-প্রদত্ত শান্তির অসারতা।

বৎস, মনে রাখিও, কোন মনুষ্য তোমার যতই মনোমত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হউক না কেন, তোমার শান্তি লাভার্থে তাহার উপর নির্ভর করা নিতান্তই অবিধেয়,

কারণ তাহা করিলে তুমি শীঘ্রই বিচলিত ও সংসার-জালে জড়ীভূত হইয়া পড়িবে।

কিন্তু যদি তুমি নিত্যজীবী এবং চিরস্থায়ী সত্য যে আমি, তুমি যদি আমার আশ্রয় লও, তাহা হইলে কোন বন্ধুর পরিবর্জ্জন বা মৃত্যু তোমাকে দুঃখিত করিতে পারিবে না।

তোমার বন্ধুর প্রতি তোমার সকল অনুরাগ আমাতেই কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক ; এবং যে কোন ব্যক্তিকে তুমি সৎ ও প্রিয় জ্ঞান কর না কেন, আমারই জন্য যেন সে তোমার প্রিয়তম হইতে পারে।

বৎস, আমা ব্যতিরেকে বন্ধুতার কোন শক্তি বা স্থায়িত্ব নাই ; আর যাহা আমাকর্ত্তৃক সংযোজিত হয় নাই, সেই প্রেম-যোগ সত্য ও নির্ম্মল নহে।

তুমি যেন মনুষ্যের স্নেহ-সাপেক্ষ না হও, এই জন্য প্রিয় বন্ধুদিগের প্রেমের প্রতি তোমার মৃতবৎ হওয়া উচিত।

মনুষ্য যতই ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়, ততই সে পার্থিব সান্ত্বনা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

আর সে যে পরিমাণে ঈশ্বরের দিকে উচ্চে আরোহণ করে, সেই পরিমাণে সে আপন চিত্তে অবনত হয়।

যে কেহ আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার অন্তঃকরণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কখন আসিতে পারে না, কেননা পবিত্র আত্মার প্রসাদ নিয়ত নত হৃদয়েরই অন্বেষণ করে।

যদি তুমি আপনাকে নগণ্যের মধ্যে জ্ঞান কর, এবং সম্পূর্ণরূপে পার্থিব প্রেম-নিরপেক্ষ হও, তাহা হইলেই আমি তোমার অন্তঃকরণে আমার অনুগ্রহ-স্রোত প্লাবিত করিতে পারি।

যখন তুমি সৃষ্ট জীবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, স্রষ্টার মুখ তখন তোমা হইতে অপসৃত হয়।

বৎস, স্রষ্টার জন্য সকল বিষয়ে তুমি আপনাকে বশীভূত করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলেই তাঁহার বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান-প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

সামান্য সামান্য বিষয়ে অবৈধ অনুরাগ পরিত্যাগ কর, কেননা তাহা পারমার্থিক মঙ্গলের বিঘ্নস্বরূপ ও আত্মার অপবিত্রতা সাধন করে।

---

৪৩ অধ্যায়।

জাগতিক জ্ঞানের অসারতা।

বৎস, মনুষ্যদিগের বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইও না। কারণ ঈশ্বরের রাজত্ব কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে প্রসারিত হয়। *

আমার বাক্যে মনোযোগ কর, কেননা তাহা হৃদয়কে উত্তপ্ত ও মনকে প্রদীপ্ত করে, এবং হৃদয়ে অনুতাপ উৎপন্ন করে ও বাহুল্যরূপে নানাবিধ সান্ত্বনা প্রদান করে।

অধিকতর বিদ্যা কিম্বা জ্ঞান দেখাইবার জন্য ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করিও না। কঠিন প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণার্থে নয়, কিন্তু অন্তঃকরণের পবিত্রতা সাধনার্থে সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে।

তুমি অনেক বিষয় পাঠ করিলেও এবং তোমার অনেক জ্ঞানলাভ হইলে পরও একটী আদি এবং মূল বিষয়ে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া তোমার আবশ্যক।

আমিই মনুষ্যকে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দিই, এবং মনুষ্য যাহা শিক্ষা দিতে পারে না, এমন পরিষ্কৃত জ্ঞান শিশুদিগকে প্রদান করি।

আমি যাহার সহিত কথা কহি, সে সত্বর জ্ঞানী এবং আত্মাতে বলবান্ হইয়া উঠিবে।

যাহারা কেবল মানবীয় জ্ঞানের তত্ত্ব করে, এবং আমার সেবা করিতে যত্ন না করে, তাহারা সন্তাপের পাত্র।

মনে রাখিও, যখন কর্ত্তাদিগের কর্ত্তা ও দূতগণের প্রভু, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সকলের পাঠ শুনিতে অর্থাৎ প্রত্যেকের বিবেক পরীক্ষা করিতে আসিবেন, সেই সময় আসিতেছে।

তখন তিনি দীপ জ্বালিয়া, 'যিরূশালেমের অনুসন্ধান করিবেন,' এবং অন্ধকারের গুপ্ত বিষয় সকল অনাবৃত ও মনুষ্যদিগের জিহ্বার তর্ক বিতর্ক নিবৃত্ত করিবেন।

দশ বৎসর কাল বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলেও নিত্যস্থায়ী সত্যের বিষয়ে যে জ্ঞান-প্রাপ্তি না হয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমি দীন ও অবনত মনকে সেই জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি।

---

* ১ করিন্থ ৪; ২০।

আমি বাগাড়ম্বর, মতের ভিন্নতা, সম্ভ্রমাকাঙ্ক্ষা ও তর্কবিতর্কের বিনা বিবাদে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকি।

সকল পার্থিব বিষয় তুচ্ছ ও ঘৃণা করিতে, নিত্যস্থায়ী বিষয় অন্বেষণ ও আস্বাদন করিতে, সম্ভ্রম হইতে পলায়ন করিতে, অবমাননা সহ্য ও আমাতেই সকল প্রত্যাশা স্থাপন করিতে, এবং আমা ভিন্ন কিছুই ইচ্ছা না করিতে ও সকল বিষয় অপেক্ষা আমাকে ব্যগ্রতাসহ প্রেম করিতে আমি মনুষ্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করি।

আমার একজন ভক্ত আমাকে হৃদয়ের ঔৎসুক্যে প্রেম করিত বলিয়া, ঐশিক নিগূঢ় সত্য সকল জ্ঞাত হইয়া, তাহা প্রকাশ কবিয়াছিল। সে জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করা অপেক্ষা বরং সে সকল পরিত্যাগ করিয়া ঐশিক বিষয়ে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

আমি কাহাকেও বা সামান্য ও কাহাকেও বা বিশেষ বিষয় বলি; আবার কাহারও নিকটে চিহ্ন দ্বারা আপনাকে ধীরে ধীরে এবং অন্য কাহারও নিকটে স্পষ্টরূপে আমার নিগূঢ় বিষয় সকল প্রকাশ করি।

পুস্তকেব ধ্বনি একই প্রকার, কিন্তু তাহা সকল মনুষ্যকে এক প্রকার শিক্ষা দেয় না; আমিই সত্যের প্রকৃত শিক্ষক, হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী, চিন্তার বিচারক এবং কার্য্যেব সাহায্যকারী, আমিই যাহাকে যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করি, তাহাকে সেইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি।

---

৪৪ অধ্যায়।

বাহ্যবিষয়ে জড়িত হওনের অনৌচিত্য।

বৎস, অনেক বিষয়ে অজ্ঞান থাকা তোমার কর্ত্তব্য। পৃথিবীর পক্ষে যেন তুমি মরিয়াছ এবং সমস্ত জগৎ যেন তোমার পক্ষে ক্রুশার্পিত হইয়াছে, তোমার এইরূপ গণনা করা উচিত।

স্বীয় শান্তির বিষয়ে যেন তুমি মনোযোগী হইতে পার, এই জন্য এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে একেবারে কর্ণপাত না করা তোমার কর্ত্তব্য।

বিবাদের বাক্যে মনোযোগ দান অপেক্ষা বরং অসন্তোষজনক বিষয় হইতে আপনার মন নিবৃত্ত করা এবং প্রত্যেককে স্ব স্ব মতে থাকিতে দেওয়া অনেক সময়ে অধিক ফলদায়ক বলিয়া বোধ হয়। যদি ঈশ্বরের সহিত তোমার সম্মিলন হইয়া থাকে, এবং তাঁহার বিচার তোমার মনে থাকে, তাহা হইলে তুমি সহজেই পরাজিত বন্দীর ন্যায় বাস করিতে পারিবে।

হে প্রভো, আমাদের দশা কি হইল! পার্থিব ক্ষতির জন্য আমরা বিলাপ করি, সামান্য লাভের জন্য কত শ্রম করি ও ধাবিত হই, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষতির বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত, এবং যদ্দারা সেই ক্ষতি জন্মে, তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে আমরা কত মনোযোগী! অথচ বিশেষ আবশ্যক বিষয়ে আমরা অনাবিষ্ট; বাহ্য বস্তু আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া আছে! যদি আমরা সত্বর সাবধান না হই, তবে বলিতে হইবে ইচ্ছা পূর্ব্বকই আমরা সম্পূর্ণরূপে সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইব!

---

৪১ অধ্যায়।

সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অনৌচিত্য ও নিজ বাক্যের দ্বারা বিঘ্ন উৎপাদনের সম্ভাবনা।

হে প্রভো, ক্লেশের সময় তুমি আমাদের উপকার সাধন কর, কেননা মনুষ্য হইতে প্রাপ্ত যে উপকার, তাহা নিষ্ফল। *

যেখানে আমি বিশ্বস্ততা পাইবার আশা করি, সেখানে অনেক বার নিরাশ হই, এবং যেখানে তাহা পাইবার কোন আশাই ছিল না, সেই খানেই অনেকবার তাহা পাইয়া থাকি!

অতএব মনুষ্যে আশা করা নিতান্তই অসার; কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমিই ধার্ম্মিকগণের পরিত্রাতা।

হে প্রভো, সকল বিষয়ে তোমারই ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

* গীত ৬০ ; ১১।

আমরা অতিশয় দুর্ব্বল ও চঞ্চল; আমরা শীঘ্রই ভ্রান্ত এবং অতিশয় পরিবর্ত্তিত হই।

জগতে এমন কে আছে, যে সকল বিষয়ে আপনাকে সাবধানে ও সতর্ক-ভাবে রক্ষা করিতে পারে, কখনও কোন ভ্রান্তিতে বা গোলযোগে তাহাকে পতিত হইতে হয় নাই ?

কিন্তু প্রভো, আমি জানি, যে তোমাতে বিশ্বাস এবং সরলান্তঃকরণে তোমার অন্বেষণ করে, সে সহজে পদস্খলিত হইয়া পড়ে না।

যদি বা সে কখনও কোন ক্লেশে পড়ে, তবে যতই সে জড়িত হউক না কেন, হয় সে তোমাকর্ত্তৃক ত্বরায় উদ্ধৃত হইবে, না হয় তাহার মন তোমার দয়াতে শান্তিযুক্ত থাকিবে; কেননা যে শেষ পর্য্যন্ত তোমাতে প্রত্যাশা রাখে, তুমি কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না।

বন্ধুর দুঃখে সর্ব্বদা যে কাতর, তোমার ন্যায় ঈদৃশ বিশ্বস্ত বন্ধু অতি বিরল।

প্রভো, তুমি, কেবল তুমিই সকল সময়ে বিশ্বস্ত, তোমার তুল্য অন্য আর কেহই নাই।

"আমার মন খ্রীষ্টে দৃঢ়রূপে স্থাপিত এবং বদ্ধমূল রহিয়াছে," এই বাক্য যাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, তাঁহার কেমন আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল!

আহা, আমার অবস্থাও যদি এই প্রকার হইত, তবে মনুষ্যের ভয়ে আমি সহজে ব্যাকুল বা তাহার বাক্যবাণে বিচলিত হইতাম না।

ভাবী মন্দের সম্ভাবনা হইতে কে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে ?

ভাবী অমঙ্গলের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়াও যদি আমাদিগের ক্ষতি হইতে পারে, তবে নানা অদৃশ্য অমঙ্গল যে আমাদিগকে অত্যন্ত আঘাত করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু হতভাগ্য যে আমি, আমি কেন আপনার অমঙ্গল অগ্রে নিরীক্ষণ করি নাই ? কেনই বা এত সহজে অন্যের উপরে বিশ্বাস করিয়াছিলাম ?

কিন্তু আমরা অতি দুর্ব্বল মনুষ্য, যদ্যপি অনেকে আমাদিগকে দূত বলিয়া মনে করে ও দূত বলিয়াও থাকে, তথাচ নিতান্ত দুর্ব্বল মনুষ্য ভিন্ন আমরা আর কিছুই নহি।

হে প্রভো, আমি আর কাহার উপরে নির্ভর করিব ? তুমিই একমাত্র সত্য, তুমি কখনও প্রবঞ্চনা কর না, এবং কখনও প্রবঞ্চিতও হও না।

জগতে প্রত্যেক মনুষ্য মিথ্যাবাদী, দুর্ব্বল, অস্থির ও পতনশীল; এবং সেই জন্যই শুনিবা মাত্র যাহা নিশ্চিত সত্য বলিয়াও বোধ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাতে বিশ্বাস করা আমাদের অকর্ত্তব্য।

মনুষ্যদের বিষয়ে সতর্ক হও, নিজ পরিবারই মনুষ্যের শত্রু, এবং মনুষ্যের পরামর্শ অগ্রাহ্য, এইরূপ সুন্দর্ চেতনা বাক্যের দ্বারা হে নাথ, কি মহা জ্ঞানই তুমি প্রকাশ করিয়াছ! যদি কেহ বলে, 'দেখ, এখানে,' বা 'দেখ, ওখানে,' তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তাহা বিশ্বাস না করি।

আমার ক্ষতিই আমার শিক্ষকস্বরূপ হইয়াছে; তদ্দ্বারা যেন আমার অধিক সাবধানতা ও অধিক জ্ঞান জন্মে, এই আমার বাঞ্ছা।

সাবধান, আমি যাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা কখনও কাহাকেও বলিও না, এইরূপ পরামর্শ দিয়াও কেহ কেহ আপনার সেই গুপ্ত কথা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিয়া আমাকে ও আপনাকে অপ্রতিভ করিয়া থাকে!

হে প্রভো, এমন বিঘ্ন উৎপাদক লোকদের পরামর্শ যেন আমি না শুনি ও তাহাদের ন্যায় কার্য্য না করি, আমাকে এমন সাহায্য প্রদান কর।

আমি যেন সত্য কথা বলি, এবং ছলনার জিহ্বা হইতে রক্ষা পাই, হে প্রভো, আমাকে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

যাহা আমি নিজে সহ্য করিতে অনিচ্ছুক, তাহা কার্য্যে পরিণত করণ বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার সর্ব্বতোভাবে উচিত।

আহা, অন্য লোকের বিষয়ে নীরব থাকা ও যাহা কিছু কথিত হয় সেই সকল অবিবেচনা পূর্ব্বক বিশ্বাস না করা, এবং জনশ্রুতি অনায়াসে অন্যের নিকটে প্রকাশ না করা, কেমন মঙ্গলজনক ও শান্তিদায়ক।

অল্প লোকের নিকটে আত্ম-প্রকাশ করা, এবং হে নাথ, তুমিই একমাত্র হৃদয়দর্শী বলিয়া সতত তোমারই অন্বেষণ করা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক।

মনুষ্যের বাক্য-বায়ুতে চালিত না হওয়া, এবং অন্তর ও বাহিরের সর্ব্ব বিষয় তোমার ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন করা আমার পক্ষে কেমন মঙ্গলজনক।

স্বর্গীয় প্রসাদ রক্ষণের নিমিত্ত বাহ্য ঘটনা অবহেলা করা, এবং বাহ্য প্রশংসাজনক বিষয়াদির অন্বেষী না হইয়া, জীবনের পরিবর্ত্তনকারী এবং স্বর্গীয় অনুরাগ-উৎপাদক বিষয়ের অনুধাবন করাই নির্ব্বিঘ্নে কালযাপনের একমাত্র সদুপায়।

অনেকের ধর্ম্ম-জীবনের গুপ্ত রহস্য অতি সহজে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হওয়াতে তাহাদের সমূহ অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে।

এই ক্ষণভঙ্গুর, পরীক্ষাপূর্ণ ও সমর-ক্ষেত্রস্বরূপ জীবনে ঈশ্বর-দত্ত প্রসাদ প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষা করা অতীব লাভজনক।

---

৪৬ অধ্যায়।

নিন্দিতাবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর।

বৎস, তুমি দৃঢ় হইয়া দণ্ডায়মান থাক, আমাতে নির্ভর কর, কেননা বৃথা বাক্যে তোমার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না।

বৃথা বাক্য, বায়ুর মধ্য দিয়া গমন করে, কিন্তু তাহা প্রস্তরের ন্যায় অটল ব্যক্তির কোন হানি করিতে পারে না।

বৎস, যদি তুমি দোষী হও, তাহা হইলে আপনার চরিত্র সংশোধন করিতে যত্ন কর; আর যদি দোষী না হও, ঈশ্বরের জন্য হৃষ্ট চিত্তে নিন্দা সহ্য কর।

তুমি কঠিন প্রহার সহ্য করিতে এখন পর্য্যন্তও প্রস্তুত নহ, সুতরাং মধ্যে মধ্যে কিছু বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করা তোমার সামান্য বিষয় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

তুমি অদ্যাপি সংসার-প্রিয় এবং মনুষ্য-প্রশংসা-প্রিয় বলিয়া তোমার অন্তঃকরণ সামান্য বিষয়েই ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

কেননা তুচ্ছীকৃত হইবার ভয়ে তুমি স্বীয় দোষের জন্য অনুযোগ পাইতে অনিচ্ছুক এবং নানা আপত্তিরূপ আচ্ছাদনে আপনাকে আচ্ছাদিত করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাক।

আপনার প্রতি যদি তুমি ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে তুমি স্বীকার করিবে যে, তোমাতে জগৎ এবং মনুষ্যকে তুষ্ট করিবার অসার বাসনা এখনও সজীব রহিয়াছে।

যখন তুমি তুচ্ছীকৃত এবং স্বীয় দোষের জন্য অপমানিত হইবার ভয়ে আপনাকে লুক্কায়িত কর, তখন স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, তুমি প্রকৃত নত ও জগতের পক্ষে মৃত নহ ; আর জগৎও তোমার পক্ষে ক্রুশার্পিত নহে।

বৎস, তুমি যত্ন পূর্ব্বক আমার বাক্যে অবধান কর, তাহা হইলে মনুষ্যদের সহস্র সহস্র বাক্যেও তুমি বিচলিত হইবে না।

বৎস, দেখ, তোমার বিরুদ্ধে হিংসাসম্ভূত যে সকল কথা কথিত হয়, যদি সেই দিকে মনোযোগ না করিয়া তাহা ধূলিবৎ গণনা কর, তাহাতে তোমার কি হানি হইতে পারে? সেই সমস্ত নিন্দা তোমার মস্তকের একগাছি কেশও উৎপাটন করিতে পারিবে না।

কিন্তু যাহার আধ্যাত্মিক জীবন পরিপুষ্ট নহে, যাহার দৃষ্টিগোচরে ঈশ্বর নাই, সেই ব্যক্তিই নিন্দাসূচক কোন কথা জন্মিলেই সহজে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু যে আমাতে নির্ভর করে, এবং স্বীয় বিবেচনার প্রতি নির্ভর করিতে ইচ্ছাও রাখে না, সেই ব্যক্তিই সকল ভয় হইতে মুক্ত থাকিবে।

কেননা আমিই ন্যায়বান্ বিচারকর্ত্তা এবং সকল হৃদয়ের গুপ্ত-তত্ত্বের বিচারক, আমিই নিন্দার সকল সূত্র বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। যে ক্ষতি করে, তাহাকে এবং যে সহ্য করে, তাহাকেও আমি জানি।

আমা হইতেই সেই সকল বাক্য নির্গমন করিয়াছে, যেন মানবের অন্তঃকরণের গুপ্ত-চিন্তা সকল প্রকাশিত হয়, এই জন্যই আমার অনুমতি অনুসারে তাহা ঘটিয়াছে।

আমি দোষীর এবং নির্দ্দোষের বিচার করিব; কিন্তু গুপ্ত-বিচার দ্বারা অগ্রে উভয়কেই পরীক্ষা করিতে আমিই উপযুক্ত বোধ করিলাম।

মনুষ্যদিগের সাক্ষ্য অনেক সময়ে ভ্রম জন্মায়; কিন্তু আমার বিচার সত্য এবং ন্যায্য, তাহা স্থির থাকিবে, কখনও বিপর্য্যস্ত হইবে না!

আমার বিচার সচরাচর গুপ্ত থাকে এবং অল্প লোকের নিকটে ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাহা প্রকাশিত হয়; যদিও নির্ব্বোধের চক্ষুতে তাহা অনেক সময়ে ন্যায্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তথাচ তাহাতে কখনও ভ্রান্তি হয় না, হইতেও পারে না।

অতএব প্রত্যেক বিষয়ে নিজ মতের উপর নির্ভর না করিয়া, আমার আশ্রয় লওয়া মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য।

কেননা যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে ঘটে, তদ্দ্বারা যাথার্থিক মনুষ্য কখনই ব্যাকুল হইবে না। যদিও কখন কোন দোষ তাহার প্রতি অসঙ্গতরূপে আরোপিত হয়, তাহাতে সে অধিক মনোযোগ করিবে না।

আর যদি সে মনুষ্য কর্ত্তৃক যাথার্থিকরূপে নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহাতেও সে অতিরিক্ত উল্লাসিত হইবে না।

কেননা আমি যে বাহ্য-দৃষ্টি অনুসারে বিচার না করিয়া মর্ম্মের এবং হৃদয়ের অনুসন্ধান করি,* ইহা সে বিবেচনা করে।

কেননা যাহা মনুষ্যদিগের বিচারে অনেক সময়ে প্রশংসনীয় বলিয়া গণিত, তাহা অনেক বার আমার দৃষ্টিতে নিন্দনীয় বোধ হয়।

হে প্রভো, হে আমার ঈশ্বর, তুমিই যথার্থ বিচারক, শক্তিমান্ ও ধৈর্য্যশীল, তুমি মনুষ্যদিগের দুর্ব্বলতা ও দুষ্টতা পরিজ্ঞাত আছ, তুমিই আমার বল ও আশা-ভূমি হও, কেননা আমার নিজ বিবেকে আর কুলাইতেছে না।

আমি যাহা জানি না, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ, সুতরাং নিন্দিত হইলেও বিনীত ও প্রশান্তভাবে আমার কালযাপন করা উচিত।

অতএব হে নাথ, এতদ্‌সম্বন্ধে আমার যদি অন্য প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে, তুমি দয়া করিয়া তাহা ক্ষমা কর, এবং যদি পুনর্ব্বার পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপে সহ্য করিবার শক্তি আমাকে প্রদান কর।

কারণ কল্পিত যাথার্থিকতা দ্বারা বিবেকের পক্ষ সমর্থন করা অপেক্ষা তোমার যে অসীম দয়া দ্বারা পাপ মার্জ্জনা হয়, তাহা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অনেক অংশে উত্তম।

যদিও আমার জ্ঞানকৃত পাপের বিষয় আমি কিছুই জানি না, তথাচ ইহা দ্বারা আমি আপনাকে যাথার্থিকীকৃত করিতে পারি না; কেননা তোমার দয়া ভিন্ন তোমার দৃষ্টিতে কোন মনুষ্যই যথার্থিকীকৃত হইতে পারে না।

---

* প্রকাশ ২; ২৩।

৪৭ অধ্যায়।

অনন্ত জীবনের জন্য জগতের দুঃখকষ্ট বহন।

বৎস, অক্লান্ত হইয়া আমার জন্য শ্রম কর, অপরাজিত ভাবে সকল দুঃখকষ্ট সহ্য কর। সর্ব্বাবস্থায় আমার প্রতিজ্ঞা যেন তোমাকে সবল এবং সান্ত্বনা প্রদান করে।

আমি তোমাকে পরিমাণাতীত পুরস্কার প্রদান করিতে বিলক্ষণ সমর্থ।

মনে রাখিও, তোমাকে অধিক কাল এই জগতে শ্রম করিতে এবং সর্ব্বদা দুঃখ দ্বারা ভারগ্রস্ত থাকিতে হইবে না।

বৎস, অল্পক্ষণ অপেক্ষা কর, সত্বরই তোমার সমস্ত অমঙ্গলের শেষ হইবে। তোমার শ্রম এবং দুঃখের অবসান হইবে, এমন সময় আসিতেছে।

যাহা সময়ের সহিত অতীত হয়, তৎসমুদয়ই ক্ষণিক ও অকিঞ্চিৎকর।

তুমি যাহা করিতেছ, তাহা উদ্যোগ পূর্ব্বক কর; আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বস্তরূপে পরিশ্রম কর, আমি তোমাকে পুরস্কার দিব।

তুমি লেখ, পাঠ কর, গান কর, শোক কর, নীরব থাক, প্রার্থনা কর, এই সকল বিষয়েই বীরের ন্যায় ক্লেশ সহ্য কর; অনন্ত জীবন এই সকলের দ্বারা, বরং আরও ঘোরতর যুদ্ধের দ্বারা লাভ করিবার যোগ্য।

তুমি প্রভুর নির্দ্দিষ্ট দিনে শান্তি পাইবে, এবং সেই দিনই তোমার পক্ষে অত্যুজ্জ্বল ও অনন্ত আলোকপূর্ণ এবং অটল ও অব্যক্ত চিরশান্তির দিন।

"কে আমাকে এই মৃত শরীর হইতে রক্ষা করিবে?" অথবা "কেনই বা আমার জীবন এত দীর্ঘ হইল?" ইহা বলিয়া তোমাকে আর ক্রন্দন করিতে হইবে না। তখন মৃত্যু দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, এবং অনেকে ত্রাণ লাভ করিয়া ধন্য হইবে। তখন আর উৎকণ্ঠা থাকিবে না, তুমি তখন প্রকৃত আনন্দ ও সুমধুর সাধু-সঙ্গ-সুখ ভোগ করিয়া পরম চরিতার্থ হইবে।

আহা, যদি তুমি স্বর্গে পবিত্র লোকদিগের নিত্যস্থায়ী মুকুট দেখিতে, এবং যাঁহারা এককালে জগতের তুচ্ছনীয় এবং জীবনের অযোগ্য বলিয়া গণিত ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে কেমন মহামহিমাময় আনন্দের অধিকারী, ইহা যদি তুমি জানিতে, তাহা হইলে সত্যই তৎক্ষণাৎ তুমি মৃত্তিকা পর্য্যন্ত

আপনাকে নত করিতে এবং মানবের উপরে কর্ত্তৃত্ব করা অপেক্ষা বরং সকলের অধীন হইতে চেষ্টা করিতে।

আর তাহা হইলে তুমি ইহ জীবনের সুখের দিনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, বরং ঈশ্বরের জন্য দুঃখভোগ করা আনন্দের বিষয় এবং মনুষ্য-সমাজে নগণ্য হওয়াও পরম লাভের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করিতে।

আহা, যদি তোমার এই সকল বিষয়ের আস্বাদ থাকিত, এবং ইহার তাৎপর্য্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইত, তাহা হইলে তুমি একবারও বচসা করিতে সাহস করিতে না।

অনন্ত জীবনের জন্য এই সকল দুঃখ সহ্য করা কি তোমার কর্ত্তব্য নহে?

ঈশ্বরের রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া বা তাহা হারান সামান্য বিষয় বলিয়া মনে করিও না।

অতএব স্বর্গাভিমুখে তোমার দৃষ্টি উত্তোলন কর; মনে করিয়া দেখ, আমি এবং যাঁহারা আমার সহিত এই জগতে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, সেই সকল পবিত্র লোক এখন কেমন আনন্দ করিতেছেন! তাঁহারা কেমন সান্ত্বনা পাইয়াছেন! তাঁহারা কেমন নির্ব্বিঘ্নে আছেন, কেমন বিশ্রাম পাইয়াছেন! তাঁহারা চিরকালের জন্য পিতার রাজ্যে আমার সঙ্গে থাকিবেন।

---

৪৮ অধ্যায়।

অনন্তজীবন এবং বর্ত্তমান জীবনের উদ্বেগ।

আহা, স্বর্গীয় নগরীর আবাস-ভূমি কি সুন্দর! তথায় রাত্রির অন্ধকার নাই, সেই সত্যরূপ আলোকপূর্ণ অনন্তকাল কি উজ্জ্বল! সেই চিরানন্দময় নির্ব্বিঘ্নতাপূর্ণ এবং অপরিবর্ত্তনীয় জীবন কি মনোহর!

আহা, সেই দিন একবার যদি আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইত এবং এই সমস্ত পার্থিব বিষয়ের পরিণাম উপস্থিত হইত!

পবিত্রতাপূর্ণ জীবন স্বর্গবাসী সাধুদিগের নিকটে অব্যাহত ঔজ্জ্বল্যে

কিরণ প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু পৃথিবীস্থ ধার্ম্মিক লোকেরা তাহা যেন দূর হইতে দর্পণে দর্শন করিয়া থাকেন।

স্বর্গবাসীরাই বিশেষ-রূপে জানেন, সেই দিন কেমন আনন্দের দিন! কিন্তু পাপ-সন্তপ্ত আদম-সন্তানেরা ইহ জীবনের তিক্ততা ও কষ্ট ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করে না।

ইহজীবন নিতান্ত অস্থায়ী ও মন্দ, দুঃখে ও কষ্টে পরিপূর্ণ। এখানে মনুষ্য নানা পাপে কলঙ্কিত হয়, নানা বাসনা-জালে জড়িত হয়, নানা ভয়ে আবদ্ধ হয়, নানা দুর্ভাবনায় ব্যাকুল হয়, নানা কৌতুহলে ব্যগ্র হয়, নানা অলীকতায় পতিত হয়, নানা ভ্রান্তিতে বেষ্টিত হয়, নানা শ্রমে জীর্ণ শীর্ণ হয়, নানা পরীক্ষায় ভারগ্রস্ত হয়, নানা ভোগ-সুখে দুর্ব্বল হয় এবং নানা প্রকার দীনতায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

আহা, এই সকল অমঙ্গলের কবে অন্ত হইবে? কবে আমি পাপের কষ্টকর দাসত্ব হইতে উদ্ধার পাইব? হে প্রভো, কবেই বা আমি কেবল তোমাতেই সম্পূর্ণ মনোযোগী হইব? কবেই বা আমি তোমাতে পূর্ণ আনন্দ করিব?

হে নাথ, কত দিনে আমি অবাধে, নিষ্কণ্টকে, প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিব? সেদিন আমার কবে হইবে, যে দিন আমি অন্তর্ব্বাহে অটল, সুনিশ্চিত, নিরাপদ, স্থায়ী এবং অক্ষুণ্ণ শান্তি সম্ভোগ করিব?

হে কৃপালু যীশু, কত দিনে আমি সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তোমায় দেখিয়া ধন্য হইব? তোমার রাজ্যের মহিমা কবেই বা আমি দর্শন করিব? হে নাথ, কবেই বা তুমি আমার পক্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে?

হে প্রভো, যে রাজ্য তুমি অনন্তকালাবধি তোমার প্রিয়জনগণের নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছ, কবে আমি তোমার সহিত সেই রাজ্যে মিলিত হইব?

আমি নিতান্তই দরিদ্র এবং নির্ব্বাসিত, নিত্য যুদ্ধ ও বিপদসঙ্কুল শত্রু-বেষ্টিত রাজ্যে নির্ব্বাসিতের ন্যায় আমি বাস করিতেছি!

হে নাথ, এই নির্ব্বাসন অবস্থায় তুমি আমাকে সান্ত্বনা দাও, আমার সমস্ত দুঃখ লাঘব কর, কেননা আমার সমস্ত প্রাণ তোমারই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

জাগতিক সান্ত্বনা আমার পক্ষে ভারজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে,

আমি হৃদয়ের অতি গভীর প্রদেশে তোমাকে সম্ভোগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু আমি তোমাকে ধরিতে পারি না! আমি স্বর্গীয় বিষয়ে লিপ্ত থাকি, এই আমার একান্ত বাসনা, কিন্তু পার্থিব বিষয়সমূহ এবং অদম্য বাসনা-কামনা আমাকে সর্ব্বদা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে!

হে নাথ, অনিত্য বিষয় সকল অতিক্রম করিয়া আমি ঊর্দ্ধে কালযাপন করি, এমন বাসনা আমার হয় বটে, কিন্তু শারীরিক কামনা প্রবল হইয়া আমাকে অতি নিম্নে সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখে!

আমি অতি দুর্ভাগ্য, আমি আপনার বিরুদ্ধেই সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেছি, এবং আপনার কষ্টদায়ক আপনিই হইয়া উঠিতেছি! আমার আত্মা অতি ঊর্দ্ধে, কিন্তু শরীর অতি নিম্নে থাকিতে চেষ্টা করে!

আহা, স্বর্গীয় বিষয় চিন্তা ও ধ্যান করণ কালে হঠাৎ শারীরিক পরীক্ষা ও চিন্তাসমূহ উপস্থিত হইয়া আমায় কেমন ক্লিষ্ট করে! হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমা হইতে দূরে থাকিও না, এবং ক্রোধে তোমার দাসকে পরিত্যাগ করিও না।

হে নাথ, তোমার বজ্র নিক্ষেপ কর, তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন কর; তোমার বাণ প্রক্ষেপ কর, এবং আমার শত্রুর সমস্ত কল্পনা ব্যর্থ করিয়া দাও।

হে কৃপাময়, আমার ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া তোমার দিকে আকর্ষণ কর; আমাকে জগতের সকল বিষয় বিস্মৃত হইতে দাও, এবং ঘৃণা পূর্ব্বক ত্বরায় সকল পাপাভিলাষ ত্যাগ করিতে আমাকে শক্তি দাও।

হে নিত্যস্থায়ী সত্য, আমার সাহায্য কর, যেন আমি কোন অলীকতা দ্বারা চালিত না হই।

হে স্বর্গীয় মাধুর্য্য! আমার নিকটে আসিয়া প্রকাশিত হও, এবং তোমার শ্রীমুখের সম্মুখ হইতে আমার সকল অপবিত্রতা দূর করিয়া দাও।

হে নাথ, আমাকে ক্ষমা কর, এবং যখন প্রার্থনার সময় তোমা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা আমার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রতি ধৈর্য্য পূর্ব্বক আমার সহিত সদয় ব্যবহার করিও।

হে ঈশ্বর, বাস্তবিকই আমি বহু চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি।

এই জন্যই হে নাথ, আমার মন এক স্থলে ও আমার শরীর আর এক স্থলে সর্ব্বদাই থাকে।

আমার চিন্তা যেখানে, আমিও সেইখানে, এবং আমার প্রবৃত্তি যে পথে, আমার চিন্তাও সেই পথেই ধাবিত হয়।

যাহা স্বভাবতঃ আনন্দ-প্রদ কিম্বা অভ্যাস বশতঃ তুষ্টিকর, তাহাই সহজে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়!

এই জন্যই সত্যস্বরূপ যে তুমি, তুমি স্পষ্টই বলিয়াছ, "যে স্থানে তোমার ধন, সেই স্থানে তোমার মনও থাকিবে।" *

যদি আমি স্বর্গ ভালবাসি, তাহা হইলে ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বর্গীয় বিষয় সকল চিন্তা করিব।

কিন্তু যদি আমি জগৎ ভালবাসি, তাহা হইলে আমি জগতের সুখে আনন্দ করিব এবং জগতের দুঃখে দুঃখিত হইব।

যদি আমি শরীর ভালবাসি, তাহা হইলে শরীরের তুষ্টিকর বিষয়সমূহই সর্ব্বদা আমি চিন্তা করিব।

কিন্তু যদি আমি আত্মাকে প্রেম করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে আমি আধ্যাত্মিক বিষয়ের চিন্তায় আনন্দ করিব।

কেননা যে বিষয় আমি ভালবাসি, সেই বিষয়ই ইচ্ছা পূর্ব্বক বলি ও শ্রবণ করি, এবং তাহারই আকৃতি আমার হৃদয়-পটে সর্ব্বদা বিরাজ করে।

হে প্রভো, ধন্য সেই মনুষ্য, যে তোমার জন্য সকল সৃষ্ট জীব হইতে আপনাকে পৃথক্ রাখিতে সম্মত হয় ও আপনার স্বভাবকে সংযত রাখে এবং আত্মার পরাক্রমে শারীরিক সকল অভিলাষকে ক্রুশে হত করে। ঈদৃশ অবস্থায় সে স্থিরচিত্তে প্রার্থনারূপ পবিত্র বলি তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে পারে, এবং অন্তর্ব্বাহ্য সকল পার্থিব বিষয় হইতেই আপনাকে পরিষ্কৃত করিয়া, স্বর্গীয় দূত-শ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হইবার যোগ্য হইয়া উঠে।

---

* মথি ৬ ; ২১।

৪৯ অধ্যায়।

অনন্ত জীবনের বাসনা এবং তদবলম্বীদিগের মহা পুরস্কার।

বৎস, চিরন্তন সুখ ঊর্দ্ধ হইতে তোমার উপরে বর্ষিত হয়, এই আকাঙ্ক্ষা তোমার হৃদয়ে জন্মিলে এবং আমার মহিমা অবিচলিত অন্তঃকরণে চিন্তা করিবার জন্য এই শবীবরূপ তাম্বু হইতে প্রস্থান করিবার তীব্র অভিলাষ তোমাতে উৎপন্ন হইলে তুমি তোমার হৃদয়-দ্বার প্রশস্তরূপে উদঘাটন করিও, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে সেই পবিত্র স্বর্গীয় প্রেরণা গ্রহণ কর।

নিজ ভাব প্রযুক্ত পার্থিব বিষয়ে তুমি যেন মগ্ন না হও, এই জন্য যে স্বর্গীয় মঙ্গলভাব সর্ব্বদা তোমাব প্রতি কোমল ব্যবহার করিয়া, কৃপা পূর্ব্বক তোমার অনুসন্ধান কবিতেছেন, উদ্যোগসহ তোমাকে চেতনা দিতেছেন, সপরাক্রমে তোমাকে রক্ষা করিতেছেন, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকেই ধন্যবাদ প্রদান করিও।

তুমি তোমার নিজ চিন্তা বা চেষ্টা দ্বারা যে ইহা প্রাপ্ত হইতেছ, এমন মনে করিও না, কিন্তু তুমি তাহা কেবল স্বর্গীয় প্রসাদ এবং ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ দ্বারা পাইতেছ, ইহা বিস্মৃত হইও না। তোমার প্রতি ঐশিক এই মহানুগ্রহের কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই, যেন সকল যাথার্থিকতায় ও অত্যধিক নম্রতায় তুমি অগ্রসব হইয়া, ভাবী যুদ্ধেব জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে পার, এবং হৃদয়েব সমস্ত প্রেমের সহিত আমাতে আসক্ত থাকিতে ও ব্যগ্রতা-সহকারে আমার সেবা করিতে যত্নবান্ হও।

বৎস, অগ্নি সর্ব্বদাই জ্বলে, কিন্তু অগ্নিশিখা ধূম বিনা ঊর্দ্ধারোহণ করে না।

তদ্রূপ কোন কোন মনুষ্যের ইচ্ছা স্বর্গীয় বিষয়ে জ্বলে বটে, তথাচ তাহা শারীরিক প্রেমের আকর্ষণ হইতে মুক্ত নহে।

সেই জন্য যখন তাহারা অতিশয় ব্যগ্রতা পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে, তখন যে তাহারা তদ্দ্বারা কেবল শুদ্ধরূপে তাঁহারই গৌরব অন্বেষণ করে, এমন বলিয়া বোধ হয় না।

বৎস, অনেক সময়ে তোমারও অতি গম্ভীর ও ঐকান্তিক প্রার্থনাও তদ্রূপ

স্বার্থ-জড়িত হইতে পারে। কেননা যে সকল আকাঙ্ক্ষায় স্বার্থভাব মিশ্রিত থাকে, তাহা কখনও পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে পারে না।

তুমি তোমার আনন্দকর এবং লাভজনক বিষয় কিছু যাচ্ঞা করিও না, কিন্তু যাহা আমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য এবং যদ্দ্বারা আমার সম্ভ্রম বৃদ্ধি করে, তাহাই যাচ্ঞা করিও; কারণ তুমি প্রকৃত ভাবে চিন্তা করিলে, তোমার নিজ অভিলষিত পথ অপেক্ষা আমার নিয়োজিত পথে গমন করাই যে তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে।

বৎস, আমি তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা জানি, এবং তোমার কাতরোক্তি শুনিয়াছি।

তুমি এখনই ঈশ্বরের পুত্রগণের মহিমান্বিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ; এখনই তুমি সেই চিরস্থায়ী আবাস, আনন্দময় স্বর্গীয় গৃহের চিন্তায় উল্লাস করিতেছ, কিন্তু বৎস, সে সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই, আপাততঃ তোমার পক্ষে সংগ্রাম, পরিশ্রম ও পরীক্ষা সহ্য করণের কাল, ইহা বিস্মৃত হইও না।

তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল দ্বারা তৃপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু বৎস, তাহা এখন পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইবার সময় হয় নাই।

প্রভু কহেন, আমিই সেই; তুমি ঈশ্বর-রাজ্যের আগমন পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা কর।

এখনও পৃথিবীতে পরীক্ষিত এবং অনেক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা তোমার [illegible]ক।

[illegible] কখন তোমাকে সান্ত্বনা প্রদত্ত হইবে বটে, কিন্তু এই জগতে তাহার [illegible]র্ণতা তোমাকে প্রদত্ত হইবে না।

[illegible]ৎস, সাহস কর, এবং কার্য্য করিতে যেমন, তেমনি তুমি ক্লেশ [illegible] সহ্য করিতেও বীর্য্যবান্ হও।

[illegible]রুষকে পরিধান করিয়া নূতন লোক হইয়া উঠ।

[illegible]করিতে ইচ্ছা নাই, তাহা সাধন করা এবং যাহা করিতে ইচ্ছা [illegible] না করাই, তোমার জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়া উঠুক।

[illegible] তুমি অন্যের জন্য করিবে, তাহা উত্তমরূপে সফল হইবে; কি[illegible]র তুষ্টির জন্য করিবে, তাহা সফল হইবে না।

হে বৎস, যাহা অন্যে বলে, তাহা শ্রবণ করা যাইবে, কিন্তু যাহা তুমি বলিবে, তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া গণিত হইবে; অন্যে কিছু যাচ্ঞা করিলে সে তাহা পাইবে, কিন্তু তুমি যাচ্ঞা করিলে পাইবে না।

অন্যে প্রশংসিত হইবে, কিন্তু তুমি অপ্রকাশিত থাকিবে।

অন্যে কোন না কোন সম্ভ্রান্ত পদ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তোমার কথা কেহ জিজ্ঞাসাও করিবে না।

বৎস, ইহাতে অনেক বার তোমার অন্তঃকরণ বিচলিত হইবে বটে, কিন্তু জানিও, নীরব হইয়া এই সমস্ত সহ্য করাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

এইরূপে প্রভুর বিশ্বস্ত দাস অনেকবার পরীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং এতদ্দ্বারাই তাঁহার ত্যাগ-স্বীকার ও অপমান সহ্য করিবার শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ইচ্ছার বিপরীতে কষ্ট সহ্য করিতে, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় তোমার বিবেচনায় ক্লেশকর ও অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা সাধন করিতে হইলে যেরূপ কঠোর ত্যাগ-স্বীকারের প্রয়োজন, এরূপ আর কিছুতেই হয় না।

তুমি পরের অধীন হওয়াতে উপরিতন পদস্থ ব্যক্তির প্রতিরোধ করিতে তোমার সাহস হয় না, এই জন্যই অন্যের আজ্ঞামতে গমন এবং নিজ মত সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে তোমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়।

কিন্তু বৎস, তোমার এই শ্রমের ফলের বিষয়ে একবার বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহার কাল সন্নিকট হইয়াছে, এবং তাহার পুরস্কারও যে যথেষ্ট, ইহা চিন্তা করিও, তাহা করিলে তুমি সকলই নীরবে সহ্য করিতে কখনই অসম্মত হইবে না, বরং ধৈর্য্য অবলম্বন দ্বারা প্রচুর সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবে। এই জগতে যদিও সামান্য বিষয়ে তোমার ইচ্ছামত কার্য্য সাধিত হয় না, কিন্তু মনে রাখিও, স্বর্গে চিরকাল তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

তথায় তুমি সকল অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে।

বৎস, তথায় সকল মঙ্গলই তোমার অধিকৃত হইবে, এবং তাহা হারাইবার কোন ভয় থাকিবে না।

তখন তোমার ও আমার ইচ্ছা একীভূত হইবে; তথায় বাহ্য কিম্বা অন্তরস্থ বিষয়ে তোমার কোন স্বতন্ত্র অভিলাষ থাকিবে না।

তথায় কেহ তোমার প্রতিরোধ করিবে না, কেহ তোমার বিরুদ্ধে

অভিযোগ করিবে না, কেহ বাধা দিবে না, কেহ তোমার পথ অবরোধ করিবে না; কিন্তু তোমার অভিলষিত সকল বিষয় তোমার সম্মুখেই থাকিবে ও তোমার মনকে তৃপ্ত করিবে, এবং তুমি সকল বস্তুই প্রচুর পরিমাণে পাইবে।

এই স্থানে যে সমস্ত নিন্দা তুমি সহ্য করিয়াছিলে, তাহার পরিবর্ত্তে আমি তথায় তোমাকে মহিমা, শোক-ভারের পরিবর্ত্তে প্রশংসাবস্ত্র, এবং নিম্নস্থ হীন আসনের পরিবর্ত্তে চিরস্থায়ী স্বর্গরাজ্যে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিব।

তথায় আজ্ঞাবহতার ফল প্রকাশিত হইবে, অনুতপ্ত হৃদয় সান্ত্বনা-প্রাপ্ত হইবে, এবং নম্রান্তঃকরণ সকলে মহিমান্বিত মুকুট লাভ করিবে।

অতএব এই জগতে আপনাকে সকলেব অধীনে নম্র ও বিনীত করিয়া রাখ, এবং কে ইহা করিয়াছে, বা কে আজ্ঞা দিয়াছে, সে বিষয়ে মনোযোগী হইও না। কিন্তু বিশেষরূপে তোমার উপরিস্থ বা নীচস্থ বা সমতুল্য যে কেহ তোমাকে কোন বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করেন, কিম্বা ইঙ্গিত দ্বারা আপন ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সে সকলই তুমি শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টমনে তাহা সম্পন্ন করিতে যত্নশীল হইও।

যে যাহা ভালবাসে বা শ্লাঘ্য জ্ঞান করে, সে তাহাতেই নিযুক্ত থাকিয়া শত সহস্র বার প্রশংসিত হউক, কিন্তু তুমি এরূপ বিষয়ে আনন্দ করিও না, বরং অনন্যমনে আপনাকে তুচ্ছ করিতে এবং আমার তুষ্টিসাধন ও আমার সম্ভ্রম অন্বেষণ করিতে সদা যত্নশীল হইও।

বৎস, জীবনে কি মরণে, ঈশ্বর যেন সতত তোমার দ্বারা প্রকাশিত হন, ইহাই তোমার চির অভীষ্ট হউক।

---

৫০ অধ্যায়।

অনাথজনের ঈশ্বরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ।

হে পবিত্র পিতঃ, প্রভো ঈশ্বর, এখন ও চিরকালের জন্য তুমিই ধন্য, কেননা তোমার ইচ্ছানুসারে সকলই সম্পাদিত হইতেছে এবং তোমার কৃত কর্ম্মই অতি উত্তম।

হে নাথ, আপনাতে নয়, অথবা আর কোন বিষয়েও নয়, কিন্তু তোমাতেই তোমার দাসকে চির আনন্দ সম্ভোগ করিতে দাও; কেননা তুমিই সত্য আনন্দ; হে প্রভো, তুমিই আমার প্রত্যাশা এবং আমার মুকুট, তুমিই আমার উল্লাস-ভূমি এবং আমার সকল সম্ভ্রমের মূল।

তোমা হইতে প্রাপ্ত অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমার এই দীন দাসের আর কিছুই নাই, এবং এই সকলও সে নিজ গুণে পায় নাই।

তুমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছ এবং যাহা আমাকে দিয়াছ, সকল বস্তুই তোমার।

আমি অতি দরিদ্র এবং জীবনাবধি দুঃখার্ত্ত; আমার প্রাণ কখন কখন এ পর্য্যন্ত শোকার্ত্ত হয় যে, আমি অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি না; এবং কখন কখন আমার আত্মা আসন্ন দুঃখপ্রযুক্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

আমি শান্তি-প্রসূত আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, আমি ব্যগ্রতা সহকারে তোমার সান্ত্বনার আলোকে পরিপুষ্ট তোমার সন্তানগণের শান্তি যাচ্ঞা করিতেছি।

হে নাথ, যদি তুমি শান্তি দাও, যদি তুমি পবিত্র আনন্দ আমার অন্তরে বর্ষণ কর, তাহা হইলেই তোমার দাসের অন্তঃকরণ আনন্দ-গান করিবে, এবং তোমার প্রশংসাবাদে অতিশয় অনুরক্ত হইবে।

কিন্তু হে নাথ, যদি তুমি আমা হইতে আপনাকে অপসারিত কর, তাহা হইলে তোমার আজ্ঞা-পথে ধাবিত হইতে তোমার দাসের সাধ্য হইবে না; কারণ যখন তোমার প্রদীপ তাহার মস্তকোপরি প্রজ্বলিত থাকিত, তখন সে নিরাপদে তোমার পক্ষচ্ছায়ায় বসতি করিত; কিন্তু এখন আর তাহার সে দিন নাই, এখন তাহার জানুপাত করিয়া বক্ষে করাঘাত করা ভিন্ন আর উপায় কি?

হে যাথার্থিক এবং নিত্য প্রশংসনীয় পিতঃ, তোমার দাসের পরীক্ষার কাল উপস্থিত!

হে প্রিয়তম পিতঃ, এখন তোমার জন্য এ দাসের কিঞ্চিৎ দুঃখকষ্ট সহ্য করা ন্যায় ও উপযুক্ত।

অল্প সময়ের জন্য যেন তোমার দাস বাহ্যভাবে উপদ্রুত হইয়াও আন্তরিক ভাবে তোমার সম্মুখে নিত্য উপস্থিত থাকিতে পারে, সেই জন্য হে চিরমহিমাময় পিতঃ, অনন্তকালাবধি তুমি যে সময়ের বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছ, তাহা উপস্থিত-প্রায়।

হে নাথ, তোমার দাস যেন অল্প ক্ষণের জন্য অবজ্ঞাত ও নত এবং মনুষ্যগণের দৃষ্টিতে নিঃসম্বল এবং যন্ত্রণা ও ক্লান্তিতে ক্ষীণ হইয়া পুনর্ব্বার তোমার সহিত নূতন আলোকের প্রভাবে উঠিয়া স্বর্গে মহিমান্বিত হইতে পারে, এই জন্যই পরীক্ষা-কাল উপস্থিত।

পবিত্র পিতঃ, ইহা তোমারই নিরূপণ ও তোমারই ইচ্ছা-প্রসূত, ইহা দ্বারা তোমারই ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেছে।

কেননা তোমার প্রেম প্রযুক্তই তোমার ভক্তগণ নানা সময়ে, নানা প্রকারে, নানা লোক কর্ত্তৃক যে দুঃখিত এবং ক্লিষ্ট হন, এ তোমারই অনুগ্রহের চিহ্ন।

অকারণে, অথবা তোমার মন্ত্রণানুসারে অনিয়োজিত কোন ঘটনাই সংসারে ঘটিতে পারে না।

আমি যেন তোমার যথার্থ বিচার শিক্ষা করিতে এবং অন্তঃকরণের গর্ব্ব ও দুঃসাহস দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, হে প্রভো, এই জন্যই তোমা কর্ত্তৃক অবনত হওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত মঙ্গলকর।

আমি যেন মনুষ্যের নিকটে কোন সান্ত্বনা অন্বেষণ না করিয়া তোমার নিকটেই তাহা অন্বেষণ করিতে পারি, এই জন্যই মনুষ্য-সমাজে লজ্জিত হওয়া আমার পক্ষে অতীব উপকারজনক।

আমি ইহা দ্বারা তোমার অননুসন্ধেয় বিচারাজ্ঞা ভয় করিতে শিক্ষা পাইয়াছি, কেননা তুমি ন্যায় পূর্ব্বকই ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক উভয়কে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া থাক।

তুমি যে আমার পাপ ধরিয়া আমার অন্তরে শোক ও চিন্তা উৎপাদন করিয়াছ, এবং বাহিরে আমাকে ভারগ্রস্ত করিয়াছ, এজন্য তোমার নামের ধন্যবাদ করিতেছি।

হে প্রভো, তুমি ব্যতিরেকে পৃথিবীতে সান্ত্বনা-দাতা আর কেহ নাই, তুমিই আত্মার স্বর্গীয় চিকিৎসক; তুমিই আঘাত কর, তুমিই আবার সুস্থ করিয়া থাক, তুমিই অধঃপাতিত করিতে এবং তুমিই ঊর্দ্ধে উঠাইতে সমর্থ।

হে নাথ, তোমারই শাসন এবং যষ্টি আমাকে শিক্ষা দিউক।

হে প্রিয়তম পিতঃ, আমি তোমারই অধীন, তোমার শাসন-যষ্টির অধীনে আমি আপনাকে নত করিয়াছি।

হে প্রভো, তুমি আমার পৃষ্ঠে এবং গলদেশে আঘাত কর, যেন তদ্দারা আমার ইচ্ছার সকল বক্রতা সরল হইয়া উঠে।

তোমার সদয় ও মৃদু স্বভাব অনুসারে আমাকে আজ্ঞাবহ এবং বিনীত শিষ্য কর, যেন এখন অবধি আমার সকল গতি তোমারই ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হয়।

আমি তোমা কর্ত্তৃক শাসিত হইবার জন্য আপনাকে এবং আমার সর্ব্বস্ব তোমারই হস্তে সমর্পণ করিতেছি; পরকাল অপেক্ষা ইহকালে দণ্ডিত হওয়া আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

তুমি সর্ব্বজ্ঞ, মনুষ্যের অন্তঃকরণে এমন কিছুই নাই, যাহা তোমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত থাকিতে পারে।

ভবিষ্যদ্বিষয়সমূহ তুমি জ্ঞাত আছ, এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ঘটনা তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেহ যে তোমাকে শিক্ষা দেয়, বা তোমাকে কিছু স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহাতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই।

আমাব মঙ্গলের জন্যে কি উপযুক্ত এবং আমার সর্ব্ব পাপ-মলিনতা পবিষ্করণের নিমিত্ত দুঃখ ক্লেশ কেমন উপযোগী, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। স্বীয় মঙ্গলেচ্ছা অনুসা:র হে নাথ, আমার সহিত ব্যবহার কর এবং আমার পাপ-জীবন প্রযুক্ত আমাকে ঘৃণা করিও না, কারণ তোমার দৃষ্টিতে যে যেমন, কেহই তাহা অপেক্ষা ন্যূন কি অধিক হইতে পারে না।

হে প্রভো, যাহা জানিবার যোগ্য তাহা জানিতে, যাহা প্রেম করিবার যোগ্য তাহা প্রেম করিতে, যাহা তোমার সন্তোষপ্রদ তাহার প্রশংসা কবিতে, যাহা তোমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য তাহা বহুমূল্য জ্ঞান করিতে এবং যাহা অপবিত্র ও অপরিষ্কৃত, তাহা ঘৃণা করিতে আমাকে তুমি শিক্ষা দাও।

হে নাথ, কৃপা কর, আমি যেন বাহ্য চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার না করি, ও নির্ব্বোধ মনুষ্যের বাক্য শ্রবণ অনুসারে মত প্রকাশ না করি, কিন্তু দৃশ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা তোমার মঙ্গলেচ্ছার অনুসরণ সর্ব্বদা করিতে থাকি।

মনুষ্যের মন সদা ভ্রান্তিপূর্ণ। সংসার-প্রেমিকেরা বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণে বিমোহিত হইয়া ভ্রম-পাশে পতিত হয়।

মনুষ্যের প্রশংসায় কি কখনও কাহারও যথার্থ উন্নতি সম্ভবে?

প্রতারক প্রতারকের অনুবর্ত্তন করাতে, অহঙ্কারী অহঙ্কারীর প্রশংসা করাতে, অন্ধ অন্ধের গুণানুবাদ করাতে, দুর্ব্বল দুর্ব্বলকে মহীয়ান্ বলাতে ভ্রান্তিতে পতিত হয়। ঈদৃশ অনর্থক প্রশংসা বাস্তবিকই লজ্জাদায়ক।

কারণ হে ঈশ্বর, মনুষ্য তোমার দৃষ্টিতে যেমন, সে বাস্তবিকই তেমনি, কেহই তাহার ন্যূনাধিক করিতে পারে না।

---

৫১ অধ্যায়।

গুরুতর কর্ম্মের অক্ষমতা স্থলে ক্ষুদ্র কর্ম্মে নিযুক্ত হওন।

বৎস, ধর্ম্মসংক্রান্ত গুরুতর কার্য্যে বা চিন্তায় তুমি সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে পার না, সুতরাং অনিচ্ছা ও ক্লেশ সত্বেও তোমাকে সময়ে সময়ে সামান্য কার্য্যও করিতে হইবে।

যতকাল তুমি এই মর্ত্ত্য দেহ বহন করিবে, ততকাল তোমার হৃদয়ের ক্লান্তি ও ভার থাকিবে, ইহা কখনও বিস্মৃত হইও না।

অতএব শরীরে অবস্থানকালীন তাহার ভার প্রযুক্ত বিলাপ করা অনেক সময়ে তোমার কর্ত্তব্য; কারণ তুমি আপনাকে নিরবচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক শ্রমে এবং ঐশিক চিন্তায় নিযুক্ত রাখিতে পার না।

ঈদৃশ অবস্থায় হে বৎস, সামান্য বাহ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকা এবং সৎক্রিয়া দ্বারা আপনাকে তৃপ্ত করা, দৃঢ় বিশ্বাসে আমার আগমনের এবং স্বর্গীয় দর্শনের অপেক্ষা করা ও যে পর্য্যন্ত আমি তোমাকে দর্শন না দিই, এবং সকল দুর্ভাবনা হইতে তোমাকে মুক্ত না করি, সে পর্য্যন্ত মনের সকল শুষ্কতা ও নির্ব্বাসন অবস্থা ধৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্য করা তোমার পক্ষে নিতান্ত উপযুক্ত।

কেননা আমিই যাবতীয় কষ্টদায়ক শ্রম তোমা হইতে দূর করিয়া তোমাকে সম্পূর্ণ আন্তরিক শান্তি প্রদান করিব।

তুমি যেন প্রফুল্ল চিত্তে আমার আজ্ঞা-পথে ধাবন আরম্ভ করিতে পার,

এই জন্য আমি ধর্ম্মশাস্ত্রের মনোহর ক্ষেত্র সকল তোমার সম্মুখে বিস্তার করিব।

তখন তুমি বলিবে, "আমাদের প্রতি যে বিভব প্রকাশিত হইবে, তাহার কাছে আমি বর্ত্তমান কালের দুঃখকে তৃণ জ্ঞান করি।"*

---

৫২ অধ্যায়।

মনুষ্য সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে শাস্তি পাইবার যোগ্য।

হে প্রভো, আমি তোমার প্রদত্ত সান্ত্বনা বা কোন আধ্যাত্মিক দর্শন পাইবার যোগ্য নহি, সুতরাং তুমি আমাকে দরিদ্র ও অনাথ করিয়া রাখিলেও তোমার পক্ষে তাহা অন্যায় হয় না।

কেননা আমি অবিরত অশ্রুপাত করিয়াও তোমার সান্ত্বনার যোগ্য হইতে পারি না।

অতএব প্রহার বা দণ্ড-প্রাপ্তি ভিন্ন আমি আর কোন বিষয়ের যোগ্য নহি; যেহেতু আমি নানা সময়ে অন্যায়রূপে তোমাকে বিরক্ত এবং তোমার বিরুদ্ধে নানা প্রকারে পাপ করিয়াছি।

সুতরাং সত্যের এবং জ্ঞানের বিচার অনুসারে আমি অণুমাত্রও সান্ত্বনার যোগ্য নহি।

কিন্তু হে সৃষ্টিনাশেচ্ছাবিরত, অনুগ্রহে মহান্ ঈশ্বর, তুমি কৃপাপাত্রদিগকে তাহাদিগের যোগ্যতার অতিরিক্ত অধিক পরিমাণে অনুগ্রহ দান করিয়া থাক।

কেননা তোমার সান্ত্বনা মনুষ্য-সান্ত্বনার মত নহে।

হে প্রভো, আমি এমন কি করিয়াছি যে, তুমি কোন স্বর্গীয় সান্ত্বনা আমাকে প্রদান করিতে চাও?

আমি কখনও যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া তো স্মরণ হয় না; কেবল এই বলিতে পারি, আমি সতত পাপে পতনশীল এবং আত্ম-সংশোধনে

---

* রোমীয় ৮; ১৮।

নিতান্ত শিথিল, ইহা বাস্তবিকই সত্য এবং অবনত মস্তকে স্বীকার্য্য; যদি আমি অন্য প্রকার কথা বলি, তাহা হইলে তুমি আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, তখন আমাকে রক্ষা করিতে কেহই থাকিবে না।

পাপের জন্য নরক ও অনুতাপের ঘোর অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া ভিন্ন আমি আর কিসের যোগ্য?

ইহা নিতান্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করি যে, আমি অবজ্ঞা ও তাচ্ছল্যের যোগ্য, এবং তোমার বিশ্বস্ত দাসদিগের মধ্যে গণ্য হইবার কখনই উপযুক্ত নহি।

যদিও আমি স্বীয় দোষের বিষয় শ্রবণে অনিচ্ছুক, তথাচ সহজে যেন আমি তোমার কৃপা লাভের যোগ্য বলিয়া গণিত হইতে পারি, তাহার জন্য সত্যের অনুরোধে আমার নিজের পাপ প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য।

হে নাথ, আমি কি বলিব? আমি ত দোষী ও সকল বিষয়েই অপ্রতিভ।

আমার মুখ কেবল এই বাক্য ভিন্ন আর কিছুই উচ্চারণ করিতে পারে না, "হে প্রভো, আমি তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, আমার প্রতি দয়া কর, আমার অপরাধ সকল মার্জ্জনা কর।"*

হে নাথ, মৃত্যুচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত অন্ধকারের দেশে গমন করিবার পূর্ব্বে আমাকে কিয়ৎকালের জন্য অনুতাপ করিতে দাও।

দোষী দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজ দোষের জন্য অনুতপ্ত ও বিনত হইবে, ইহা ব্যতীত তুমি তাহার নিকট আর কিছুই চাহ না।

অনুতাপিত এবং বিনত অন্তঃকরণ হইতে ক্ষমার প্রত্যাশা উৎপন্ন হয়; আকুলিত হৃদয় ঈশ্বর সহ সম্মিলিত হয় এবং ইহা দ্বারা যে প্রসাদটী লুপ্ত হইয়াছিল, পুনঃ তাহা পাওয়া যায়; ইহা দ্বারাই আগামী ক্রোধ হইতে মনুষ্য রক্ষিত হয় এবং ঈশ্বর ও অনুতপ্ত আত্মা পরস্পর পবিত্র চুম্বনে মিলিত হয়।

হে প্রভো, পাপের জন্য সরল অনুতাপ তোমার দৃষ্টিতে একমাত্র গ্রহণীয় বলি এবং তোমার সন্নিধানে তাহা কুন্দুরু অপেক্ষাও সৌরভযুক্ত।

যাহা দ্বারা তুমি আপন পবিত্র চরণ প্লাবিত করিবার ইচ্ছা কর,

---

* গীত ৫১; ৪, ৯।

ইহাই সেই মনোহর সুগন্ধি তৈল ; * হে নাথ, তুমি অনুতপ্ত এবং বিনীত অন্তঃকরণ কখনই তুচ্ছ কর নাই। †

অনুতাপই শত্রু-প্রপীড়িত ব্যক্তির আশ্রয়-স্থান ; এই স্থলেই অন্তঃকরণের সকল কলঙ্ক ও অপবিত্রতা সংশোধিত ও ধৌত হইতে পারে।

— —

৫৩ অধ্যায়।

সংসারমনা ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রসাদে বঞ্চিত।

বৎস, আমার প্রসাদ বহুমূল্য, তাহাব সহিত বাহ্য বিষয়ের কিম্বা পার্থিব সান্ত্বনার মিশ্রণ কিছুতেই হইতে পারে না।

অতএব যদি তুমি সেই প্রসাদামৃত পান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাহা লাভ করিবার পথেব সমগ্র প্রতিবন্ধক তোমার দূর করা উচিত।

তুমি আপনার জন্য একটী গুপ্ত স্থান অন্বেষণ কব ; নির্জ্জনে একাকী বাস করিতে অভ্যস্ত হও, কাহারও বাক্যালাপ ইচ্ছা করিও না, বরং ভক্তিসহকারে ঈশ্বরেব নিকটে সতত প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তুমি তোমার মন অনুতপ্ত এব॰ বিবেক পবিত্র রাখিতে পারিবে।

সমস্ত জগৎকে অসার গণনা কর, এবং সকল বাহ্য বিষয় অপেক্ষা ঈশ্বর-সেবা মনোনীত কর।

কেননা তুমি ক্ষণিক বিষয়ে আনন্দ এবং আমার সেবা যুগপৎ করিতে পারিবে না।

পরিচিত লোক এবং প্রিয়বন্ধুদের হইতে আপনাকে দূরে অপসারিত করা ও সকল পার্থিব সান্ত্বনা হইতে আপন মন শূন্য রাখা তোমার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এই জন্যই প্রেরিত পিতর বিশ্বস্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, ‡ যেন তাঁহারা আপনাদিগকে এই জগতে বিদেশী এবং যাত্রিকের ন্যায় গণ্য করেন।

---

* লূক ৭, ৩৮। † গীত ৫১ ; ১৭। ‡ ১ পিতর ২, ১১।

আহা, যাহার অন্তঃকরণ বৈষয়িক প্রেমে আবদ্ধ নহে, মৃত্যুকালে তাহার কেমন সান্ত্বনা হইবে !

কিন্তু এই রূপে সকল বিষয় হইতে পৃথকীকৃত একটী অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হওয়া যে কি, তাহা পাপ-প্রপীড়িত মন এক্ষণে বুঝিতে পারে না ; আর সংসারমনা মনুষ্যও আত্মিক মনুষ্যের স্বাধীনতা জানে না।

কিন্তু যদ্যপি সে সরল মনে আত্মিক লোক হইতে চাহে, তাহা হইলে তাহার দূরবর্ত্তী এবং নিকটস্থ সকলেরই সঙ্গ পরিত্যাগ করা এবং অন্য মনুষ্য অপেক্ষা আপনা হইতেই তাহার অধিক সতর্ক হওয়া উচিত।

যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-দমন করিতে পার, তাহা হইলে অতি সহজেই অন্য সকল বিষয় তুমি স্বীয় আয়ত্তাধীন করিতে পারিবে।

আপনাকে জয় করাই প্রকৃত জয়। যাহার আত্ম-সংযম আছে, এবং যাহার চিত্ত সকল বিষয়ে আমার আজ্ঞাবহ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত আত্ম-জয়ী এবং জগতের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব অটুট।

ঈদৃশ উন্নত অবস্থা তুমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে গুপ্ত ও অস্বাভাবিক আত্ম-সেবা এবং স্বীয় সকল পার্থিব মঙ্গলেচ্ছা উন্মূলন করণার্থ তোমাকে সাহস পূর্ব্বক তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে।

এই পাপ-স্বভাব অর্থাৎ মনুষ্যের অস্বাভাবিক আত্ম-প্রেমই সকল দুর্দমনীয় বাসনার মূল। এই কুস্বভাব একবার পরাভূত ও বশীভূত হইলেই মহতী শান্তি ও স্থিরতা লাভ হইবে।

কিন্তু অতি অল্প লোকই আত্মসম্বন্ধে মরিতে এবং আত্ম-ত্যাগ করিতে যত্নবান্ হয় ; এই জন্যই তাহারা সংসার-জালে জড়ীভূত হইয়া আত্মাতে উন্নত হইতে পারে না।

কিন্তু যে কেহ আমার সহিত সম্পূর্ণরূপে গমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহার অপবিত্র ও অস্বাভাবিক প্রেম নিহত করা, এবং আত্ম-প্রেম হেতু ব্যগ্রতাসহ কোন সৃষ্ট জীবে আসক্ত না থাকা, তাহার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

---

৫৪ অধ্যায়।

প্রকৃতির ও ঐশিক প্রসাদের বিভিন্ন গতি।

বৎস, প্রকৃতির ও ঈশ্বরের প্রসাদের বিভিন্ন গতি যত্ন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ কর; তাহারা পরস্পব বিপরীত এবং সূক্ষ্ম নিয়মের অধীন। আত্মাতে ও অন্তরে দীপ্তিময় লোক ব্যতীত অন্য কেহ কদাচিৎ তাহাদের প্রভেদ জানিতে পারে।

সকলেই উত্তম বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং সকলেই কার্য্যে ও বাক্যে সদাচার দেখাইতে চেষ্টা করে, সুতরাং বাহ্য সদাচার দেখিয়া অনেকে ভ্রান্ত হয়।

প্রকৃতির ধূর্ত্ততায় ও কুহকে অনেকে জড়ীভূত ও ভ্রান্ত হয়। স্বার্থসাধন ব্যতিরেকে তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ সবল আচরণে রত হয় ও মন্দের ছায়াও পরিত্যাগ করে, ইহা ছলনার আশ্রিত নহে, ইহা চরমাশ্রয়স্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল বিষয় বিশুদ্ধরূপে সাধন করে।

প্রকৃতি মরিতে, নত থাকিতে, পবাজিত হইতে, অধীনে বাস করিতে বা সহজে বশীভূত হইতে অসম্মত।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ আত্ম-দমনে যত্নবান্ হয়, শারীরিক অভিলাষের প্রতিরোধ করে, অধীন থাকিতে চেষ্টা করে, পরাজিত হইতে আকাঙ্ক্ষী হয়, স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে নহে, কিন্তু শাসনের অধীনে রক্ষিত হইতে ভালবাসে, এবং কাহারও উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে না চাহিয়া, সতত ঈশ্বরের অধীনে বাস ও অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করে, এবং ঈশ্বরের জন্য সকল মনুষ্যের অধীনে নম্রভাবে অবনত থাকিতে প্রস্তুত হয়।

প্রকৃতি নিজ উপকার চেষ্টা করে এবং অন্যের দ্বারা কি লাভ হইবে, তাহাই বিবেচনা করে।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ নিজের লাভ, সুখ ও সান্ত্বনার বিষয়ে যত্নশীল না হইয়া, যদ্দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, সেই বিষয়ে মনোযোগ করে।

প্রকৃতি ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্ভ্রম ও সম্মান গ্রহণ করে।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ বিশ্বস্ততাসহ সকল সম্ভ্রম ও গৌরব ঈশ্বরে অর্পণ করে।

প্রকৃতি লজ্জা ও অবজ্ঞায় ভয় করে।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ যীশুর নামের জন্য নিন্দা সহনে আনন্দ করে।

প্রকৃতি অবসর ও শরীরিক বিশ্রাম ভালবাসে।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ কার্য্যশূন্য থাকিতে পারে না, ও হৃষ্টচিত্তে শ্রমকে আলিঙ্গন করে।

প্রকৃতি আশ্চর্য্য ও সুন্দর বস্তুর অন্বেষণ করে, এবং সুলভ ও সাধারণ বস্তু ঘৃণা করে।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ সামান্য ও বিনত বিষয়ে আনন্দ করে, এবং জরা-জীর্ণ ও তুচ্ছ বস্তুও ঘৃণা করে না।

প্রকৃতি ক্ষণিক বিষয়ে মনোযোগ করে, পার্থিব লাভে আনন্দ ও ক্ষতিতে শোক করে, এবং সামান্য কটু বাক্যেও রাগান্বিত হয়।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ চিরস্থায়ী বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে, ক্ষণিক বিষয়ে আসক্ত, বা ক্ষতিতে উদ্বিগ্ন, অথবা কটু বাক্যে কাতর হয় না; কেননা তাহার ধন ও আনন্দ অবিনশ্বর স্বর্গে সঞ্চিত।

প্রকৃতি লোভী, দান অপেক্ষা গ্রহণে অধিক ইচ্ছুক এবং স্বকীয় লাভের পক্ষে অধিক যত্নবতী।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ সদয়-চিত্ত, বদান্য, স্বার্থত্যাগী, স্বল্পে সন্তুষ্ট, এবং গ্রহণ অপেক্ষা দান করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে।

প্রকৃতি সৃষ্টজীব, শারীরিকতা, অসারতা এবং নানাবিধ ভ্রমের দিকে আকর্ষণ করে।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ আত্মাকে ঈশ্বরের এবং সদ্‌গুণের প্রতি আকর্ষণ করে; এবং সৃষ্টজীব সকলকে পরিত্যাগ করে, জগৎকে বর্জ্জন করে, শারীরিক অভিলাষ সকলকে ঘৃণা করে, এবং অকারণ ভ্রমণ দমন করিতে যত্ন করে ও লোকসমাজে প্রশংসিত হইতে লজ্জা বোধ করে।

প্রকৃতির সুখ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, বাহ্যবস্তুসাপেক্ষ।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ কেবল ঈশ্বরেই সান্ত্বনা অন্বেষণ করে এবং সকল দৃশ্য বিষয় অপেক্ষা সেই মঙ্গলস্বরূপেই আনন্দ করে।

প্রকৃতি নিজ লাভের ও উপকারের জন্য সকল বিষয় নির্ব্বাহ করে, স্বার্থ বিনা কিছু করিতে সম্মত হয় না, উপকারের পরিবর্ত্তে তুল্য বরং অধিক প্রত্যুপকার, অভাবপক্ষে প্রশংসাও প্রত্যাশা করে এবং স্বীয় কার্য্য, দান এবং বাক্য বহুমূল্য গণিত করাইতে যত্নবতী হয়।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ কোন ক্ষণিক বিষয় অন্বেষণ এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পুরস্কার ইচ্ছা করে না; আর চিরস্থায়ী বিষয়ের অনুপযোগী পার্থিব বস্তুর অভিলাষী হয় না।

প্রকৃতি অনেক বন্ধু ও কুটুম্বে আনন্দ করে, উচ্চ পদে ও কৌলিন্যে শ্লাঘা করে, পরাক্রান্তদিগের আলাপে আনন্দিত হয়, ধনীদিগের অনুবৃত্তি এবং আপনার ন্যায় লোকদিগের প্রশংসা করে।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ শত্রুদিগকেও প্রেম করে এবং বন্ধুদিগের বাহুল্যে স্ফীত হয় না, আর যে কৌলীন্য ধর্ম্ম-ভূষিত নয়, তাহার গৌরব করে না। ভগবৎ প্রসাদ ধনবান্ অপেক্ষা দরিদ্রকে অনুগ্রহ করে ও পরাক্রমী অপেক্ষা নির্দ্দোষদিগের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়; আর প্রতারণায় নহে, কিন্তু সত্যে আনন্দ করে। ভগবৎ প্রসাদ উত্তম মনুষ্যদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণের জন্য চেষ্টা করিতে এবং সকল কর্ম্মে ঈশ্বরের পুত্রের ন্যায় হইতে সতত অনুযোগ করে।

প্রকৃতি অভাবের এবং কষ্টের বিষয়ে শীঘ্র আক্ষেপ করে।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ ধৈর্য্যসহ দীনতা সহ্য করে।

প্রকৃতি নিজের উদ্দেশে সকলই করে, এবং নিজের জন্য শ্রম ও তর্ক বিতর্ক করে।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ সকলই অনুগ্রহের উৎস যে ঈশ্বর, তাঁহাতেই প্রত্যর্পণ করে, আপনাতে যে কোন উত্তমতা আছে, সে এমন বিবেচনা করে না, আর সাহঙ্কার শ্লাঘাও করে না, বিবাদও করে না, এবং অন্যের অভিমত অপেক্ষা নিজের অভিমত অধিক মনোনীত করে না; কিন্তু ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিসম্বন্ধীয় বিষয়ে চিরস্থায়ী জ্ঞানের এবং স্বর্গীয় বিচারের বশীভূত হয়।

প্রকৃতি লোকের গুপ্ত বিষয় সকল জানিতে ও অন্যের সংক্রান্ত ঘটনাদির সমাচার শুনিতে ব্যগ্র হয়; লোক-সমাজে দেখা দিতে এবং নিজ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনেক বিষয়ের পরীক্ষা করিতে ভালবাসে; এবং যে সকল বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করিলে প্রশংসা ও সম্মান লাভ হইতে পারে, তাহাই করিতে ইচ্ছুক হয়।

কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ অপরের সম্বন্ধীয় সমাচার ও গুপ্ত বিষয় জানিতে ইচ্ছা করে না, কারণ পার্থিব কোন বিষয়ই বাস্তবিক নূতন বা স্থায়ী নয়।

এই জন্যই ভগবৎ প্রসাদ ইন্দ্রিয় দমন করিতে, অসার আত্মতুষ্টি ও জাঁকজমক ত্যাগ করিতে, সম্মানের ও প্রশংসার যোগ্য বিষয় সকল বিনীত ভাবে গোপন করিতে এবং পরের বিষয়ে লাভজনক ফল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা ও সম্ভ্রম অন্বেষণ করিতে শিক্ষা দেয়।

সে আপনাকে কি আত্মীয়কে প্রকাশ্যরূপে প্রশংসিত হইতে দেয় না, কিন্তু প্রেমময় দাতা ঈশ্বরই যেন সকল বিষয়ে ধন্যবাদিত ও প্রশংসিত হন, এই তাহার ইচ্ছা।

এই প্রসাদ একটী স্বভাবাতীত জ্যোতিঃ, ঈশ্বরের বিশেষ দান, এবং মনোনীত লোকদিগের যথার্থ চিহ্ন ও অনন্ত পরিত্রাণের বায়নাস্বরূপ; ইহা মনুষ্যকে পার্থিব বিষয় হইতে উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় বিষয়ে আসক্ত এবং সাংসারিক হইতে না দিয়া আধ্যাত্মিক করিয়া তুলে।

অতএব প্রকৃতি যতই দমিত ও পরাজিত হইতে থাকে, ভগবৎ প্রসাদ ততই অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হয়, এবং আত্মার দৈনন্দিন আবির্ভাব দ্বারা অন্তর-পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে নূতনীকৃত হইয়া উঠে।

---

৫৫ অধ্যায়।

প্রকৃতির ভ্রষ্টতা ও ঐশিক প্রসাদের মাহাত্ম্য।

হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, তুমি স্বীয় প্রতিমূর্ত্তিতে ও সাদৃশ্যে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ, পরিত্রাণের উপযোগী প্রসাদ আমাকে দান কর, যেন আমি পাপ ও নরকের দিকে আমাকে আকর্ষণকারী সকল মন্দ স্বভাব পরাজয় করিতে পারি।

কেননা আমার শরীরে আমি একটী পাপের ব্যবস্থার কঠোর বন্ধন

উপলব্ধি করিতেছি, তাহা আমার মনের ব্যবস্থার বিপরীতাচরণ করে, এবং তাহা অনেক বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করিবার জন্য আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়; অতএব হে আমার ঈশ্বর, তোমার অতি পবিত্র প্রসাদ আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া আমার সাহায্য না করিলে, সেই পাপের ব্যবস্থাপ্রসূত কামনা সকলের প্রতিরোধ করিতেও আমি পারি না।

যৌবনাবধি আমার যে স্বভাব পাপে রত, তাহাকে দমন করিবার জন্য তোমার অনুগ্রহের বাহুল্য প্রয়োজন।

কেননা আদিপুরুষ আদম দ্বারা প্রকৃতি পতিত ও পাপে কলঙ্কিত হওয়াতে সেই কলঙ্ক সমস্ত মনুষ্য জাতিতে বর্ত্তিয়াছে। তাহার ফলে, প্রকৃতি, যাহা আদৌ সৎ ও পবিত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা পাপাধীন ও ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাই মানব-সন্তান সততই পাপে ও নিকৃষ্ট বিষয়ে রত হয়।

তাহার যে অল্প ক্ষমতা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাও ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় রহিয়াছে।

ইহাকেই আমরা তিমিরাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক বিবেক বলি। ইহা যদিও মনের মত সমস্ত বিষয় স্পষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে অক্ষম এবং সত্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ বা নিজ প্রবৃত্তির পূর্ণ স্বাস্থ্যে বঞ্চিত, তথাপি এখনও ইহার সদসৎ ও সত্যাসত্য বিবেচনা করণের ক্ষমতা বর্ত্তমান আছে।

অতএব হে আমার ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি আমার অন্তর-পুরুষের রুচি অনুসারে তোমার ব্যবস্থায় আনন্দ করিতে পারি, আর যেন আমি জানিতে পারি যে, তোমার আজ্ঞাই উত্তম, যথার্থ ও পবিত্র; এবং তাহা সকল মন্দের ও পাপের বিষয়ে অনুযোগ করিয়া আমাকে সমস্ত পাপ ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি আমার শরীর দ্বারা পাপের ব্যবস্থার দাসত্ব করিয়া থাকি, এবং বিবেক অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াদির অধিক বশীভূত হই।

আমার সুবাসনা ও সুসংকল্প আছে বটে, কিন্তু উত্তম কর্ম্ম সাধনের সামর্থ্য আমি আমাতে দেখিতে পাই না।

হে নাথ, অনেক উত্তম বিষয়ে আমার সংকল্প ও বাসনা থাকিলেও দুর্ব্বলতার প্রতিকারার্থে তোমার প্রসাদের অভাব প্রযুক্ত, সামান্য বাধা পাইলেই আমি পরাঙ্মুখ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি।

এই জন্যই সিদ্ধির পথ আমি জানিলেও, এবং কিরূপ কার্য্য আমার করা উচিত, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেও আমি নিজ ভ্রষ্টতার ভারে ভারাক্রান্ত হওয়াতে প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করিতে পারি না।

হে প্রভো, কোন উত্তম বিষয়ের আরম্ভ ও অনুষ্ঠান করিতে তোমার প্রসাদ আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কেননা তোমার প্রসাদ ব্যতিরেকে আমি কিছুই করিতে পারি না; কিন্তু তোমার প্রসাদে আমি বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলে এবং তোমাতে থাকিলে আমি সকল বিষয়ই উত্তমরূপে সাধন করিতে পারি।

আহা, সত্য স্বর্গীয় প্রসাদ ব্যতিরেকে আমাদিগের সকল কর্ম্মই অসার ও প্রকৃতির সকল দানই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়!

বিদ্যা ও ধন, সৌন্দর্য্য ও বল, জ্ঞান ও বাগ্মিতা, এ সকলই তোমার প্রসাদ বিনা তোমার সাক্ষাতে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রকৃতির দানে উত্তম ও অধমের তুল্যাধিকার, কিন্তু তোমাব প্রসাদ ও প্রেম কেবল মনোনীত লোকদিগের জন্য বিশেষ দান; এবং যাঁহাদিগের এই মুদ্রাঙ্ক আছে, তাঁহারাই অনন্ত জীবনের যোগ্য বলিযা গণিত হইয়া থাকেন।

তোমার প্রসাদের এমনই মহত্ত্ব যে, তাহা ব্যতিরেকে ভবিষ্যদ্বাক্য কথন, আশ্চর্য্য ক্রিয়া সাধন, কি উচ্চ তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুরই মধ্যে গণ্য নয়।

তোমার প্রেম ও প্রসাদ ভিন্ন বিশ্বাস কি প্রত্যাশা, কি অন্য কোন গুণ, তোমার কাছে গ্রাহ্য হয় না।

হে অতি ধন্য ভগবৎ প্রসাদ, যাহারা আত্মাতে দরিদ্র, তুমি তাহাদিগকে সদ্‌গুণরূপ ধনে ধনবান্ করিয়া থাক, এবং সদ্‌গুণাঢ্যদিগের অন্তঃকরণ নম্র কর।

হে স্বর্গীয় বিভব, তুমি আমার নিকটে নামিয়া আইস, এবং আমার আত্মা ক্লান্তি ও শুষ্কতায় যেন মূর্চ্ছিত না হয়, এজন্য সান্ত্বনা দ্বারা আমাকে অতি সত্বর পরিতৃপ্ত কর।

হে প্রভো, বিনয় করি, আমি যেন তোমার প্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর, কারণ প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষিত অন্য কোন বিষয় প্রাপ্ত না হইলেও তোমার প্রসাদই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

যদিও এই জগতে দুঃখকষ্ট দ্বারা আমি পরীক্ষিত এবং উৎপীড়িত

হইয়া থাকি, তথাচ হে নাথ, যতকাল তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে থাকে, ততকাল আমি কোনই অমঙ্গলের ভয় করিব না।

তোমার প্রসাদই আমার বল; ইহাই আমার একমাত্র পরামর্শ-দাতা ও আশ্রয়-দাতা।

তোমার প্রসাদ যাবতীয় শত্রু অপেক্ষা বলবান্ এবং সমস্ত জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবান্।

তোমার প্রসাদই সত্যের এক মাত্র পথ-প্রদর্শক, শাসন-গুরু, হৃদয়ের জ্যোতিঃ, দুঃখের সান্ত্বনা, শোক নিবারক, সকল ভীতির অপসারক, প্রকৃত ধর্ম্মের পোষক ও রক্ষক এবং প্রকৃত অনুতাপের অশ্রুর আকর ও প্রস্রবণ।

হে নাথ, তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন আমি শুষ্ক তরুবৎ ও নিষ্ফল শাখাসদৃশ পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য।

অতএব হে প্রভো, নিবেদন করি, তোমার পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুরোধে তোমার প্রসাদকে সতত আমার অগ্রে যাইতে ও আমাকে তাহার অনুগমন করিতে দাও, এবং তোমার এই দীন দাসকে সৎকর্ম্মে নিয়ত রত রাখ। আমেন্।

---

৫৬ অধ্যায়।

আত্মত্যাগ ও খ্রীষ্টের ক্রুশের অনুসরণ।

বৎস, যে পরিমাণে যে আত্মত্যাগ করিবে, সেই পরিমাণে সে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

বাহ্য বিষয়ে কামনাশূন্য হইলে যেমন আন্তরিক শান্তি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ আন্তরিক ভাবে ত্যাগ-স্বীকার করিলে তুমি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইবে।

তুমি যেন আমার ইচ্ছার অধীনে থাকিয়া বিনা তর্কে ও বিনা বচসায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে শিক্ষা কর, ইহাই আমার ইচ্ছা।

আমার অনুগমন কর, কেননা "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন।" *

---

* যোহন ১৪ ; ৬।

বৎস, মনে রাখিও, পথ বিনা নিরাপদে গমন করা যায় না; সত্য বিনা কিছুই জানা যায় না; জীবন বিনা বাঁচিয়া থাকা যায় না।

আমিই **পথ,** আমা দিয়াই তোমার গমন করা উচিত; আমিই **সত্য,** আমাতেই তোমার নির্ভর করা উচিত; আমিই **জীবন,** আমাতেই তোমার সকল প্রত্যাশা রাখা উচিত।

আমিই অপরিবর্ত্তনীয় পথ, অভ্রান্ত সত্য ও অনন্ত জীবন।

আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সরল পথ, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সত্য এবং আমিই প্রকৃত, ধন্য এবং অসৃষ্ট জীবন।

যদি তুমি আমার পথে থাক, তাহা হইলে তুমি সত্যকে জানিতে পারিবে, এবং সত্য তোমাকে স্বাধীন করিবে ও তুমি অনন্ত জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

বৎস, তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করিতে চাও, আমার আজ্ঞাবহ হও।

যদি সত্য জানিতে চাও, আমাতে বিশ্বাস কর।

যদি সিদ্ধ হইতে চাও, তোমার যাহা কিছু আছে সকলই বিক্রয় কর।

যদি আমার শিষ্য হইতে চাও, সম্পূর্ণরূপে আত্মত্যাগ কর।

যদি জীবনে ধন্য হইতে চাও, ইহ জীবন তুচ্ছ কর।

যদি স্বর্গে উন্নত হইতে চাও, ইহ জগতে আপনাকে নত কর।

যদি আমার সহিত রাজত্ব করিতে চাও, আমার সহিত ক্রুশ বহন কর।

কেননা কেবল ক্রুশের দাসত্ব যাঁহারা করেন, কেবল তাঁহারাই সুখের এবং সত্য আলোকের পথ প্রাপ্ত হয়েন।

হে প্রভো যীশু, তোমার প্রদর্শিত পথ অতি কঠিন এবং জগৎ তাহা ঘৃণা করে, তথাপি হে নাথ, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, যেন আমি জগৎ কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হইয়াও তোমার পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারি।

কেননা প্রভু অপেক্ষা দাস কিম্বা গুরু অপেক্ষা শিষ্য কখনই বড় নহে।

দয়াময়, তোমার দাসকে তোমার পবিত্র জীবনের অনুশীলনে ও অনুসরণে অভ্যস্ত হইতে দাও, কেননা তাহাতেই আমার প্রকৃত পরিত্রাণ এবং সত্য পবিত্রতা লাভ হইবে।

---

* মথি ১০; ২৪। লূক ৬; ৪০।

তদ্ব্যতিরেকে যাহা কিছু আমি পাঠ বা শ্রবণ করি, তাহাতে আমাকে পূর্ণ তৃপ্তি বা আনন্দ প্রদান করিতে পারে না।

বৎস, এই সকল বিষয় তুমি বিশেষ করিয়া জান ও পাঠ করিয়া থাক; যদি এই সকল পালন কর, তাহা হইলে তুমি নিতান্ত সুখী হইবে।

যে কেহ আমার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাহা পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে; এবং আমি তাহাকে প্রেম করিব ও তাহার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিব, এবং তাহাকে আমার পিতার রাজ্যে আমার সহিত একত্র বসাইব।

হে প্রভু যীশু, তোমার অঙ্গীকার অনুসারে আমার প্রতি ঘটুক এবং তোমার অনুগ্রহ পাইবার পক্ষে আমার যেন কিঞ্চিৎ যোগ্যতা জন্মে, এমন আশীর্ব্বাদ আমার প্রতি কর।

হে নাথ, আমি তোমার ক্রুশ গ্রহণ করিয়াছি। তোমারই হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছি; আমি যাহা বহন করিব, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা বহন করিব, কারণ সেই ভার তুমিই আমাকে অর্পণ করিয়াছ।

প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির জীবন ক্রুশ-বহন সদৃশ হইলেও তাহা স্বর্গের পথ-প্রদর্শকও বটে।

তোমার দয়ায় আমরা সেই সুন্দর জীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তাহা হইতে পরাঙ্মুখ না হই এবং তাহা পরিত্যাগ না করি।

অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আইস, আমরা সকলে অগ্রসর হই, একত্রে অগ্রসর হই, প্রভু যীশু আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।

যীশুর জন্য আমরা এই ক্রুশ গ্রহণ করিয়াছি; আইস, আমরা যীশুর জন্যই তাহা বিনা বচসায় অনবরত বহন করি।

তিনিই আমাদিগের একমাত্র সহায়, পথদর্শক ও অগ্রগামী।

দেখ, আমাদিগের রাজা অগ্রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনিই আমাদিগের জন্য যুদ্ধ করিবেন।

আইস, আমরা সাহসের সহিত তাঁহার অনুগমন করি, কেহ ভয়ে পিছাইয়া পড়িও না; আইস, আমরা বীরবৎ যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হই; আমরা যেন ক্রুশ হইতে পলায়ন করিয়া, ক্রুশের মহিমার লাঘব না করি।

৫৭ অধ্যায়।

পাপে পতিত জনের আশাহত হওয়া অনুচিত।

বৎস, মঙ্গলের সময়ে প্রচুর শান্তি ও ভক্তি অপেক্ষা বরং দুঃখের সময়ে ধৈর্য্য ও নম্রতা আমার নিকটে অধিকতর সন্তোষকর।

তোমার বিরুদ্ধে কথিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তুমি কেন এত অধিক দুঃখিত ও ব্যথিত হও?

যদিও তাহা আরও গুরুতর হইত, তথাচ তাহাতে অস্থির ও বিচলিত হওয়া তোমার কখনই উচিত নহে।

নিরাশ হইও না, কারণ ইহা তোমার জীবনের এই প্রথম বা অভিনব ঘটনা নহে, বরং তুমি যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল তাহা পুনঃ পুনঃ ঘটিবে।

প্রতিকূল ঘটনা না ঘটিলে তোমার সাহসের অভাব হয় না, তখন তুমি সৎপরামর্শ দিতে পার, নিজ বাক্য দ্বারা অন্যকে সবল করিতে পার; কিন্তু যখন কোন দুঃখ ক্লেশ তোমার দ্বারে হঠাৎ উপস্থিত হয়, তখন তুমি একবারে হতবুদ্ধি ও দুর্ব্বল হইয়া পড়।

অতএব বৎস, দেখ, তোমার দুর্ব্বলতা কেমন প্রবল! সামান্য ঘটনাতেই তাহা অনেক বার প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তথাচ মনে রাখিও, এই সকল পরীক্ষা তোমার মঙ্গলের জন্যই ঘটিয়া থাকে।

এইরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে যত দুর সম্ভব দৃঢ়রূপে তোমার হৃদয় হইতে সেই দুর্ব্বলতা দূর করিতে বদ্ধকটি হইও এবং দুঃখের ভারে যদি তোমার চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে, তাহাতে তোমার মনকে নিরাশ বা অধিককাল ব্যাকুলিত করিতে দিও না।

বৎস, পরীক্ষা যদি আনন্দসহ বহন করিতে না পার, অন্ততঃ তাহা ধৈর্য্যসহ সহ্য করিও।

ধৈর্য্যের সহিত সকলই বহন করিবার কথা যদিও তুমি শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক, এবং তাহা শুনিলে তোমার ক্রোধ জন্মে, তথাচ আপনাকে দমন করিতে শিক্ষা কর; খ্রীষ্টের দুর্ব্বল ভক্তের বিঘ্নজনক কোন অবিহিত বাক্য তোমার মুখ হইতে বাহির হইতে দিও না।

যে ঝটিকা এক্ষণে উঠিতেছে, তাহা শীঘ্রই প্রশমিত হইবে, এবং ভগবৎ প্রসাদের প্রত্যাগমন দ্বারা তোমার অন্তরেব সর্ব্ব দুঃখ মধুময় হইয়া উঠিবে।

প্রভু কহেন, আমি জীবিত আছি; যদি তুমি আমাতে নির্ভর কর ও ভক্তিসহ আমাকে ডাক, আমি তোমার সাহায্য করিতে এবং সামান্য সান্ত্বনা অপেক্ষা বরং তোমাকে অধিক দান করিতে ইচ্ছুক রহিয়াছি।

প্রশান্ত মনে আরও ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং আরও অধিক সহ্য করিবাব জন্য সদা প্রস্তুত থাক।

যদিও তুমি মনে কর যে, তুমি সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছ, অথবা গুরুতররূপে পরীক্ষিত হইতেছ, তথাচ মনে রাখিও, তোমা হইতে সকল অনুগ্রহ অপহৃত হয় নাই।

বৎস, তুমি মনুষ্য, ঈশ্বর নহ; তুমি মাংসময়, দূত নহ।

যখন দূত এবং এদনবাসী আদি পুরুষও পতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কে যে ধর্ম্মপথে সমভাবে থাকিবার প্রত্যাশা পোষণ করিতে পার?

শোকার্ত্তদিগকে আমিই নির্ব্বিঘ্নতা ও সুস্থতা প্রদান করিয়া থাকি এবং যাহারা আপনাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করে, তাহাদিগকে আমিই স্বীয় স্বর্গীয় মহত্ত্বে উন্নত করি।

হে প্রভো, তোমার বাক্যই ধন্য হউক, তাহা আমাব মুখে মধু, সদ্যোজাত মধু অপেক্ষাও সুস্বাদ বলিয়া প্রতীয়মান হউক।

হে নাথ, যদি তুমি আমাকে স্বীয় পবিত্র বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান না করিতে, তাহা হইলে এই সকল গুরুতর দুঃখ ক্লেশে আমি কি করিতাম?

আমি জানি, যদি আমি শেষে পরিত্রাণ-নদীর উপকূলে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে ইহলোকে যে সকল কষ্ট বা পরীক্ষা আমি সহ্য করি, তাহা নগণ্য বলিয়া বোধ হইবে।

হে প্রভো, আমার চরমাবস্থা যেন উত্তম হয় ও ইহ জগৎ হইতে প্রস্থান কালে যেন আমি সুগম পথ প্রাপ্ত হই, আমার প্রতি এমন অনুগ্রহ প্রদান কর।

হে আমার ঈশ্বর, আমার প্রতি মনোযোগী হইয়া তোমার স্বর্গ-রাজ্যের প্রকৃত পথে আমাকে লইয়া যাও। আমেন্।

৫৮ অধ্যায়।

ঈশ্বরের গুপ্ত বিচার এবং বুদ্ধির অগম্য বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা।

বৎস, অমুক কেন কষ্ট পায়, অমুক কেন সুখসচ্ছন্দতা সম্ভোগ করে, এক জনই বা কেন গুরুতর কষ্ট পায়, অন্য জনেরই বা কেন এত উন্নত অবস্থা ইত্যাদি ঈশ্বরবিষয়ক উচ্চ এবং নিগূঢ় বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিও না।

এই সকল বিষয় মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত, সুতরাং ঈশ্বরের অভিসন্ধির নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবার অধিকার মনুষ্য-বিচারের বা তর্ক-শক্তির সীমার বহির্ভূত।

অতএব যখন পাপ-পুরুষ কিম্বা কোন কৌতূহলপরায়ণ ব্যক্তি তোমাকে ঈদৃশ প্রশ্ন করে, কিম্বা এরূপ কোন বিষয় তোমার নিকটে উত্থাপন করে, তখন তুমি প্রবাচকের ন্যায় উত্তর দান করিও, হে সদাপ্রভো, তুমি ধর্ম্মময় ও তোমার শাসন সকল সরল। * অথবা বলিও, সদাপ্রভুর শাসন সকল সত্য ও সর্ব্বাংশে ন্যায্য। †

বৎস, আমার বিচারকলাপসম্বন্ধে তর্ক না করিয়া তাহা তোমার ভয় করা উচিত, কেননা তৎসমুদয় মনুষ্যের জ্ঞান-পথাতীত।

এই জন্য আমি তোমায় পরামর্শ প্রদান করি যে, পবিত্র লোকদিগের গুণের বিষয় অর্থাৎ কোন্ জন অন্য জন অপেক্ষা অধিক পবিত্র, বা কে স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান ও তর্ক বিতর্ক করিও না।

ঈদৃশ কার্য্য অনেক সময়ে নিষ্ফল বিতণ্ডা ও কলহ উৎপাদন করে মাত্র, এবং তদ্দ্বারা অহঙ্কার ও অসার দর্প প্রকাশিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সাধুর প্রশংসা করাতে ঈর্ষা ও বিবাদ জন্মিয়া থাকে।

বৎস, এই সকল বিষয় জানিবার এবং অনুসন্ধান করিবার বাসনা হইতে কখনও কোন উত্তম ফল উৎপন্ন হয় না, বরং তদ্দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের

---

* গীত ১১৯ ; ১৩৭।   † গীত ১৯ ; ৯।

অসন্তোষ জন্মে। মনে রাখিও, আমি বিবাদের নয়, কিন্তু শান্তির ঈশ্বর। ঈদৃশ শান্তি, আত্মশ্লাঘায় নয়, কিন্তু সত্য নম্রতায় অবস্থান করে।

মনুষ্যমাত্রেরই কোন না কোন সাধু অধিক প্রিয়, তাহারা তাঁহাদিগেরই প্রশংসা করে, কিন্তু ইহাও বিহিত নহে, কেননা ইহা দ্বারা ঈশ্বর-প্রেমের পরিবর্ত্তে বরং মনুষ্য-প্রেমই প্রকাশ পায়।

আমিই সমস্ত পবিত্র লোককে গঠন করিয়াছি; আমিই তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ ধনে ধন্য করিয়াছি; আমিই তাঁহাদিগকে সম্ভ্রান্ত করিয়াছি।

আমিই প্রত্যেকের যথার্থ যোগ্যতা জ্ঞাত আছি; আমিই মধুর আশীর্ব্বাদ হস্তে লইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছি।

জগৎপত্তনের পূর্ব্ব হইতেই আমি আমার প্রিয়গণকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাঁহারা যে অগ্রে আমাকে মনোনীত করিয়াছিলেন, এমন নহে, কিন্তু আমিই তাঁহাদিগকে জগৎ হইতে মনোনীত করিয়াছি। *

আমিই আমার প্রসাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, কৃপা দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছি; আমিই বিবিধ পরীক্ষার মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার করিয়াছি।

আমিই তাঁহাদিগের অন্তরে গৌরবমণ্ডিত সান্ত্বনা বর্ষণ করিয়াছি; আমিই তাঁহাদিগকে অবিরত উদ্যোগ প্রদান করিয়াছি; আমিই তাঁহাদিগকে ধৈর্য্য-মুকুটে ভূষিত করিয়াছি।

আমিই তাঁহাদিগের প্রথম জনকেও জানি, এবং আমিই তাঁহাদিগের শেষ জনকেও জানি, আমিই তাঁহাদিগের সকলকেই অপরিমেয় প্রেমে আলিঙ্গন করিয়াছি।

প্রত্যেক সাধুর সাধুতার জন্য আমিই প্রশংসনীয়, সর্ব্ববিধ উত্তমতার জন্য আমিই ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য; যাহাদের নিজের কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আমি যাহাদিগকে মহিমায় উন্নত করিয়াছি, তাঁহাদিগের জন্য আমিই সম্ভ্রম পাইবার উপযুক্ত।

অতএব যে কেহ আমার অতি ক্ষুদ্রতম এক জনকেও অবজ্ঞা করে, সে মহান্‌কেও সম্ভ্রম করে না; যেহেতু আমি ক্ষুদ্র ও মহান্ উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছি।

---

* যোহন ১৫ . ১

আর যে কেহ পবিত্রগণের মধ্যে এক জনেরও নিন্দা করে, সে আমার এবং স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে অন্য সাধু সকলেরও নিন্দা করে।

ইঁহারা প্রেমবন্ধনে সকলেই এক; ইঁহাদিগের চিন্তা একরূপ, ইচ্ছা একরূপ এবং ইঁহারা সকলেই পরস্পর প্রণয়ে সম্মিলিত।

তত্রাচ তাঁহাদিগের মধ্যে ইহা অতি মহৎ বিষয় যে, তাঁহারা আপনাদের ও আপন আপন সকল গুণ অপেক্ষা আমাকেই অধিক প্রেম করেন।

কেননা স্বার্থ ও আত্ম-প্রেম হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকাতে তাঁহারা আমাকে প্রেম করিতে সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়েন, আর আমাকেই সর্ব্বসিদ্ধির মূল বিবেচনা করিয়া তাঁহারা আমাতেই বিশ্রাম করেন।

জগতের কিছুই তাঁহাদিগকে আমা হইতে অন্য দিকে ফিরাইতে পারে না; কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে না; কেননা নিত্যস্থায়ী সত্যে পূর্ণ হওয়াতে তাঁহাদিগের হৃদয় অনির্ব্বাপনীয় প্রেমাগ্নিতে প্রজ্বলিতে থাকে।

অতএব যাহারা নিজ নীচ স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই প্রেম করিতে পারে না, এমন সাংসারিকমনা ব্যক্তি যেন ঈশ্বরের পবিত্র লোকদিগের অবস্থার বিষয়ে তর্ক বিতর্ক না করে। ঈদৃশ লোক নিত্যস্থায়ী সত্যের বিধানানুসারে নহে, কিন্তু নিজ কল্পনানুসারে অতিরঞ্জিত করিয়া বিচার করে।

অনেকেই অজ্ঞতা হেতু ঈদৃশ তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে, বিশেষতঃ যাহারা অতি অল্প আলোক প্রাপ্ত হওয়াতে কাহাকেও বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেমে প্রেম করিতে পারে না, তাহারাই এই প্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

ঈদৃশ ব্যক্তি জাগতিক প্রেম এবং মানবীয় বন্ধুতা দ্বারা কোন না কোন মনুষ্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, এবং তাহারা সংসারে যাহা দর্শন করে, স্বর্গীয় বিষয়েও তদ্রূপ কল্পনা করিয়া থাকে।

জগতের অসম্পূর্ণ জনগণ নিজ বিবেচনায় যে সকল বিষয় অনুভব করে, এবং দীপ্তিমানেরা ঊর্দ্ধ হইতে প্রকাশিত যাহা দেখিতে সমর্থ হয়েন, এতদুভয়ের মধ্যে তুলনা হইতে পারে না।

অতএব বৎস, মিথ্যা কৌতূহল হেতু স্বীয় জ্ঞানাতীত বিষয়ে কখনও হস্তক্ষেপ করিও না; বরং ঈশ্বরের রাজ্যমধ্যে ক্ষুদ্রতম স্থানও যেন তুমি পাইতে পার, ইহাই তোমার প্রধান চেষ্টা ও যত্নের বিষয় হউক।

কে অধিক পবিত্র, কেই বা স্বর্গ-রাজ্যে মহান্, এই জ্ঞান পাইয়াও

যদি কেহ আমার দৃষ্টিতে বিনীত না হয়, এবং আপন জ্ঞানের পরিমাণানুসারে আমার ধন্যবাদ না করে, তবে বল দেখি, সেই জ্ঞানের মূল্য কি ?

যে ব্যক্তি পবিত্র লোকদিগের মহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব বিষয়ে তর্ক বিতর্ক না করিয়া, নিজ ধার্ম্মিকতার অল্পতা ও পাপের আধিক্য এবং পবিত্র লোকদিগের সিদ্ধতা হইতে সে বহু দূরে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা চিন্তা করে, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের নিকটে সমধিক গ্রহণীয় হয়।

সাধুগণের সম্বন্ধে বৃথা কৌতুহলাক্রান্ত না হইয়া, তাঁহাদের ভক্তি ও পাপের জন্য অনুতাপের অশ্রুপাতের অনুকরণ করা এবং বিনীত ভাবে ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করাই শ্রেয়ঃ।

মনুষ্যেরা বৃথা তর্ক বিতর্ক না করিয়া সন্তুষ্ট মনে কাজ করিলে সাধু ভক্তেরা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

পবিত্র লোকেরা নিজ গুণের শ্লাঘা করেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে যে কোন উত্তমতা আছে, তাঁহারা এমন বোধ করেন না, কিন্তু তাঁহারা সকলই আমাতে অর্পণ করেন, কেননা আমিই অপরিসীম প্রেমে তাঁহাদিগকে সকলই দান কবিয়াছি।

তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি এমন মহৎ প্রেমে এবং উচ্ছলিত আনন্দে সদাই পরিপূর্ণ যে, তাঁহাদিগের কোন মহিমা কিম্বা সুখেব কোনই অভাব নাই, এবং অভাব হইতেও পারে না।

পবিত্র লোকেরা মহিমায় যত উন্নত হইতে থাকেন, তাঁহারা নিজ অন্তরে ততই বিনীত এবং ততই আমাব নিকটতব ও প্রিয়তর হইতে থাকেন।

এই নিমিত্ত শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে উবুড় হইয়া, সেই অনন্তজীবীর ভজনা করিয়া, আপন আপন মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। *

যাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে ক্ষুদ্রতরের মধ্যেও গণিত হইবার যোগ্য কি না সন্দেহজনক, তাহারাই আবার স্বর্গরাজ্যে কে মহৎ হইবে, অনুসন্ধান করিয়া থাকে !

যথায় সকলেই মহান্ ও ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া খ্যাত, এমন স্বর্গীয় সমাজে ক্ষুদ্রতম হওয়াও যে মহৎ বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* প্রকাশ ৪, ১০।

শাস্ত্রে বলে, "যে ছোট, সে সহস্র হইয়া উঠিবে," এবং 'পাপী এক শত বৎসর বয়সে মরিবে'। *

কেননা যখন শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া কে গণ্য হইবে? তাঁহারা এই প্রকার উত্তর পাইয়াছিলেন; –

"তোমরা মন ফিরাইয়া ক্ষুদ্র বালকদের সদৃশ না হইলে কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না; অতএব যে কেহ এই ক্ষুদ্র বালকের মত আপনাকে নম্র করে, সেই স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ।" †

যাহারা আপনাদিগকে নম্র করিতে এবং ক্ষুদ্র শিশুদিগের ন্যায় হইতে অবহেলা করে, তাহাদিগের ঘোর সন্তাপ হইবে, কেননা তাহারা স্বর্গ-রাজ্যের সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না।

যাহারা ধনী, ইহকালে সান্ত্বনা পাইয়াছে, তাহাদেরও সন্তাপ হইবে; কেননা যখন দরিদ্রেরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিবে, তখন তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া বিলাপ করিতে থাকিবে।

হে নম্র লোকেরা, উল্লাস কর; হে দরিদ্রেরা, আনন্দে পরিপূর্ণ হও; কেননা সত্যপথে চলিলে ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদিগেরই অধিকার।

---

৫৯ অধ্যায়।

ঈশ্বরে প্রত্যাশা স্থাপন।

হে প্রভো, ইহ জীবনে আমার নির্ভর করিবার উপযুক্ত আশ্রয় আর কি আছে? কেই বা ইহ জগতে আমাকে অধিক আনন্দ প্রদান করে?

হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, মঙ্গলময়, তুমিই কি আমার সকল সন্তোষের উৎস নহ?

হে নাথ, তুমি ব্যতিরেকে কোথায় ও কখন আমার মঙ্গল হইয়াছে? আর যখন তুমি উপস্থিত ছিলে, কখনই বা আমার মন্দ ঘটিয়াছে?

---

* যিশ ৬০ ; ২২। ৬৫ ; ২০। † মথি ১৮ ; ৩৪।

তোমা ব্যতীত ধনবান্ হওয়া অপেক্ষা বরং তোমার নিমিত্ত দরিদ্র হওয়া আমার ভাল।

তোমা ব্যতীত স্বর্গ অধিকার করা অপেক্ষা বরং তোমার সমভিব্যাহারে পৃথিবীতে প্রবাসী হওয়া আমার পক্ষে উত্তম।

হে নাথ, যেখানে তুমি সেই খানেই স্বর্গ, এবং যেখানে তুমি নাই, সেই খানেই মৃত্যু ও নরক।

তুমিই আমার সকল আকাঙ্ক্ষার মূল। অতএব প্রাণের সমগ্র উচ্ছ্বাস, এবং ব্যগ্রতাসহ তোমার নিকট প্রার্থনা করা আমার কর্ত্তব্য।

হে আমার ঈশ্বর, তুমি ভিন্ন আর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্র অথবা দুঃসময়ের উপকারক কেহই নাই।

তুমিই আমার প্রত্যাশা, তুমিই আমার সাহস, তুমিই আমার সান্ত্বনা, এবং সকল বিষয়ে তুমিই আমার পরম বিশ্বস্ত বন্ধু।

জগতে সকলেই স্বার্থ চেষ্টায় রত, কিন্তু তুমিই আমার পরিত্রাণ ও কেবল তুমিই আমার উন্নতি কামনা করিয়া থাক, এবং তুমিই সকল ঘটনা দ্বারা নিয়ত আমার মঙ্গল সাধন করিতেছ।

যদিও আমার জীবনে অনেক পরীক্ষা ও দুঃখ ঘটে, তথাপি সে সকলই আমার মঙ্গলের জন্য, যেহেতু তুমি তোমার প্রিয়তম দাসদিগের মঙ্গলের জন্য সহস্র প্রকারে তাঁহাদিগের পরীক্ষা করিয়া থাক বলিয়া আমারও পরীক্ষা করিতেছ।

স্বর্গীয় সান্ত্বনাপূর্ণ অবস্থায় যেমন, সেই পরীক্ষিত অবস্থাতেও তদ্রূপ তোমাকে প্রেম এবং তোমার প্রশংসা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

অতএব হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, তোমাতেই আমি আমার সমস্ত প্রত্যাশা ও আশ্রয়ের বাসনা স্থাপন করিয়াছি, তোমাতেই আমার সমস্ত দুঃখ ও দুর্ভাবনা অর্পণ করিতেছি, কেননা তোমা ব্যতীত আমি যাহা কিছু দেখিতেছি, সে সকলই অতীব চঞ্চল ও শক্তিশূন্য।

হে নাথ, তোমার সাহায্য, আনুকূল্য, শক্তি, সান্ত্বনা, শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান বিনা বন্ধুগণের আনুকূল্য, বলবানের সাহায্য, বিজ্ঞ মন্ত্রীর পরামর্শ, বিদ্বান্দিগের পুস্তক, বহুমূল্য দ্রব্য বা মনোরম স্থল, সকলই বৃথা।

এই জগতে বা স্বর্গে তোমা ব্যতিরেকে সুখজনক বা সান্ত্বনাপ্রদ আর কোন বস্তুই নাই, এবং হইতেও পারে না।

তুমিই সকল উত্তমতার একমাত্র আকর, তুমিই জীবনের উচ্চতা, তুমিই সকল প্রজ্ঞার গভীরতা ; স্নুতরাং সকল বিষয় অপেক্ষা তোমাতে প্রত্যাশা রাখাই তোমার দাসগণের পক্ষে গভীর সান্ত্বনা।

হে আমার ঈশ্বর, হে দয়ার আকর পিতঃ, আমি তোমারই প্রতি আমার চক্ষু উত্তোলন ও তোমাতেই নির্ভর করিতেছি।

তোমার স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদে আমার আত্মাকে তৃপ্ত এবং পবিত্র কর, যেন তাহা তোমার পবিত্র মন্দির এবং তোমার নিত্যস্থায়ী মহিমার আবাস হইয়া উঠে, এবং তোমার এই মন্দির হইতে তোমার চক্ষের অসন্তোষজনক সকল বস্তু দূর কর।

তোমার অনুগ্রহের মহত্ত্ব এবং দয়ার বাহুল্য অনুসারে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এবং তোমার দাসের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

হে নাথ, তোমা হইতে দূরস্থ মৃত্যুচ্ছায়ারূপ দেশে বাসকারী তোমার এই অধম দাসের আত্মাকে এই ক্ষয়ণীয় জীবনের বহুল সঙ্কটের মধ্যে রক্ষা ও পালন কর, এবং তোমার প্রসাদকে আমার নিত্য সহবর্ত্তী করিয়া আমার আত্মাকে শান্তি-পথ দিয়া নিত্যস্থায়ী আনন্দ ও উজ্জ্বলতারূপ আবাসে লইয়া যাও। আমেন্।

চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রভুর ভোজ।

চতুর্থ পর্ব্ব।

পবিত্র প্রভুর ভোজ গ্রহণ জন্য প্রবর্ত্তনা বাক্য।

খ্রীষ্টের উক্তি।

প্রভু বলেন, হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জনবৃন্দ, তোমরা আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। * আমি যে রুটি প্রদান করিব, তাহা জগতের জীবনের জন্য আমার মাংস। † তোমরা ইহা গ্রহণ কর, এবং ভোজন কর, ইহা আমার শরীর যাহা তোমাদের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। আমারই স্মরণার্থ ইহা কর। ‡ যে আমার মাংস ভোজন করে ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতেই থাকে, আর আমিও তাহাতেই থাকি। § আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিলাম, তাহা আত্মা ও জীবনস্বরূপ। ¶

---

১ অধ্যায়।

ভক্তির সহিত শ্রীযীশুকে গ্রহণ।

শিষ্যের উক্তি।

হে সনাতন সত্য খ্রীষ্ট, এই বাক্যগুলি যদিও একই সময়ে প্রদত্ত হয় নাই, অথবা একই স্থলে লিখিত হয় নাই, তথাপি এই বচনকলাপ তোমারই বাণী।

---

* মথি ১১ ; ৮। † যোহন ৬ ; ৫২। ‡ ১ করি ১১ ; ২৫।
§ যোহন ৬ ; ৫৭। ¶ যোহন ৬ ; ৬৪।

তোমারই বাক্য বলিয়া এই সকলই সত্য, এবং কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস সহকারে সমস্তই আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সকল তোমারই কথা, আর তুমিই এই সমস্ত বলিয়াছ। আমারই পরিত্রাণের জন্য তুমি এই বচনকলাপ প্রদান করিয়াছ বলিয়া সেই সকল আমারও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক, তোমার শ্রীমুখ হইতে ঐ সকল বাক্য গ্রহণ করিতে পারি, এবং তাহা আমার অন্তর মধ্যে গভীর ভাবে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

এত গভীর স্নেহযুক্ত, কমনীয়, মাধুর্য্য ও প্রেমপূর্ণ এই সকল বাক্য আমাকে সাহস ও উৎসাহ প্রদান করে; কিন্তু আমার পাপসমূহই আমাকে অতি ভীত করিয়া তুলে, আর আমার অশুচি বিবেক এমন মহৎ নিগূঢ়তত্ত্ব গ্রহণ হইতে আমাকে পশ্চাৎ-পদ করিয়া রাখে।

তোমার বাক্যসমূহের মাধুর্য্য আমাকে প্রবর্ত্তনা দেয়, কিন্তু আমার অপরাধের বাহুল্য আমাকে নিরুৎসাহিত করে।

হে নাথ, আমি তোমার সহভাগিতা চাই, বিশ্বাস ও নির্ভর সহকারে, তোমার নিকট আসিতে আমাকে তুমি আদেশ প্রদান কর; এবং অনন্ত জীবন ও গৌরব লাভের জন্য অমরতাব ঐ খাদ্য গ্রহণ করিতে তুমি আমাকে প্ররোচিত কর।

তুমিইত বলিয়াছ, যাহারা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলেই আমার নিকটে আইসুক, আমি তাহাদিগকে বিশ্রাম দিব।

আহা, পাপীর কর্ণে এই মনোহর হৃদয়-গ্রাহী বচন কেমন মধুর বলিয়া বোধ হয়, হে প্রভো, আমার ঈশ্বর যে তুমি, তোমার অতীব পবিত্র দেহের সহভাগিতা গ্রহণের জন্য তুমিই দীনদুঃখী অভাবগ্রস্তদিগকে প্রেমে নিমন্ত্রণ করিতেছ।

কিন্তু প্রভো, আমি কে যে, তোমার নিকট আসিতে এমন দুঃসাহস করিব?

স্বর্গের উপরিস্থ স্বর্গও তোমাকে ধারণ করিতে পারে না; আর তুমি বলিতেছ, "তোমরা আমার নিকট আইস"!

হে নাথ, এই অতীব স্নেহময়, সুপ্রসন্ন ভাব ও প্রেমপূর্ণ নিমন্ত্রণের অভিপ্রায় কি?

হে প্রভো, আমি কোন্ সাহসে তোমার নিকট আসিব ? আমি ত জানি, আমাতে এমন উত্তম কিছুই নাই, যাহাতে আমি নির্ভর করিতে পারি !

হে নাথ, কেমন করিয়া আমি তোমাকে আমার হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিব ? আমি যে সর্ব্বদাই তোমার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া তোমার গৌরব লাঘব করিয়াছি !

স্বর্গে দূতগণ তোমাকে ভক্তি ও ভয় করেন, পবিত্র ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ তোমা হইতে ভীত ; আর অধম পাপীদিগকে তুমি বলিতেছ,—"তোমরা সকলে আমার নিকটে আইস" !

প্রভো, স্বয়ং তুমিই যদি ইহা না বলিতে, তবে সত্য বলিয়া কে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিত ?

আর তুমিই স্বয়ং পাপীদিগকে এই আদেশ না প্রদান করিলে কে তোমার নিকট আসিতে সাহস করিত ?

নোহ একজন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তিনি অল্প কয়টি প্রাণী লইয়া ঘোর প্রলয়-সঙ্কটে রক্ষা পাইবার আশায় তরণী নির্ম্মাণ করিতে একশত বৎসর পরিশ্রম করিয়াছিলেন ; কিন্তু হে আমার স্রষ্টা, তোমাকে ভক্তিপূর্ণ অন্তরে আমার হৃদয়ে গ্রহণ করিবার জন্য এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি কেমন করিয়া আপনাকে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব ?

হে নাথ, তোমার বিশেষ অনুরক্ত ও মহান্ দাস মোশি সহজে ক্ষয়বর্জ্জিত এক প্রকার কাষ্ঠ দ্বারা একটি সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া, নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা তাহা মণ্ডিত করিয়াছিলেন, যেন তাহার মধ্যে ব্যবস্থার প্রস্তর-ফলক রাখিতে পারেন ; আর আমি নশ্বর জীব হইয়া ব্যবস্থাকর্ত্তা ও জীবনদাতা যে তুমি, সেই তোমাকে কি এতই সহজে গ্রহণ করিতে সাহসী হইব ?

ইস্রায়েল-রাজগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রাজা শলোমন, তোমার নামের প্রশংসার জন্য একটি মহা ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সাত বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিলেন ; আর আট দিন ধরিয়া সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এক সহস্র শান্তিযজ্ঞ উৎসর্গ করিয়া তুরীধ্বনি ও বিজয়োল্লাস করিতে করিতে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকটি আনিয়া নিরূপিত স্থানে অতি ভক্তিভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন। আর মানবের মধ্যে অতি হীন ও অধম যে একজন আমি, যে আধঘণ্টা কাল সময়ও ভক্তিভাবে কাটাইতে

পারে না, সেই আমি কেমন করিয়া তোমাকে আমার হৃদয়ে আনিব? আহা, ঈশ্বর যদি দয়া করিতেন যে আমি কেবল আধ ঘণ্টা সময়ও উপযুক্ত ভাবে একবার তাঁহার সঙ্গে কাটাইতাম!

হে আমার ঈশ্বর, তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তোমার প্রাচীন ভক্তগণ কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়, আমি তোমাকে তুষ্ট করিবার জন্য যাহা করি, তাহা কেমন সামান্য! পবিত্র ভোজ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আমি কেবল অল্প সময়ই কাটাই!

আহা, কদাচিৎ আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরমনা হইতে পারি, কচিৎ আমি চিত্তের চঞ্চলতা হইতে মুক্ত থাকি!

জীবন-দায়ী ঈশ্বরের বিদ্যমানে কোনরূপ অনুচিত চিন্তা কিম্বা কোন সৃষ্ট বস্তুর চিন্তা মনে উদিত হওয়া কখনই উচিত নয়, কারণ এই ভোজের দ্বারা আমি কোন দূতের নয়, কিন্তু দূতগণের প্রভুরই আতিথ্য-সৎকার করিয়া থাকি।

নিয়ম-সিন্দুক ও উহাতে রক্ষিত স্মরণীয় বস্তু সকল হইতে, অনির্ব্বচনীয় পুণ্য ও শক্তিসম্পন্ন, অতীব বিশুদ্ধ যে তোমার শরীর, তাহার অনেক প্রভেদ। ভবিষ্যদ্বিষয়ের নিদর্শনস্বরূপ, ব্যবস্থানুযায়ী যজ্ঞের বলিদানসমূহ এবং প্রাচীন-কালের বলিদানাদির পূর্ণতাস্বরূপ তোমার দেহের প্রকৃত বলিদানেতে অনেক প্রভেদ।

হে নাথ, তবে কেন আমি তোমার এই পুণ্য উপস্থিতির অনুরাগে জ্বলিয়া উঠি না?

প্রাচীন পবিত্র কুলপতিগণ, ভাববাদিগণ, এমন কি রাজন্যবর্গ, অধিপতিগণ ও তাঁহাদিগের প্রজাবর্গ ঈশ্বর উপাসনার প্রতি যখন এতই প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তবে কেন আরও অধিকতর যত্নের সহিত তোমার পবিত্র বরসমূহ গ্রহণের জন্য আমাকে আমি প্রস্তুত করি না?

পরম ভক্ত, রাজর্ষি দায়ূদ, প্রাচীনকালে পিতৃপুরুষগণের প্রতি সাধিত মঙ্গলসমূহের জন্য উৎসব করিতে করিতে ঈশ্বরের নিয়ম সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে কেমন প্রাণ ভরিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন; তিনি নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তিনি গীতসমূহ রচনা করিয়া তাহা মহা উল্লাসের সহিত সকলকে গান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং পবিত্রাত্মার

প্রসাদে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি নিজেও বীণাযন্ত্রে ঐ সকল গীত গান করিতেন। সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে ও প্রতিদিন সমস্বরে তাঁহার ধন্যবাদ ও গৌরব কীর্ত্তন করিবার জন্য, তিনি ইস্রায়েল লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

নিয়ম-সিন্দুকের সম্মুখে যদি সেই ভক্তগণ এত ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তবে ঈশ্বরের সম্মুখে, পরমোত্তম প্রভু খ্রীষ্টের দেহ গ্রহণ সময়ে, আমার ও সকল খ্রীষ্টভক্তের কত অধিক সম্মান ও ভক্তির ভাব প্রদর্শন করা উচিত?

অনেকেই পবিত্র সাধুগণের স্মরণ-চিহ্ন দেখিতে নানা স্থানে কত কষ্ট সহ্য করিয়া গমন করে, তাঁহাদের সাধিত আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপের কথা শুনিয়া কতই না বিস্মিত হয়, তাঁহাদের নির্ম্মিত অতি উচ্চ ও জাঁকজমকপূর্ণ উপাসনা-মন্দির দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকে, এবং তাঁহাদিগের স্মৃতি-চিহ্নের প্রতি কত না সম্ভ্রম প্রদর্শন করে।

কিন্তু হে আমার ঈশ্বর, তুমি পবিত্রগণেরও পবিত্র, মানবের স্রষ্টা ও স্বর্গ-দূতগণেরও প্রভু, তুমি আজ এই মন্দিরে আমার সম্মুখে উপস্থিত।

অনেক সময়ে এই সকল বাহ্যদৃশ্য দেখিতে দেখিতে মানুষের মনে কৌতূহল ও দৃশ্যের নূতনত্বে একটু প্রবর্ত্তনা জন্মায় বটে, কিন্তু ইহাতে মানব-জীবনের সংশোধনের কোন ফলই হয় না, কারণ লোকের মন প্রকৃত অনুতাপে অনুতপ্ত না হইয়া, লঘুভাবে এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইলে কিছুই লাভের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু হে আমার ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশু, তুমি এই ভোজে অদ্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। যতবার তুমি যোগ্যরূপে ও ভক্তির সহিত মানব কর্ত্তৃক গৃহীত হও, ততবারই মানব অনন্ত পরিত্রাণের প্রচুর ফল লাভ করিয়া থাকে।

কোনরূপ লঘুভাবে, কৌতূহল, কিম্বা শারীরিক বাসনা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমরা যেন এই ভোজ গ্রহণ না করি, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তিযুক্ত ভরসা, এবং সরল প্রেম দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া যেন করি।

হে ঈশ্বর, জগতের অদৃশ্য সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাদের প্রতি তোমার ব্যবহার কেমন আশ্চর্য্য! তুমি কেমন মধুর ভাবে ও সুপ্রসন্নতার সহিত তোমার মনোনীতগণের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাক! তোমার নিজকেই তুমি এই ভোজে তাহাদিগকে প্রদান করিতে চাহ।

কারণ এই ভোজ যাবতীয় মানব বুদ্ধির অতীত; ইহা এক বিশেষ ভাবে ভক্তগণের অন্তরকে আকর্ষণ করে ও তাঁহাদের প্রেম প্রদীপ্ত করিয়া দেয়।

কারণ তোমার প্রকৃত বিশ্বাসীবর্গ, যাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবন সংশোধনার্থে তোমারি হস্তে প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই পরম উপযুক্ত ভোজের দ্বারা সর্ব্বদাই তোমার প্রসাদরূপে অনুরাগ এবং পুণ্যরূপে প্রেমের বৃদ্ধি জীবনে অনুভব করেন।

এই মহা ভোজের আশ্চর্য্য, গুপ্ত-রহস্য, কেবল খ্রীষ্টের বিশ্বাসিগণই জানেন; কিন্তু অবিশ্বাসীরা আর পাপের ক্রীতদাসগণ তাহার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না।

এই ভোজে আধ্যাত্মিক প্রসাদ প্রদত্ত হয়, বিনষ্ট পুণ্য ও পবিত্রতা ভক্ত-আত্মাতে পুনঃসংস্থাপিত হয়, এবং পাপ হেতু বিকৃত সৌন্দর্য্য পুনরায় ফিরিয়া আইসে।

কখন কখন এই ভোজ-প্রসূত প্রসাদরূপ ভক্তি ও অনুরাগের প্রচুরতা হইতে কেবল আমাদের মনেই নয়, কিন্তু আমাদের দুর্ব্বল শরীরেও শক্তি সঞ্চারিত হয়।

আমাদের পরিত্রাণ-প্রাপ্তির সকল আশা ও যোগ্যতা খ্রীষ্ট যীশুতেই অবস্থিত, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, অধিকতর অনুরাগ ভরে সেই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিবার বাসনা আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হয় না! এই কতৃঘ্নতা ও তাচ্ছল্য ভাবের জন্য আমাদের নিতান্ত দুঃখিত ও সন্তাপিত বোধ করা উচিত।

কারণ প্রভু যীশুই আমাদের পবিত্রতা ও পরিত্রাণ; তিনিই আমাদের পার্থিব জীবন-যাত্রার একমাত্র সান্ত্বনা, আর তিনিই পবিত্র সাধুগণের অনন্ত সুখের উৎস।

এই নিগূঢ়-তত্ত্ব স্বর্গে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে, আর ইহাই সমগ্র পাপ-জগতের রক্ষাকারী। নিতান্ত-পরিতাপের বিষয় যে, এই পরিত্রাণ-জনক নিগূঢ়-তত্ত্বের বিষয়ে অনেকেই উদাসীন।

হায়, মানব অন্তর কেমন অন্ধ ও কঠিন! এই অনির্ব্বচনীয় আশীর্ব্বাদ সম্বন্ধে মানব একটু চিন্তাও করে না, সে পুনঃপুনঃ ইহা গ্রহণ করিয়াও ইহা উপেক্ষা করে!

এই অতীব পবিত্র ভোজ যদি কেবল একটি স্থানেই সম্পাদিত হইত এবং এই জগতের কেবল একজন পুরোহিত দ্বারাই ইহা উৎসর্গীকৃত হইত, তবে একবার তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, মানব কেমন ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে এই ঐশ্বরিক নিগূঢ়-তত্ত্বের উৎসব-সম্পাদন যেন দেখিতে পায়, এই আশায়, সেই স্থানটীর প্রতি এবং ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুরোহিতের প্রতি তাহার মনের কত আকর্ষণ হইত !

কিন্তু এই ভোজ সম্পাদনের জন্য অনেক পুরোহিত নিযুক্ত আছেন, এবং অনেক স্থানেই খ্রীষ্টের দেহ উৎসর্গীকৃত হইতেছে, যেন সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া এই পবিত্র ভোজ বিস্তৃত হয় এবং অধিকতররূপে মানবের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও প্রেম প্রকাশিত হয়।

হে মঙ্গলময় যীশু, আমাদের সনাতন পালক, তোমারই ধন্যবাদ করি, নির্ব্বাসিত নিরুপায় যে আমরা, তুমি প্রসন্ন চিত্তে আমাদিগকে তোমার নিজ দেহ ও শোণিত খাদ্য ও পেয়রূপে প্রদান করিয়া, আপন শ্রীমুখের বাক্য দ্বারা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিতেছ, "হে পরিশ্রান্ত ও ভরাক্রান্ত জনবৃন্দ, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব"।

---

২ অধ্যায়।

মহা ভোজ দ্বারা মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম ও মঙ্গলভাব প্রদর্শিত হয়।

শিষ্যের উক্তি।

হে প্রভো, তোমারই মঙ্গলভাব ও মহা কৃপার উপর নির্ভর করিয়া পীড়িত যে আমি আমি আমার পরিত্রাতার নিকট, ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত যে আমি আমি জীবনের উৎসের নিকট, অভাবগ্রস্ত যে আমি আমি আমার স্বর্গের রাজার নিকট, দাস যে আমি আমি আমার প্রভুর নিকট, ও সৃষ্ট-জীব হইয়াও আমি আপন সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট, আর পরিত্যক্ত, শোকার্ত্ত হইয়াও

আমি আমার দয়ালু সান্ত্বনাদাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

হে নাথ, তুমি আমার নিকটে আসিবে এমন সৌভাগ্য আমার কোথা হইতে হইল? আমি কে যে, তুমি তোমাকে আমায় দিবে?

আমার মত পাপী কোন্ সাহসে তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইবে? আর হে নাথ, তুমিই বা কেমন করিয়া পাপীর নিকট আসিতে সুপ্রসন্ন হইবে?

হে প্রভো, তুমি ত তোমার দাসকে জান, তুমি ত জান যে, তাহার মধ্যে উত্তম এমন কিছুই নাই, যাহার গুণে তুমি তাহাকে এই অনুগ্রহ দান করিতে পার।

আমি আমার অযোগ্যতা স্বীকার করিতেছি, এবং তোমার এই অযাচিত দানের, এবং তোমার এই অপার করুণার প্রশংসা না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। তোমার এই অপূর্ব্ব প্রেমের জন্য অবনত মস্তকে তোমাকে আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আমার কোন যোগ্যতার জন্য নয়, কিন্তু যেন তোমার মঙ্গলভাব আমি আরও ভালরূপে বুঝিতে পারি, তোমার প্রেম যেন অধিকতর গভীরভাবে বিদিত হই, আর তোমার নম্রতা ও সৌজন্য যেন আরও সম্পূর্ণরূপে আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, সেই জন্যই তুমি আমার প্রতি এই অপূর্ব্ব প্রেম প্রকাশ করিয়াছ।

এই ভোজ তোমার প্রীতিজনক এবং তোমার আদেশ বলিয়াই, আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত ও সুখী হয়, আর আমি ইচ্ছা করি, আমার পাপসমূহ যেন এই পথে অগ্রসর হইতে, আমার গতি অবরোধ করিতে না পারে।

হে অতি মধুর, পরম কৃপাবান যীশু, তোমার যে পবিত্র শরীরের মহত্ব, তাহা কোন মনুষ্যই যথেষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, আমি তোমার সেই পবিত্র শরীর গ্রহণ করিতেছি বলিয়া, তুমি যে আমার কত ভক্তি, ধন্যবাদ ও অবিশ্রান্ত প্রশংসার পাত্র, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

এই মহা ভোজে আমার প্রভুর নিকট যাইতে যাইতে আমি কোন্ বিষয় চিন্তা করিব? তাঁহাকে আমার যতটুকু ভক্তি করা উচিত আমি ত কখনও তেমন করিতে পারি নাই! হে নাথ, আমি সানন্দে, ভক্তির সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাই।

হে নাথ, তোমার সম্মুখে আমাকে সম্পূর্ণরূপে নত করা ও আমার উপর তোমার অসীম মঙ্গল ভাবের জন্য তোমার প্রশংসা কীর্ত্তন করা ভিন্ন আমার আত্মার পক্ষে স্বাস্থ্যজনক ও উত্তম বিষয় আর অধিক কি হইতে পারে?

হে আমার ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার প্রশংসা করি এবং অনন্তকাল তোমার মহিমা কীর্ত্তন করি। আমার নিজের প্রতি আমার ঘৃণার উদ্রেক হউক, এবং আমার গভীর অযোগ্যতা আমাকে তোমার বশীভূত করুক।

হে প্রভো, তুমি পবিত্র হইতেও পবিত্রতম, আর আমি পাপিগণেরও অধম।

হে ঈশ্বর, তোমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবার যোগ্য আমি নই, এবং ঘোর অযোগ্য যে আমি, এই আমার প্রতিই তুমি সুপ্রসন্ন হইয়া থাক, এবং তুমিই আমার নিকটে আসিয়া আমার সহিত থাকিতে ইচ্ছা কর!

হে প্রভো, তুমিই আমাকে তোমার মহাভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া থাক, তুমিই আমার উপযুক্ত স্বর্গীয় খাদ্য, স্বর্গদূতগণের রুটী আমাকে খাইতে দিতে ইচ্ছা কর। সত্য সত্যই স্বয়ং তুমি জীবনদায়ক খাদ্য এবং তুমিই স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সমস্ত জগৎকে জীবন প্রদান করিয়া থাক।

আহা, কি অপূর্ব্ব প্রেম তোমা হইতে আসিতেছে! কি উদার দানশীলতা তুমি প্রকাশ করিয়াছ! এই সকল বিষয়ের জন্য তুমিই কেবল প্রশংসা ও ধন্যবাদের অধিকারী।

আহা, এই ভোজের ব্যবস্থাপনে তোমার অভিপ্রায় কেমন হিতকর ও মঙ্গলজনক! আহা, এই ভোজে তুমি তোমার নিজেকেই আমাদের খাদ্য হইতে দিয়া থাক, ইহা কেমন সুমিষ্ট ও আত্মার তৃপ্তিজনক!

তোমার কার্য্য অতীব প্রশংসনীয়, তোমার ধর্ম্ম মহাপ্রভাবশালী, তোমার সত্য কেমন সংশয়াতীত!

কারণ তোমার কথামাত্রেই সকল পদার্থের সৃষ্টি হইল, এবং তুমি যাহা আদেশ করিলে তাহাই হইল।

তোমার সকল কার্য্যই আশ্চর্য্য, এবং বিশ্বাসযোগ্য ও যাবতীয় মানবজ্ঞানের অতীত। হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, সত্য ঈশ্বর ও সত্য মনুষ্য যে তুমি, এই ক্ষুদ্র রুটী ও দ্রাক্ষারসে তোমারই অপূর্ব্ব স্থিতি এবং উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং তাহা কখনও নিঃশেষিত না হইয়া গ্রহয়িতাগণের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে।

সকলেরই প্রভু তুমি, সকলেই তোমাকে প্রাপ্ত হয়। তুমিই এই মহা ভোজের দ্বারা আমাদের মধ্যে বাস করিতে এবং আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।

হে নাথ, আমার অন্তর ও আমার শরীরকে নিষ্কলঙ্ক ভাবে তুমি রক্ষা কর, যেন প্রফুল্ল ও শুচি বিবেক লইয়া সর্ব্বদা আমি তোমার এই পবিত্র নিগূঢ় অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পারি, এবং আমার নিত্যস্থায়ী পরিত্রাণের জন্য যে বিধি তুমি বিশেষ ভাবে তোমার সম্মানার্থে ও চিরস্মরণার্থে নির্দ্দেশ করিয়াছ তাহা যেন গ্রহণ করিতে পারি।

হে আমার আত্মা, উল্লাসিত হও। এই অশ্রুর উপত্যকায় তোমাকে প্রদত্ত অতীব সান্ত্বনার যে একমাত্র উপায়, এই মহৎ উপায় ও এই মহা দানের জন্য অন্তরের সহিত তোমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।

যতবারই তুমি এই নিগূঢ় অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া খ্রীষ্টের দেহ গ্রহণ কর, ততবারই তুমি তোমাব পরিত্রাণের কার্য্য সাধন করিয়া খ্রীষ্টের যাবতীয় গুণ ও পুণ্যফলেব অংশী হইয়া থাক।

মনে রাখিও, খ্রীষ্টের প্রেম কখনও হ্রাস পায় না, এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের মহত্ত্ব কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

এই ভোজ গ্রহণ করিবাব পূর্ব্বেই সতত দৃঢ় অনুরাগের সহিত মনের নবীনীকরণ দ্বারা তোমার প্রবুদ্ধ হওয়া উচিত, এবং পরিত্রাণের এই মহা নিগূঢ় অনুষ্ঠানের বিষয় অত্যন্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

যখন তুমি প্রভু যীশুর জীবন-কাহিনী শুনিবে বা বলিবে, তখন তাহা যেন তোমার নিকট মহৎ, নূতন, এবং আনন্দজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই সময় ভক্তির সহিত স্মরণ করিও, যেন খ্রীষ্ট প্রথম অবতীর্ণ হইয়া কুমারীর গর্ভস্থ মনুষ্য হইয়াছেন, অথবা সেই সময়ই যেন মানবের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশোপরি ঝুলিতে ঝুলিতে দুঃখ ভোগ করিয়া জীবন অর্পণ করিয়াছেন।

---

৩ অধ্যায়।

নিয়ম মত প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা ভক্তের পক্ষে হিতজনক।

শিষ্যের উক্তি।

হে প্রভো, আমি তোমার নিকটে আসিতে চাই, যেন তোমার বরে আমার মঙ্গল সাধিত হয়; এবং তোমার এই পবিত্র মহাভোজ, যাহা তোমার প্রেমে তুমি এই দীন দুঃখীর জন্য প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা গ্রহণ করিয়া যেন আমি আনন্দলাভ করিতে পারি।

আমি যাহা চাহিতে পারি, এবং যাহা আমার তোমার নিকটে চাওয়া উচিত, সেই সকলই তোমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তুমিই আমার পরিত্রাণ ও মুক্তি, আশা ও শক্তি, আমার সম্মান ও গৌরব।

হে নাথ, তোমার দাসের আত্মাকে অদ্য আনন্দিত কর, কারণ হে প্রভো, যীশু, আমি আপন আত্মা তোমার দিকে উত্তোলন করিয়াছি।

এই সময়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তোমাকে গ্রহণ করিতে আমি একান্ত বাসনা করিয়াছি। তোমাকে আমি নিজ হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে বাসনা করিয়াছি, যেন আমি সখরিয়ের মত তোমার আশীর্ব্বাদ লাভের যোগ্য হইতে পারি, এবং যেন অব্রাহামের সন্তানগণের মধ্যে আমি পরিগণিত হইতে পারি।

আমার আত্মা তোমার পবিত্র দেহ লাভ করিবার জন্য লালায়িত, তোমারই সঙ্গে সম্মিলিত হইতে আমার অন্তরের একান্ত বাসনা।

হে নাথ, তুমি এই সময়ে আমায় তোমার নিজেকেই প্রদান কর, এবং ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; কারণ তোমা ব্যতীত কোনও সান্ত্বনা ও সাহায্যই উপকারী বলিয়া বোধ হয় না।

হে প্রভো, তোমা ব্যতীত আমি বাঁচিতে পারি না এবং তোমার সাক্ষাৎ ভিন্ন আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না।

আর সেই জন্যই হে নাথ, নিয়ম মত আমি তোমার নিকটে আসিব, এবং নিজ পরিত্রাণের জন্য আমি তোমাকেই গ্রহণ করিব, পাছে এই স্বর্গীয় খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইলে আমি ধর্ম্ম-জীবনে ম্লান হইয়া পড়ি।

কারণ হে পরম করুণাময় যীশু, যখন তুমি লোকদের নিকটে প্রচার করিতেছিলে, আর নানা ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগকে আরোগ্য দান করিতেছিলে, তখন তুমিই ত কেমন অনুগ্রহ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বলিয়াছিলে, "আমি তাহাদিগকে অনাহারে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিব না, পাছে তাহারা পথে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং মূর্চ্ছা যায়।"

এখন হে নাথ, আমার প্রতিও তুমি সেইরূপ ব্যবহার কর, কারণ বিশ্বাসিগণের সান্ত্বনার জন্য তুমি ত এই ভোজে তোমার নিজকে সমর্পণ করিয়াছ।

তুমিই আত্মার অবসাদ-নাশক একমাত্র খাদ্য, আর উপযুক্তরূপে যে তোমাকে ভোজন করে, সে নিত্যস্থায়ী গৌরবের অংশী ও উত্তরাধিকারী হয়!

আমি বারবার পাপে পতিত হই, শীঘ্রই শিথিল ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ি; হয় ত পাছে দীর্ঘকাল আত্মার খাদ্যের অভাবে অনাহারে থাকিয়া, আমি আমার পবিত্র সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইয়া যাই; সেই জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা, পাপ-স্বীকার, এবং তোমার পবিত্র দেহ গ্রহণ দ্বারা, আমার নিজকে নূতনীকৃত, পরিষ্কৃত, ও উদ্দীপিত করা, বাস্তবিকই আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

অল্প বয়স হইতেই মানবের ইন্দ্রিয়নিচয় মন্দের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে; সুতরাং তোমার স্বর্গীয় ঔষধ যদি তাহার উপকার সাধন না করে, তবে মনুষ্য শীঘ্রই অধিকতর মন্দেতে গিয়া লিপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই জন্য পবিত্র ভোজ তাহাকে মন্দ হইতে আকর্ষণ করিয়া ধর্ম্মেতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

কারণ এই ভোজ গ্রহণ করিয়াও যদি এখন বারবার শ্রদ্ধাহীন, শিথিলমনা ও কদুষ্ণ হইয়া পড়ি, তাহা হইলে এই ঐশ্বরিক প্রতীকার গ্রহণ ও এইরূপ একটি মহা সাহায্যের অনুসন্ধান যদি আমি না করিতাম, তাহা হইলে আমার গতি কি হইত?

আর যদিও আমি সকল সময়ে এই ভোজ গ্রহণের যোগ্য ও উপযুক্ত-রূপে প্রস্তুত থাকিতে পারি না, তথাপি নিরূপিত সময়ে ঐ স্বর্গীয় খাদ্য গ্রহণ করিতে ও আমার নিজকে এই মহৎ প্রসাদের অংশী করিতে আমার বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন।

কারণ বিশ্বাসীর আত্মা মর্ত্ত্য দেহে থাকিয়া যতদিন তোমা হইতে

দূরে প্রবাস করে, ততদিন ইহাই তাহার প্রধান সান্ত্বনা যে, সে তাহার প্রিয়তমকে ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করে।

আহা, আমাদের প্রতি তোমার সকরুণ স্নেহের কেমন মধুর ভাব! হে প্রভো ঈশ্বর, তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা ও আত্মা সকলের জীবন-প্রতিষ্ঠাতা, তুমিই কৃপা করিয়া আমার ন্যায় একটি দীনহীন আত্মাতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া থাক, আর তোমার সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন কর।

আহা! সেই মন কত সুখী, সেই আত্মা কেমন ধন্য, যে তাহার ঈশ্বরকে অতি ভক্তিভরে গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত হয়; আর আত্মিক উল্লাসে পূর্ণ হইবার জন্য তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়।

আহা, সে কেমন সর্ব্বমহান প্রভুর আতিথ্য সৎকার করে! তাহার কেমন প্রিয়তম অতিথিকে সে নিজ হৃদয়-গৃহে আনয়ন করে! সে কেমন একজন মনোহর সঙ্গীকে প্রাপ্ত হয়! কেমন এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে সে গ্রহণ করে! সমস্ত প্রিয় ও বাঞ্ছনীয় বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রেমের পাত্র কেমন সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ বরকে সে আলিঙ্গন করে!

হে পরম প্রিয়তম, স্বর্গ ও পৃথিবী এবং তাহাদের যাবতীয় সৌন্দর্য্য তোমার সম্মুখে নীরব হউক; কারণ তাহাদের মধ্যে প্রশংসার যোগ্য ও সুন্দর যাহাই কিছু থাকুক না কেন, সেই সকলই তোমার কৃপার দানের মহা ফল। সে সকল কিছুতেই তোমার নামের সৌন্দর্য্যের নিকটবর্ত্তীও হইতে পারে না, কারণ হে নাথ, তোমার জ্ঞান যে অপরিমেয়!

---

৪ অধ্যায়।

ভক্তিপূর্ব্বক প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিলে অনেক মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিষ্যের উক্তি।

হে প্রভো, হে আমার ঈশ্বর, তোমার মধুর আশীর্ব্বাদের সহিত তুমি তোমার দাসের অগ্রে অগ্রে গমন কর, যেন আমি ভক্তির সহিত, উপযুক্ত ভাবে তোমার গৌরবপূর্ণ মেজের সম্মুখে আপনাকে নত করিতে পারি।

হে নাথ, তোমার প্রতি আমার হৃদয় উদ্দীপিত ও জাগ্রত কর, আর আমার সমস্ত জড়তা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।

তোমার ত্রাণদায়ী কৃপার সহিত আমার নিকট প্রকাশিত হও, যেন আমি স্বীয় আত্মাতে তোমার মাধুর্য্যের আস্বাদ লইতে পারি, কারণ সমস্ত মধুরতার উৎস তোমার ভোজে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

হে নাথ, এই মহা ভোজের নিগূঢ়তা উপলব্ধি করিবার জন্য আমার জ্ঞান-চক্ষু দীপ্তিযুক্ত কর এবং সংশয়হীন হইয়া ইহাতে বিশ্বাস করিতে আমাকে শক্তি দেও।

কারণ ইহা মনুষ্যের শক্তির দ্বারা নয়, কিন্তু তোমারই দ্বারা সাধিত হয়। ইহা তোমারই অনুষ্ঠিত পবিত্র বিধান, মানবের আবিষ্কৃত নহে।

কেননা জগতে এমন মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে নিজের শক্তিতে এই সকল বিষয় গ্রহণ করিতে ও বুঝিতে সমর্থ। এই সকল বিষয় স্বর্গদূতগণের সূক্ষ্মদর্শিতারও অগোচর।

অতএব কেবল ধূলি ও ভস্ম মাত্র, এক জন অযোগ্য পাপী যে আমি, আমি কেমন করিয়া এত উচ্চ ও পবিত্র নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে ও বুঝিতে পারিব ?

হে প্রভো, হৃদয়ের সরলতায়, সৎ ও দৃঢ় বিশ্বাসে, এবং তোমারই আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, আমি ভক্তি ও ভরসার সহিত তোমারই নিকট আসিয়াছি, এবং আমি সত্যই বিশ্বাস করি যে, তুমি এই স্থানে এই মহা ভোজে ঈশ্বর ও মনুষ্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ।

হে নাথ, তোমার ইচ্ছা এই যে, আমি যেন তোমাকে গ্রহণ করি এবং প্রেমে আমাকে তোমার সহিত একীভূত করিয়া ফেলি।

হে প্রভো, অতি দীনভাবে আমি তোমার করুণা যাজ্ঞা করিতেছি, এবং একটি বিশেষ প্রসাদ তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি, যেন আমি তোমাতেই সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়া তোমার প্রেমে উথলিয়া উঠি এবং অন্য কোন সান্ত্বনার যেন আর অন্বেষণ না করি।

কেননা এই মহা উচ্চ ও অমূল্য ভোজ আত্মা ও দেহের স্বাস্থ্য, ইহা যাবতীয় আত্মিক দৌর্ব্বল্য আরোগ্যকারী। ইহা দ্বারাই আমার অপরাধ ও ত্রুটি সকল লুপ্ত হয়; রিপু সকল সংযত হয়, পরীক্ষা প্রলোভন পরাজিত হয় ও হ্রাস পায়; অধিকতর কৃপা বর্দ্ধিত হয়, আরব্ধ পুণ্য ও পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়, বিশ্বাস দৃঢ় হয়, আশা সফল হয়, এবং প্রেম প্রদীপ্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

হে আমার ঈশ্বর, আমার আত্মার রক্ষক, তুমিই মানবের সকল দুর্ব্বলতার পুনঃসংস্কারকর্ত্তা, তুমিই যাবতীয় অভ্যন্তরীণ সান্ত্বনাদাতা, তুমিই এই সকল দান করিয়াছ, এবং যাহারা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই ভোজ গ্রহণ করে, তুমি তোমার সেই প্রিয়তমদিগকে এই ভোজ দ্বারা বহুবিধ মঙ্গলজনক বস্তু দান করিয়া থাক।

কারণ তুমিই, তাহাদের নানাবিধ দুঃখকষ্টের অবস্থায়, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে বহুবিধ সান্ত্বনা প্রদান করিয়া থাক, তুমিই তাহাদিগকে নিরাশার গভীরতা হইতে উত্তোলিত করিয়া তোমার আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক, এবং তুমিই নব নব অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে অভ্যন্তরীণভাবে এমনি সঞ্জীবিত ও আলোকিত করিয়া থাক যে, যাহারা তোমার মেজের সম্মুখে উদ্বিগ্নচিত্ত হয় ও অনুরাগের অভাব অনুভব করে, তাহারা এই স্বর্গীয় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিবার পর আপনাদিগকে উত্তমতর অবস্থায় পরিবর্ত্তিত দেখিতে পায়।

হে নাথ, তুমি তোমার মনোনীতবর্গের প্রতি এমনই ব্যবহার করিয়া থাক যে, তাহাদের দুর্ব্বলতা যে কত অধিক, এবং তোমার কৃপা ও অনুগ্রহের নিকট তাহারা যে কত অধিক ঋণী, এই বিষয়ে তাহারা স্পষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া থাকে।

কারণ তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহারা নিজে নিতান্ত শীতল, শুষ্ক ও ভক্তিহীন; কিন্তু তোমারই দ্বারা তাহারা উৎসাহপূর্ণ এবং উদ্যমশীল, প্রফুল্ল ও ভক্তিমান হইয়া উঠে।

কেননা বিনীত ভাবে সকল মাধুর্য্যের উৎসের নিকট আসিয়া একটুও মাধুর্য্য সঙ্গে লইয়া যায় না; অথবা প্রচণ্ড অগ্নির নিকট দাঁড়াইয়া একটুও তাপ লাভ করে না, এমন কে আছে?

হে নাথ, তুমিই চির পূর্ণ ও উৎপ্লবমান উৎস, চির প্রজ্বলিত অনির্ব্বাপিত অগ্নি। ঐ উৎসের পূর্ণতা হইতে বারি গ্রহণ করিয়া আমি তৃপ্তি পূর্ব্বক পান করিতে অপারক হইলেও, আমি যেন সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া না যাই, সেই জন্য হে নাথ, তোমার প্রতিষ্ঠিত এই স্বর্গীয় প্রণালীর মুখে, আমি যেন অন্ততঃ আমার হৃদয়টী স্থাপন করি, এবং তাহা হইতে একবিন্দুও গ্রহণ করিয়া আমার পিপাসায় তৃপ্তি লাভ করিতে পারি।

যদিও আমি সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয় ভাবে দূতগণের ন্যায় দীপ্তিময় হইতে অপারক, তথাপি আমি আমাকে ভক্তিতে নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিব, এবং বিনীত ভাবে এই জীবন-দায়ক ভোজ গ্রহণ দ্বারা, ক্ষুদ্র দীপ্তি-কণিকা মাত্রও লাভের জন্য আমার অন্তঃকরণকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিব।

হে মঙ্গলময় যীশু, পরম ধন্য পরিত্রাতা, আমার যে কোন অভাবই থাকুক না কেন, তুমিই তোমার উদার দানশীলতা, ও মঙ্গলময় ভাবে তাহা পরিপূর্ণ কর। তোমার নিকট আসিতে তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ডাকিয়াছ এবং বলিতেছ, "যাহারা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত তোমরা সকলেই আমার নিকটে আইস, আমিই তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।"

আমি আমার মাথার ঘাম পায়ে না পড়া পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করি, আমি মনের ব্যথায় ব্যথিত ও পাপে ভারগ্রস্ত, পরীক্ষা প্রলোভন দ্বারা উত্যক্ত এবং নানারূপ কুবাসনায় আমি জড়িত ও নিপীড়িত; আর আমার সাহায্যকারী কেহ নাই, হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, আমার ত্রাণকর্ত্তা, আমার প্রতি কৃপা কর। তোমা ব্যতীত আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করিতে আর কেহ নাই; আমাকে ও আমার যাহা কিছু আছে, সকলই আমি তোমাকে সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা ও উদ্ধার করিয়া অনন্ত জীবনের পথে লইয়া যাও।

হে নাথ, তোমার নামের প্রশংসা ও গৌরবের জন্য তুমি আমাকে গ্রহণ কর। তুমিই ত তোমার শরীর ও শোণিত আমার ভক্ষ্য ও পানীয়রূপে প্রদান করিয়াছ।

হে আমার পরিত্রাতা প্রভু ঈশ্বর, তুমি ইহা কর, যেন পুনঃপুনঃ তোমার এই নিগূঢ় অনুষ্ঠান প্রতিপালন দ্বারা আমার ভক্তি ও আগ্রহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

---

৫ অধ্যায়।

প্রভুর ভোজের গৌরব ও পুরোহিতের দায়িত্ব।

প্রিয়তমের উক্তি।

হে বৎস, যদি স্বর্গদূতগণের বিশুদ্ধতা এবং সাধু যোহন বাপ্তাইজকের পবিত্রতা তোমার থাকিত, তাহা হইলেও তুমি এই ভোজ গ্রহণ কিম্বা স্পর্শ করিবার যোগ্য হইতে না।

কেননা মানবীয় যোগ্যতার জন্য যে কোন মনুষ্য খ্রীষ্টের ভোজ উৎসর্গ ও গ্রহণ করিয়া স্বর্গদূতগণের যাহা খাদ্য, তাহা গ্রহণ করিতে পারে, তাহা নয়।

এই পরিচর্য্যা কার্য্য অতি উন্নত, এবং পুরোহিতপদের মর্য্যাদা অতি মহৎ; স্বর্গদূতগণকেও এই পদের অধিকার দত্ত হয় নাই; কারণ খ্রীষ্টের দেহ উৎসর্গ করিতে মণ্ডলীর মধ্যে বিধি অনুযায়ী নিযুক্ত পুরোহিতগণের কেবল এই ক্ষমতা আছে।

ঈশ্বরের ব্যবস্থায় ও আদেশে, পুরোহিতই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পরিচারক; কিন্তু এই মহা ভোজে স্বয়ং ঈশ্বরই প্রধান কর্ত্তা, এবং অদৃশ্যভাবে কার্য্যকারী। এখানে পুরোহিতের ইচ্ছাসমূহও তাঁহারই অধীন, এবং সমস্তই তাঁহারই আদেশের অনুবর্ত্তী।

অতএব হে আমার দাস, তোমার নিজের ভাব বা কোন দৃশ্য নিদর্শন অপেক্ষা এই সর্ব্বোত্তম ভোজ-সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর

যে আমি, আমার প্রতি তোমার অধিকতর মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। আর সেই জন্যই ভয় ও ভক্তি সহকারে তোমাকে পবিত্র মেজের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে।

স্মরণে রাখিও, মণ্ডলীর দ্বারা এবং বিশপের হস্তার্পণ দ্বারা তোমাকে কিরূপ কার্য্যসম্পাদনের ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

দেখ, তুমি একজন পুরোহিতপদ প্রাপ্ত হইয়াছ, আর প্রভুর কার্য্য সম্পাদনের জন্যই পবিত্রীকৃত ও পৃথকীকৃত হইয়াছ, এখন দেখিও, যেন তুমি যথাসময়ে বিশ্বস্তভাবে ও ভক্তির সহিত, ঈশ্বরের সম্মুখে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পার এবং নিজে তুমি অনিন্দনীয় ভাবে আচরণ করিতে পার, যেন তোমাকে কোন অনুযোগের ভাগী হইতে না হয়।

তোমার ভার লঘু হইয়াছে, এমন মনে করিও না; কিন্তু এখন অধিকতর শাসনের দৃঢ় বন্ধনে তুমি আবদ্ধ, আর পবিত্রতার দিকে এখন তোমার আরও প্রখর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পুরোহিত যাবতীয় ধর্ম্মগুণে বিভূষিত থাকিয়া অন্যান্য সকলকে সজ্জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইতে বাধ্য।

তাঁহার বাক্যালাপ সামান্য ও সাধারণ ভাবের লোকের সহিত নয়, কিন্তু স্বর্গের দূতগণ ও পৃথিবীর সিদ্ধ মানবগণের সহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

পুরোহিত পবিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া খ্রীষ্টেরই স্থলবর্ত্তী হইয়া থাকেন, যেন তিনি তাঁহার নিজের ও অন্যান্য লোক সকলের জন্য, ঈশ্বরের নিকট নম্র ও বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতে পারেন।

তাঁহার সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রভুর ক্রুশের চিহ্ন আছে, যেন সততই তিনি খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ স্মরণ করিতে পারেন।

তিনি তাঁহার পরিচ্ছদের উপরে সম্মুখ দিকে ক্রুশ বহন করেন, যেন একাগ্র-চিত্তে খ্রীষ্টের পদচিহ্ন দেখিতে পারেন, এবং অতি ব্যগ্র ভাবে তাঁহারই অনুগমন করিতে চেষ্টা করিতে পারেন।

তাঁহার পশ্চাতে ক্রুশের চিহ্ন থাকে, কারণ অন্য লোকের বিরুদ্ধাচরণেতে যে কোন ক্ষতি বা দুর্দ্দশা তাঁহার ঘটুক না কেন, তিনি যেন নম্রভাবে ঈশ্বরের জন্য সকলই সহ্য করিতে পারেন।

তিনি তাঁহার সম্মুখে ক্রুশ বহন করেন, যেন তিনি আপন পাপসমূহের

জন্য খেদ করিতে পারেন, তিনি ক্রুশ পশ্চাতে বহন করিয়া থাকেন, যেন দয়া ও করুণায় অন্য সকলের পাপসমূহের জন্যও বিলাপ করিতে পারেন, আর যেন জানিতে পারেন যে, তিনি আপনাকে প্রভুর নিকটে লইয়া যাইতে দায়ী।

যে অনুগ্রহ ও দয়া লাভের জন্য তিনি প্রার্থনা করেন, তাহা যতক্ষণ না ঈশ্বরের গ্রাহ্য হয়, ততক্ষণ প্রার্থনা বা পবিত্র নৈবেদ্য উৎসর্গ করণে তাঁহার বিরত থাকা উচিত নয়।

পবিত্র ভোজ উৎসর্গ কালে পুরোহিত ঈশ্বরের সম্মান করেন, স্বর্গদূতগণকে আহ্লাদিত করেন, মণ্ডলীকে উন্নত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ করেন, জীবিতগণকে সাহায্য করেন, এবং আপনাকে যাবতীয় উত্তম বিষয়ের অংশী করিয়া থাকেন।

---

৬ অধ্যায়।

ভোজের পূর্ব্বে উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন।

শিষ্যের উক্তি।

হে প্রভো, যখন তোমার মহত্ব ও আমার জঘন্যতার বিষয় আমি চিন্তা করি, তখন আমি অত্যন্ত ভীত ও কম্পিত হইয়া উঠি এবং আমি নিতান্তই বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া যাই। কারণ আমি তোমার নিকটে না আসিলে, প্রকৃত জীবনের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়ি; আর অযোগ্য ভাবে তোমার নিকটে আমাকে আনয়ন করিলে আমি তোমার বিরাগভাজন হইয়া পড়ি।

হে আমার ঈশ্বর, হে আমার সাহায্যকারী, অতি প্রয়োজন সময়ে আমার মন্ত্রণা-দাতা, আমি তবে কি বলিব ?

হে নাথ, তুমিই আমাকে যথার্থ উপায় শিখাইয়া দেও, পবিত্র ভোজের পক্ষে উপযুক্ত কোন সাধনার পথ আমার পক্ষে নির্দ্দেশ করিয়া দেও।

কেননা, উপযুক্ত ভাবে তোমার মহাভোজ গ্রহণ করিতে ও এমন মহৎ

ও স্বর্গীয় বলি উৎসর্গ করিতে, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত কিরূপভাবে তোমার জন্য আমার অন্তরকে প্রস্তুত করা উচিত, ইহা অবগত হওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত মঙ্গলজনক।

---

৭ অধ্যায়।

পুরোহিতের বিবেকের শাসন ও সংশোধনের সংকল্প।

প্রিয়তমের উক্তি।

অতীব নম্র হৃদয়ে, বিনীত ভক্তিসহকারে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈশ্বরের সম্মানার্থে, ধর্ম্মনিষ্ঠ সঙ্কল্পের সহিত, এই পবিত্র ভোজ সম্পাদন করিতে, ও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হওয়া, ঈশ্বরের পুরোহিতের সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য।

একাগ্র চিত্তে তোমার বিবেকের পরীক্ষা কর; যথার্থ অনুতাপ ও বিনীতভাবে পাপ স্বীকার করিয়া, তোমার বিবেককে যথাসাধ্য এমন পরিষ্কার কর, যেন তোমাতে এমন কিছু না থাকে, যাহাতে তোমার মনস্তাপ জন্মায়, এবং মুক্ত ও অব্যাহত ভাবে প্রভুর মেজের নিকটবর্ত্তী হইতে তুমি বিঘ্ন প্রাপ্ত হও।

তোমার সাধারণ পাপসমূহের জন্য দুঃখিত হও, এবং তোমার দৈনিক অপরাধ সকলের জন্য বিশেষভাবে বিলাপ ও পরিতাপ কর।

আর সময় পাইলে অতি গোপনে তুমি ঈশ্বরের নিকটে তোমার রিপু ও কামনাসমূহের জঘন্যতা স্বীকার করিও।

তুমি ব্যথিত অন্তরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর; তুমি এখনও দৈনিক নানা অসার ভাবের অধীন ও সাংসারিক ভাবাপন্ন, তোমার রিপু সকল এখনও অদম্য ও প্রবৃত্তিপূর্ণ, তোমার বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ অসংযত ও অরক্ষিত, তুমি এখনও বহুবিধ অসার কল্পনা ও চিন্তায় জড়িত, বাহ্য বিষয়েই তুমি অধিক অনুরক্ত এবং আত্মিক বিষয় সম্বন্ধে অমনোযোগী, হাস্য-পরিহাসে ও অমিতাচারেই তুমি তৎপর, তুমি এখনও এত কঠিনমনা* যে তোমার চক্ষে জলও আসে না এবং তুমি অনুতপ্তও হও না; এখনও বিলাস বাসনায় মত্ত ও দৈহিক সুখভোগে

তুমি অভিলাষী ; এখনও কঠোর ও জলন্ত উৎসাহপূর্ণ জীবন যাপন করিতে তোমার শিথিল ভাব বর্ত্তমান, এখনও নানা রকম সংবাদ শুনিতে ও জাঁকজমক-পূর্ণ দৃশ্য দেখিতে তোমার কৌতূহল হয়, তুমি এখনও নীচ ও ঘৃণিত বিষয় সকল সাদরে গ্রহণ করিতে উপেক্ষাপরায়ণ নও ; তুমি এখনও অধিক প্রাপ্তির লোভ কর, কিন্তু দান করিতে অতি কুণ্ঠিত ; তুমি অন্যায় সঞ্চয়ী, তুমি অবিবেচনার সহিত কথা কহিয়া থাক এবং নীরব থাকিতে পার না ; তুমি নিজ চাল্‌চলনে অতি উচ্ছৃঙ্খল, তুমি তোমার কার্য্যে অতিশয় অধীর, তুমি ভোজন করিতে অতি লালসান্বিত ; ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণে তুমি বধির, তুমি তাড়াতাড়ি আরাম চাও এবং শ্রম করিতে দীর্ঘসূত্রতা করিয়া থাক ; তুমি বাজে গল্প গুজব শুনিতে জাগিয়া থাকিতে পার, আর সন্ধ্যাকালীন পবিত্র উপাসনার সময়ে ঘুমে ঢুলিয়া পড়, যেন শীঘ্র শীঘ্র তাহা শেষ করিতে পারিলে বাঁচ ; তোমার মনের চিন্তা নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে ; তুমি তোমার পবিত্র পদের কার্য্য সাধন করিতে অবহেলাকারী, মহাভোজ উৎসর্গ করণে কচুষ্ণ, ও গ্রহণে অতি নীরস, তুমি শীঘ্রই অস্থির চিত্ত হইয়া পড়, এবং কদাচিৎ তোমার মনকে তুমি প্রকৃতিস্থ ও শান্ত করিতে পার ; তুমি অতি সহজেই ক্রোধে বিচলিত হইয়া পড়, এবং অন্যের প্রতি বিরক্ত হইতে তুমি অতি তৎপর, এবং অপরের বিচার করিতে সদা উৎসুক ; তুমি নির্ম্মম ও কঠোর ভর্ৎসনাকারী ; তুমি সম্পদে উল্লাসিত, এবং দুরবস্থায় দুর্ব্বল হও ; তুমি বহু উত্তম উত্তম বিষয়ের প্রস্তাবকারী বটে, কিন্তু নিজে সেই প্রকার কার্য্য সাধন কর না !

তোমার এই সকল ও অন্যান্য সকল দোষ অবনত মস্তকে স্বীকার কর, এবং তাহার জন্য পরিতাপ কর ; এবং তোমার নিজ দুর্ব্বলতা ঘৃণা করিয়া দুঃখার্ত্ত চিত্তে, তোমার জীবন সংশোধন করিতে ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে দৃঢ় সংকল্প হও।

হে বৎস, তুমি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, স্বেচ্ছায় তোমার অন্তররূপ বেদীতে আমার নামের সম্মানার্থে আপনাকে নিত্য হোম বলিরূপে উৎসর্গ কর, ও বিশ্বস্ত ভাবে তোমার দেহ ও আত্মা উভয়ই আমার হস্তে সমর্পণ কর, যেন তুমি ঈশ্বরের নিকট আসিয়া বলি উৎসর্গ করিবার যোগ্য হও, ও তোমার আত্মার পরিত্রাণের জন্য আমার ভোজ গ্রহণ করিতে পার।

আমার এই ভোজে আমার দেহরূপ নৈবেদ্য উৎসর্গের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজকে ঈশ্বরের নিকটে পবিত্রভাবে ও সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা অপেক্ষা, তোমার পাপরাশি ধৌত করিবার জন্য অধিকতর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, ও মহত্তর তৃপ্তি অন্য কিছুতেই নাই।

যদি কোন লোক তাহার অন্তরের হীন অবস্থা প্রযুক্ত প্রকৃতরূপে অনুতপ্ত হইয়া, আমার নিকটে পাপের ক্ষমা ও অনুগ্রহের জন্য আইসে, তাহা হইলে আমি তাহার পাপসমূহ আর স্মরণ করিব না, কিন্তু তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিব, কারণ আমিই জীবিত ঈশ্বর, আমি পাপীর মরণ ইচ্ছা করি না, বরং পরিবর্ত্তিতমনা হইয়া, সে যেন অনন্ত জীবন পায়, ইহাই আমি ইচ্ছা করি।

---

৮ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের জীবন-দান এবং আমাদের আত্মত্যাগ।

প্রিয়তমের উক্তি।

হে বৎস, আমি স্বইচ্ছায়, আমার পিতা ঈশ্বরের সম্মুখে তোমারই পাপের জন্য আমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। ক্রুশের উপরে আমার হস্তদ্বয় বিস্তৃত ছিল এবং দেহ নগ্ন ছিল, কারণ আমাতে যেন এমন কিছুই না থাকে, যাহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীয় প্রায়শ্চিত্তের বলিরূপে পরিণত হইতে না পারে। তেমনি তুমিও ইচ্ছা পূর্ব্বক যত অধিক সম্ভব, আন্তরিকভাবে তোমার সমস্ত শক্তি ও প্রেমানুরক্তির সহিত প্রতিদিন শুদ্ধ ও পবিত্র বলিরূপে, আপনাকে উৎসর্গ করিও।

বৎস, আমার হস্তে তুমি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে অভ্যাস কর, ইহা অপেক্ষা তোমার নিকট আমি অধিক আর কিছুই চাই না।

বৎস, তোমাকে ছাড়া আর যাহাই আমাকে তুমি দাও না কেন, তাহা আমার দৃষ্টিতে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর,* কারণ আমি ত তোমার নিকট হইতে কোন বস্তু উপহার চাই না, আমি তোমাকেই চাই।

মনে রাখিও, আমি ছাড়া অন্য সকল বস্তু তুমি পাইলেও যেমন তোমার পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় না, তেমনি তুমি আমাকে আর যাহা কিছুই দেও না কেন, যতক্ষণ আমার নিকটে তুমি তোমার নিজেকে উৎসর্গ না কর, ততক্ষণ ঐ সকলেতে আমাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

তোমার নিজেকে আমার নিকটে উৎসর্গ কর, ঈশ্বরের নিকটে তোমার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ কর, তাহা হইলে তোমার বলি গ্রাহ্য হইবে।

স্মরণ করিও, আমি তোমার জন্য সম্পূর্ণরূপে আমার নিজেকে পিতার নিকটে উৎসর্গ করিয়াছিলাম, এবং তোমার খাদ্যের জন্য আমার সমস্ত দেহ ও শোণিত দান করিয়াছি, যেন আমিই তোমার সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারি, এবং তুমিও চিরকাল আমারই হইয়া থাকিতে পার।

কিন্তু যদি তুমি তোমার নিজের উপর নির্ভর কর, এবং বিনা সঙ্কোচে আমারই ইচ্ছাতে তোমার নিজেকে সমর্পণ না কর, তবে তোমার প্রদত্ত বলিদান সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে না, এবং তোমার ও আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে একীভাব সংস্থাপিত হইবে না।

অতএব বৎস, যদি তুমি বিশেষ অধিকার ও অনুগ্রহ লাভের বাসনা কর, তবে তোমার সকল কার্য্যের অগ্রে, তুমি তোমার নিজেকে ঈশ্বরের হস্তে অবাধে, মুক্তভাবে বলিরূপে উৎসর্গ করিও।

এই জন্যই অতি অল্পলোকই আলোক প্রাপ্ত ও আন্তরিক মুক্তি লাভ করে, কারণ তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে অস্বীকার করে না।

আমার বাক্য অটল; মনে রাখিও, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ না করিলে কেহই আমার শিষ্য হইতে পারে না।

অতএব যদি তুমি আমার প্রকৃত শিষ্য হইতে চাও, তবে তোমার অন্তরের সমস্ত প্রেম ও ভক্তির সহিত তোমার নিজেকে আমার নিকটে উৎসর্গ কর।

৯ অধ্যায়।

আমাদের নিজেকে, ও আমাদের যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা এবং সকলের জন্য প্রার্থনা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শিষ্যের উক্তি।

হে প্রভো, স্বর্গ ও পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই তো তোমার; আমি আপনাকে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত বলিরূপে তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া, চিরদিন তোমারই হইয়া থাকিতে বাসনা করি।

হে প্রভো, আমার হৃদয়ের সরলতাতে, তোমার চিরদাস হইতে, তোমারই সেবা করিতে, এবং প্রতিনিয়ত প্রশংসারূপ বলিস্বরূপে পরিণত হইয়া আমি আমাকে তোমার চরণে উৎসর্গ করিতেছি।

তোমার মহামূল্য দেহের এই পবিত্র বলির সহিত অদ্য আমাকে কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ কর, এবং অদৃশ্য ভাবে দণ্ডায়মান তোমার স্বর্গদূতগণের সাক্ষাতে আমি আজ আমাকে তোমার নিকটে উৎসর্গ করিতেছি, যেন ইহা আমার পক্ষে এবং তোমার অন্য সকল লোকের পক্ষে পরিত্রাণজনক হয়।

হে প্রভো, তোমার ও পবিত্র স্বর্গদূতগণের সাক্ষাতে আমি এই সময় পর্য্যন্ত যত পাপ ও অপরাধ করিয়াছি, সেই পাপ ও অপরাধ সকল তোমার প্রায়শ্চিত্তের বেদীতে আমি উৎসর্গ করিতেছি, তুমি কৃপা পূর্ব্বক তোমার প্রেমরূপ অগ্নিতে আমার সেই সমস্ত পাপ দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া ফেল; আমার সকল পাপের কলঙ্ক দূর করিয়া দাও, আমার সকল অপরাধ হইতে আমার বিবেককে পরিষ্কার কর, আমি আমারই পাপের জন্য যে অনুগ্রহ হারাইয়াছি, সম্পূর্ণরূপে আমার সেই সকল পাপ ক্ষমা করিয়া, করুণা পূর্ব্বক শান্তির চুম্বনে আমাকে গ্রহণ করিয়া, সেই অনুগ্রহে আমাকে পুনঃ সংস্থাপিত কর।

আমি কেবল বিনীতভাবে আমার সকল পাপ স্বীকার করিয়া, আমার পাপসমূহের জন্য খেদ করিতে করিতে তোমারই করুণা যাচ্ঞা করা ভিন্ন আমার পাপের জন্য আমি আর কি করিতে পারি?

হে আমার ঈশ্বর, আমি বিনতি করি, যখন তোমার সম্মুখে আমি দাঁড়াই, তখন তোমারই নিজ করুণার অনুরোধে আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিও।

আমার পাপ সকল আমাকে নিরতিশয় উত্যক্ত করে। আর কখনও আমি পাপ করিব না, যে সকল পাপ আমি করিয়াছি, তাহার জন্য আমি অতীব দুঃখিত, এবং যতদিন আমি বাঁচিব, ততদিন দুঃখিত থাকিব, আর যথাসাধ্য সেই সকল পাপের জন্য পরামনন, ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি।

হে ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা কর, তোমারই পবিত্র নামের জন্য আমাকে ক্ষমা কর, তোমারই বহুমূল্য শোণিত দিয়া, আমার যে আত্মাকে মুক্ত করিয়াছ, আমার সেই আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। তোমারই দয়ার উপর আমি আমাকে সমর্পণ করিতেছি, তোমারই হাতে আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চাই।

হে নাথ, তোমারই মঙ্গলময় ইচ্ছানুযায়ী আমার প্রতি ব্যবহার কর, আমার দুষ্টতা ও অপরাধানুযায়ী আমার প্রতি ব্যবহার করিও না।

আমার মধ্যে উত্তমও যাহা কিছু আছে, তাহা যদিও অতি সামান্য ও অসম্পূর্ণ, সেই সকলও আমি তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি, যেন সেই গুলিকে তুমি আরও উত্তম ও পবিত্র করিয়া লইতে পার, যেন তদ্দ্বারা তুমি প্রীত হও, এবং তোমার দৃষ্টিতে তাহা গ্রাহ্য করিয়া তাহা আরও অধিকতররূপে পূর্ণ করিয়া লইতে পার, এবং অলস ও অকর্ম্মণ্য, দুর্ভাগ্য যে আমি, আমাকে যেন পরম মঙ্গল ও সুখময় অবস্থায় পরিণত করিতে পার।

আমি তোমার ভক্তদাসগণের শুভ সংকল্প সকলের জন্য নিবেদন করিতেছি, আমার মাতাপিতা, ভাইভগ্নী, ও আমার বন্ধুবান্ধবগণ, ও আমার প্রিয়জনগণের অভাবসমূহ উৎসর্গ করিতেছি, আর যাঁহারা তোমার প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া আমার ও অন্য সকলের উপকার করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা তাঁহাদের নিজের জন্য ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণের জন্য প্রার্থনা উৎসর্গ করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, ইহাঁদিগের সকলের জন্যও আমি প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহারা সকলেই তোমার কৃপার সহায়তা, তোমার সান্ত্বনার উপকারিতা ও সঙ্কটসমূহে তোমার আশ্রয়, ও দুঃখ-যাতনায় উদ্ধারের এমন অনুভূতি প্রাপ্ত হন, যাহাতে যাবতীয় মন্দ হইতে মুক্ত হইয়া, আনন্দ ও উল্লাসের সহিত তাঁহারা তোমারই উপযুক্ত প্রশংসা করিতে পারেন।

যাহারা কোন না কোন রূপে আমার যশঃ হানি করিয়াছে, আমাকে মনঃকষ্ট দিয়াছে ও অপমানিত করিয়াছে, কিম্বা আমার ক্ষতি ও অসন্তুষ্টি সাধন করিয়াছে, তাহাদের জন্যও আমি কাতর প্রার্থনা উৎসর্গ করিতেছি।

এইরূপে, কোন না কোন সময়ে, আমিও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কথায় বা কার্য্যের দ্বারা, যাহাকে মনোদুঃখ ও ক্লেশ দিয়াছি, যাহার যশোহানি ও গ্লানি করিয়াছি, তাহার জন্যও প্রার্থনা করিতেছি, যেন তুমি আমাদের সকল পাপ ও আমাদের পরস্পরের অপবাধ সকল প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর।

হে প্রভো, আমাদের অন্তর হইতে, সমুদয় সন্দেহ, ঘৃণা, ক্রোধ এবং বিরোধ, আর যাহাতে প্রেমের অনিষ্ট সাধন করে, ও ভ্রাতৃপ্রেমের হ্রাস করে, সেই সমস্ত বিষয় কৃপা পূর্ব্বক দূর করিয়া দাও।

হে প্রভো, দয়া কর, যাহারা তোমার কৃপা লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের প্রতি দয়া কর; তোমার কৃপার অভাব যাহাদের, তাহাদিগের প্রতি কৃপা কর, আর আমাদিগকে এমনি করিয়া গঠন করিয়া লও, যেন আমরা তোমার কৃপা সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত হইয়া অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারি। আমেন্।

---

১০ অধ্যায়।

সামান্য কারণে প্রভুর ভোজ স্থগিত রাখা উচিত নয়।

প্রিয়তমের উক্তি।

ঐশ্বরিক করুণা ও অনুগ্রহের উৎসের নিকট, যাবতীয় মঙ্গলভাব ও পবিত্রতার উৎসের নিকট, সর্ব্বদা তোমার উপস্থিত হওয়া উচিত, যেন তোমার সকল কামনা ও অপরাধরূপ ব্যাধি হইতে তুমি সুস্থ হইতে পার, এবং পাপ-পুরুষের প্রবঞ্চনা ও সকল প্রকার প্রলোভন হইতে অধিকতর সতর্ক থাকিতে পার।

পবিত্র প্রভুর ভোজে যে আত্মার মহা মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, পাপ-পুরুষ তাহা জানিয়াই সকল সময়ে নানা প্রকারে বিশ্বাসী ভক্তগণকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা ও কৌশল করিয়া থাকে।

কারণ, পবিত্র প্রভুর ভোজের জন্য প্রস্তুত হওন কালে কেহ কেহ শয়তানের অধিকতর আক্রমণ সহ্য করিয়া থাকে।

কেননা পাপ-পুরুষ, ইয়োবের পুস্তকে যেমন লেখা আছে, তেমনি ঈশ্বরের সন্তানগণের মধ্যেও আসিয়া উপস্থিত হয়, যেন তাহার স্বভাবগত হিংসাতে সে তাহাদিগকে কষ্ট দিতে অথবা অতি ভীত ও উৎকণ্ঠিত করিয়া দিতে পারে, যেন তাহাদের ভক্তিভাবের হ্রাস হইয়া যায়, অথবা তাহার আক্রমণে যেন তাহাদের বিশ্বাস বিদূরিত হইয়া যায়, এবং তাহারা এই মহাভোজ অবহেলা করে, কিম্বা অতি কতুষ্ণ ভাবে প্রভুর মেজের নিকটবর্ত্তী হয়।

আমরা কলুষিত ও ঘৃণিত না হইলেও পাপাত্মার এই দুষ্ট চাতুরী ও প্রস্তাবে আমাদের মন দেওয়া কখনই উচিত নয়। তাহার সকল চেষ্টাই আমাদের ব্যর্থ করিয়া দেওয়া উচিত।

ঐ দুষ্টকে অন্তরের সহিত ঘৃণা ও অবজ্ঞা করা উচিত, তাহা না হইলে তাহার আক্রমণ ও তাহার কর্ত্তৃক সংঘটিত ব্যাঘাতের জন্য পবিত্র ভোজ উপেক্ষিত হইতে পারে।

কেহ কেহ অনেক সময়ে ধর্ম্মভাব লাভের জন্য অতিশয় মানসিক উদ্বেগ, ও পাপ-স্বীকার বিষয়ে মনের ইতস্ততঃতা বশতঃ এই মহাভোজ গ্রহণ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বৎস, জ্ঞানী লোকদের পরামর্শানুযায়ী চল, আর মনের উদ্বিগ্নতা ও সন্দেহ দূর করিয়া দেও, কারণ ইহাই ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাধা জন্মায়, ও ভক্তিভাব নাশ করে।

একটু সামান্য কষ্ট বা বিরক্তিতেই পবিত্র ভোজ পরিত্যাগ করিও না, কিন্তু শীঘ্র স্বীয় পাপ স্বীকার কর, এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্যের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।

আর যদি তুমি কাহাকেও মনঃপীড়া দিয়া থাক, নম্রভাবে তাহার কাছে ক্ষমা চাও, আর ঈশ্বরও তখনই তোমাকে ক্ষমা করিবেন।

স্বীয় পাপ স্বীকার করিতে দীর্ঘকাল বিলম্ব করায়, ও প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করায় তোমার কি লাভ হইবে?

তোমার আপনাকে তুমি সত্বর পরিষ্কার কর, একেবারে এখনি, তোমার অন্তরের সমস্ত বিষ ফুৎকার করিয়া ফেলিয়া দেও এবং প্রতীকার গ্রহণ করিতে ত্বরা কর।

যদি কোন সামান্য কারণে তুমি আজ প্রভুর ভোজ অবহেলা কর, হইতে পারে, কাল ইহা অপেক্ষাও গুরুতর আর একটি কারণ আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং এই রকমে অনেক দিন বাধা পাইয়া ভোজ গ্রহণে আরও অযোগ্য হইয়া পড়িবে।

যত সত্বর সম্ভব, তোমার শিথিল ও জড়ভাব বর্জ্জন কর, কারণ নিত্য নিত্য নূতন নূতন বাধাপ্রযুক্ত ঐশ্বরিক নিগূঢ় অনুষ্ঠান হইতে তুমি তোমার নিজেকে বঞ্চিত করিলে তোমার কোনই উপকার হইবে না।

এই ভোজ গ্রহণে দীর্ঘকাল বিলম্ব করা বড়ই অনিষ্টজনক, কারণ, ইহাতে জীবনে সচরাচর মহা শিথিলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আহা, অনেক কতুষ্ণ ও চঞ্চলচিত্ত লোক, তাহাদের পাপ স্বীকার করিতে বিলম্ব করে, আর এই জন্যই পবিত্র প্রভুর ভোজ ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া দিতে চায়, যেন নিজেদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে তাহারা কোনক্রমে বাধ্য নয়!

হায়, এত সহজে যাহারা প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেয়, তাহাদের প্রেম কত অল্প; তাহাদের কেমন দুর্ব্বলা ভক্তি!

সেই ব্যক্তি কত সুখী, ও ঈশ্বরের নিকট কেমন গ্রাহ্য, যে এমন জীবন যাপন করে, ও এমন পরিশুদ্ধভাবে নিজ বিবেককে রক্ষা করিতে থাকে যে, যদি সে পারিত, তবে প্রতিদিনই প্রসন্ন মনে প্রভুর মেজের নিকট ভক্তির সহিত উপস্থিত হইত।

যদি কেহ নম্রতাবশতঃ, অথবা কোন বিধিসঙ্গত প্রতিবন্ধকতার জন্য, কখন কখন এই ভোজ গ্রহণে বিরত থাকে, তবে তাহার পক্ষে তাহা নিন্দার বিষয় নহে। কিন্তু যদি তাহাকে আলস্য আক্রমণ করে, তবে সর্ব্বতোভাবে তাহা বর্জ্জন করিয়া যাহা তাহার সাধ্য, তাহাই করা তাহার উচিত। আর তাহার এই সদিচ্ছাপ্রযুক্ত ঈশ্বর তাহার বাসনার সহায়তা করিবেন; কারণ, ঈশ্বর সদিচ্ছার বিশেষ সমাদর করেন।

আর বিধি সঙ্গতভাবে কখনও কখনও বাধা পাইলেও, সর্ব্বদা আমাদের সদিচ্ছা ও ভোজ গ্রহণ জন্য পবিত্র সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে আমরা ভোজের আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইব না।

যে কোন ভক্ত আধ্যাত্মিকভাবে, তাঁহার আত্মার মঙ্গলজনক খ্রীষ্টকে অবাধে প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্ত্তেই গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে কোন নিষেধ নাই।

তাহা হইলেও নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, অনুরাগপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত, তাহার ত্রাণকর্ত্তার শরীর আহারীয়রূপে গ্রহণ করা ভক্তের উচিত এবং নিজ সুখ সচ্ছন্দতার সন্ধান না করিয়া, বরং ঈশ্বরের সম্মান ও প্রশংসার দিকেই তাহার লক্ষ্য রাখা বিধেয়।

যতবারই নিগূঢ়ভাবে আমরা ভোজ গ্রহণ করি, ও অদৃশ্যভাবে তাহা ভোজন করি, ততবারই আমরা ভক্তির সহিত খ্রীষ্টের জন্ম ও দুঃখভোগের নিগূঢ়তত্ত্ব মনে করিয়া তাঁহার প্রেমে প্রদীপ্ত হইয়া উঠি।

যে কেবল ভোজের সময় নিকটবর্ত্তী হইলেই আপনাকে প্রস্তুত করে, কিম্বা কোন নিয়ম বা রীতির বাধ্য হইয়া ভোজে উপস্থিত হয়, সে সর্ব্বদাই অপ্রস্তুত থাকে।

ধন্য সেই ব্যক্তি, যে যতবারই প্রভুর ভোজ গ্রহণ ও সম্পাদন করে, ততবারই আপনাকে সে প্রভুর নিকট হোম বলিস্বরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকে।

এই ভোজ সম্পাদনে গৌণ করিও না, কিম্বা অতি সত্বরও হইও না; কিন্তু যাহাদের মধ্যে তুমি বাস কর, তাহাদের উত্তম রীতিনীতি পালন করিতে সচেষ্ট হও।

অন্যের বিরক্তি বা ক্লেশ জন্মাইও না, প্রাচীনগণের আদেশানুযায়ী সার্ব্বজনীন ভাব রক্ষা কর; এবং নিজ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রবৃত্তিসাধন অপেক্ষা, বরং অপরের মঙ্গল সাধন করিতে যত্নবান হও।

---

১১ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের দেহ ও পবিত্রশাস্ত্র বিশ্বাসী আত্মার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিষ্যের উক্তি।

হে অমৃততম প্রভো যীশু, যে ভক্ত-আত্মা তোমার উৎসবে তোমার সহিত ভোজন পান করে, তাহার মধুরভাব কত অধিক; সেই ভোজেতে তাহার

খাদ্যের জন্য তাহার একমাত্র প্রিয়তম, তাহার হৃদয়ের সমস্ত বাসনার কাম্যবস্তু যে তুমি, সেই তোমাকে ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য ত তাহার সম্মুখে পরিবেষণ করা হয় না।

আহা, তোমার সাক্ষাতে আমার সমস্ত হৃদয়ের অনুরাগ ও ভক্তির সহিত অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে, ভক্তিমতী মগদলনী মরিয়মের মত, আমারও নেত্রজল দিয়া, যদি তোমার চরণ দুটি ধুয়াইয়া দিতে পারিতাম, তবে বাস্তবিকই আমার কত আনন্দ ও আহ্লাদ হইত!

কিন্তু হে নাথ, এত ভক্তি আমার কোথায়? এত প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ-যোগ্য অশ্রুই বা আমার কোথায়?

নিশ্চয়ই তোমার দৃষ্টিতে, ও তোমার পবিত্র স্বর্গদূতগণের সাক্ষাতে আমার সমস্ত অন্তর অগ্নিময় হইয়া উঠা উচিত।

হে নাথ, অন্য আকারে তুমি গুপ্ত থাকিলেও এই ভোজে যথার্থভাবে তোমাকে উপস্থিত পাই।

হে নাথ, আমার দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তুমি এই মহাভোজে তোমার নিজকে আমার নিকটে প্রকাশ কর।

স্বর্গেতে স্বর্গদূতগণ ভক্তি সহকারে তোমার পূজা করিয়া থাকেন, আমিও তোমাকেই প্রকৃতরূপে পাইয়া ভক্তির সহিত পূজা করিতে চাই, কিন্তু আমি বিশ্বাসেই তোমার পূজা অদৃশ্যভাবে করি; কিন্তু দূতগণ দৃশ্যভাবে তোমার পূজা করেন; এবং তাঁহাদের সম্মুখে কোন আবরণ থাকে না।

প্রকৃত বিশ্বাসের আলোকেই এই জগতে আমায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে, এবং যতদিন সেই অনন্ত জ্যোতির প্রকাশ না হয়, ও দেহের মায়া বিদূরিত হইয়া না যায়, ততদিন সেই আলোকেই চলিতে হইবে।

কিন্তু যাহা সিদ্ধ, তাহার আবির্ভাব যখন হইবে, তখন এই ভোজ ক্ষান্ত হইবে; কারণ, স্বর্গীয় গৌরবে ধন্য ব্যক্তিগণের আর ইহার আরোগ্যসাধক সাহায্যের আবশ্যক হইবে না।

কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে, সম্মুখাসম্মুখি হইয়া অনন্তকাল আনন্দ করেন; এবং তাঁহারা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর জ্যোতিতে রূপান্তরিত হইয়া, যিনি আদিতে ছিলেন এবং অনন্তকাল আছেন, মাংসে অবতীর্ণ সেই ঈশ্বরের বাক্যের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যখন এই সকল আশ্চর্য্য বিষয় আমি চিন্তা করি, তখন আধ্যাত্মিক সাচ্ছন্দ্য ও সান্ত্বনার বিষয়ও আমার নিকট কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কারণ, যতকাল না আমি আমার প্রভুকে তাঁহার স্বগৌরবে স্পষ্ট ভাবে দর্শন করিতে পাইব, ততদিন এই পৃথিবীতে যাহাই দেখি ও শুনি না কেন, সে সব কিছুরই মধ্যে গণ্য নহে।

হে ঈশ্বর, তুমিই আমার সাক্ষী, কেবল তোমাকেই চিরদিন ধ্যান করিতে আমার বাসনা; আর কিছুতেই আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে না, এবং কোন সৃষ্ট বস্তুই আমাকে বিশ্রাম দেয় না।

কিন্তু যতকাল আমি এই জীবনে অবস্থিতি করিব, ততদিন ত ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই আমাকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে, এবং আমার সকল বাসনা কামনাই তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

কেননা তোমার যে সাধু ভক্তগণ এখন, হে প্রভো, স্বর্গরাজ্যে তোমার সহিত আনন্দ করিতেছেন, তাঁহারাও এই জগতে জীবিত থাকাকালে, বিশ্বাস ও অতি ধৈর্য্যসহকারে তোমার গৌরবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন।

তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করিতেন, আমিও তাহাই বিশ্বাস করি; তাঁহারা যাঁহার আশা করিতেন, তাঁহারই আশা আমিও করি; এবং যেস্থানে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তোমারই অনুগ্রহে সেই স্থানে আমিও উপস্থিত হইতে বাসনা করি।

হে নাথ, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সাধুগণের দৃষ্টান্তের অনুকরণে* সুদৃঢ় বিশ্বাসে আমি চলিতে পারি।

হে প্রভো, আমার সান্ত্বনার জন্য, এবং আমার এই দুর্গম জীবন-পথের পরিচালকরূপে তোমার পবিত্র গ্রন্থ আমার সহায় হউক, এবং আমার একমাত্র প্রতীকার ও আশ্রয়ের জন্য সকলের উপর তোমার নিজেকে আমায় প্রদান কর।

আমি এই জীবনে আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক দুইটি বিষয় দেখিতে পাই, তাহা না পাইলে, এই দুঃখময় জীবন আমার পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত।

এই দেহরূপ কারাগারে আমার এই বন্দিত্বকালে, আহার ও আলোক, এই দুইটি বিষয়েরই অভাব আমি অনুভব করি।

আমি দুর্ব্বল হইলেও, আমার আত্মা ও দেহের পরিপুষ্টির জন্য, তুমি

তোমার পবিত্র দেহ আমাকে দিয়াছ, এবং তোমার বাক্য, আমার পথের আলোকস্বরূপ প্রদান করিয়াছ।

এই দুইটি ভিন্ন ধর্ম্ম-জীবনে বর্দ্ধিত হওয়া আমার পক্ষে কঠিন, কারণ ঈশ্বরের বাক্যই আমার আত্মার আলোক, এবং তোমার দেহ আমার জীবনের খাদ্য।

হে অনন্ত জ্যোতিঃ প্রভো যীশু, তোমারই দাস ভাববাদী, প্রেরিত, ও অন্যান্য শিক্ষকগণের পরিচর্য্যা দ্বারা, তোমার পবিত্র মেজের শিক্ষা আমাদিগকে দিয়াছ, তজ্জন্য তোমার নাম ধন্য হউক। তোমার নামের ধন্যবাদ হউক, হে সৃষ্টিকর্ত্তা ও মানবের পরিত্রাতা, সমস্ত জগতে তুমি তোমার প্রেম প্রকাশ করিবার জন্য তুমি এই মহা ভোজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তোমার এই পবিত্র ভোজ বিশ্বাসিবর্গকে উল্লাসিত করে। এই ভোজে আমাদের আহারের জন্য তোমার অতি পবিত্র দেহ ও শোণিত আমাদের সম্মুখে তুমি পরিবেষণ করিয়াছ। পবিত্র স্বর্গদূতগণও আমাদের সহিত এই ভোজে যোগদান করিয়া আনন্দ করেন।

পুরোহিতগণের পদ ও কার্য্য অতি সম্মানযোগ্য ও মহৎ। হে মহিমার প্রভো, তোমার পবিত্র বচনকলাপ দ্বারা এই পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে, তাঁহাদিগের ওষ্ঠাধর দিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে, তুমি তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান কর।

পুরোহিতগণের হস্ত পরিষ্কার হউক, মুখ নির্ম্মল হউক, দেহ মন পবিত্র হউক।

যে পুরোহিত এই ভোজ সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহার মুখ হইতে অপবিত্র, মন্দ, ও অহিতজনক কোন বাক্য নির্গত হওয়া উচিত নয়।

তাঁহার যে চক্ষু খ্রীষ্টের রূপ দর্শনে অভ্যস্ত, সেই চক্ষের দৃষ্টি সরল ও সুরুচি-সম্পন্ন হওয়া উচিত।

তাঁহার যে হস্ত এই ভোজ প্রদান করিতে অভ্যস্ত, সেই হস্ত অতি নির্ম্মল ও স্বর্গাভিমুখেই উত্তোলিত থাকা কর্ত্তব্য।

ব্যবস্থাতে পুরোহিতগণের সম্বন্ধে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে ;—"তোমরাও পবিত্র হও, কারণ তোমাদের ঈশ্বর প্রভু আমিও পবিত্র।"

হে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার কৃপা আমাদিগের সহায় হউক, পৌরোহিত্য-পদ গ্রহণকারী আমরা যেন পবিত্রতায়, ও সৎ বিবেকে ভক্তি-পূর্ব্বক, যোগ্যরূপে তোমার সেবা করিতে পারি।

তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের যত দূর উচিত, তেমন নির্দ্দোষ জীবন, আমরা যাপন করিতে না পারিলেও, আমাদের কৃত পাপের জন্য আমরা উপযুক্তরূপে যেন খেদ করিতে পারি, এবং ভবিষ্যতে নম্রভাবে ও সদিচ্ছার দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত, জ্বলন্ত আগ্রহে তোমারই সেবা করিতে সমর্থ হই।

---

১২ অধ্যায়।

ভোজ গ্রহণোদ্যত ব্যক্তির দৃঢ়-প্রযত্ন হইয়া খ্রীষ্টের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করা উচিত।

প্রিয়তমের উক্তি।

আমি পবিত্রতা ভালবাসি, এবং আমিই যাবতীয় পবিত্রতার উৎস।

আমি নির্ম্মল অন্তরের অনুসন্ধান করি, এবং তাহাই আমার বিশ্রাম স্থান।

আমার জন্য একটি বড় কুঠরী সজ্জিত ও প্রস্তুত কর, আমি আমার শিষ্য গণকে লইয়া, তোমার সহিত এক সঙ্গে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ পালন করিব।

তুমি যদি ইচ্ছা কর যে, আমি তোমার নিকট আসি, আর তোমা সঙ্গে থাকি, তবে তোমার পুরাতন স্বভাব দূর করিয়া ফেল, এবং হৃদয়ে আবাস শুচি কর।

হে বৎস, জগৎ ও জগতের সকল গণ্ডগোল দূর করিয়া দাও, এবং নির্জ্জনে তোমার আত্মার তিক্ততায়, তোমার অমিতাচারিতাসমূহের বিষয় চিন্তা কর।

কারণ, প্রত্যেক প্রেমিকই তাহার অতি প্রিয়তমের জন্য অতি উত্ত ও সুন্দর ঘর প্রস্তুত করে, এবং ইহাতেই তাহার প্রিয়তমের প্রতি তাহা আতিথেয়তার অনুরাগ প্রকাশিত হয়।

মনে রাখিও, সমস্ত বৎসর অনন্যচিত্ত হইয়া তুমি প্রস্তুত হইলেও কেবল তোমার কার্য্য বা নিজ গুণের দ্বারা তুমি প্রকৃতরূপে আপনাকে প্রস্তু

কোন ভিখারী, কোন ধনী দ্বারা ভোজে নিমন্ত্রিত হইলে, যেমন সে প্রাপ্ত উপকারের জন্য, ধনীর নিকটে নতভাবে কেবল ধন্যবাদ প্রদান ব্যতীত, আর কিছুই প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে দিতে পারে না, তেমনি তুমিও কেবল আমারই কৃপায়, ও অনুগ্রহেই আমার মেজের নিকট আসিতে অনুমতি পাইয়া থাক।

তোমার শক্তিতে যতটা কুলায়, দৃঢ়-প্রযত্নে তাহাই কর। রীতি আছে বলিয়া, কিম্বা না করিলে নয়, এমন ভাবে নহে, কিন্তু ভয়, ভক্তি ও অনুরাগের সহিত তোমার প্রিয়তমের দেহ গ্রহণ কর।

আমিই ত তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আমিই ত ইহা সম্পন্ন করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছি, তোমার যাহা চাই তাহা আমিই যোগাইয়া দিব ; এস, আমাকে গ্রহণ কর।

যখন আমি তোমাকে ভক্তির প্রসাদ প্রদান করি, তখন তুমি তোমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিও, কারণ, মনে রাখিও যে, তুমি যোগ্য বলিয়া নয়, কিন্তু তোমার উপর আমার করুণা হইয়াছে বলিয়াই আমি তোমাকে প্রদান করি।

যদি তোমাতে ভক্তি না থাকে, আর নিজের জীবনে শুষ্কতা দেখিতে পাও, তবে প্রার্থনা করিতে থাক, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দ্বারে আঘাত কর, এবং যতক্ষণ পরিত্রাণজনক প্রসাদের কিছু কণিকা বা বিন্দুও না পাও, ততক্ষণ কিছুতেই আঘাত করিতে ছাড়িও না।

তোমাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাকেই তোমার প্রয়োজন ; তুমি আমাকে পবিত্রীকৃত করিতে পার না, কিন্তু আমিই তোমাকে পবিত্র ও অধিকতর উন্নত করিতে আসিয়া থাকি।

তুমি আমার নিকটে আসিয়া থাক, যেন তুমি আমারই দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া, আমারই সহিত এক হইয়া থাকিতে পার, এবং যেন নূতন প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, স্বীয় জীবন সংশোধনার্থ নবভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠ।

আমার এই কৃপা অবহেলা করিও না, কিন্তু দৃঢ় প্রযত্নের সহিত তোমার অন্তর প্রস্তুত কর, এবং তোমার প্রিয়তমকে তোমার অন্তর মধ্যে আনয়ন কর।

কিন্তু আমার ভোজ গ্রহণের পূর্ব্বেই যে, কেবল তুমি আপনাকে ভক্তিভাবে প্রস্তুত করিবে, তাহা নয় ; ইহা গ্রহণের পরেও, তুমি আপনাকে

যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিও; ভক্তিতে পূর্ব্ব-প্রস্তুতি, অপেক্ষা, পরবর্ত্তী সতর্কতা কম আবশ্যক নয়, কেননা আমার প্রসাদ লাভের জন্য ভোজ গ্রহণের পর, অবহিত ভাবে নিজেকে রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট প্রস্তুতি।

মনে রাখিও, সুখ সচ্ছন্দতার দিকে অতিমাত্রায় আকর্ষিত হইলে মানুষকে মন্দের আবর্ত্তে পড়িতে হয়।

অধিক বাক্যালাপ হইতে সাবধান থাক। নির্জ্জনে থাকিয়া তোমার ঈশ্বরের সঙ্গ সেবন কর; কারণ নির্জ্জনে তুমি তাঁহাকে পাইবে, এবং সমস্ত জগৎ তোমার নিকট হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

আমিই সেই, যাঁহার হস্তে তোমার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা উচিত, যেন এখন হইতে উদ্বেগশূন্য হইয়া তুমি আপনাতে নয়, কিন্তু আমাতেই অবস্থিতি করিতে পার।

---

১৩ অধ্যায়।

এই মহা ভোজে খ্রীষ্টের সহিত একীভূত হইবার বাসনা।

শিষ্যের উক্তি।

হে প্রভো, কে আমায় তোমার সেই সুন্দর রূপ একটি বার দেখাইয়া দিবে, যেন আমি তোমার নিকটে আমার সমস্ত অন্তরটা খুলিয়া দিতে পারি, এবং আমার অন্তরের বাসনা মিটাইয়া তোমাকে সম্ভোগ করিতে পারি? কেহ আমাকে অবজ্ঞা না করুক, এবং সৃষ্ট কোন কিছুই যেন আমাকে বিচলিত না করে। প্রিয়তম যেমন প্রিয়পাত্রের সহিত কথা বলেন, বন্ধু যেমন বন্ধুর সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, তেমনি হে নাথ, যেন কেবল তুমি আর আমিই পরস্পর আলাপ করিতে পারি।

আমি ইহাই প্রার্থনা করি, ইহাই আমার বাসনা, যেন আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার সহিত এক হইয়া যাইতে পারি, আর যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু হইতে আমার অন্তরকে পৃথকীকৃত করিতে পারি, এবং পবিত্র ভোজ গ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় ও অনন্তকালীন আনন্দের আস্বাদ অধিকতর সম্ভোগ করিতে পারি।

হে প্রভো ঈশ্বর, কবে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার সহিত এক হইয়া যাইব, তোমাতেই মিশিয়া যাইব, আর একেবারে আমার আমিত্ব ভুলিয়া যাইব? আশীর্ব্বাদ কর, "তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে" অবস্থিত থাকিয়া যেন আমরা উভয়ে এক হইয়া যাইতে পারি।

সত্যই তুমি সহস্রের মধ্যে মনোহর। তুমিই আমার প্রিয়তম, যাবজ্জীবন তোমাতেই অবস্থিতি করিতে আমার আত্মার পরম সন্তোষ।

সত্যই তুমি আমার সান্ত্বনাকারী, তোমাতেই আমার সর্ব্বপ্রধান শান্তি ও প্রকৃত বিশ্রাম লাভ হয়, এবং তুমি ছাড়া সকলই শ্রম ও দুঃখ এবং অশেষ কষ্টময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সত্য সত্য, তুমিই গোপনে বর্ত্তমান ঈশ্বর। দুষ্টগণের সহিত তোমার পরামর্শ হয় না, এবং তাহাদিগের সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু নম্র ও সরলান্তঃকরণ লোকদিগের সহিতই তুমি আলাপ করিয়া থাক।

হে প্রভো, তোমার ভাব কেমন মধুর, তোমার সন্তানগণের প্রতি তোমার যে মধুর ভাব, তাহাই দেখাইবার জন্য তুমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছ।

প্রভুর এমন অনুগ্রহ ও এত অধিক প্রেমের পরিবর্ত্তে আমি তাঁহাকে কি দিতে পারি?

আমার অন্তরটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করিয়া তাঁহারই সহিত মিলিয়া যাওয়া অপেক্ষা, উত্তম আর এমন কিছুই আমার নাই, যাহা আমি তাঁহার প্রীতির জন্য দিতে পারি।

যখন আমার আত্মা ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া এক হইয়া যাইবে, তখন আমার মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলেই নিরতিশয় উল্লাসিত হইবে; তখন তিনি আমাকে বলিবেন;—"যদি তুমি আমার হও, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব;"—আর আমি তাঁহাকে বলিব,—"হে প্রভো, আমার সঙ্গে থাকিতে সুপ্রসন্ন হও, এবং আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন ইচ্ছাপুর্ব্বক তোমার সহিত থাকিতে পারি"।

হে প্রভো, ইহাই আমার একান্ত বাসনা, যেন আমার অন্তর তোমাতেই এক হইয়া যাইতে পারে।

---

১৪ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের দেহ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তের বাসনা।

শিষ্যের উক্তি।

হে নাথ, তোমার উত্তমতা কেমন উচ্চ! তোমার ভয়করীদিগের জন্যই ইহা তুমি রাখিয়াছ।

হে আমার ঈশ্বর, যখন কোন ভক্তের কথা আমার মনে উদিত হয়, তখন আমি দেখি, তাঁহারা কেমন ভক্তি ও অনুরাগের সহিত, তোমার মেজের নিকট উপস্থিত হন, এবং আমি তখন মনে মনে নিতান্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া পড়ি, এবং ভাবি, আমি কেমন কদুষ্ণ ও শীতলভাবে তোমার মেজের নিকটবর্ত্তী হই।

আমি এত শুষ্ক-হৃদয় ও অনুরাগবিহীন যে, তোমার সাক্ষাতেও, হে আমার ঈশ্বর, আমি উদ্দীপিত হই না! তোমার ভক্তগণের অন্তর কেমন আগ্রহে পূর্ণ, এবং তাঁহাদের হৃদয় কেমন ভক্তিরসেতে দ্রবীভূত। এই ভোজ গ্রহণের প্রবল বাসনায়, ও তাঁহাদের অন্তরস্থ প্রেমের অনুভূতিতে, তাঁহারাও চক্ষু-জল সম্বরণ করিতে পারিতেন না। হে ঈশ্বর, তুমিই জীবনদায়ক উৎস, তোমারই দেহ গ্রহণ করা ব্যতীত আর অন্য কোনরূপে তাঁহাদের ক্ষুধার শান্তি ও তৃপ্তিলাভে তাঁহারা অপারগ হইয়া, তাঁহারা হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে কবিতে, তোমারই নিকটে তাঁহারা আগমন করেন।

এই সকল সাধুর জ্বলন্ত বিশ্বাসই, ভোজে তোমার পবিত্র উপস্থিতির প্রকৃত ও প্রত্যয়জনক প্রমাণ।

ঈদৃশ অনুরাগ ও ভক্তি, এমন প্রবল প্রেম ও মনের আবেগ হইতে আমি কতদূরে পড়িয়া আছি!

হে মঙ্গলময় যীশু, তুমিই অমৃতস্বরূপ ও অনুগ্রহশীল; আমার প্রতি সদয় হও, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সময় সময়, অন্ততঃ, পবিত্র ভোজের সময়, তোমার প্রেমের প্রফুল্লতাজনক অনুরাগ অনুভব করিতে পারি, যেন আমার বিশ্বাস অধিকতর সবল হয়, তোমারই মঙ্গলময় ভাবে যেন, আমার

আশা বৃদ্ধি হয়; এবং আমার প্রেমভাব যেন, এই ভোজ গ্রহণ করিবার পর, এমনি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, যেন তাহা কখনও নিভিয়া যাইতে না পারে।

আমার বাঞ্ছিত প্রসাদ আমাকে প্রদান করিতে তুমি সম্পূর্ণ সমর্থ। হে নাথ, তোমার আত্মার প্রাচুর্য্যে আমার এই জীবন ধন্য করিয়া তোল।

কেননা যদিও তোমার ঐ সকল অসাধারণ ভক্তগণের মত এত প্রবল অনুরাগে এখনও আমি প্রজ্বলিত হই নাই, তথাপি সেই সকল আগ্রহান্বিত প্রেমিকগণের সহভাগী, ও তাঁহাদেরই পবিত্র সংসর্গে পরিগণিত হইবার স্পৃহায়, প্রার্থনা করিতে করিতে, তোমারই অনুগ্রহে সেই প্রদীপ্ত বাসনা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

---

১৫ অধ্যায়।

আত্মত্যাগ ও নম্রতা ভক্তির মূল।

প্রিয়তমের উক্তি।

বৎস, আগ্রহ সহকারে ভক্তি অন্বেষণ করা, ব্যগ্রতা সহকারে ইহার জন্য প্রার্থনা করা, ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত ইহার জন্য অপেক্ষা করা, একাগ্রচিত্তে ইহা লাভের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা তোমার উচিত, এবং ঈশ্বর প্রীত না হওয়া পর্য্যন্ত, কোন্ সময়ে, কোন্ ভাবে এই স্বর্গীয় প্রসাদ তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহার ভার ঈশ্বরেতেই সমর্পণ করিয়া স্থির থাকিও।

যদি তুমি অনুভব কর যে, তোমার অন্তরে ভক্তি অল্প, বা একেবারেই নাই, তথাপি অতিশয় নিরাশ বা দুঃখিত না হইয়া, বরং নিজেকে তোমার বিশেষভাবে নম্র করা উচিত।

ঈশ্বর বহুকাল যাহা না দেন, সময়ে সময়ে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাই প্রদান করেন।

প্রার্থনার আরম্ভ কালে যাহা প্রদান করিতে তিনি বিলম্ব করেন, কখন কখন অবশেষে তাহাই দিয়া থাকেন।

সব সময়েই যদি ঈশ্বরকৃপা প্রদত্ত এবং ইচ্ছা মাত্রই যদি তাঁহার কৃপারাশি উপস্থিত হইত, তাহা হইলে দুর্ব্বল মানবের পক্ষে, তাহা এতই ভারবহ হইত যে, কেহই তাহা ধারণ করিতে পারিত না।

অতএব ভক্তির জন্য উত্তম আশা ও বিনীতভাবে ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। তথাপি ঈশ্বর-কৃপা দত্ত না হইলে, কিম্বা তোমার অজ্ঞাতসারে তাঁহার কৃপা যদি তোমার নিকট হইতে অপসারিত হয়, তবে তোমারই ত্রুটি বা পাপসমূহের জন্য এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিও।

কখন কখন ক্ষুদ্র একটি সামান্য বিষয়ই তোমার বিঘ্ন ঘটায়, এবং তোমা হইতে ঈশ্বরের কৃপা গোপন করিয়া ফেলে; যদি ক্ষুদ্র বিষয়ই এমন মহা মঙ্গল লাভের বাধাস্বরূপ হয়, তবে বড় বড় বিষয়ের ত আর কথাই নাই। কিন্তু ক্ষুদ্রই হউক আর বড়ই হউক, তুমি যদি এই সমস্ত দূর করিয়া ফেল, এবং সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগকে পরাস্ত কর, তবেই যাহাই অনুসন্ধান কর, তাহাই পাইবে।

কারণ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত, ঈশ্বরের নিকট যখনই তুমি তোমার নিজেকে সমর্পণ করিবে, আর তোমার নিজের ইচ্ছা বা সন্তুষ্টির জন্য এইটি কিম্বা ওইটির সন্ধান না করিয়া, তাঁহার ইচ্ছাতেই আপনাকে সমর্পণ করিবে, তখনই তুমি দেখিবে, তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া তুমি শান্তিতে আছ এবং তখনই তুমি বুঝিবে যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছা যেমন পরমানন্দদায় ও তৃপ্তিজনক, তেমন আর কিছুই নহে।

যে কেহ সরল অন্তঃকরণের সহিত, তাহার মনের ভাব একমাত্র ঈশ্বরেরই দিকে প্রধাবিত হইতে দেয়, এবং সৃষ্ট সকল বস্তুর অতিরিক্ত আকর্ষণ হইতে আপনাকে রক্ষা করে, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের কৃপালাভের উপযুক্ত ও ভক্তিরূপ দানলাভের যোগ্য পাত্র হয়।

শূন্য পাত্রেই ঈশ্বর তাঁহার আশীর্ব্বাদরাজি স্থাপন করেন, কারণ যে ব্যক্তি নিম্নস্থ বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া, আমিত্বের প্রতি ঘৃণা পোষণের দ্বারা তাহার আমিত্বকে যতই ধ্বংস করে, তাহারই অন্তরে ততই শীঘ্র ঈশ্বরের কৃপারাশি প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করে, ও তাহার মুক্ত অন্তরাত্মাকে ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলিত হইতে সাহায্য করে।

তখন সে ঈশ্বরের প্রচুর কৃপায় পূর্ণ হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে এবং

তাহার অভ্যন্তরে তাহার অন্তর মুক্ত ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, কারণ প্রভুর হস্ত তাহার সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে চালিত করে, এবং চিরতরে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

যে সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে, সে এই ভাবে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে, এবং তাঁহার আত্মা-প্রাপ্তি তাহার পক্ষে বৃথা হইবে না।

ঈদৃশ ব্যক্তিই পবিত্র ভোজ গ্রহণ দ্বারা প্রভুব সহিত মিলিত হইবার অধিকাব লাভ করেন, কাবণ তাঁহার নিজেব ভক্তি বা সান্ত্বনার প্রতি তিনি দৃষ্টি করেন না; কিন্তু যাবতীয় ভক্তি ও সান্ত্বনাব উপবে যে ঈশ্বরের গৌবব ও সম্মান, তিনি তাহাবই সমাদর কবেন।

---

১৬ অধ্যায়।

শ্রীযীশুই সকল করুণার উৎস, তাঁহার নিকটেই আমাদের সকল অভাব জ্ঞাপন করা উচিত।

শিষ্যের উক্তি।

হে পরমসুন্দর, অমৃতের উৎস, প্রেমময় প্রভো, তোমাকেই ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে আমি এক্ষণে বাসনা করিয়াছি। আমার যে কত দুর্ব্বলতা ও অভাব, তাহা তুমি জান, এবং আমি যে মহা মন্দতায় ও পাপে ডুবিয়া আছি, তাহা তোমার অগোচর নহে। নানা প্রলোভনে, কষ্টে ও ভ্রষ্টতায় আমি পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া যে যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহাও তুমি জান।

হে নাথ, তোমাব নিকট আমি প্রতীকারের জন্য উপস্থিত, সান্ত্বনা ও সাহায্যের জন্য তোমারই নিকটে আমি প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আমার সকলই জান, এবং আমার ভিতরে যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার কাছে

প্রকাশিত। তুমিই আমাকে সম্পূর্ণরূপে সান্ত্বনা ও সাহায্য প্রদানে সমর্থ, আমি তোমারই সহিত আলাপ করিতে লালায়িত। হে নাথ, তুমি ত জান, আমার কোন্ কোন্ উত্তম বস্তুর অভাব, এবং ধর্ম্ম ও পুণ্য সম্বন্ধে আমি কেমন কাঙ্গাল।

হে প্রভো, দরিদ্র ও নগ্ন অবস্থায় আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমারই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি; তোমারই কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

হে নাথ, আহার-ক্লেশে মৃতকল্প তোমার এই দীন দাসকে আহার প্রদান করিয়া, তোমার প্রেমরূপ অগ্নিতে আমার সকল শীতলতা উত্তপ্ততায় পরিণত কর, এবং তোমার উপস্থিতির উজ্জ্বল আলোকে আমার সকল অন্ধতা ঘুচাইয়া দাও।

পৃথিবীর সকল বস্তুর উপর আমায় বীতরাগ কর, কাবণ জগতের সমস্ত বস্তুই ক্লেশকর এবং এই সকল আমার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের হানি জন্মায়। এই সমস্ত নীচ ও ঘৃণ্য বস্তু বিস্মৃত হইতে আমাকে সাহায্য কর।

হে নাথ, স্বর্গে তোমার দিকে আমার হৃদয় আকর্ষণ কর, এবং এই জগতে আমাকে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতে দিও না; এখন হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তুমিই আমার অমৃতময় খাদ্য হও; কারণ কেবল তুমিই আমার খাদ্য ও পানীয়, তুমিই আমার প্রেম, তুমিই আমার আনন্দ, তুমিই আমার মধুর ভাব, এবং আমার সকল মঙ্গলই তুমি।

আহা! তোমার উপস্থিতিতে তুমি যদি আমাকে প্রদীপ্ত ও প্রজ্বলিত করিয়া তোমাতেই এমন ভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইতে যে, আমি তোমার সহিত একাত্মা হইয়া ধন্য হইতে পারিতাম!

হে নাথ, ক্ষুধার্ত্ত ও শুষ্কভাবে তোমার নিকট হইতে আমাকে যাইতে দিও না; কিন্তু তুমি সদাকাল যেমন তোমার সাধুগণের সহিত আশ্চর্য্য ভাবে ব্যবহার করিয়াছ, তেমনি তোমার দয়ানুযায়ী আমার প্রতি ব্যবহার কর।

আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার দ্বারা অগ্নিময় হইয়া আপনার পক্ষে মরিয়া যাই; যেহেতু তুমিই ত চির-প্রজ্বলিত অগ্নি, তুমি কখনও ক্ষীণ হইয়া যাও না; তুমিই ত অন্তর পবিত্রকারী ও বুদ্ধির আলোকদাতা প্রেমরূপ অগ্নি।

১৭ অধ্যায়।

শ্রীযীশুকে গ্রহণ করিবার জন্য জ্বলন্ত প্রেম ও প্রবল বাসনার প্রয়োজন।

শিষ্যের উক্তি।

হে প্রভো, জীবনের পবিত্রতা ও ভক্তিতে উত্তপ্ত, তোমার বিশেষ প্রীতিভাজন সাধুভক্তগণ, তোমার ভোজ গ্রহণ কালে তোমাকে যেমন চাহিতেন, তেমনি আমিও পরম ভক্তিতে ও জ্বলন্ত প্রেমের সহিত, আমার অন্তরের সমস্ত অনুরাগ ও আগ্রহের সহিত তোমাকেই গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছি।

সাধুগণের মধ্যে কাহারও কাহারও যেরূপ প্রবল ভক্তি ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, এবং যেরূপ অভিজ্ঞতা তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, হে অনন্তপ্রেম, সর্ব্বমঙ্গল ও অসীম সুখের আকর আমার ঈশ্বর, সেইরূপ প্রবল বাসনায় ও উপযুক্ত ভক্তির সহিত আমিও আনন্দপূর্ব্বক তোমাকে গ্রহণ করিতে চাই।

হে নাথ, আমি যদিও ঐরূপ ভক্তির প্রাবল্য লাভের অযোগ্য, তথাপি আমি ঐরূপ পরমানন্দপূর্ণ জ্বলন্ত অনুরাগে উদ্দীপ্ত হইলে যেমন হইত, তেমনি আমার অন্তঃকরণের সমস্ত অনুরাগ তোমার নিকটে উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি।

কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যাহা ধারণা ও বাসনা করা সম্ভব, আমি সেই ভক্তি ও অনুরাগের সহিত তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে উৎসর্গ করিতেছি।

আমার নিজের বলিয়া আমি আর আমার কাছে কিছুই রাখিতে চাই না; কিন্তু মুক্তভাবে ও ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত, আমার আমিত্ব ও আমার যাহা কিছু আছে, সমস্তই তোমার চরণে বলীরূপে উৎসর্গ করিতেছি।

হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, আমার অঙ্গীকার সকল পালন করিতে আমাকে শক্তি প্রদান কর, এবং তোমার প্রশংসা কীর্ত্তন, এবং তোমাকে ধন্যবাদ প্রদানের আমার ইচ্ছা তুমি গ্রহণ কর, কারণ তোমার অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্ব কীর্ত্তনের জন্য সে সকল ধর্ম্মতঃ তোমারই প্রাপ্য।

আমার সকলই আমি তোমাব হস্তে সমর্পণ করিতেছি, এবং প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে যেন আমি এইরূপে আমাব যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ কবিতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কব। তোমাব ধন্যবাদ প্রদানে ও প্রশংসা কীর্ত্তনে, আমার সহিত সকল সাধু ভক্ত যোগদান করুন।

সমস্ত জাতীয় লোকেব সকল জিহ্বাই তোমার প্রশংসা করুক, অতীব মহোল্লাসে জ্বলন্ত ভক্তিব সহিত, তোমারই পবিত্র নামেব মহিমা কীর্ত্তন করুক।

যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক তোমার পবম পবিত্র ভোজ সম্পাদন করেন, ও পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাহা গ্রহণ করেন, তোমার হস্ত হইতে তাঁহারা কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করিবার যোগ্য হউন, এবং মহা পাপী যে আমি, আমাব জন্য তাঁহারা প্রার্থনা করুন।

তাঁহারা তাঁহাদিগেব বাঞ্ছিত ভক্তি ও আনন্দজনক যোগ প্রাপ্ত হইয়া, উত্তমরূপে পবিতৃপ্ত ও আশ্চর্য্যরূপে পরিপুষ্ট হইয়া, তোমার পবিত্র স্বর্গীয় মেজের নিকট হইতে প্রস্থান কালে, পাপী যে আমি, আমাকে তাঁহাবা স্মবণ করুন।

---

১৮ অধ্যায়।

প্রভুর ভোজ সম্বন্ধে সন্দিহান না হইয়া সরল বিশ্বাসে শ্রীযীশুর অনুকরণ বাঞ্ছনীয়।

প্রিয়তমের উক্তি।

যদি সন্দেহ-সাগরে ডুবিতে না চাও, তবে এই গভীবতম ভোজের বিষয় কৌতূহলী ও অনর্থক অনুসন্ধিৎসু হইও না।

প্রভুর মহিমার অনুসন্ধানকারী তাঁহার গৌরব দ্বারা মুগ্ধ হইয়া যাইবে।

ঈশ্বর মানবের জ্ঞানাতীত কার্য্য সাধনে সমর্থ।

পবিত্র ও বিনম্রভাবে সত্যের অনুসন্ধান কর, এবং পিতৃগণের বিশুদ্ধ শিক্ষায় চলিতে যত্ন পূর্ব্বক চেষ্টা করা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর।

ধন্য সেই সরলতা, যাহা তর্ক বিতর্কের কঠিন পথ ছাড়িয়া, ঈশ্বরেরই আদেশরূপ সরল ও নিশ্চিত পথে চলিতে থাকে।

উচ্চ উচ্চ বিষয় সকলের অনুসন্ধান কালে অনেকেই তাঁহাদিগের ভক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

বিশ্বাস এবং সরল জীবনই তোমাদের আবশ্যক। বুদ্ধির উচ্চতা বা ঈশ্বরের নিগূঢ়তাব গভীরতা অন্বেষণে ব্যস্ত হইও না।

তোমার অপেক্ষা নিম্নস্থ বিষয়সমূহ যদি তুমি বুঝিতে বা ধারণা করিতে না পার, তবে যাহা তোমা অপেক্ষা উচ্চ, তাহা কিরূপে বুঝিবে বা ধারণা করিবে ?

তোমার নিজকে ঈশ্বরেব বশীভূত কর এবং তোমাব জ্ঞানকে বিশ্বাসের নিকটে নত কর। তোমার পক্ষে যতদূর হিতজনক ও আবশ্যক, ততদূর জ্ঞানের আলোক তোমাকে প্রদত্ত হইবে।

কেহ কেহ বিশ্বাস ও এই ভোজ সম্বন্ধে গুরুতর ভাবে পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

হে বৎস, উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার মনের চিন্তা সকলের সহিত বাদানুবাদ করিতে দাঁড়াইও না, কিম্বা শয়তানের সন্দেহজনক কথার উত্তরও দিও ন., কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস কর, তাঁহার পবিত্র সাধুগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথায় বিশ্বাস কর, আর তাহা হইলে সেই দুষ্ট শত্রু তোমার নিকট হইতে পলাইয়া যাইবে।

ঈশ্বরের দাসগণের পক্ষে, এই সমস্ত সহ্য করা নিতান্ত মঙ্গলজনক।

কারণ দিয়াবল যে সকল অবিশ্বাসী ও পাপীকে দৃঢ়ভাবে নিজ অধিকারে পাইয়াছে, সে তাহাদিগকে পরীক্ষা করে না, কিন্তু বিশ্বাসী ভক্তগণকেই সে নানা ভাবে, ও নানা উপায়ে প্রলোভিত ও পরীক্ষিত করে।

অতএব সরল ও অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হও, এবং বিনীত ভক্তির সহিত, প্রভুর মেজের নিকট উপস্থিত হও, এবং তুমি যাহা বুঝিতে অসমর্থ, তাহা বিশ্বাস পূর্ব্বক ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, কারণ তিনিই সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ।

ঈশ্বর কখনও প্রবঞ্চনা করেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার নিজের উপর অতি মাত্রায় বিশ্বাস ও নির্ভর রাখে, সেইই প্রবঞ্চিত হয়।

ঈশ্বর সরলান্তঃকরণ লোকদের সহিত গমনাগমন করেন, নম্রমনাদিগের নিকট আপনাকে প্রকাশ করেন, শিশুদিগকে তিনি বুদ্ধি-শক্তি দান করেন, নির্ম্মলমনাদিগের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, কিন্তু কৌতূহলী ও গর্ব্বিতমনাদের নিকটে স্বীয় অনুগ্রহ গুপ্ত রাখেন।

মানবের বিচার-শক্তি দুর্ব্বল, আর প্রবঞ্চিত হইতেও পারে; কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস প্রবঞ্চিত হইতে পারে না।

সকল বিচার ও স্বাভাবিক অনুসন্ধানে বিশ্বাসেরই অনুগামী হওয়া উচিত, এবং কখনই ইহাকে অতিক্রম করা বা ইহার প্রতিরোধী হওয়া উচিত নয়।

কারণ বিশ্বাস ও প্রেমই এই স্থানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, কারণ এই অতি পবিত্রতম ও পরম শ্রেষ্ঠতম ভোজে ইহারাই গুপ্তভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

ঈশ্বর, যিনি অনন্ত, অপরিমেয়, অসীম শক্তিমান, স্বর্গ ও পৃথিবীতে যাঁহার কার্য্য সকল দুরধিগম্য, তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যসমূহ অনমুসন্ধেয়।

ঈশ্বরের কার্য্যকলাপ যদি মানব-বুদ্ধির নিকট এত সহজ-বোধ্যই হইত, তবে ত আর সেগুলিকে আশ্চর্য্য বা বর্ণনাতীত বলিতে পারা যাইত না।

২২৭

সমাপ্ত।

UTTARPARA JAIKRISHNA PUBLIC LIBRARY

CALCUTTA :—Published by the Calcutta Christian Tract and Book Society and Printed by P. Knight, Baptist Mission Press.